অদ্ভুত রামায়ণ।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত মূল

ও

শ্রীনবকুমার দত্তের আদেশে

শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত

বঙ্গানুবাদ।

"জানকী প্রকৃতিঃ সৃষ্টেরাদিভূতা সনাতনী।
তপঃসিদ্ধিঃ স্বর্গসিদ্ধির্ভূতির্ভূতিমতাং সতী॥"

১৭ নং অপার চিৎপুর রোড "বাল্মীকি পুস্তকালয়" হইতে

শ্রীনবকুমার দত্ত কর্ত্তৃক

দ্বিতীয়বার প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৩৯ নং সিমলা ষ্ট্রীটস্থ "শান্তি যন্ত্রে"

শ্রীবিহারীলাল দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৫।

বিজ্ঞাপন।

আদিকবি বাল্মীকির অমৃতময় লেখনী প্রসূত রামায়ণ অস্মদ্দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই চিত্তরঞ্জনকারী ও মহানন্দের সামগ্রী। রামায়ণ অনেক প্রকার। তন্মধ্যে সপ্তকাণ্ডে পরিচ্ছিন্ন রামায়ণই সাধারণতঃ পরিচিত। এই অদ্ভুত রামায়ণ উক্ত রামায়ণের পরিশিষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছে। অদ্ভুত রামায়ণ বাস্তবিকই অদ্ভুত। ইহাতে রামসীতার অদ্ভুত জন্ম হেতু, অম্বরীষের অদ্ভুত উপাখ্যান, নারদ ও পর্ব্বত ঋষির অদ্ভুত আখ্যায়িকা এবং আদি প্রকৃতি স্বরূপা জানকীর অদ্ভুত মাহাত্ম্য ও সহস্র স্কন্ধ রাবণবধ অতি অদ্ভুতরূপেই বর্ণিত হইয়াছে, পাঠ করিলে চিত্ত মধ্যে সত্য সত্যই অদ্ভুত ও ভক্তি রসের আবির্ভাব হয়। প্রসঙ্গসঙ্গতি ক্রমে ইহাতে সাংখ্য যোগ এবং আত্মজ্ঞানও উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং কৃতবিদ্য মাত্রেরই এই গ্রন্থ পাঠকরা কর্ত্তব্য।

অদ্ভুত রামায়ণ অস্মদ্দেশে প্রচলিত ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যদিও দুই এক খানি দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা তাদৃশ বিশুদ্ধ ও বিশদ নহে।

সেই অভাব মোচনার্থ খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংশোধন ও অনুবাদ করাইয়া যথা সম্ভব স্বল্প মূল্যে এই অদ্ভুতরামায়ণ প্রচার করিলাম। পাঠ করিয়া সাধারণে অণুমাত্র আনন্দ লাভ করিলে সমস্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক বোধ করিব।

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪ সাল
বাল্মীকি পুস্তকালয়
কলিকাতা।

শ্রীনবকুমার দত্ত
প্রকাশক।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বিশ্বনিয়ন্তা মঙ্গল ময়ের অপার করুণায় আশাতীত অল্প সময়ের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের মুদ্রিত গ্রন্থ নিচয় বৎসরৈক মাত্র অতীত না হইতেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। এই সাহিত্য বিপ্লবের দিনে যে,এত অল্পসময়ের মধ্যে বঙ্গদেশে সহস্র খণ্ড অদ্ভুত রামায়ণ আদরের সহিত বিক্রীত হইবে, ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। বাস্তবিক সাহিত্যা-নুরাগী মহোদয়গণ সহানুভুতি প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করাতেই আমি নির্ভয় চিত্তে ইহার পুনর্ম্মুদ্রাঙ্কণ করিয়া সাধা-রণ্যে প্রচার করিলাম। এবারে স্থানে স্থানে অনুবাদের ভাষা ও অন্যান্য ভ্রম যত দূর সাধ্য সংশোধন করিতে চেষ্টার অণুমাত্র ত্রুটী করা হয় নাই। এক্ষণে পূর্ব্ব সংস্করণের ন্যায় ইহা স্বদেশবাসী গুণগ্রাহী মহোদয়গণের নিকট আদৃত হইলেই নিজ ব্যয় ও শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

১৫ই আশ্বিন ১২৯৫ সাল।
বাল্মীকি পুস্তকালয়
কলিকাতা

শ্রীনবকুমার দত্ত

মঙ্গলাচরণং।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥
নমস্তস্মৈ মুনীশায় শ্রীযুতায় তপস্বিনে।
শান্তায় বীতরাগায় বাল্মীকায় মহাত্মনে॥
রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥
জয়তি রঘুবংশতিলকঃ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনো রামঃ।
দশবদননিধনকারী দাশরথিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ॥

নারায়ণ, নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া "জয়" এই শব্দ উচ্চারণ করিবে।

সেই শ্রীসম্পন্ন শান্তচেতা বিষয়বাসনাবিনির্ম্মুক্ত মহাত্মা মুনিশ্বর বাল্মীকিকে নমস্কার।

রাম, রামচন্দ্র, রামভদ্র, স্বয়ং বিধাতা, রঘুকুলের নেতা, সর্ব্বভূতের শরণ্য সীতাপতিকে নমস্কার॥

রঘুবংশের তিলক, কৌশল্যার আনন্দ বর্দ্ধন, দশবদননিহন্তা, দশরথ তনয়, পদ্মপলাশলোচন রামের জয় হউক।

অদ্ভুত-রামায়ণম্ ।

প্রথমঃ স

তমসাতীরনিলয়ং নিলয়ং তপসাং গুরুম্ ।
বচসাং প্রথমং স্থানং বাল্মীকিং মুনিপুঙ্গবম্ ॥১॥
বিনয়াবনতো ভূত্বা ভারদ্বাজোমহামুনিঃ ।
অপৃচ্ছৎ সর্ব্বতঃ শিষ্যঃ কৃতাঞ্জলিপুটো বশী ॥২॥
রামায়ণমিতি খ্যাতং শতকোটিপ্রবিস্তরম্ ।
প্রণীতং ভবতা যচ্চ ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩ ॥
শ্রূয়তে ব্রহ্মণা নিত্যমৃষিভিঃ পিতৃভিঃ সুরৈঃ ।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রং রামায়ণমিদং ভুবি ॥৪॥
তদাকর্ণিতমস্মাভিঃ সাবশেষং মহামুনে ।
শতকোটিপ্রবিস্তারে রামায়ণমহার্ণবে ॥৫॥

তমসাতীরনিবাসী কবিবাক্যের প্রথম উৎপত্তি স্থান কবিগুরু তপোনিধি মুনিপুঙ্গব বাল্মীকিকে (১) বিনয় সহকারে প্রণাম করিয়া প্রিয় শিষ্য জিতেন্দ্রিয় মহামুনি ভারদ্বাজ কৃতাঞ্জলি পুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, (২) আপনার প্রণীত শতকোটি কবিতায় গ্রথিত রামায়ণ নামে প্রসিদ্ধ যে গ্রন্থ ব্রহ্মলোকে প্রচলিত আছে, (৩) ব্রহ্মা, ঋষিগণ পিতৃগণ ও দেবগণের সহিত নিত্য উহা শ্রবণ করিয়া থাকেন। পঞ্চবিংশতি সহস্র কবিতায় গ্রথিত যে রামায়ণ পৃথিবীতে প্রচলিত আছে, (৪) হে মহামুনে! আমরা তাহার আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছি। যে

কিং গীতমিহ যন্নাস্তি তন্মে কথয় সুব্রত ।
আকর্ণ্যাদরিণঃ পৃষ্টং ভারদ্বাজস্য বৈ মুনিঃ ॥ ৬ ॥
হস্তামলকবৎ সর্ব্বং সম্মার শতকোটিকম্ ।
ওমিত্যুক্ত্বা মুনিঃ শিষ্যং প্রোবাচ বদতাম্বরঃ ॥ ৭ ॥
ভারদ্বাজ চিরঞ্জীব সাধু স্মারিতমদ্য নঃ ।
শতকোটিপ্রবিস্তারে রামায়ণমহার্ণবে ॥ ৮ ॥
রামস্য চরিতং সর্ব্বমাশ্চর্য্যং সম্যগীরিতম্ ।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রং ভূলোকে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৯ ॥
নৃণাং হি সদৃশং রাম-চরিতং বর্ণিতং ততঃ ।
সীতামাহাত্ম্যসারং যৎ বিশেষাদত্র নোক্তবান্ ॥ ১০ ॥
শৃণ্বাবহিতো ব্রহ্মন্ কাকুৎস্থচরিতং মহৎ ।
সীতায়া মূলভূতায়াঃ প্রকৃতেশ্চরিতঞ্চ যৎ ॥ ১১ ॥

রামায়ণপারাবার শত কোটী কবিতায় নিবদ্ধ (৫) তাহাতে এমন কোন বিষয় কি কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা এই রামায়ণে নাই? হে সুব্রত! আপনি আমাকে তাহাই বলুন।

শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভারদ্বাজের প্রশ্ন স্মরণ করিয়া মুনি (৬) শতকোটি কবিতায় নিবদ্ধ রামায়ণের সমস্ত বিষয়, হস্তস্থিত আমলক ফলের ন্যায় মানসচক্ষে নিরীক্ষণ করিলেন। তখন বাগ্মিপ্রবর বাল্মীকিমুনি ওঁকার উচ্চারণ করিয়া শিষ্যকে কহিলেন, (৭) ভারদ্বাজ! তুমি চিরঞ্জীবী হও, আজ তুমি আমাকে অতি উৎকৃষ্ট বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়াছ! শত কোটি কবিতায় নিবদ্ধ রামায়ণ-পারাবারে (৮) রামচন্দ্রের অত্যাশ্চর্য্য চরিত্র নিঃশেষে বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চবিংশতি সহস্র কবিতায় গ্রথিত যে রামায়ণ মর্ত্ত্যলোকে প্রচলিত আছে, (৯) তাহাতে রাম যে মনুষ্যের অনুকরণ করিয়াছিলেন, কেবল তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সীতা মাহাত্ম্যের যে সার, আমি তাহাতে বিশেষ করিয়া তাহা বর্ণন করি নাই (১০)। ব্রহ্মন্! এক্ষণে তুমি মনোযোগী হইয়া কাকুৎস্থের আশ্চর্য্য চরিত এবং মূল প্রকৃতিভূতা সীতার চরিত শ্রবণ

আশ্চর্য্যমাশ্চর্য্যমিদং গোপিতং ব্রহ্মণো গৃহে।
ভক্তায় প্রিয়শিষ্যায় তুভ্যমাবেদয়ামি তৎ ॥ ১২ ॥
জানকী প্রকৃতিঃ সৃষ্টেরাদিভূতা মহাগুণা।
তপঃসিদ্ধিঃ স্বর্গসিদ্ধির্ভূতির্ভূতিমতাং সতী ॥ ১৩ ॥
বিদ্যাবিদ্যা চ মহতী গীয়তে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ঋদ্ধিঃ সিদ্ধির্গুণময়ী গুণাতীতা গুণাত্মিকা ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডসম্ভূতা সর্ব্বকারণকারণম্।
প্রকৃতির্ব্বিকৃতির্দ্দেবী চিন্ময়ী চিদ্বিলাসিনী ॥ ১৫ ॥
মহাকুণ্ডলিনী সর্ব্বানুস্যূতা ব্রহ্মসংজ্ঞিতা।
তস্যা বিলসিতং সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ১৬ ॥

কর (১১)। ইহা সত্য-সত্যই অত্যাশ্চার্য্য; ব্রহ্মলোকে ইহা গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে। তুমি আমায় প্রিয় শিষ্য ও ভক্ত,আমি তোমাকে জ্ঞাপন করিতেছি (১২)। জানকী সৃষ্টির আদিভূতা মহাগুণশালিনী প্রকৃতি; তিনিই তপঃসিদ্ধি, তিনিই স্বর্গসিদ্ধি তিনিই বিভূতিশালী-দিগের বিভূতি, তিনিই সতী*, (১৩)। বেদবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, তিনিই মহতী বিদ্যা ও অবিদ্যা † তিনিই ঋদ্ধি, তিনিই সিদ্ধি; তিনি গুণময়ী'ও গুণের উৎপত্তি কারণ, অথচ গুণ তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না (১৪)। তিনি ব্রহ্ম। তিনি ব্রহ্মাণ্ড হইতে সমুত্থিত, অথচ সর্ব্বকারণের কারণীভূতা। সেই দেবীই প্রকৃতি এবং সেই দেবীই-বিকৃতি ‡ তিনি জ্ঞানময়ী ও জ্ঞানবিলাসিনী § (১৫)। তিনি মহাকুণ্ডলিনীরূপে সর্ব্ব ভূতেয় অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহারই নাম ব্রহ্ম। চরাচর এই জগৎ সমস্ত তাঁহারই লীলা, (১৬)। ব্রহ্মন্। তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মাগণ তাঁহাকেই হৃদয়ে ধারণ করিয়া চিত্ত

---

* নিত্য বস্তু। † জ্ঞান ও অজ্ঞান বা মায়া।
‡ জগৎ প্রপঞ্চ। § তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বোধ্য।

নানাধায় রূপি ব্রহ্মন্ যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ।
বিবর্ত্তয়ন্তি জগচ্ছিং ভবন্তি চ খমূর্ত্তিকাঃ ॥ ১৭ ॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি সুব্রত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদা প্রকৃতিসম্ভবঃ ॥ ১৮ ॥
রামঃ সাক্ষাৎ পরং জ্যোতিঃ পরং ধাম পরঃ পুমান্ ।
আকৃতৌ পরমো ভেদো ন সীতারাময়োর্যতঃ ॥ ১৯ ॥

রামঃ সীতা জানকী রামভদ্রো
ন ভেদো বৈ হেতয়োরস্তি কশ্চিৎ ।
সন্তো বুদ্ধা তত্ত্বমেতৎ বিবুদ্ধাঃ
পারং যাতা সংসৃতের্ম্মৃত্যুবক্ত্রাৎ ॥ ২০ ॥
রামোঽচিন্ত্যো নিত্যচিৎ সর্ব্বসাক্ষী
সর্ব্বান্তঃস্থঃ সর্ব্বলোকৈককর্ত্তা ।
ভর্ত্তা হর্ত্তানন্দমূর্ত্তির্ব্বিভূমা
সীতাযোগাচ্চিন্ত্যতে যোগিভিঃ সঃ ॥ ২১ ॥

বন্ধন* উন্মোচন করেন, এবং আকাশমূর্ত্তি হইয়া উঠেন(১৭)। হে সুব্রত! যখনই ধর্ম্মের হ্রাস ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখনই মূল প্রকৃতি অবতার স্বীকার করেন (১৮)। রাম সাক্ষাৎ পরম জ্যোতি, পরম ধর্ম্ম ও পরম পুরুষ। সীতা ও রামের স্বরূপগত কোন ভেদ নাই (১৯)। রামই সীতা এবং সীতাই রামই। ইহাঁদিগের কোন ভেদ নাই। সাধুগণ এই তত্ত্ব অবগত হইয়া মৃত্যুর মুখ স্বরূপ সংসারের পরপারে গমন করিয়াছেন (২০)। রাম অচিন্ত্য, নিত্য চিৎ স্বরূপ, সর্ব্বসাক্ষী, সকলের অন্তর্যামী ও সর্ব্ব লোকের অদ্বিতীয় কর্ত্তা তিনিই পালন কর্ত্তা তিনি আনন্দ মূর্ত্তি ও ভূমান্। যোগিগণ সীতারসহিত একীকৃত করিয়া তাঁহাকে ভাবনা করিয়া থাকেন (২১)।

---

* সংসার বাসনা।

অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বিশ্বং নহি তস্য বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ২২ ॥
তয়োঃ পরং জন্ম উদাহরিষ্যে
যয়োর্যথাকারণদেহধারিণোঃ।
অরূপিণো রূপবিধারণং পুন-
র্নৃণামহোঽনুগ্রহ এব কেবলম্ ॥ ২৩ ॥
পঠন্ দ্বিজোবাগৃষভত্বমীয়াৎ
ক্ষত্রান্বয়োভূমিপতিত্বমীয়াৎ।
বণিগ্‌জনো পণ্যফলত্বমীয়াৎ
শৃন্বন্ হি শূদ্রোঽপি মহত্বমীয়াৎ ॥ ২৪ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে বাল্মীকীয়ে অদ্ভুতোত্তরকাণ্ডে
আদিকাব্যে রামসীতামাহাত্ম্যকথনোপক্রমো
নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

তাঁহার পদ ও হস্ত নাই, অথচ তিনি গমন ও গ্রহণ করেন; চক্ষু নাই দর্শন করেন, কর্ণ নাই শ্রবণ করেন। তিনি বিশ্বকে জানেন, কিন্তু তাঁহাকে জানে, এরূপ কেহই নাই। পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই আদি পুরাণ পুরুষ কহিয়া থাকেন(২২)। তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি যে নিমিত্ত অনুসারে অত্যাশ্চর্য্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, আমি তাহা নির্দ্দেশ করিব। অহো! তাঁহাদিগের আকার নাই, তথাপি তাঁহারা যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, সে কেবল মনুষ্যদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত! (২৩)।

ব্রাহ্মণ এই রামসীতা-মাহাত্ম্য পাঠ করিলে বাচস্পতি হইবেন, ক্ষত্রিয় রাজ্য লাভ করিবেন, এবং বৈশ্যগণও পণ্যকার্য্যে সফল হইবেন। ইহা শ্রবণ করিলে শূদ্রও মাননীয় হইয়া উঠিবেন (২৪)।

দ্বিতীয় সর্গঃ।

ভারদ্বাজ শৃণুষ্বাথ রামচন্দ্রস্য ধীমতঃ।
জন্মনঃ কারণং বিপ্র ঈক্ষ্বাকুকুলবারিধৌ ॥ ১ ॥
সীতায়াশ্চ মহাদেব্যাঃ পৃথিব্যাং জন্মহেতুকম্।
তত্র রামকথামাদৌ বক্ষ্যামি মুনিপুঙ্গব ॥ ২ ॥
শ্রূয়তাং মুনিশার্দ্দূল অম্বরীষকথাশ্রয়ম্।
পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যং সর্ব্বপাপহরং পরম্ ॥ ৩ ॥
ত্রিশঙ্কোর্দ্দয়িতা ভার্য্যা সর্ব্বলক্ষণশোভিতা।
অম্বরীষস্য জননী নিত্যং শৌচসমন্বিতা ॥ ৪ ॥
যোগনিদ্রাসমারূঢ়ং শেষপর্য্যঙ্কশায়িনম্।
নারায়ণং মহাত্মানং ব্রহ্মাণ্ডকমলোদ্ভবম্ ॥ ৫ ॥
তমসা কালরুদ্রাখ্যং রজসা কনকাণ্ডজন্।
সত্ত্বেন সর্ব্বগং বিষ্ণুং সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্ ॥ ৬ ॥

বিপ্র ভারদ্বাজ! ধীমান্ রামচন্দ্র যে কারণে ইক্ষ্বাকু বংশরূপ সাগর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, (১) মহাদেবী সীতাও যে নিমিত্ত ধরণীর উদরে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা শ্রবণ কর। হে মুনিপুঙ্গব! আমি তন্মধ্যে রামকথা অগ্রে কীর্ত্তন করিব। (২) হে মুনিশার্দ্দূল! তুমি অম্বরীষ কথাসম্বলিত সর্ব্বপাপবিনাশন অত্যাশ্চর্য্য পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য শ্রবণ কর (৩)।

ত্রিশঙ্কুর সর্ব্ব সুলক্ষণসম্পন্না দয়িতা ভার্য্যা অম্বরীষের জননী নিত্য শুচি হইয়া (৪) যোগ নিদ্রায় নিদ্রিত, অনন্তরূপ পর্য্যঙ্ক শয্যায় শায়িত, ব্রহ্মাণ্ড-পদ্ম-সমুদ্ভূত, (৫) তমোগুণ যোগে কালরুদ্র নামধারী, রজোগুণ যোগে হিরণ্ময়-অণ্ড-সমুদ্ভূত-(ব্রহ্ম) নামধারী, সত্ত্বগুণ যোগে সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্ব দেব নমস্কৃত বিষ্ণু নামধারী মহাত্মা নারায়ণকে (৬)

অর্চ্চয়ামাস সততং বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ।
মাল্যদামাদিকং সর্ব্বং স্বয়মেব ব্যচীকরৎ ॥ ৭ ॥
গন্ধাদিপেষণঞ্চৈব ধূপদ্রব্যাদিকং তথা।
তৎসর্ব্বং কৌতুকাবিষ্টা স্বয়মেব চকার সা ॥ ৮ ॥
শুভা পদ্মাবতী নিত্যং বাচা নারায়ণেতি বৈ।
অনন্তেতি চ সা নিত্যং ভাষমাণা যতব্রতা ॥ ৯ ॥
দশবর্ষসহস্রাণি তৎপরেণান্তরাত্মনা।
অর্চ্চয়ামাস গোবিন্দং গন্ধপুষ্পাদিভিঃ শুভৈঃ ॥ ১০ ॥
বিষ্ণুভক্তান্ মহাভাগান্ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতান্।
দানমানার্চ্চনৈর্নিত্যং ধনৈরত্নৈরতোষয়ৎ ॥ ১১ ॥
ততঃ কদাচিৎ সা দেবী দ্বাদশীং সমুপোষ্য বৈ।
হরেরগ্রে মহাভাগ সুস্বাপ পতিনা সহ ॥ ১২ ॥
তত্র নারায়ণোদেবস্তামাহ পুরুষোত্তমঃ।
কিমিচ্ছসি বরং ভদ্রে মত্তঃ কিং ব্রূহি ভামিনি ॥ ১৩ ॥

কায়মনোবাক্যে নিয়ত আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন; মাল্যাদি সমস্ত স্বহস্তেই রচনা করিতে লাগিলেন (৭); চন্দনাদি পেষণ ও ধূপাদি দ্রব্য নির্ম্মাণ আগ্রহসহকারে সমস্ত নিজেই করিতে থাকিলেন (৮)। শুভলক্ষণা পদ্মাবতী ব্রত ধারণপূর্ব্বক নিত্য মুখে নারায়ণ ও অনন্তনাম উচ্চারণ করিয়া (৯) তদ্গতচিত্তে পবিত্র গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা দশ সহস্র বৎসর গোবিন্দের অর্চ্চনা করিলেন (১০); সর্ব্ব পাপ বিরহিত মহাভাগ বিষ্ণু, ভক্তদিগকে প্রত্যহ দান, মান ও বিবিধ ধন রত্নাদি দ্বারা তুষ্ট করিলেন (১১)।

হে মহাভাগ! অনন্তর একদা রাজ্ঞী দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া নারায়ণের সম্মুখ ভাগে পতিপার্শ্বে নিদ্রিতা হইলেন। (১২) সেই নিদ্রাবস্থায় পুরুষোত্তম দেব নারায়ণ তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি আমার নিকট কি বর প্রার্থনা কর? ভামিনি! আমাকে বল (১৩)।

সা দৃষ্ট্বা তং বরং বব্রে পুত্রস্ত্বদ্ভক্তিমান্ ভবেৎ ।
সার্ব্বভৌমো মহাতেজাঃ স্বকর্ম্মনিরতঃ শুচিঃ ॥ ১৪ ॥
তথেত্যুক্ত্বা দদৌ তস্মৈ ফলমেকং জনার্দ্দনঃ ।
সা প্রবুদ্ধা ফলং দৃষ্ট্বা ভর্ত্রে সর্ব্বং নিবেদ্য চ ॥ ১৫ ॥
ভক্ষয়ামাস সংহৃষ্টা ফলং তদ্গতমানসা ।
ততঃ কালেন সা দেবী পুত্রং কুলবিবর্দ্ধনম্ ॥ ১৬ ॥
অসূয়ত শুভাচারং বাসুদেবপরায়ণম্ ।
শুভলক্ষণসম্পন্নং চক্রাঙ্কিতমনুত্তমম্ ॥ ১৭ ॥
জাতং দৃষ্টা পিতা পুত্রং ক্রিয়াঃ সর্ব্বাশ্চকার বৈ ।
অম্বরীষ ইতিখ্যাতো লোকে সমভবৎ প্রভুঃ ॥ ১৮ ॥
পিতর্য্যুপরতে শ্রীমানভিষিক্তো মহাত্মভিঃ ।
মন্ত্রিষ্বাধায় রাজ্যঞ্চ তপ উগ্রঞ্চকার সঃ ॥ ১৯ ॥
সম্বৎসরসহস্রং বৈ জপন্নারায়ণং প্রভুম্ ।

রাজ্ঞী তাঁহাকে দেখিয়া বর প্রার্থনা করিলেন যে, আমার যেন আপনার ভক্ত এবং রাজচক্রবর্ত্তী মহাতেজস্বী, নিজ কর্ত্তব্য নিরত ও শুদ্ধাচারী পুত্র হয় (১৪)। জনার্দ্দন তথাস্তু বলিয়া রাজ্ঞীকে এক ফল প্রদান করিলেন। তিনি জাগরিত হইয়া ফল দর্শন পূর্ব্বক ভর্ত্তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া (১৫) তদ্গত চিত্তে আনন্দ সহকারে ঐ ফল ভক্ষণ করিলেন। অন্তর রাজ্ঞী যথাকালে কুল বিবর্দ্ধক, শুদ্ধাচারসম্পন্ন, বাসুদেবপরায়ণ, শুভলক্ষণ লক্ষিত চক্রচিহ্নধারী এক অত্যুত্তম পুত্র প্রসব করিলেন (১৬, ১৭)। পুত্র জন্মিল দেখিয়া পিতা সমস্ত কর্ত্তব্য ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করাইলেন। পরাক্রান্ত রাজকুমার লোকে অম্বরীষ নামে অভিহিত হইলেন (১৮)

অনন্তর পিতা স্বর্গারোহণ করিলে, প্রধান প্রধান প্রজাগণ তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। তিনিও মন্ত্রিদিগকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন (১৯)। সূর্য্যমণ্ডল হইতে

হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থং সূর্য্যমণ্ডলমধ্যতঃ ॥ ২০ ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মং ধারয়ন্তং চতুর্ভুজম্।
শুদ্ধজাম্বুনদনিভং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্ ॥ ২১ ॥
সর্ব্বাভরণসংযুক্তং পীতাম্বরধরং প্রভুম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং দেবং পুরুষং পুরুষোত্তমম্ ॥ ২২ ॥
ততো গরুড়মারুহ্য সর্ব্বদেবৈরভিষ্টুতঃ।
আজগাম স বিশ্বাত্মা সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ ॥ ২৩ ॥
ঐরাবতমিবাচিন্ত্যং কৃত্বা বৈ গরুড়ং হরিঃ।
স্বয়ং শক্র ইবাসীনস্তমাহ নৃপসত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
ইন্দ্রোঽহমস্মি ভদ্রন্তে কিং দদামি তবাদ্য বৈ।
সর্ব্বলোকেশ্বরো হি ত্বাং রক্ষিতুং সমুপাগতঃ ॥ ২৫ ॥
অম্বরীষস্তুতং দৃষ্ট্বা শক্রমৈরাবতস্থিতম্।
উবাচ বচনং ধীমান্ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ ॥ ২৬ ॥

সমাগমন পূর্ব্বক হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থ, শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী, চতুর্ভুজ, বিশুদ্ধ জাম্বুনদ সদৃশ কান্তি, ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাত্মক, সর্ব্বাভরণভূষিত, পীতাম্বরধারী, ত্রিজগৎ প্রভু শ্রীবৎসবক্ষা, পূরাণপুরুষ, পুরুষোত্তম দেব নারায়ণকে সহস্র সম্বৎসর ধ্যান করিলেন, (২০, ২১, ২২)। অনন্তর সর্ব্বলোক নমস্কৃত বিশ্বাত্মা নারায়ণ গরুড়ে আরোহণ করিয়া আগমন করিলেন; দেবগণ সকলেই স্তব করিতে করিতে তাঁহার অনুগামী হইলেন (২৩)। হরি অচিন্ত্যস্বরূপ গরুড়কে ঐরাবতের রূপ ধারণ করাইয়া স্বয়ং ইন্দ্ররূপে তাহার উপর উপবিষ্ট হইয়া সেই রাজচক্রবর্ত্তীকে কহিলেন (২৪)। তোমার মঙ্গল হউক; আমি ইন্দ্র; আজ তোমাকে কি প্রদান করিব বল। আমি সর্ব্বলোকের অধীশ্বর; তোমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আগমন করিলাম (২৫)। কিন্তু বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ অম্বরীষ, ঐরাবতসমারূঢ় ইন্দ্রকে দর্শন করিয়া কহিলেন (২৬)। আমি এ স্থানে আপনার উদ্দেশে

নাহং ত্বমভিসন্ধায় তপ আতিষ্ঠবানিহ।
ত্বয়া দত্তঞ্চ নেচ্ছামি গচ্ছ শক্র যথানুখম্॥ ২৭॥
মম নারায়ণোনাথ স্ত্বাংস্তুয়ে নামরাধিপ।
গজেন্দ্র মাকুথাস্ত্বত্র মনাশ্রমবিলোপনম্॥ ২৮॥
ততঃ প্রহস্য ভগবান্ স্বরূপমকরোদ্ধরিঃ।
শার্ঙ্গ-চক্র-গদা-পাণিঃ শঙ্খহস্তো জনার্দ্দনঃ॥ ২৯॥
গরুড়োপরি বিশ্বাত্মা নীলাচল ইবাপরঃ।
দেবগন্ধর্ব্বসংঘৈশ্চ স্তূয়মানঃ সমন্ততঃ॥ ৩০॥
প্রণম্য রাজা সন্তুষ্টস্তুষ্টাব গরুড়ধ্বজম্।
প্রসীদ লোকনাথস্ত্বং মম নাম জনার্দ্দন॥ ৩১॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগন্নাথ সর্ব্বলোকনমস্কৃত।
ত্বমাদিস্ত্বমনাদিস্ত্বমনন্তঃ পুরুষঃ প্রভুঃ॥ ৩২॥

তপস্যা আরম্ভ করি নাই। আপনি যে আমাকে বরদান করিবেন, তাহা ত আমি ইচ্ছা করি না। অতএব পুরন্দর! আপনি স্বচ্ছন্দে প্রতিগমন করুন (২৭)। নারায়ণই আমার নাথ; দেবেন্দ্র! আমি আপনার আরাধনা করিতেছি না। এই গজেন্দ্র যেন আমার আশ্রম উন্মূলন না করে (২৮)!

অনন্তর ভগবান্ হরি হাস্য করিয়া নিজরূপ ধারণ করিলেন। বিশ্বাত্মা জনার্দ্দন শার্ঙ্গ, চক্র, গদা ও শঙ্খ হস্তে দ্বিতীয় নীলাচলের ন্যায় গরুড়ের উপর অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে দেব ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তব করিতে থাকিলেন (২৯, ৩০)। তখন রাজা সন্তুষ্ট হইয়া সেই গরুড়ধ্বজের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন;—হে লোকনাথ জনার্দ্দন! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন (৩১)। হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে জগন্নাথ! হে সর্ব্বলোকনমস্কৃত! তুমি সকলের আদি, কিন্তু তোমার আদি নাই। অন্তেও তুমি সর্ব্বশক্তিমান পুরুষরূপেঅবস্থিতি করিবে (৩২)। তুমি অপ্রমেয় পরম মহৎ বিষ্ণু; তুমি

অপ্রমেয়োবিভুর্ব্বিষ্ণুর্গোবিন্দঃ কমলেক্ষণঃ।
মহেশ্বরোঽজজোমেধ্য পুস্করঃ খগমঃ খগঃ ॥ ৩৩ ॥
কব্যবাহঃ কপালী ত্বং হব্যবাহঃ প্রভঞ্জনঃ ॥
আদিদেবঃ ক্রিয়ানন্দঃ পরমাত্মাত্মনি স্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥
ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি গোবিন্দ পাহি মাং পুষ্করেক্ষণ।
নান্যা গতিস্ত্বদন্যা মে ত্বামেব শরণং গতঃ ॥ ৩৫ ॥
তমাহ ভগবান্ বিষ্ণুঃ কিন্তে হৃদি চিকীর্ষিতম্।
তৎ সর্ব্বং তে প্রদাস্যামি ভক্তোঽসি মম সুব্রত ॥৩৬॥
ভক্তপ্রিয়োঽস্মি সততং তস্মাদ্দাতুমিহাগতঃ।
অম্বরীষস্তু তৎ শ্রুত্বা হর্ষগদ্গদয়া গিরা ॥ ৩৭ ॥

গোবিন্দ *; তুমি কমললোচন। তুমি মহেশ্বর; তুমি কমলযোনি; তুমি পরম পবিত্র পদ্ম †। তুমি চন্দ্র! তুমি সূর্য্য! তুমি কব্যবাহ তুমি কপালী। তুমি অগ্নি তুমি বায়ু তুমি আদিদেব। যাগযজ্ঞেই তোমার আনন্দ। তুমি পরমাত্মা। আত্মার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (৩৩, ৩৪)। গোবিন্দ! আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি; হে কমললোচন! আমাকে পরিত্রাণ কর। তুমি ভিন্ন আমার আর অন্য গতি নাই; আমি তোমারই শরণাগত হইলাম (৩৫)।

তখন ভগবান বিষ্ণু তাঁহাকে কহিলেন, তোমার মানসিক বাসনা কি? আমি তোমার সমস্ত অভিলাষই পূর্ণ করিব। হে সুব্রত! তুমি আমার ভক্ত (৩৬) আমি নিয়ত ভক্তকে ভাল বাসি; সেই জন্যই তোমাকে বর দান করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। অম্বরীষ এই কথা শ্রবণ করিয়া হর্ষগদ্গদবাক্যে (৩৭) অনাময় পরমাত্মা নারায়ণকে কহিলেন, আপনি পরমানন্দরূপী বিষ্ণু, আপনাতে নিত্য আমার মতি

---

* গোজাতির হিতসাধক।

† ভগবানের নাভিপদ্ম, যাঁহা হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইত ছিল। অর্থাৎ তুমি সর্ব্বস্বরূপ।

প্রোবাচ পরমাত্মানং নারায়ণমনাময়ম্ ।
ত্বয়ি বিষ্ণৌ পরানন্দে নিত্যং মে বর্ত্ততাং মতিঃ ॥ ৩৮ ॥
ভবেয়ং ত্বৎপরো নিত্যং বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ ।
পালয়িষ্যামি পৃথিবীং কৃত্বা বৈ বৈষ্ণবং জগৎ ॥ ৩৯ ॥
যজ্ঞহোমার্চ্চনৈশ্চৈব ভজিষ্যামি সুরোত্তমম্ ।
বৈষ্ণবান্ পালয়িষ্যামি হনিষ্যামি চ শাত্রবান্ ॥ ৪০ ॥
এবমুক্তস্তু ভগবান্ প্রত্যুবাচ নৃপোত্তমম্ ।
এবমস্তু তবেচ্ছা বৈ চক্রমেতৎ সুদর্শনম্ ॥ ৪১ ॥
পুরা রুদ্রপ্রভাবেন লব্ধং বৈ দুর্লভং ময়া ।
ঋষিণা পাদিতং দুঃখং শক্ররোগাদিকং তথা ॥ ৪২ ॥
নিহনিষ্যতি তে দুঃখমিত্যুক্ত্বান্তরধীয়ত ।
ততঃ প্রণম্য মুদিতো রাজা নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ৪৩ ॥
প্রবিশ্য নগরীং দিব্যামযোধ্যাং পর্য্যপালয়ৎ ।
ব্রাহ্মণাদীংস্তথা বর্ণান্ স্বে স্বে কর্ম্মণ্যযোজয়ৎ ॥ ৪৪ ॥

থাকুক (৩৮) আমি যেন বাক্য মন কায় ও কর্ম্মে নিয়ত আপনাতেই রত থাকি। আমি জগৎবাসী সকলকে বৈষ্ণব করিয়া পৃথিবী পালন করিব (৩৯)। যজ্ঞ, হোম ও অর্চ্চনা দ্বারা সুরোত্তমদিগকে ভজনা করিব; বৈষ্ণবদিগকে পালন ও শক্রদিগকে সংহার করিব (৪০)

এই কথা শুনিয়া ভগবান সেই রাজসিংহকে কহিলেন, তাহাই হইক। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক। এই দুর্ল্লভ সুদর্শন চক্র পুরাকালে আমি রুদ্রের প্রভাবে প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা তোমার ঋষিকৃত দুঃখ, দৈব ও রোগাদিকৃত সন্তাপ, অন্য কি সমস্ত দুঃখই নিবারণ করিবে, এই কথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। অনন্তর রাজা প্রহৃষ্টচিত্তে প্রভু নারায়ণকে প্রণামকরিয়া দিব্য অযোধ্যা নগরী প্রবেশ পূর্ব্বক পালন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণকে নিজ নিজ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিলেন। ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪,। রাজা নারায়ণপরায়ণ হইয়া

নারায়ণ পরোনিত্যং বিষ্ণুভক্তানকল্মষান্।
পালয়ামাস হৃষ্টাত্মা বিশেষেণ জনাধিপঃ॥ ৪৫॥
অশ্বমেধশতৈরিষ্ট্বা বাজপেয় শতেন চ!
পালয়ামাস পৃথিবীং সাগরাবরণামিমাম্॥ ৪৬॥
গৃহে গৃহে হরিস্তস্থৌ বেদঘোষোগৃহে গৃহে।
নামঘোষো হরেশ্চৈব যজ্ঞঘোষস্তথৈব চ॥ ৪৭॥
অভবন্ নৃপশার্দ্দূলে তস্মিন্ রাজ্যং প্রশাসতি।
নাশস্যা নাতৃণা ভূমির্ন দুর্ভিক্ষাদিভির্যুতা॥ ৪৮॥
রোগহীনা প্রজা নিত্যং সর্ব্বোপদ্রববর্জ্জিতাঃ।
অম্বরীষো মহাতেজা পালয়ামাস মেদিনীম্॥ ৪৯॥
স বৈ মহাত্মা সসতঞ্চ রক্ষিতঃ সুদর্শনেন প্রিয়দর্শনেন।
চতুঃসমুদ্রাবধিসন্ততাংমহীং,সুপালয়ামাসমহামহেন্দ্রঃ॥৫০॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে বাল্মিকীয়ে অদ্ভুতোত্তরকাণ্ডে
আদিকাব্যে অম্বরীষবর প্রদানং নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ॥

নিষ্পাপ বিষ্ণুভক্তদিগকে প্রহৃষ্টান্তঃকরণে প্রতিনিয়ত বিশেষরূপে পালন করিতে লাগিলেন (৪৫)। এক শত অশ্বমেধ ও একশত বাজ-পেয় যজ্ঞ করিয়া এই সসাগরা ধরণী শাসন করিতে থাকিলেন (৪৬) সেই রাজশার্দ্দূল রাজ্যশাসন করিতে থাকিলে, প্রতিগৃহে হরির মূর্ত্তি স্থাপিত হইল; প্রতিগৃহে বেদধ্বনি, হরিনামধ্বনি ও যজ্ঞধ্বনি হইতে লাগিল, পৃথিবী শস্যশূন্য, তৃণশূন্য বা দুর্ভিক্ষাদি দ্বারা উৎপীড়িতা হইল না। ৪৭, ৪৮,। প্রজা সকল নীরোগ হইল; কোন উপদ্রবই তাহাদিগকে আক্রমণ করিল না। মহাতেজা অম্বরীষ এই রূপে পৃথিবী পালন করিতে থাকিলেন (৪৯)। সেই মহাত্মা রাজাধিরাজ প্রিয়দর্শন সুদর্শন কর্ত্তৃক সতত রক্ষিত হইয়া চতুঃসমুদ্রবিস্তৃতা এই পৃথিবী অতি সুচারুরূপে পালন করিতে লাগিলেন।৫০।

তৃতীয় সর্গঃ।

তস্যৈবং বর্ত্তমানস্য কন্যা কমল-লোচনা।
শ্রীমতী নাম বিখ্যাতা সর্ব্বলক্ষণশোভিতা ॥ ১ ॥
প্রদানসময়ং প্রাপ্তা দেবমায়েব শোভনা।
তস্মিন্ কালে মুনিঃশ্রীমান্ নারদোঽভ্যাগতোগৃহম্॥২॥
অম্বরীষস্য রাজ্ঞো বৈ পর্ব্বতশ্চ মহাদ্যুতিঃ।
তাবুভাবাগতৌ দৃষ্টা প্রণিপত্য যথাবিধি ॥ ৩ ॥
অম্বরীষোমহাতেজাঃ পূজয়ামাস তাবৃষী।
কন্যাং তাং প্রেক্ষ্য ভগবান্ নারদঃ প্রাহ বিস্মিতঃ ॥ ৪ ॥
কেয়ং রাজন্ মহাভাগা কন্যা সুরসুতোপমা।
ব্রূহি ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ সর্ব্বলক্ষণশোভিতা ॥ ৫ ॥
নিশম্য বচনং তস্য রাজা প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ।
দুহিতেয়ং মম বিভো শ্রীমতী নাম নামতঃ ॥ ৬ ॥

রাজা এইরূপে প্রজাপালন করিতে থাকিলেন; ক্রমে তাঁহার কন্যা সর্ব্ব সুলক্ষণসম্পন্না কমললোচনা দেবমায়ার ন্যায় সুশোভনা শ্রীমতী বিবাহের উপযুক্তা হইয়া উঠিলেন। এই সময় একদা শ্রীমান্ নারদ মুনি ও মহাদ্যুতিসম্পন্ন পর্ব্বতঋষি, রাজা অম্বরীষের ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের উভয়কে আগমন করিতে দেখিয়া যথা-বিধি প্রণতিপূর্ব্বক (১,২,৩) মহাতেজা অম্বরীষ তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। তখন সেই কন্যাকে দর্শন করিয়া ভগবান্ নারদ অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন (৪) রাজন্, এই দেবকন্যাসদৃশী সর্ব্বলক্ষণশোভিতা মহাভাগা কন্যা কে? হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! পরিচয় প্রদান কর (৫) তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর করিলেন,ইনি আমার দুহিতা; ইহাঁর নাম শ্রীমতী (৬), ইনি সম্প্রদা-

প্রদানসময়ং প্রাপ্তা বরমন্বিষতী শুভা।
ইত্যুক্তোমুনিশার্দ্দূলস্তামিচ্ছন্নারদোদ্বিজঃ ॥ ৭ ॥
পর্ব্বতোঽপি মুনিস্তাং বৈ চকমে সর্ষিসত্তমঃ।
রহস্যাহূয় ধর্ম্মাত্মা মম দেহি সুতামিমাম্।
পর্ব্বতোঽপি যথা প্রাহ রাজনং রহসি প্রভুম্ ॥ ৯ ॥
তাবুভৌ প্রাহ ধর্ম্মাত্মা প্রণিপত্য ভয়ার্দ্দিতঃ।
উভৌ ভবন্তৌ কন্যাং মে প্রার্থমানৌ কথং ত্বহম্॥ ১০ ॥
করিষ্যামি মহাপ্রাজ্ঞৌ শৃণু নারদ মে বচঃ।
ত্বঞ্চ পর্ব্বত মে বাক্যং শৃণু বক্ষ্যামি যৎ প্রভো ॥ ১১॥
কন্যেয়ং যুবয়োরেকং ববয়িষ্যতি চেৎ শুভা।
তস্মৈ কন্যাং প্রযচ্ছামি নান্যথা শক্তিরস্তি মে ॥ ১২ ॥
তথেত্যুক্ত্বা তু বিপ্রৌ শ্ব আয়াস্যাব ইবহি।
ইত্যুক্ত্বা মুনিশার্দ্দূলৌ জগ্মতুঃ প্রীতমানসৌ ॥ ১৩ ॥

নোপযুক্ত বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইয়া অনুরূপ স্বামী লাভে অভিলাষিণী হইয়াছেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনিশার্দ্দূল নারদ তাঁহার প্রতি ইচ্ছুক হইলেন (৭) ঋষিসত্তম পর্ব্বত মুনিও তাঁহাকে কামনা করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা নারদ রাজাকে অনুজ্ঞাপন পূর্ব্বক নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আমাকে তোমার এই কন্যা সম্প্রদান কর। পর্ব্বতমুনিও সেইরূপ নির্জ্জনে রাজাকে কহিলেন, আমাকে প্রদান কর (৯) তখন ধর্ম্মাত্মা নরপতি ভীতচিত্তে প্রণাম করিয়া কহিলেন, আপনারা উভয়েই আমার কন্যাকে প্রার্থনা করিতেছেন; কিন্তু আমি কি করি, (১০) আপনারা উভয়েই মহপ্রাজ্ঞ। মহর্ষে নারদ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন। প্রভো পর্ব্বত! আমি যাহা বলিতেছি, আপনিও শ্রবণ করুন (১১) এই মঙ্গলময়ী কন্যা যদি আপনাদিগের কাহাকেও বরণ করেন, আমি তাঁহাকেই সম্প্রদান করিব। ইহা ভিন্ন আমি আর কিছুই পারিব না (১২) সেই কথাই ভাল, বলিয়া মুনিদ্বয় কহিলেন, আমরা তবে কল্য

বাসুদেবপরৌ নিত্যমুভৌ জ্ঞানবতাম্বরৌ ।
বিষ্ণুলোকং ততোগত্বা নারদোমুনিসত্তমঃ ॥ ১৪ ॥
প্রণিপত্য হৃষীকেশং বাক্যমেতদুবাচ হ ।
বৃত্তান্তঞ্চ নিবেদ্যাগ্রে নাথ নারায়ণাদ্য মে ॥ ১৫ ॥
রহসি ত্বাং প্রবক্ষ্যামি নমস্তে ভুবনেশ্বর ।
ততঃ প্রহস্য গোবিন্দঃ সর্ব্বাত্মা কর্ম্মঠং মুনিম্ ॥ ১৬ ॥
ব্রূহীত্যাহ স বিশ্বাত্মা মুনিরাহ চ কেশবম্ ।
ত্বদীয়োনৃপতিঃ শ্রীমানম্বরীষোমহামতিঃ ॥ ১৭ ॥
তস্য কন্যা বিশালাক্ষী শ্রীমতী নাম নামতঃ ।
পরিণেতুমহং তাং বৈ ইচ্ছামি বচনং শৃণু ॥ ১৮ ॥
পর্ব্বতোঽহয়ং মুনিঃ শ্রীমান্ তব ভৃত্যস্তপোনিধিঃ ।
তামৈচ্ছৎ সোঽপি ভগবান্মাবামাহ জনাধিপঃ ॥ ১৯ ॥

আগমন করিব। এই কথা বলিয়া সেই দুই মুনিশার্দ্দূল প্রীতচিত্তে প্রস্থান করিলেন (১৩) তাঁহারা উভয়েই নিয়ত বাসুদেবপরায়ণ, উভয়েই সর্ব্বজ্ঞানীর শিরোমণি। প্রথমতঃ মুনিশার্দ্দূল নারদ বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া (১৪) প্রণতিপূর্ব্বক হৃষীকেশকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন প্রভো নারায়ণ! আজ (১৫) আমি নির্জ্জনে আপনাকে কোন কথা বলিব; হে ভুবনেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। তখন বিশ্বরূপী সর্ব্বাত্মা গোবিন্দ হাস্য করিয়া কর্ম্মকুশল মুনিকে কহিলেন, (কি বলিবে) বল। মুনিও কেশবকে কহিলেন, আপনার ভক্ত যে শ্রীমান্ মহামতি রাজা অম্বরীষ, (১৬, ১৭) তাঁহার শ্রীমতী নামে এক বিশালনয়না কন্যা আছে। আমি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি। (এক্ষণে) এক কথা শ্রবণ করুন (১৮) আপনার ভৃত্য তপোনিধি শ্রীমান্ পর্ব্বতমুনিও তাহাকে কামনা করিয়াছেন। তাহাতে সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন লোকনাথ মহাতেজা অম্বরীষ আমাদিগকে কহিয়াছেন যে, যদি এই কন্যা আপনাদিগের মধ্যে

অম্বরীষোমহাতেজাঃ কন্যেয়ং যুবয়োর্ব্বরম্ ।
লাবণ্যযুক্তং বৃণুয়াৎ যদি তস্মৈ দদাম্যহম্ ॥ ২০ ॥
ইত্যাহাবাং নৃপস্তত্র তথেত্যুক্ত্বাপ্যহং ততঃ ।
আগমিষ্যামি তে রাজন্ শ্বঃ প্রভাতে গৃহংপ্রতি ॥ ২১ ॥
আগতোহহংজগন্নাথ কর্ত্তুমর্হসি মে প্রিয়ম্ ।
বানরাননবৎ ভাতি পর্ব্বতস্য মুখং যথা ॥ ২২ ॥
তথা কুরু জগন্নাথ মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্ ।
শ্রীমতীতু যথা পশ্যেন্নান্যঃ পশ্যেত্তথা বিধম্ ॥ ২৩ ॥
তথেত্যুক্ত্বা স গোবিন্দঃ প্রহস্য মধুসূদনঃ ।
ত্বয়োক্তং তৎ করিষ্যামি গচ্ছ সৌম্য যথাসুখম্ ॥ ২৪ ।

কাহাকেও সুন্দর বর দেখিয়া বরণ করেন, আমি তাঁহাকেই সম্প্রদান করিব (১৯, ২০) রাজা আমাদিগকে এই কথা কহিয়াছেন। আমিও বলিয়াছি, সেই কথাই ভাল; এবং রাজন্! কল্য প্রভাতে আপনার ভবনে আগমন করিব বলিয়া (২১) চলিয়া আসিয়াছি। হে জগন্নাথ! এক্ষণে আপনি আমার এক প্রিয়কার্য্য সাধন করুন, যাহাতে পর্ব্বতের মুখ বানরের মুখের ন্যায় প্রতিভাত হয়, (২২) হে জগন্নাথ! যদি আমার প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনি তাহাই করুন। কেবল শ্রীমতীই ঐরূপ দেখিবে, অন্যে কিন্তু সেরূপ দেখিবে না (২৩) তাহাই হইবে বলিয়া মধুসূদন গোবিন্দ হাস্যপূর্ব্বক (কহিলেন) তুমি যাহা বলিলে আমি তাহাই করিব, সৌম্য! তুমি স্বচ্ছন্দে গমন কর (২৪) এই কথা শুনিয়া মুনি প্রহৃষ্টচিত্তে জনার্দ্দনকে প্রণাম ও আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিয়া অযোধ্যা যাত্রা করিলেন (২৫) সেই মুনিবর প্রস্থান করিলে মহামুনি পর্ব্বতও প্রহৃষ্টান্তঃকরণে মাধবকে প্রণাম করিয়া নির্জ্জনে তৎসমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক কহিলেন, জগৎপতে! নারদের মুখ যাহাতে গোলাঙ্গুলের*

---

* বানর জাতিবিশেষ।

এবমুক্তোমুনির্হৃষ্ট প্রণিপত্য জনার্দ্দনম্।
মন্যমানঃ কৃতাত্মানমযোধ্যাং বৈ জগাম সঃ॥ ২৫ ॥
গতে মুনিবরে তস্মিন্ পর্ব্বতোঽপি মহামুনিঃ।
প্রণম্য মাধবং হৃষ্টোরহস্যেনমুবাচ হ॥ ২৬ ॥
বৃত্তান্তঞ্চ নিবেদ্যাগ্রে নারদস্য জগৎপতে।
গোলাঙ্গুলমুখং যদ্বন্মুখং ভাতি তথা কুরু॥ ২৭ ॥
শ্রীমতী তু যথা পশ্যেন্নান্যঃ পশ্যেত্তথা কুরু।
তৎ শ্রুত্বা ভগবান্ বিষ্ণু স্ত্বয়োক্তঞ্চ করোমি বৈ॥ ২৮॥
গচ্ছ শীঘ্রমযোধ্যাং ত্বং মাবাদীর্নারদস্য বৈ।
ত্বয়া মে সম্বিদং যচ্চ তথেত্যুক্ত্বা জগাম সঃ॥ ২৯ ॥
ততো রাজা সমাজ্ঞায় প্রাপ্তৌ মুনিবরৌ তদা।
মাঙ্গল্যৈর্ব্বিবিধৈর্ভদ্রৈরযোধ্যাং ধ্বজমালিনীং॥ ৩০ ॥
মণ্ডয়ামাস লাজৈশ্চ পুষ্পৈশ্চৈব সমন্ততঃ।
অভিষিক্ত গৃহদ্বারং সিক্তাঙ্গদমহাপথাম্॥ ৩১ ॥
দিব্য গন্ধরসোপেতাং ধূপিতাং দিব্যধূপকৈঃ।

মুখেরন্যায় দৃষ্ট হয়, আপনি তাহাই করুন (২৭) যাহাতে কেবল শ্রীমতীই ঐ রূপ দর্শন করে, কিন্তু অন্য ব্যক্তি সেরূপ না দেখে, আপনি তাহাই করুন। এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান বিষ্ণু কহিলেন, তুমি যাহা বলিলে, আমি তাহাই করিব (২৮) তুমি শীঘ্র অযোধ্যা যাত্রা কর। তোমাতে আমাতে যে কথা হইল, তুমি ইহা নারদকে বলিও না। তিনিও যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। (২৯)

অনন্তর দুই মুনিবর আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া রাজা অম্বরীষ বিবিধ পবিত্র মাঙ্গল্য দ্রব্য এবং লাজ ও পুষ্পদ্বারা ধ্বজমালিনী অযোধ্যার চতুর্দ্দিক অলঙ্কৃত করাইলেন। উহার গৃহ ও গৃহদ্বার ধৌত, অঙ্গন ও রাজপথ সকল অভিষিক্ত (৩০ ৩১) এবং চারিদিক্ দিব্য

কৃত্বা চ নগরীং রাজা মণ্ডায়ামাস তাং সভাম্। ৩২ ॥
দিব্যৈর্গন্ধৈস্তথা ধূপৈরত্নৈশ্চ বিবিধৈ স্তথা।
অলঙ্কতাং মণিস্তম্ভৈর্ম্মানামাল্যোপশোভিতৈঃ ॥ ৩৩ ॥
পরার্দ্ধ্যাস্তরণোপেতৈর্দ্দিব্যৈর্ভদ্রাসনৈর্ব্বৃতাং।
নানাজনসমাবেশে র্নরেন্দ্রৈরভিসংবৃতাং ॥ ৩৪ ॥
কৃত্বা নৃপেন্দ্রস্তাং কন্যামাদায় প্রবিবেশ হ।
সর্ব্বাভরণাসম্পন্না শ্রীরিবায়তলোচনা ॥ ৩৫ ॥
করসম্মিতমধ্যাঙ্গী পঞ্চস্নিগ্ধা শুভাননা ॥
স্ত্রীভিঃ পরিবৃতা দিব্যা শ্রীমতী সংস্থিতা সতী ॥৩৬ ॥
সভাতু সা ভূমিপতেঃ সমৃদ্ধা,
মণিপ্রবেকোত্তমরত্নচিত্রা।

গন্ধরসে আমোদিত ও দিব্য ধূপেধূপিত হইল। (রাজা) নগরীকে এই-রূপে (অলঙ্কৃত) করিয়া রাজসভা সজ্জিত করাইলেন (৩২) সভা বিবিধ দিব্য গন্ধে (আমোদিত), বিবিধ দিব্য ধূপে (ধূপিত) এবং বিবিধ রত্ন ও বিচিত্র মাল্যদামশোভিত ও মণিময় স্তম্ভরাজি দ্বারা অলঙ্কৃত হইল। পর্য্যঙ্ক ও আস্তরণ-সম্পন্ন দিব্য ভদ্রাসন সকল ('যথাস্থানে) স্থাপিত হইল। তন্মধ্যে নানা জনের সমাবেশ হইল; এবং নরেন্দ্রগণ তন্মধ্যে সমুপবেশন করিলেন। (৩৪) (এই রূপে সভাসজ্জিত) করিয়া, রাজা কন্যাকে লইয়া প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বাভরণভূষিতা শ্রীমতী লক্ষ্মীর ন্যায় বিশালনয়না; তাঁহার কটিদেশ কর দ্বারা বেষ্টন করা যায়; তাঁহার পঞ্চস্থান * সুস্নিগ্ধ ও মুখমণ্ডল অতীব মনোরম। ঈদৃশী দিব্য রূপিণী ললনা-ললাম শ্রীমতী সহচরীগণে পরিবৃতা হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। (৩৫, ৩৬)

---

* পঞ্চস্থান অর্থাৎ পঞ্চ অঙ্গ। যথা প্রথমাঙ্গ মুখমণ্ডল; দ্বিতীয়াঙ্গ গ্রীবাদেশ; তৃতীয়াঙ্গ বাহুদ্বয়, চতুর্থাঙ্গ বক্ষঃস্থল, এবং পঞ্চমাঙ্গ উদর।

ন্যস্তাসনা মাল্যবতী স্থগন্ধা,
তামন্বযুস্তে সুররাজবর্য্যাঃ ॥ ৩৭ ॥
অথাযযৌ ব্রহ্মবরাত্মজো মহান্
ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধো ভগবান্ মহাত্মা ।
স পর্ব্বতো ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠো
মহামুনির্নারদ আজগাম ॥ ৩৮ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদি কাব্যে
অদ্ভুতোত্তর কাণ্ডে নারদপর্ব্বতসভা-
প্রবেশো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।

নরপতির সেই সর্ব্বসমৃদ্ধি সম্পন্ন সভাগৃহ বিবিধ মণি ও রত্ন সমূহে বিচিত্রিত, বিবিধ মাল্যদামে সুশোভিত ও বিবিধ গন্ধ দ্রব্যে আমোদিত হইল, এবং তন্মধ্যে নানা প্রকার আসন সকল স্থাপিত হইল। ক্রমে দেব ও রাজগণ তন্মধ্যে সমাগত হইলেন। (৩৭)

অনন্তর ব্রহ্মার প্রধান পুত্র ত্রৈবিদ্যনিপুণ মহানুভব মহাত্মা ভগবান্ পর্ব্বত মুনি উপস্থিত হইলেন। সর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞানিশিরোমণি মহামুনি নারদও আগমন করিলেন। (৩৮)

চতুর্থ সর্গঃ ।

তাবাগতৌ সমীক্ষ্যাথ রাজা সংভ্রান্তমানসঃ ।
দিব্যমাসনমাদিশ্য পূজয়ামাস তাবুভৌ ॥ ১ ॥
উভৌ দেবঋষী দিব্যৌ নিত্যজ্ঞানভৃতাং বরৌ ।
সমাসীনৌ মহাত্মানৌ কন্যার্থে মুনিসত্তমৌ ॥ ২ ॥
তাবুভৌ প্রণিপত্যাগ্রে কন্যাং তাং শ্রীমতীং শুভাং ।
স্থিতাং কমলপত্রাক্ষীং প্রাহ রাজা যশস্বিনীম্ ॥ ৩ ॥
অনয়োর্যং বরং ভদ্রে মনসা ত্বমিহেচ্ছসি ।
তস্মৈ মালামিমাং দেহি প্রণিপত্য যথাবিধি ॥ ৪ ॥
এবমুক্তা তু সা কন্যা স্ত্রীভিঃ পরিবৃতা তদা ।
মালাং হিরণ্ময়ীং দিব্যামাদায় শুভলোচনা ॥ ৫ ॥
যত্রাসীনৌ মহাত্মানৌ তত্রাগম্য স্থিতা যদা ।
ঈক্ষমাণা মুনিশ্রেষ্ঠৌ নারদং পর্ব্বতং তথা ॥ ৬ ॥

সেই দুই দেবর্ষিকে সমাগত দেখিয়া রাজা শশব্যস্তচিত্তে আসন দেখাইয়া দিয়া উভয়েরই পূজা করিলেন। (১) নিত্যজ্ঞানসম্পন্ন সুধী-দিগের শিরোমণি সেই মহাত্মা দিব্য দেবর্ষিদ্বয় কন্যালাভার্থ সমুপবিষ্ট হইলেন। (২) তখন রাজা তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া সম্মুখবর্ত্তিনী কমল পত্রাক্ষী যশস্বিনী মঙ্গলময়ী কন্যাকে কহিলেন। (৩) ভদ্রে! এই দুই জনের মধ্যে যাঁহাকে তোমার বরণীয় বর বলিয়া অভিরুচি হয়, তুমি যথাবিধানে প্রণাম করিয়া তাঁহাকেই এই মালা প্রদান কর (৪) তখন এই কথা শ্রবণ করিয়া চারুলোচনা কন্যা সহচরীগণে পরিবৃতা হইয়া দিব্য হিরণ্ময়ী মালা গ্রহণ পূর্ব্বক (৫) যে স্থানে মহাত্মা নারদ ও পর্ব্বত উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন; অন-

গোলাঙ্গুলমুখং ভীতা কিঞ্চিদ্ধাস্যসমন্বিতা।
সংভ্রান্তমনসা তত্র প্রবাতে কদলী যথা ॥ ৭ ॥
তস্থৌ তামাহ রাজাসৌ বৎসে ত্বং কিং করিষ্যসি।
অনয়োরেকমুদ্দিশ্য দেহি মালামিমাং শুভে ॥ ৮ ॥
সা প্রাহ পিতরং ত্রস্তা ইমৌ তু বানরাননৌ।
মুনিশ্রেষ্ঠৌ ন পশ্যামি নারদং পর্ব্বতং তথা ॥ ৯ ॥
এতয়োর্ম্মধ্যতস্ত্বেকং বরং ষোড়শবার্ষিকম্।
সর্ব্বাভরণসংযুক্তমতসীপুষ্পসন্নিভম্ ॥ ১০ ॥
দীর্ঘবাহুং বিশালাক্ষং তুঙ্গোরঃস্থলমুত্তমম্।
চামীকরান্ধকরণপটযুগ্মকশোভিতম্ ॥ ১১ ॥
বিভক্তত্রিবলীযুক্তনাভিং ব্যক্তকৃশোদরম্।
হিরণ্যাভরণোপেতং সুরক্তকনখপ্রভম্ ॥ ১২ ॥

তত্র মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ ও পর্ব্বতকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক উভয়কেই বানরমুখ দর্শন করিয়া ভীত হইলেম, ঈষৎ হাস্যও করিলেন। এবং ঝটিকা-কালীন কদলীর ন্যায় সম্ভ্রান্তচিত্তে (৬।৭) অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন রাজা তাঁহাকে কহিলেন বৎসে! কি করিতেছ? শুভে! ইহাঁ-দিগের মধ্যে যাঁহাকে অভিরুচি হয়, এই মালা প্রদান কর (৮) কন্যা ত্রস্তভাবে পিতাকে কহিলেন, ইহাঁরা ত বানরমুখ; আমিত মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ ও পর্ব্বতকে দেখিতে পাইতেছি না (৯) কিন্তু ইহাঁদিগের মধ্য-স্থলে আমি এক বরকে দেখিতেছি। তিনি ষোড়শ-বর্ষ-বয়স্ক, সর্ব্বাভ-রণভূষিত, অতসী পুষ্প সঙ্কাশ (১০) দীর্ঘবাহু ও বিশাললোচন; উন্নত-বক্ষা ও অনন্যুত্তমমূর্ত্তি। তাঁহার পরিহিত সুশোভন বস্ত্র যুগল সুবর্ণকে অন্ধীকৃত করিতেছে (১১) তাঁহার নাভি দেশ সুবিভক্ত ত্রিবলী রেখায় শোভিত, কটিদেশ কৃশ, সর্ব্বাঙ্গ সুবর্ণময় আভরণে অলঙ্কৃত, নখপ্রভা সুন্দর রক্তবর্ণ (১২) কর পদ্মাকৃতি, বদন পদ্ম সদৃশ, লোচন পদ্ম সন্নিভ,

পদ্মাকারকরং ত্বেনং পদ্মাস্যং পদ্মলোচনম্।
পদ্মাঙ্ঘ্রিং পদ্মহৃদয়ং পদ্মনাভিং শ্রিয়াবৃতম্ ॥ ১৩ ॥
দন্তপংক্তিভিরত্যর্থং কুন্দকুট্মলসন্নিভৈঃ।
হসন্তং মাং সমালোক্য দক্ষিণঞ্চ প্রসার্য্য বৈ ॥ ১৪ ॥
পাণিং স্থিতমিমং ছত্রং পশ্যামি শুভমূর্দ্ধজং।
এবমুক্তে মুনিঃ প্রাহ নারদঃ সংশয়ং গতঃ ॥ ১৫ ॥
কিয়ন্তো বাহবস্তস্য কন্যে ব্রুহি যথাতথং।
বাহুদ্বয়ঞ্চ পশ্যামীত্যাহ কন্যা সুবিস্মিতা ॥ ১৬ ॥
প্রাহ ত্বাং পর্ব্বতস্তত্র তস্য বক্ষঃস্থলে শুভে।
কিঞ্চ পশ্যসি মে ব্রুহি করে কিং ধারয়ত্যপি ॥ ১৭ ॥
কন্যা তমাহ মালাং বৈ চঞ্চদ্রূপামনুত্তমাং।
বক্ষঃস্থলেঽস্য পশ্যামি করে কার্ম্মুকশায়কৌ ॥ ১৮ ॥
এবমুক্তৌ মুনিশ্রেষ্ঠৌ পরস্পরমনুত্তমৌ।
মনসা চিন্তয়ন্তৌ তৌ মায়েয়ং কস্যচিদ্ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

চরণ পদ্মাকার, হৃদয় পদ্মাকর, নাভি পদ্মাক্রান্ত। তিনি শ্রীমান্ (১৩) আমাকে দর্শন পূর্ব্বক অবিকল কুন্দ কুট্মল সদৃশ দন্ত পংক্তি প্রকটন পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য ও দক্ষিণ পাণি প্রসারণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন। আমি তাঁহার মস্তকোপরি এই সুন্দর ছত্র দর্শন করিতেছি। এই কথা শুনিয়া নারদ মুনি সন্দিহান হইয়া কহিলেন, (১৫) কন্যে! ইহাঁর কয় বাহু যথার্থ করিয়া বল। অতীব আশ্চর্য্যান্বিতা কন্যা উত্তর করিলেন, দুই বাহু দেখিতেছি (১৬) তখন পর্ব্বত কহিলেন, শুভে! তুমি তাঁহার বক্ষঃস্থলে কি দেখিতেছ, আমাকে বল। তিনি হস্তেই বা কি ধারণ করিয়া আছেন। (১৭) কন্যা তাঁহাকে কহিলেন, আমি তাঁহার বক্ষঃস্থলে দোদুল্যমান অনুত্তম মালা ও হস্তে ধনুর্ব্বাণ দর্শন করিতেছি (১৮) এই কথা শুনিয়া অনুত্তম ঋষিশ্রেষ্ঠদ্বয় পরস্পর মনোমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন; এ কাহার মায়া? (১৯) নিশ্চয়ই

মায়াবী তস্করো নূনং স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ।
আগতো নান্যথা কুর্য্যাৎ কথং মেহন্যো মুখন্ত্বিষং ॥২০॥
গোলাঙ্গুলীয়মিত্যেবং চিন্তয়ামাস নারদঃ।
পর্ব্বতোহপি তথৈবৈতদ্বানরত্বং কথং ময়া ॥ ২১ ॥
প্রাপ্তমিত্যেব সহসা চিন্তামাপেদিবাংস্তথা।
ততো রাজা প্রণম্যাস্যৌ নারদং পর্ব্বতং তথা ॥ ২২ ॥
ভবদ্ভ্যাং কিমিদং ভদ্রৌ কৃতং বুদ্ধিবিমোহনং।
স্বস্থৌ ভবন্তৌ তিষ্ঠেথাং যদি কন্যার্থমুদ্যতৌ ॥২৩॥
এবমুক্তৌ মুনিশ্রেষ্ঠৌ নৃপমূচতূরুল্বনৌ।
ত্বমেব মোহং কুরুষে নাবামিহ কথঞ্চন ॥ ২৪ ॥
আবয়োরেবমেষা তে বরয়ত্বেব মানিনী।
ততঃ সা কন্যকা ভূয়ঃ প্রণিপত্য চ দেবতাম্ ॥ ২৫ ॥

মায়াবী নারায়ণ তস্করভাবে স্বয়ং আগমন করিয়াছেন, ইহার অন্যথা হইতে পারে না; কারণ—অন্য কে আমার মুখের আকৃতি (২০) গোলাঙ্গুলের মুখের ন্যায় করিতে পারে? নারদ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ প্রকার পর্ব্বতও, আমি কি প্রকারে বানরত্ব (২১) প্রাপ্ত হইলাম, এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা নারদ ও পর্ব্বতকে প্রণাম করিয়া (২২) কহিলেন, ভদ্র দেবর্ষিদ্বয়! আপনারা একি বুদ্ধির ভ্রমোৎপাদন করিলেন। যদি কন্যালাভে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে প্রকৃতিস্থ হইয়া অবস্থিতি করুন (২৩) এই কথা শুনিয়া দুই মুনিশ্রেষ্ঠ ক্রোধান্বিত হইয়া রাজাকে উত্তর করিলেন, এস্থলে তুমিই মোহ উৎপাদন করিতেছ, আমরা কখনই করি নাই। (২৪) তোমার এই মানিনী তনয়া আমাদের মধ্যে এক জনকেই বরণ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। অনন্তর সেই কন্যা পুনর্ব্বার দেবতাকে প্রণাম করিয়া (২৫) পিতার নিয়োগ ক্রমে ও মুনি শাপ

পিত্রা নিযুক্তা সহসা মুনিশাপভয়াদ্দ্বিজ।
মালামাদায় তিষ্ঠন্তী তয়োর্ম্মধ্যে সমাহিতা ॥ ২৬ ॥
পূর্ব্ববৎ পুরুষং দৃষ্ট্বা মাল্যং তস্মৈ দদৌ হি সা।
অনন্তরং হি সা কন্যা ন দৃষ্ট্বা মনুজৈঃ পুনঃ ॥ ২৭ ॥
তাতো নাদঃ সমভবৎ কিমেতদিতি বিস্ময়াৎ।
তমাদায় গতো বিষ্ণুঃ স্বস্থানং পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৮ ॥
পুরা তদর্থমনিশং তপস্তপ্ত্বা বরাঙ্গনা।
শ্রীমতীয়ং সমুৎপন্না সা গতাচ তথা হরিম্ ॥ ২৯ ॥
তাবুভৌ মুনিশার্দ্দূলৌ ধিক্ ত্বামিত্যেব দুঃখিতৌ।
বাসুদেবং প্রতি তদা জগ্মতুর্ভবনং হরেঃ ॥ ৩০ ॥
তাবাগতৌ সমীক্ষ্যাথ শ্রীমতীং গুণবান্ হরিঃ।
মুনিশ্রেষ্ঠৌ সমায়াতৌ গূহস্বাত্মনমত্রবৈ ॥ ৩১ ॥
তথেত্যুক্ত্বা চ সা দেবী প্রহসন্তী চকারহ।
নারদঃ প্রণিপত্যাগ্রে প্রাহ দামোদরং হরিম্ ॥ ৩২ ॥

ভয়ে মালা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের মধ্য ভাগে স্থির চিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া (২৬) পূর্ব্বেরই ন্যায় সেই পুরুষকে দেখিয়া তাঁহাকেই মালা সমর্পণ করিলেন। তাহার পরক্ষণেই মনুষ্যেরা আর সে কন্যাকে দেখিতে পাইল না (২৭) অনন্তর আশ্চর্য্য নিবন্ধন, একি একি বলিয়া তুমুল কলরব হইতে লাগিল। এদিকে পুরুষোত্তম বিষ্ণু তাঁহাকে লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। (২৮) পূর্ব্ব জন্মে সেই রমণীরত্ন তাঁহারই জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন; এক্ষণে শ্রীমতী নামে জন্ম গ্রহণ করিয়া ঐ প্রকারে সেই হরিকেই প্রাপ্ত হইলেন। (২৯) অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠদ্বয় দুঃখিত হইয়া, তোমাকে ধিক্, বাসুদেবের উদ্দেশে এই কথা কহিয়া উভয়েই সেই হরির ধামে গমন করিলেন। (৩০)তাঁহাদিগের দুই জনকে উপস্থিত দেখিয়া হরি শ্রীমতীকে কহিলেন, এই দুই মুনিশ্রেষ্ঠ আগমন করিতেছেন তুমি আত্মগোপন কর। (৩১) দেবী তথাস্তু বলিয়া হাসিতে হাসিতে আত্মগোপন করিলেন। অনন্তর

কিমিদং কৃতবানদ্য মম ত্বং পর্ব্বতস্য চ ।
তমেব নূনং গোবিন্দ কন্যাং তাং হৃতবানসি ॥ ৩৩ ॥
তৎ শ্রুত্বা পুরুষো বিষ্ণুঃ পিধায় শ্রোত্রমচ্যুতঃ ।
পাণিভ্যাং প্রাহ ভগবান্ ভবতা কিমুদীরিতম্ ॥ ৩৪ ॥
কামবাদো ন ভাবোঽয়ং মুনিবৃত্তিরহো কিল ।
এবমুক্তো মুনিঃ প্রাহ বাসুদেবং স নারদঃ ॥ ৩৫ ॥
কর্ণমূলে মম কথং গোলাঙ্গুলমুখস্ত্বিতি ।
তদাকর্ণ্য মহাবুদ্ধির্দেবো নারায়ণো হরিঃ ॥ ৩৬ ॥
কর্ণমূলে তথাহেদং বানরাস্যং কৃতং ময়া ।
পর্ব্বতস্য মহাবিপ্র গোলাঙ্গুলমুখং তব ॥ ৩৭ ॥
যথা ভবাংস্তথা সোঽপি প্রার্থয়ামাস নির্জ্জনে ।
মামেবং ভক্তিবশগস্তথা হ্যেকবরং মুনে ॥ ৩৮ ॥
ন স্বেচ্ছয়া কৃতং তদ্বাং প্রিয়ার্থং নান্যথাস্ত্বিতি ।
যাচতে যচ্চ যশ্চৈব তচ্চ তস্মৈ দদাম্যহম্ ॥ ৩৯ ॥

নারদ পুরোভাগে প্রণাম করিয়া দামোদরকে কহিলেন (৩২) আজ তুমি আমার ও পর্ব্বতের প্রতি এ কি ব্যবহার করিয়াছ ? গোবিন্দ ! নিশ্চয় তুমিই সেই কন্যাকে হরণ করিয়াছ (৩৩) এই কথা শুনিয়া মহাপুরুষ ভগবান্ অচ্যুত বিষ্ণু হস্ত দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া কহিলেন, আপনি এ কি কথা কহিতেছেন। (৩৪) এ যে কামীর কথা, এভাব ত কথনই মুনির ভাব নহে ! এইরূপ কথিত হইয়া নারদ মুনি কর্ণে কর্ণে বাসুদেবকে কহিলেন, আমার মুখ গোলাঙ্গুলের মুখের ন্যায় হইল কেন ? মহাবুদ্ধি দেব নারায়ণ হরি এই কথা শুনিয়া (৩৫, ৩৬) ঐরূপ কর্ণে কর্ণে তাঁহাকে কহিলেন ; হে মহাবিপ্র ! আমিই পর্ব্বতের বানর মুখ এবং তোমার গোলাঙ্গুল মুখ করিয়াছিলাম (৩৭) হে মুনে ! তুমি যেমন নির্জ্জনে প্রার্থনা করিয়াছিলে, তিনিও সেই রূপ, ভক্তিমান্ হইয়া আমার নিকট সেই এক বরই প্রার্থনা করিয়াছিলেন (৩৮) আমি স্বেচ্ছায় সেরূপ করি নাই, তোমাদিগেরই প্রিয়

ন দোষোঽত্র গুণো বাপি যুবয়োর্ম্মম বা দ্বিজ।
পর্ব্বতোঽপি তথা প্রাহ তস্যাপ্যেবং জগাদ সঃ ॥৪০॥
শৃণ্বতোরুভয়োস্তত্র প্রাহ দামোদরো বচঃ।
প্রিয়ং ভবতোঃ কৃতবান্ সত্যেনায়ুধমালভে ॥ ৪১ ॥
নারদঃ প্রাহ ধর্ম্মাত্মা আবয়োর্ম্মধ্যতঃ স্থিতঃ।
ধনুষ্মান্ দ্বিভুজঃ কোঽনু তাং হৃত্বা গতবান্ কিল ॥৪২॥
তৎ শ্রুত্বা বাসুদেবোঽসৌ প্রাহ তৌ মুনিসত্তমৌ।
মায়াবিনো মহাত্মানো বহবঃ সন্তি সত্তমৌ ॥ ৪৩ ॥
তত্র সা শ্রীমতী নূনং হৃতা কেনাপি সুব্রতৌ।
চক্রপাণিরহং নিত্যং চতুর্বাহুরিতি স্থিতিঃ ॥ ৪৪ ॥
তস্মান্নাহমতথ্যং বৈ ভবদ্ভ্যাং বিহিতং হি তৎ।
ইত্যুক্তৌ প্রণিপত্যেনমূচতুঃ প্রীতমানসৌ ॥ ৪৫ ॥

সাধনার্থ করিয়াছিলাম। যে যাহা প্রার্থনা করে, আমি তাহাকে তাহা দান করি (৩৯) দ্বিজ! এ বিষয়ে আমার বা আপনাদিগের কোন দোষই নাই। অনন্তর পর্ব্বতও ঐ রূপে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাঁহাকেও ঐ প্রকার উত্তর করিলেন (৪০) পরে উভয়কেই শ্রবণ করাইয়া দামোদর কহিলেন, আমি এই অস্ত্র স্পর্শ করিয়া সত্য করিতেছি, আমি তোমাদিগের উভয়েরই অভীষ্ট সাধন করিয়াছি (৪১) ধর্ম্মাত্মা নারদ কহিলেন, কোন্ দ্বিভুজধারী ধনুষ্পাণি পুরুষ আমাদিগের উভয়ের মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক সেই কন্যাকে হরণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে (৪২) এই কথা শুনিয়া বাসুদেব সেই দুই মুনিশ্রেষ্ঠকে কহিলেন, হে সাধুশ্রেষ্ঠদ্বয়! কত শত মায়াবী মহাত্মা আছেন (৪৩) হে সুব্রতদ্বয়! তাঁহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি অবশ্যই শ্রীমতীকে হরণ করিয়াছে। প্রসিদ্ধই আছে, আমি নিত্য চক্রপাণি ও চতুর্ভুজ। (৪৪) অতএব বুঝিতেই পারিতেছেন, আমি আপনাদিগের অনিষ্ট করি নাই। এই কথা শুনিয়া উভয়েই তুষ্ট হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক নারায়ণকে কহিলেন, (৪৫) বিভো জগৎপতে নারায়ণ! এ বিষয়ে

কোঽত্র দোষস্তব বিভো নারয়ণ জগৎপতে।
দৌরাত্ম্যং তু নৃপস্যৈব মায়াং হি কৃতবানসৌ ॥ ৪৬ ॥
ইত্যুক্ত্বা জগ্মতুস্তস্মান্মুনী নারদপর্ব্বতৌ।
অম্বরীষং সমাসাদ্য শাপেনৈনমযোজয়ৎ ॥ ৪৭ ॥
নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব যস্মাদাবামিহাগতৌ।
আহূয় দত্তবানস্মৈ কন্যাং ত্বং দত্তবানসি ॥ ৪৮ ॥
মায়াযোগেন তস্মাত্ত্বাং তমো হ্যভিভবিষ্যতি।
তেন নাত্মানমত্যর্থং যথাবত্ত্বং হি বেৎস্যসি ॥ ৪৯ ॥
এবং শাপে প্রবৃত্তে তু তমোরাশিরথোত্থিতঃ।
নৃপং প্রতি ততশ্চক্রং বিষ্ণোঃ প্রাদুরভূৎ ক্ষণাৎ ॥৫০॥
চক্রবিত্রাসিতং ঘোরং তাবুভাবভ্যগাত্তমঃ।
ততঃ সন্ত্রস্তসর্ব্বাঙ্গৌ ধাবমানৌ মহামুনী ॥ ৫১ ॥
পৃষ্ঠতশ্চক্রমালোক্য তমোরাশিঞ্চ দুর্ম্মদম্।
কন্যাসিদ্ধিরহো প্রাপ্তা হ্যাবয়োরিতি বেগিতৌ ॥৫২॥

আপনার দোষ কি? দেখিতেছি, রাজাই দুষ্টাত্মা, সেই মায়া প্রয়োগ করিয়াছে (৪৬)

নারদ ও পর্ব্বত ঋষি এই কথা শুনিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং অম্বরীষের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন (৪৭)। নারদ ও পর্ব্বত উভয়েই কহিলেন, রাজন্! তুমি আমাদিগের দুই জনকে আহ্বান করিয়া মায়া-প্রয়োগ পূর্ব্বক অন্য ব্যক্তিকে কন্যা দান করিয়াছ, এই জন্য মোহ তোমাকে আক্রমণ করিবে। তাহাতে তুমি আপনাকে প্রকৃতরূপে জানিতে পারিবে না। (৪৮,৪৯)।

এইরূপ অভিশাপ প্রদত্ত হইলে তথায় তমোরাশি উত্থিত হইয়া রাজাকে আক্রমণ করিল, অমনি তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুর চক্র আবির্ভূত হইল। (৫০) ঘোর মোহ চক্র দ্বারা বিত্রাসিত হইয়া তাঁহাদিগেরই উভয়ের প্রতি ধাবিত হইল। তখন সর্ব্বাঙ্গে কম্পিত হইয়া সেই দুই মহামুনি

লোকালোকান্তমনিশং ধাবমানৌ ভয়ার্দ্দিতৌ।
ত্রাহি ত্রাহীতি গোবিন্দ ভাষমাণৌ ভয়ার্দ্দিতৌ ॥৫৩॥
বিষ্ণুলোকং ততো গত্বা নারায়ণ জগৎপতে!
বাসুদেব হৃষীকেশ পদ্মনাভ জনার্দ্দন ॥ ৫৪ ॥
ত্রাহ্যাবাং পুণ্ডরীকাক্ষ নাথোঽসি পুরুষোত্তমঃ।
ততো নারায়ণোঽচিন্ত্যঃ শ্রীমান্ শ্রীবৎসলক্ষণঃ ॥৫৫॥
নিবার্য্য চক্রং ধ্বান্তঞ্চ ভক্তানুগ্রহকাম্যয়া।
অম্বরীষশ্চ মদ্ভক্তস্তথেমৌ মুনিসত্তমৌ ॥ ৫৬ ॥
অনয়োর্নৃপস্য তথা হিতং কার্য্যং ময়া পুনঃ।
আহূয় তৌ ততঃ শ্রীমান্ গিরা প্রহ্লাদয়ন্ হরিঃ ॥৫৭॥
উবাচ ভগবান্ বিষ্ণুঃ শ্রুয়তামিতি মে বচঃ।
ক্ষমেতাং মুনিশার্দ্দূলৌ ভক্তসংরক্ষণায় মে ॥ ৫৮ ॥

পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন (৫১)। পশ্চাদ্ভাগে দুর্দ্ধর্ষ চক্র ও তমোরাশি নিরীক্ষণ করিয়া, অহো কন্যার পূণ্যবল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া অতীব বেগে ধাবিত হইলেন (৫২)। (এইরূপ) ভয়কাতর চিত্তে দিবানিশি লোকালোকের প্রান্ত পর্য্যন্ত ধাবমান হইয়া অবশেষে হে গোবিন্দ! ত্রাণকর! ত্রাণকর! বলিতে বলিতে (৫৩) বিষ্ণু লোকে গমন করিয়া (বলিতে লাগিলেন) হে জগৎপতে নারায়ণ! হে বাসুদেব! হে হৃষীকেশ! হে পদ্মনাভ! হে জনার্দ্দন! (৫৪) হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমাদিগকে পরিত্রাণ কর; হে পুরুষোত্তম! তুমিই আমাদিগের আশ্রয়স্থান! অনন্তর শ্রীবৎসচিহ্নিত অচিন্ত্যস্বরূপ শ্রীমান্ নারায়ণ হরি (৫৫) অম্বরীষও আমার যেমন ভক্ত, এই দুই মুনিসত্তম ও তেমনি, অতএব ইহাঁদিগের এবং রাজারও আমাকে হিত সাধন করিতে হইবে, (এইরূপ ভাবিয়া) ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত চক্র ও তম নিবারণ পূর্ব্বক আহ্বানও বাক্য দ্বারা আহ্লাদিত করিয়া (৫৬, ৫৭) কহিলেন, আমার বাক্য শ্রবণ কর। হে মুনি শার্দ্দূলদ্বয়! ক্ষমা করিবেন। আমার ভক্তকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই

অপরাদ্ধঞ্চ চক্রেণ ক্ষমাশীলা হি সাধবঃ।
ততস্তৌ মুনিশার্দ্দূলৌ মায়াং তস্যাববুধ্য চ ॥ ৫৯ ॥
দদতুশ্চ ততঃ শাপং বিষ্ণুমুদ্দিশ্য কোপনৌ।
শ্রীমতীহরণং বিষ্ণো যৎ কৃতং ছদ্মনা ত্বয়া ॥ ৬০ ॥
যয়া মূর্ত্ত্যা তথৈব ত্বং জায়েথা মধুসূদন।
অম্বরীষস্যান্ববায়ে রাজ্ঞো দশরথস্য হি ॥ ৬১ ॥
পুত্রস্ত্বং ভবিতা পুত্রী শ্রীমতী ধরণীপ্রজা।
ভবিষ্যতি বিদেহশ্চ প্রাপ্য তাং পালয়িষ্যতি ॥ ৬২ ॥
রাক্ষসাপসদঃ কশ্চিত্তাং তে ভার্য্যাং হরিষ্যতি।
যতো রাক্ষসধর্ম্মেণ হৃতা সা শ্রীমতী শুভা ॥ ৬৩ ॥
অতস্তে রক্ষসা ভার্য্যা হর্ত্তব্যা ছদ্মনাচ্যুত!।
যথা প্রাপ্তং মহদ্‌দুঃখমাবাভ্যাং শ্রীমতীকৃতে ॥ ৬৪ ॥
হাহেতি রুদতা লভ্যং তথা দুঃখঞ্চ তৎকৃতে।
ইত্যুক্তবন্তৌ তৌ বিপ্রৌ প্রোবাচ মধুসূদনঃ ॥ ৬৫ ॥

---

(৫৮) চক্র অপরাধ করিয়াছে। সাধুগণ স্বভাবতই ক্ষমাশীল হইয়া থাকেন। তখন সেই কোপনপ্রকৃতি মুনিশার্দ্দূলদ্বয় তাঁহারই মায়া, বুঝিতে পারিয়া (৫৯) বিষ্ণুর প্রতি অভিসম্পাত করিলেন, বিষ্ণো! তুমি মায়া প্রয়োগ করিয়া শ্রীমতীকে হরণ করিয়াছ (৬০) মধুসূদন! যে মূর্ত্তিতে (হরণ করিয়াছ) সেই মূর্ত্তি ধারণ করিয়াই তোমাকে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। নিশ্চয়ই তুমি অম্বরীষের বংশে রাজা দশরথের (৬১) পুত্র হইবে। আর শ্রীমতী পৃথিবীর কন্যা হইবেন। জনক তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপালন করিবেন। (৬২) কোন এক রাক্ষসাধম তোমার সেই ভার্য্যাকে হরণ করিবে। তুমি রাক্ষসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া শুভলক্ষণা শ্রীমতীকে হরণ করিয়াছ (৬৩) সেই জন্য, অচ্যুত! তোমার ভার্য্যাকেও ছলপ্রয়োগ পূর্ব্বক রাক্ষসের হরণ করা উচিত। শ্রীমতীর জন্য আমরা দুই জনে যেরূপ মনস্তাপ প্রাপ্ত হইয়াছি (৬৪) তুমিও তাঁহার জন্য সেই মনস্তাপ প্রাপ্ত হইয়া হা হা, করিয়া রোদন

অম্বরীষস্যান্ববায়ে ভবিষ্যতি মহাযশাঃ।
শ্রীমান্ দশরথো নাম ভূমিপালোঽতিধার্ম্মিকঃ ॥৬৬॥
তস্যাহমগ্রজঃ পুত্রো রাম নাম ভবাম্যহম্।
তত্র মে দক্ষিণো বাহুর্ভরতো ভবিতা কিল ॥ ৬৭ ॥
শত্রুঘ্নো বামবাহুশ্চ শেষোঽসৌ লক্ষ্মণঃ স্বয়ম্।
ঋষিশাপো ন চৈব স্যাদন্যথা চক্র গম্যতাম্ ॥ ৬৮ ॥
ঋষিশাপতমোরাশে যথা রামো ভবাম্যহম্।
তত্র মাং সমুপাগচ্ছ গচ্ছেদানীং নৃপং বিনা ॥ ৬৯ ॥
ত্যক্ত্বাপি চ মুনিশ্রেষ্ঠাবিতি স্ম প্রাহ মাধবঃ।
এবমুক্তে তমো নাশং তৎক্ষণাচ্চ জগাম বৈ ॥ ৭০ ॥
আত্মার্থে সঞ্চিতং তেন প্রভুনা ভক্তরক্ষিণা।
নিবারিতং হরেশ্চক্রং যথাপূর্ব্বমতিষ্ঠত ॥ ৭১ ॥
মুনিশ্রেষ্ঠৌ ভয়ান্মুক্তৌ প্রণিপত্য জনার্দ্দনম্।
নির্গতৌ শোকসন্তপ্তাবূচতুস্তৌ পরস্পরম্ ॥ ৭২ ॥

করিবে। সেই দুই দ্বিজ এই কথা কহিলে, মধুসূদন কহিলেন (৬৫) অম্বরীষের বংশে দশরথ নামে এক সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন মহাযশস্বী অতি ধার্ম্মিক ভূমিপাল জন্মগ্রহণ করিবেন (৬৬) আমি রাম নামে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হইব। সেই অবতারে আমার দক্ষিণ বাহু ভরত নামে উৎপন্ন হইবে (৬৭) আর বাম বাহু শত্রুঘ্ন এবং স্বয়ং অনন্তদেব লক্ষ্মণ হইবেন, ঋষি-শাপ অন্যথা হইবে না, চক্র তুমি প্রস্থান কর (৬৮) হে তমোরাশে! আমি যখন রাম হইয়া জন্ম গ্রহণ করিব, তুমি তখন আমাকে আক্রমণ করিও, এক্ষণে রাজা (অম্বরিষ) ভিন্ন, অন্যত্র যথা ইচ্ছা গমন কর। এই দুই মুনিশ্রেষ্ঠকেও পরিহার কর। মাধব এই কথা কহিলেন। এইরূপ কথিত হইলে, মোহ তৎক্ষণাৎ নাশ পাইল (৭০) ভক্তের শরণ্য প্রভু (নারায়ণ) নিজেরই জন্য উহা সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন। হরিচক্র নিবারিত হইয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থিত করিতে লাগিল (৭১) দুই মুনিশ্রেষ্ঠ ভয় হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক জনার্দ্দনকে

অদ্য প্রভৃতি দেহান্তমাবাং কন্যাপরিগ্রহম্।
ন করিষ্যাব ইত্যুক্ত্বা প্রতিজ্ঞায় চ তাবৃষী ॥ ৭৩ ॥
মৌনং ধ্যানপরৌ শুদ্ধৌ যথাপূর্ব্বং ব্যবস্থিতৌ।
অম্বরীষোঽপি রাজাসৌ পরিপাল্য চ মেদিনীম ॥৭৪॥
সভৃত্যজ্ঞাতিসম্বন্ধ বিষ্ণুলোকং জগাম বৈ।
মানার্থমম্বরীষস্য তথৈব মুনিসিংহয়োঃ ॥ ৫ ॥
রামো দাশরথির্ভূত্বা তমসা লুপ্তবুদ্ধিকঃ।
কদাচিৎ কার্য্যবশতঃ স্মৃতিঃ স্যাদাত্মনঃ প্রভোঃ ॥ ৭৬ ॥
পূর্ণার্থোঽপি মহাবাহুরপূর্ণার্থ ইব প্রভুঃ।
অনুগ্রহায় ভক্তানাং প্রভূনামীদৃশী গতিঃ ॥ ৭৭ ॥
মায়াং কৃত্বা মহেশস্য প্রোত্থিতা মানুষী তনুঃ।
তস্মান্মায়া ন কর্ত্তব্যা বিদ্বদ্ভির্দোষদর্শিভিঃ ॥ ৭৮ ॥

প্রণাম করিয়া নির্গত হইলেন, এবং শোকসন্তপ্ত চিত্তে পরস্পর কহিতে লাগিলেন, (৭২) অদ্য হইতে দেহ নিপাত পর্য্যন্ত আমরা আর দার-পরিগ্রহ করিব না। এই প্রকার বাক্যে প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই দুই ঋষি, (৭৩) পূর্ব্ববৎ ধ্যানপরায়ণ ও শুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া মুনিবৃত্তি আচরণ করিতে লাগিলেন। রাজা অম্বরীষও পৃথিবী পালন করিয়া (৭৪) অনুচর জ্ঞাতি ও সম্বন্ধি সমভিব্যাহারে বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। অনন্তর অম্বরীষের এবং সেই দুই মুনি শার্দ্দূলের মান রক্ষার্থ (৭৫) ভগবান দাশরথি রামচন্দ্র হইয়া জন্ম-গ্রহণ পূর্ব্বক তমোবশে আত্মবিস্মৃত হইলেন। কার্য্যানুরোধে কখন সেই আত্মরূপী জগৎপ্রভুর স্মৃতি শক্তি আবির্ভূত হইত (৭৬) মহাবাহু (নারায়ণ) সর্ব্বেশ্বর এবং পূর্ণ হইয়াও অপূর্ণের ন্যায় হইলেন। ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্য প্রভুগণ ঈদৃশী দশাস্বীকার করিয়া থাকেন (৭৭)।

ছল প্রয়োগ করিয়া সর্ব্বেশ্বরেরও মানবদেহ ঘটিয়াছিল। অতএব দোষাদোষ বিচারসমর্থ বিদ্বজ্জন কখন কপট প্রয়োগ করিবেন না (৭৮)।

এতত্তে কথিতং সর্ব্বং রামজন্মকথাশ্রয়ম্।
অম্বরীষস্য মাহাত্ম্যং মায়াবিত্বঞ্চ বৈ হরেঃ ॥ ৭৯ ॥
যঃ পঠেৎ শৃণুয়াৎ বাপি মায়াবিত্বং হরের্ব্বিভোঃ।
মায়াং বিসৃজ্য পুণ্যাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥৮০॥
দশরথীসুতকারণং যঃ পঠতি,
শৃণোত্যনুমোদতে দ্বিজেন্দ্রঃ।
ব্রজতি স ভগবদ্গৃহাতিথিত্বং,
ন হি শমনভয়ং কুতশ্চিদস্য ॥ ৮১ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অদ্ভুতো-
ত্তরকাণ্ডে শ্রীরামজন্মোপক্রমো নাম
চতুর্থ সর্গঃ।

পঞ্চমঃ সর্গঃ।

ভরদ্বাজ শৃণুষ্বাদ্য সীতাজন্মনি কারণম্।
পুরা ত্রেতাযুগে কশ্চিৎ কৌশিকো নাম বৈ দ্বিজঃ ॥১॥

আমি অম্বরীষের মাহাত্ম্য, বিষ্ণুর মায়াবীতা এবং রামের জন্ম সম্বন্ধে এই সকল কথাই তোমাকে বলিলাম (৭৯) বিভু হরির এই মায়াবীতা যিনি পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি মায়া হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন (৮০)।

যে বিপ্রশ্রেষ্ঠ দশরথতনয়ের জন্ম কারণ পাঠ করেন, শ্রবণ করেন, অনুমোদন করেন, তিনি বিষ্ণুলোকের অতিথি হইয়া থাকেন এবং কখনই তাঁহার শমনভয় থাকে না (৮১)।

ভরদ্বাজ! এক্ষণে সীতার জন্ম কারণ শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ত্রেতাযুগে কৌশিক নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন।১। তিনি নিয়ত

বাসুদেবপরো নিত্যং নামগানরতঃ সদা ।
ভোজনাসনশয্যাসু সদা তদ্গতমানসঃ ॥ ২ ॥
উদারচরিতং বিষ্ণোর্গায়মানঃ পুনঃ পুনঃ ।
বিষ্ণুস্থলং সমাসাদ্য হরেঃ ক্ষেত্রমনুত্তমম্ ॥ ৩ ॥
অগায়ত হরিং তত্র তালবল্গুলয়ান্বিতম্ ।
মূর্চ্ছনামূর্চ্ছযোগেন শ্রুতিমণ্ডলবেদিতম্ ॥ ৪ ॥
ভক্তিযোগসমাপন্নো ভিক্ষামশ্নাতি তত্র বৈ ॥
তত্রৈনং গায়মানঞ্চ দৃষ্ট্বা কশ্চিৎ দ্বিজস্তদা ॥ ৫ ॥
পদ্মাক্ষ ইতি বিখ্যাতস্তস্মৈ চান্নং দদৌ সদা ।
স কুটুম্বো মহাতেজা অশ্নন্নন্নঞ্চ তস্য বৈ ॥ ৬ ॥
কৌশিকো হি তদা হৃষ্টো গায়ন্নাস্তে হরিং প্রভুম্ ।
শৃণ্বন্নাস্তে স পদ্মাক্ষঃ কালে কালে চ ভক্তিতঃ ॥ ৭ ॥
কালক্রমেণ সম্প্রাপ্তাঃ শিষ্যা বৈ কৌশিকস্য চ ।
সপ্ত রাজন্যবৈশ্যানাং বিপ্রাণাং কুলসম্ভবাঃ ॥ ৮ ॥

বাসুদেবেই একান্ত আসক্ত এবং তাঁহারই নাম গানে নিরত থাকিতেন। কি ভোজন, কি উপবেশন, কি শয়ন সকল অবস্থাতেই তাঁহার চিত্ত তাঁহাতেই নিমগ্ন থাকিত (২)।

তিনি অহরহঃ বিষ্ণুর উদার চরিত গান করিতে করিতে অত্যুত্তম হরিক্ষেত্র বিষ্ণুস্থলীতে গমন করিয়া (৩) মূর্চ্ছিত মূর্চ্ছনা যোগে শ্রুতি মণ্ডলানুসারে মধুর তানলয় সহকারে হরি সংকীর্ত্তন (৪) ও ভক্তিযোগ আশ্রয় করিয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিলেন। তথায় তাঁহাকে গান করিতে দেখিয়া পদ্মাক্ষ নামে কোন এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে প্রতিনিয়ত আহার যোগাইতে লাগিলেন। মহাতেজা কৌশিক তখন হৃষ্টচিত্তে বসতি করিয়া হরিগুণ গান করিতে থাকিলেন। পদ্মাক্ষও অবসর ক্রমে ভক্তি সহকারে গান শ্রবণ করিতে লাগিলেন (৫।৬।৭)।

কালক্রমে কৌশিকের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যে সাতজন শিষ্য হইল।

জ্ঞানবিদ্যাধিকাঃ শুদ্ধা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
তেষামপি তথান্নাদ্যং পদ্মাক্ষঃ প্রদদৌ স্বয়ম্‌ ॥ ৯ ॥
শিষ্যৈশ্চ সহিতো নিত্যং কৌশিকো হৃষ্টমানসঃ।
বিষ্ণু স্থলে হরিং তত্র আস্তে গায়ন্‌ যথাবিধি ॥ ১০ ॥
তত্রৈব মালবো নাম বৈদ্যো বিষ্ণুপরায়ণঃ।
দীপমালাং হরের্নিত্যং করোতি প্রীতমানসঃ ॥ ১১ ॥
মালতী নাম ভার্য্যাসীত্তস্য নিত্যং পতিব্রতা।
গোময়েন তদালিপ্য হরেঃ ক্ষেত্রং সমন্ততঃ ॥ ১২ ॥
ভর্ত্রা সহাস্তে সুপ্রীতা শৃণ্বতী গানমুত্তমম্‌।
কুশস্থলীসমুৎপন্না ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ১৩ ॥
পঞ্চাশদ্বৈ সমাপন্না হরের্গানার্থমুত্তমাঃ।
সাধয়ন্তো হি কার্য্যাণি কৌশিকস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥
গানবিদ্যার্থতত্ত্বজ্ঞাঃ শৃণ্বন্তো হ্যবসংস্তুতে।
খ্যাতমাসীত্তদা তস্য গানং বৈ কৌশিকস্য চ ॥ ১৫ ॥

(৮) তাঁহারাও বিলক্ষণ পণ্ডিত, জ্ঞানী, শুদ্ধাচার ও বাসুদেব পরায়ণ; পদ্মাক্ষ তাঁহাদিগকেও অন্নাদি দান করিতে লাগিলেন (৯); কৌশিক হৃষ্টান্তঃকরণে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বিষ্ণুস্থলীতে বাস করিয়া যথাবিধি হরি সংকীর্ত্তন করিতে থাকিলেন (১০)।

মালব নামে এক জন বাসুদেবপরায়ণ বৈদ্যও সেই স্থানে প্রতিনিয়ত প্রীত চিত্তে হরিকে দীপমালা দান করিতে আরম্ভ করিলেন (১১)। মালতী নামে তাঁহার এক নিত্য পতিনিরতা ভার্য্যা ছিল। তিনিও হরি ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে গোময় লেপন (১২) ও গান শ্রবণ করতঃ আনন্দিত মনে ভর্ত্তার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর কুশস্থলীদেশ-জাত দৃঢ়ব্রত অত্যুত্তম পঞ্চাশৎ ব্রাহ্মণ হরিসংকীর্ত্তনার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং মহাত্মা কৌশিকের সর্ব্ব কার্য্য সাধন করিতে লাগিলেন। (১৩। ১৪) তাঁহারা গান বিদ্যার তত্ত্বজ্ঞ, গান শ্রবণ পূর্ব্বক বাস করিয়া

শ্রুত্বা রাজা সমভ্যেত্য কালিঙ্গো বাক্যমব্রবীৎ ।
কৌশিকাদ্যগণৈঃ সার্দ্ধং গায়স্বেহ চ মাং পুনঃ ॥১৬॥
শৃণুধ্বঞ্চ তথা যূয়ং কুশস্থলজনা অপি ।
তং শ্রুত্বা কৌশিকঃ প্রাহ রাজানং সান্ত্বয়ন্ গিরা॥১৭॥
ন জিহ্বা মে মহারাজ বাণী চ মম সর্ব্বদা ।
হরেরন্যমপীন্দ্রং বা স্তৌতি চাপি ন বক্তি চ ॥ ১৮ ॥
এবমুক্তে তু তচ্ছিষ্যা বশিষ্ঠো গৌতমোঽরুণিঃ ।
সারস্বতস্তথা বৈশ্যশ্চিত্রমালস্তথা শিশুঃ ॥ ১৯ ॥
ঊচুস্তং পার্থিবং তত্ত্বং যথা প্রাহ স কৌশিকঃ ।
শ্রীকরাশ্চ তথা প্রোচুঃ পার্থিবং বিষ্ণুতৎপরাঃ ॥২০॥
শ্রোত্রাণীমানি শৃণ্বন্তি হরেরন্যং ন পার্থিব ।
যা তে কীর্ত্তং বয়ং তস্মাৎ শৃণুমো নৈব বা স্তুতিম্॥২১

রহিলেন। তখন কৌশিকের গান সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল (১৫) শ্রবণ করিয়া কলিঙ্গ নামা রাজা আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, কৌশিক! আজ তুমি সম্প্রদায় সমভিব্যাহারে আমার গুণগাম কর (১৬) কুশ স্থলবাসি জনগণ তোমরাও শ্রবণ কর। উক্ত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কৌশিক মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া রাজাকে কহিলেন, (১৭) মহারাজ! আমার জিহ্বা ও বাণী কখন হরি ভিন্ন অন্যের স্তব বা নাম করে না। ১৮।

এইরূপ কথিত হইলে, তাঁহার শিষ্য বশিষ্ঠ, গৌতম, অরুণি, সারস্বত, বৈশ্য, চিত্রমাল এবং শিশুও (১৯) কৌশিক যে কথা কহিয়াছিলেন, রাজাকে সেই কথাই কহিলেন। বিষ্ণুতৎপর শ্রীকরেরাও সেইরূপ বলিলেন, (২০) রাজন্! আমাদিগের এই সকল কর্ণ হরি ভিন্ন অন্য কাহারও গুণগান শ্রবণ করে না, অতএব আমরা তোমার যশঃ বা গুণগান শ্রবণ করিব না (২১)।

তৎ শ্রুত্বা পার্থিবো রুষ্টো গীয়তামিতি চাব্রবীৎ।
স্বভৃত্যান্ ব্রাহ্মণা হ্যেতে কীর্ত্তিং শৃণ্বন্তি বৈ যথা ॥২২॥
ন শৃণ্বন্তি কথং তস্মাৎ গায়মানং সমন্ততঃ।
এবমুক্তাস্তদা ভৃত্যাঃ জগুঃ পার্থিবসত্তমম্ ॥ ২৩ ॥
নিরুদ্ধকর্ণা বিপ্রাস্তে গানে বৃত্তে সুদুঃখিতাঃ।
কাষ্ঠশঙ্কুভিরন্যোঽন্যং শ্রোত্রাণি বিভিদুঃ কিল ॥২৪ ॥
কৌশিকাদ্যাস্ততাং জ্ঞাত্বা মনোবৃত্তিং নৃপস্য চ।
নির্ব্বন্ধং কুরুতে কস্মাৎ স্বগানেঽসৌ নৃপঃ স্থিরম্ ॥২৫॥
ইত্যুক্ত্বা তে সুনিয়তা জিহ্বাগ্রং চিচ্ছিদুঃ স্বকম্।
ততো রাজা সুসংক্রুদ্ধঃ স্বদেশাত্তান্ ব্যবাসয়ৎ ॥২৬॥
আদায় বিত্তং সর্ব্বেষাং ততস্তে জগ্মুরুত্তরাম্।
দিশমাসাদ্য কালেন কালধর্ম্মেণ যোজিতাঃ ॥২৭ ॥

উহা শ্রবণ করিয়া রাজা রুষ্ট হইয়া নিজ ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা গান কর, যাহাতে এই সকল ব্রাহ্মণ আমার কীর্ত্তি শ্রবণ করিতে পায় (২২) তোমরা চারিদিকে গান করিতে আরম্ভ করিলে কেমন শ্রবণ না করে দেখি। এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া ভৃত্যগণ সেই নৃপোত্তমের গুণ গান আরম্ভ করিল (২৩) গান আরম্ভ হইলে ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ অতীব দুঃখিত হইয়া কর্ণ রোধ করিলেন এবং কাষ্ঠ কীলক দ্বারা পরস্পর পরস্পরের কর্ণ বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন (২৪) সুব্রতাচারী কৌশিকাদি (সাধুগণ) রাজার ঐ প্রকার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, কেনই বা ইনি নিজের গুণ গান বিষয়ে এতদূর নির্ব্বন্ধ করিতেছেন, বলিয়া স্ব স্ব জিহ্বাগ্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাজা অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া সকলেরই সম্পত্তি হরণ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। তাহাতে তাঁহারা উত্তরদিকে গমন করিয়া যথাকালে কালধর্ম্ম প্রাপ্তি হইলেন (২৫। ২৬। ২৭)

তানাগতান্ যমো দৃষ্ট্বা কিং কর্ত্তব্যমিতি স্ম হ ।
বিস্মিতস্তৎক্ষণে বিপ্র ব্রহ্মা প্রাহ সুরাধিপান্ ॥ ২৮ ॥
কৌশিকাদিদ্বিজানদ্য বাসুদেবপরায়ণান্ ।
গানযোগেন যে নিত্যং পূজয়ন্তি জনার্দ্দনম্ ॥ ২৯ ॥
তানানয়ত ভদ্রং বো যদি দেবত্বমিচ্ছথ ।
ইত্যুক্তা লোকপালাস্তে কৌশিকেতি পুনঃ পুনঃ ॥৪০॥
মালতীতি তথা কেচিৎ পদ্মাক্ষেতি তথা পরে ।
ক্রোশমানাঃ সমভ্যেত্য তানাদায় বিহায়সা ॥ ৩১ ॥
ব্রহ্মলোকগতাঃ শীঘ্রং মুহূর্ত্তার্দ্ধেন বৈ সুরাঃ ।
কোশিকাদীংস্তথা দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৩২ ॥
প্রত্যুদ্গম্য যথান্যায়ং স্বাগতেনাপ্যপূজয়ৎ ।
ততঃ কোলাহলশ্চাভূদতিগৌরবগুল্বণম্ ॥ ৩৩ ॥

মুনে ! যম তাঁহাদিগকে সমাগত দর্শন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কর্ত্তব্য কি ? ঐ সময়েই ব্রহ্মা বিস্মিত হইয়া সুরাধিপতিদিগকে কহিলেন (২৮) যে সকল বাসুদেবপরায়ণ কৌশিকাদি দ্বিজগণ প্রতিনিয়ত গান যোগে জনার্দ্দনের আরাধনা করিতেন (২৯) যদি তোমাদিগের দেবত্ব রাখিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তোমরা এক্ষণে তাঁহাদিগকে আনয়ান কর, তোমাদিগের মঙ্গল হউক। লোকপালগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া, কেহ কেহ বারম্বার কৌশিক কৌশিক (৩০) কেহ কেহ মালতি মালতি ! কেহ কেহ বা পদ্মাক্ষ, পদ্মাক্ষ ! বলিয়া আহ্বান করিতে করিতে, আগমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে লইয়া আকাশ পথে দ্রুতবেগে মুহূর্ত্তার্দ্ধের মধ্যে ব্রহ্মলোকে প্রত্যাগমন করিলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা কৌশিকাদিকে তথাবিধ দর্শন করিয়া (৩১,৩২) প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক যথা বিধানে স্বাগত জিজ্ঞাসা ও অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মার কার্য্য দর্শন করিয়া এক অতি গুরুতর অত্যুচ্চ

ব্রহ্মণা চ কৃতং দৃষ্ট্বা দেবানাং দ্বিজসত্তম।
হিরণ্যগর্ব্ভো ভগবাংস্তান্নিবার্য্য সুরোত্তমান্ ॥ ৩৪ ॥
কৌশিকাদীংস্তদাদায় মুনিদেবৈঃ সমাবৃতঃ।
বিষ্ণুলোকং যযৌ শীঘ্রং বাসুদেবপরায়ণঃ ॥ ৩৫ ॥
তত্র নারায়ণো দেবঃ শ্বেতদ্বীপনিবাসিভিঃ।
জ্ঞানযোগেশ্বরৈঃ সিদ্ধৈর্ব্বিষ্ণুভক্তিপরায়ণৈঃ ॥ ৩৬ ॥
নারায়ণসমৈর্দ্দিব্যৈশ্চতুর্ব্বাহুধরৈঃ শুভৈঃ।
বিষ্ণুচিহ্নসমাপন্নৈ র্দীপ্যমানৈরকল্মষৈঃ ॥ ৩৭ ॥
অষ্টাশীতসহস্রৈস্তু সেব্যমানো মনোজবৈঃ।
অস্মাভির্নারদাদ্যৈশ্চ সনকাদ্যৈকল্মষৈঃ ॥ ৩৮ ॥
ভূতৈর্নানাবিধৈশ্চৈব দিব্যস্ত্রীভিঃ সমন্ততঃ।
সেব্যমানোঽথ মধ্যে বৈ সহস্রদ্বারসংযুতে ॥ ৩৯ ॥
সহস্রযোজনায়ামে দিব্যে মণিময়ে শুভে।
বিমানে বিমলে চিত্রে ভদ্রপীঠাসনে হরিঃ ॥ ৪০ ॥

কোলাহল প্রাদুর্ভূত হইল। হে দ্বিজ সত্তম! তখন ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ সেই সকল সুরোত্তমদিগকে নিবারণ করিয়া (৩৩। ৩৪) বাসুদেব পরায়ণ কৌশিকাদিকে লইয়া মুনি ও দেবগণ সমভিব্যাহারে বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন (৩৫) তথায় দেবনারায়ণ হরিগান বিদ্যার অধীশ্বর সিদ্ধ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ নারায়ণ সদৃশ দিব্যমূর্ত্তি চতুর্ব্বাহুধর শুভ লক্ষণ সম্পন্ন, বিষ্ণুচিহ্নসমন্বিত, দীপ্যমান নিষ্পাপ মনোবেগাগামি অষ্টাশীতি সহস্র শ্বেতদ্বীপবাসী, আমরা, নারদাদি, নিষ্পাপ সনকাদি এবং অন্যান্য নানাবিধ প্রাণী ও দিব্য স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক সেব্যমান হইয়া সহস্র যোজন বিস্তৃত দিব্য মণিময় শুভ প্রাসাদের মধ্যে বিমল বিচিত্র ভদ্রপীঠ আসনে উপবেশন করিয়া লোকযাত্রা প্রবৃত্ত ব্যক্তি-

লোককার্য্যপ্রসক্তানাং দত্ত্বা দৃষ্টিঞ্চ মাধবঃ।
তস্মিন্ কালেঽথ ভগবান্ কৌশিকাদ্যৈশ্চ সংবৃতঃ ॥৪১॥
আগম্য প্রণিপত্যাগ্রে তুষ্টাব গরুড়ধ্বজম্।
ততোঽবলোক্য ভগবান্ হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ৪২ ॥
কৌশিকেত্যাহ সম্প্রীত্যা তান্ সর্ব্বাংশ্চ যথাক্রমম্।
জয়ঘোষো মহানাসীন্মহাশ্চর্য্যসমাগমে ॥ ৪৩ ॥
ব্রহ্মাণমাহ বিশ্বাত্মা শৃণু ব্রহ্মন্ যথোদিতম্।
কৌশিকস্য তু যে বিপ্রাঃ সাধ্যসাধনতৎপরাঃ ॥ ৪৪ ॥
হিতায় সংপ্রবৃত্তা বৈ কুশস্থলনিবাসিনঃ।
সৎকীর্ত্তিশ্রবণে যুক্তা গানতত্ত্বার্থকোবিদাঃ ॥ ৪৫ ॥
অনন্যদেবতাভক্তাঃ সাধ্যদেবা ভবন্তিমে।
মৎসমীপে তথা নেয়ষাং প্রবাসং দেহি সর্ব্বদা ॥ ৪৬ ॥

দিগের কার্য্যাকার্য্য নিরীক্ষণ করিতেছেন, এই সময় ভগবান্ (কমল-যোনি) কৌশিকাদি সমভিব্যাহারে (৩৬—৪১) আগমন করিয়া প্রণতি পূর্ব্বক গরুড়ধ্বজের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন প্রভু নারায়ণ হরি দর্শন করিয়া (৪২) প্রীতি সহকারে কহিলেন, কৌশিক! তাহা যথাক্রমে অন্যান্য ব্যক্তিদিগকেও ঐরূপ সম্বোধন করিলেন। ঈদৃশ মহান্ আশ্চর্য্য ব্যাপার উপস্থিত হইলে তুমুল জয়-ধ্বনি হইতে লাগিল (৪৩) অনন্তর বিশ্বাত্মা (নারায়ণ) ব্রহ্মাকে কহিলেন, যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। কৌশিকের এই যে সকল গানতত্ত্বনিপুণ সাধ্যসাধনতৎপর কুশস্থল নিবাসী ব্রাহ্মণগণ সৎকীর্ত্তি শ্রবণে নিয়ত নিযুক্ত হইয়া কৌশিকের হিতসাধন করিতেন, আমা-ভিন্ন অন্য দেবতায় যাঁহাদিগের ভক্তি ছিল না, ইহাঁরা সাধ্যনামে দেবতা হইলেন, তুমি সর্ব্বদাই ইহাঁদিগকে আমার নিকট আসিতে দিবে। (৪৪—৪৬)

এবমুক্ত্বা পুনর্দ্দেবঃ কৌশিকং প্রাহ মাধবঃ।
স্বশিষ্যৈস্ত্বং মহাপ্রাজ্ঞ দিগ্বন্ধো নাম বৈ সদা॥ ৪৭ ॥
গণাধিপত্বমাপন্নো যত্রাহং তৎসমাস্ব বৈ।
মালতী মালবঞ্চেতি প্রাহ দামোদরোহরিঃ॥ ৪৮ ॥
মম লোকে যথাকামং ভার্য্যয়া সহমালব।
দিব্যরূপধরঃ শ্রীমান্ শৃণ্বন্ গানমিহানুগৈঃ॥ ৪৯ ॥
আস্ব নিত্যং যথাকামং যাবল্লোকা ভবন্তি বৈ।
পদ্মাক্ষমাহ ভগবান্ ধনদো ভব মানদ॥ ৫০ ॥
ধনানামীশ্বরো ভূত্বা বিহরস্ব যথাসুখম্।
ব্রহ্মাণঞ্চ ততঃ প্রাহ কৌশিকোহভূদ্গণাধিপঃ॥ ৫১ ॥
গণাস্তোষ্যন্তি তং চাশু প্রাপ্তো মেহস্তি সলোকতাম্।
এতে চ বিপ্রা নিয়তং মম ভক্তা যশস্বিনঃ॥ ৫২ ॥

দেব মাধব এই কথা কহিয়া আবার কৌশিককে কহিলেন, হে মহা প্রাজ্ঞ! তুমি দিগ্বন্ধ নামে গণাধিপতি হইয়া শিষ্যগণ সমভি-ব্যাহারে আমি যথায় অবস্থিতি করিতেছি, তথায় সর্ব্বদা বাস কর। অনন্তর দামোদর হরি মালতী ও মালবকে কহিলেন, (৪৭। ৪৮) মালব! যতদিন সৃষ্টি থাকিবে ততদিন তুমি দিব্যরূপধারী ও শ্রীমান্ হইয়া নিয়ত গান শ্রবণ করত ভার্য্যা ও অনুচরগণের সহিত আমার আলয়ে যথেচ্ছ বসতি কর। পরে ভগবান্ পদ্মাক্ষকে কহিলেন, মানদ! তুমি কুবের হও (৪৯। ৫০) ধনের অধিপতি হইয়া যথাসুখে বিহার কর। অনন্তর ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কৌশিক গণাধি-পতি হইয়াছেন (৫১) সত্বরই গণগণ তাঁহার স্তব আরম্ভ করিবে। তিনি আমার সহিত এক লোকে বাস করিবেন। এই যে সকল যশস্বী ব্রাহ্মণও নিয়ত আমাতে ভক্তিমান্ ছিলেন। ৫২। হরিগুণ ভিন্ন

শ্রোত্রচ্ছিদ্রমথাহত্য শঙ্কুভির্ব্বৈ পরস্পরম্।
শ্রোষ্যামো নৈব চান্যদ্বৈ হরিকীর্ত্তিং বিনেতি যে ॥৫৩॥
মহাব্রতধরা বিপ্রা মম ভক্তি পরায়ণাঃ।
এতে প্রাপ্তাশ্চ দেবত্বং মম সান্নিধ্যমেব চ ॥ ৫৪ ॥
মালবো ভার্য্যয়া সার্দ্ধং মৎক্ষেত্রং পরিগৃহ্য বৈ।
গানমানাদিভির্নিত্যমভ্যর্চ্চ্য সততং হি মাং ॥ ৫৫ ॥
গানং শৃণোতি নিয়তো মৎকীর্ত্তিচরিতান্বিতম্।
তেনাহসৌ প্রাপ্তবাংল্লোকং মম ব্রহ্মন্ সনাতনম্ ৫৬॥
পদ্মাক্ষোহসৌ মহাভাগঃ কৌশিকস্য মহাত্মনঃ।
ধনেশত্বমবাপ্তোহসৌ মম সান্নিধ্যমেব চ।
এবমুক্ত্বা হরিস্তত্র সমাস্তে লোকপূজিতঃ ॥ ৫৭ ॥
ততো হরির্ভক্তজনৈঃ সমাবৃতঃ
সুখেন তস্থৌ কনকাসনে শুভে।

আর কাহারও গুণগান শ্রবণ করিব না বলিয়া পরস্পর কীলক দ্বারা কর্ণ বিবর বিদ্ধ করিয়াছিলেন (৫৩), এই সকল সদ্ভক্তি পরায়ণ ব্রাহ্মণ দেবত্ব লাভ করিলেন এবং আমার নিকট বাস করিতে পাইবেন (৫৪) মালব ভার্য্যা সমভিব্যাহারে আমার ক্ষেত্রে বাস করতঃ গায়মান (ব্রাহ্মণ) দিগের সহিত নিয়ত আমার অর্চ্চনা করিয়া (৫৫) ব্রত ধারণ পূর্ব্বক মৎকীর্ত্তি সম্বলিত গান শ্রবণ করিবেন, ব্রহ্মন্! সেই জন্য তিনি আমার সনাতন লোক লাভ করিলেন (৫৬) মহাত্মা কৌশিকের এই মহাভাগ পদ্মাক্ষ ধনাধিপতি হইলেন ; এবং আমার নিকট বাস করিতে পাইবেন, সর্ব্বলোকপূজিত হরি এইরূপ কহিয়া নিবৃত্ত হইলেন (৫৭)

অনন্তর কেবল ভক্তেরই ভাবনীয় হরি পদ্ম হস্ত দ্বারা নিজ ভক্ত-

ভক্ত্যৈকগম্যো নিজভক্তলোকান্
সংলালয়ন্ পাণিসরোরুহেণ॥ ৫৮॥
ইত্যার্ষে রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অদ্ভুতোত্তর-
কাণ্ডে কৌশিকাদি বৈকুণ্ঠ গমনং নাম
পঞ্চমঃ সর্গঃ।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

তস্মিন্ ক্ষণে সমারব্ধো মধুরাক্ষসপেশলৈঃ।
মহামহোৎসবস্তত্র কৌশিক-প্রীয়তেঽদ্ভুতঃ॥ ১॥
বিপঞ্চী-গুণতত্বজ্ঞৈর্ব্বাদ্যবিদ্যাবিশারদৈঃ।
ততস্তংশ্রবণায়ালং চেটীকোটি সমাবৃতা॥ ২॥
গায়মানা সমায়াতা লক্ষ্মীর্ব্বিষ্ণুপরিগ্রহঃ।
বৃতা সহস্র কোটিভি র্ব্বেত্রপাণিভিরাশুগৈঃ॥ ৩॥
ব্রহ্মাদি সুরসঙ্ঘানাং ঘনং দৃষ্ট্বা সমাগমম্।
চেটীগণাধিপারুষ্টা ভুষণ্ডীপরিঘান্বিতাঃ॥ ৪॥

দিগকে লালন করতঃ শুভ কনকাসনে সুখে উপবিষ্ট রহিলেন, ভক্তগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন (৫৮)

ঐ সময় বীণাগুণতত্বজ্ঞ বাদ্যবিদ্যা বিশারদ মধু, রাক্ষস ও পেশল কৌশিকের তুষ্টি সম্পাদনার্থ অদ্ভুত মহামহোৎসব আরম্ভ করিলেন। অনন্তর কোটিচেটী সমভিব্যাহারে ঐ গান শ্রবণার্থ (১।২) বিষ্ণুভার্য্যা লক্ষ্মী বেত্রধারী দ্রুতগামী সহস্র কোটি (পরিচারকগণে) পরিবৃত হইয়া গান করিতে করিতে আগমন করিলেন। (৩) ব্রহ্মাদি দেবগণের

ব্রহ্মাদীংস্তর্জ্জয়ন্ত স্তান্ মুনীংশ্চাপি সমন্ততঃ।
উৎসার্য্য দৃঢ়সংহৃষ্টা বিষ্ঠিতাঃ পর্ব্বতোপমাঃ॥ ৫॥
সর্ব্বে বহির্ব্বিনির্যাতাঃ সার্দ্ধং বৈ ব্রহ্মণাসুরাঃ।
যুক্তমিত্যবভাষন্তঃ প্রভোরগ্রে বয়ন্ত কে॥ ৬॥
তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে ত্রিদশা ভতমন্যবঃ।
তস্মিন্ ক্ষণে সমাহূতস্তুম্বুরুর্ম্মানপূর্ব্বকম্॥ ৭॥
প্রবিবেশ সমীপং বৈ দেব্যা দেবস্য চৈব হি।
তত্রাসীনোযথাযোগং নানা মূর্চ্ছাক্ষরান্বিতম্॥ ৮॥
জগৌ কলপদং হৃষ্টোবিপঞ্চীঞ্চাপ্যবাদয়াৎ।
বিষ্ণুনা কৌশিক-প্রীত্যৈ প্রযুক্তোগায়কোত্তমঃ॥ ৯॥
নানারত্নসমাযুক্তৈর্দ্দিব্যৈরাভণোত্তমৈঃ।
দিব্যমালৈশ্চ বসনৈঃ পূজিতোবিষ্ণুমন্দিরাৎ॥ ১০॥

অতি নিবিড় জনতা দর্শন করিয়া ভুষণ্ডী ও পরিঘধারিণী চেটী নায়িকাগণ রুষ্ট হইয়া (৪) চারিদিকে ব্রহ্মাদি দেবতা ও মুনিদিগকে তর্জ্জন পূর্ব্বক উৎসারিত করিয়া অতীব আনন্দিত হইয়া এক এক পর্ব্বতের ন্যায় উপবেশন করিল (৫) দেবগণ সকলেই ব্রহ্মার সহিত বহির্গত হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন, উপযুক্ত হইয়াছে; প্রভুর সমীপে আমরা কে (৬) (এইরূপে) ক্ষোভশূন্য হইয়া দেবগণ কৃতাঞ্জলিপুটে (বহির্দ্দেশেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ঐ সময় গায়কোত্তম তুম্বুরু বহুমান পূর্ব্বক আহূত হইয়া দেবদেবীর সমীপে আগমন করিলেন, এবং কৌশিকের প্রীতি সাধনার্থ নারায়ণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ঐ স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক নানামূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছিত করিয়া তানলয় সহকারে মধুর স্বরে গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, বীণাও বাদন করিতে থাকিলেন। ৭। ৮। ৯।

অনন্তর নানারত্ন সমন্বিত বিবিধ দিব্য উৎকৃষ্ট আভরণ, দিব্য

নির্গতস্তুম্বুরুর্হৃষ্টো জগাম স যথাগতম্।
ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চ যথাগতম্ ॥ ১১ ॥
জগ্মুর্ব্বিষ্ণুং প্রণম্যোচ্চৈর্জ্জয়েতি ভাষিণস্ততঃ।
নারদোঽথ মুনির্দৃষ্ট্বা তুম্বুরোঃ সৎক্রিয়াং হরে ॥ ১২ ॥
শোকাবিষ্টেন মনসা সন্তপ্তহৃদয়েক্ষণঃ।
চিন্তামাপেদিবাংস্তত্র শোকমূর্চ্ছাকুলান্তরঃ ॥ ১৩ ॥
ততঃ ক্রোধেন মহতা জজ্বাল মুনিপুঙ্গবঃ।
লক্ষ্মীং শশাপ সহসা তদ্দাসীভির্নিরাকৃতঃ ॥ ১৪ ॥
যদহং রাক্ষসং ভাবং গৃহীত্বা বিষ্ণুকান্তয়া।
চেটীভির্ব্বারিতোদূরঃ বেত্রপাতেন তাড়িতঃ ॥ ১৫ ॥
তস্মাৎ সঞ্জায়তাং লক্ষ্মী রাক্ষসীগর্ভসম্ভবা।
যতোঽহং বহিরাক্ষিপ্তশ্চেটীভিঃ সাবহেলনম্ ॥ ১৬ ॥

মাল্য ও বসন পুরস্কার পাইয়া বিষ্ণু মন্দির হইতে (১০) নির্গত হইয়া তুম্বুরু হৃষ্টান্তঃকরণে স্বস্থানে গমন করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং মুনিগণ ও সকলেই বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া জয় শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে যথাস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর নারদ মুনি তুম্বুরুর হরিকৃত সৎক্রিয়া দর্শন করিয়া (১১, ১২) শোকাবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় ও নয়ন সন্তপ্ত এবং শোক ভরে অন্তঃকরণ আকুল হইয়া উঠিল (১৩) অনন্তর মুনিপুঙ্গব মহাক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং লক্ষ্মীর দাসীগণ তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল বলিয়া, সহসা লক্ষ্মীকে অভিসম্পাত করিলেন (১৪) বিষ্ণুভার্য্যা রাক্ষস ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক চেটীগণ দ্বারা বেত্রাঘাতে আমাকে নিঃসারণ করিয়াছেন (১৫) অতএব লক্ষ্মী রাক্ষসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন। চেটীগণ অবহেলা করিয়া আমাকে বহিষ্কৃত

হেলয়া রাক্ষসী চ ত্বাং বহিঃ ক্ষেপ্স্যতি ভূতলে।
ইত্যুক্তে নারদেনাথ চকম্পে ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১৭ ॥
হাহাকারং ততশ্চক্রুর্দ্দেবগন্ধর্ব্বদানবাঃ।
নারদোবিললাপাথ ধিঙ্মাং ধিঙ্মামিতি ব্রুবন্ ॥ ১৮ ॥
নারায়ণসমাযোগং মহালক্ষ্মীসমীপতঃ।
অহো তুম্বুরুণা প্রাপ্তং ধিঙ্ মাং মূঢ়মচেতনং ॥ ১৯ ॥
যোঽহং হরেঃ সন্নিকর্ষাদ্ দূতৈর্নির্য্যাতিতঃ কথং।
জীবন যাস্যামি কুত্রাহং কিং মে তুম্বুরুণাকৃতম্ ॥২০॥
রোদমানো মুহুর্ব্বিদ্বান্ ধিঙ্মামিতি চ চিন্তয়ন্।
ততো নারায়ণোলক্ষ্মী শাপং শ্রুত্বা সুদারুণম্ ॥ ২১ ॥
লক্ষ্ম্যা সহ হৃষীকেশ আজগাম যতোমুনিঃ।
রমা প্রসাদ্য তং বিপ্রং প্রতুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২২ ॥

করিয়া দিয়াছে (১৬); ঐ রাক্ষসীও প্রসব করিয়া অবহেলন পূর্ব্বক তাঁহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিবে। নারদ এই কথা কহিলে ত্রিভুবন কম্পিত হইয়া উঠিল (১৭) দেব গন্ধর্ব্ব ও দানবগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন। এদিকে নারদ, আমাকে ধিক্! আমাকে ধিক্! বলিয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন (১৮) অহো, তুম্বুরু মহালক্ষ্মীর সমীপে নারায়ণের নিকট পূজা প্রাপ্ত হইল! আমাকে ধিক্! আমি অতি মূঢ়চেতা! (১৯) দূতগণ হরির সন্নিকট হইতে আমাকে দূরীকৃত করিল! আমি জীবিত থাকিয়া কোথায় মুখ দেখাইব! অহো, তুম্বুরু আমার কি করিল! (২০) বিদ্বান্ মহর্ষি (এইরূপে) রোদন এবং মুহুর্মুহু আমাকে ধিক্! আমাকে ধিক্! বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর নারায়ণ লক্ষ্মীর নিদারুণ শাপ শ্রবণ করিয়া (২১) লক্ষ্মী সমভিব্যাহারে মুনির নিকট আগমন করিলেন।

যদুক্তং ভবতা মহ্যং তৎতথা ন তদন্যথা।
তত্র কিঞ্চিৎ প্রার্থয়ামি মুনে তৎ কৃপয়া কুরু॥ ২৩॥
আরণ্যানাং মুনীনাং বৈ স্তোকং স্তোকঞ্চ শোণিতম্।
কলসাপূরিতং ভক্ষেদ্রাক্ষসী যা চ কামতঃ॥ ২৪॥
তস্যা গর্ভে ভবিষ্যামি তচ্ছোণিতসমুদ্ভবা।
ইত্যুক্তং রময়া চিন্ত্য সম্ভবান্ন ভবেদিতি॥ ২৫॥
নারদস্তু তথেত্যাহ অস্যাঃ সর্ব্বং হি দারুণম্।
ততো নারায়ণো দেবঃ প্রোক্তবান্ নারদং মুনিম্॥২৬॥
নাহং দানৈ ন তপসা নেজ্যয়া নাপি তীর্থতঃ।
সন্তুষ্যামি দ্বিজশ্রেষ্ঠ যথা নাম্নাং প্রকীর্ত্তনাৎ॥ ২৭॥
গানেন নামগুণয়োর্ম্মম সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
নিদর্শনং কৌশিকোহত্র গানাম্মল্লোকমাপ্নুয়াৎ॥ ২৮॥

তাহার লক্ষ্মী তাঁহাকে প্রসাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন (২২) আপনি আমারপ্রতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সেইরূপই হইবে, আর অন্যথা হইবে না। মুনে! এ সম্বন্ধে কিছু প্রার্থনা করি, আপনি কৃপা করিয়া সেইরূপ বিধান করুন। ২৩। যে রাক্ষসী সাভিলাষা হইয়া অল্পে অল্পে সঞ্চিত কলস পূরিত অরণ্যবাসী ঋষিদিগের শোণিত পান করিবে, (২৪) আমি সেই শোণিতেই উৎপন্ন হইয়া তাহারই গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিব। শুক্র শোণিত যোগে (জন্ম) না হয়, এইরূপ অভিপ্রায় করিয়াই কমলা এই কথা কহিলেন (২৫) নারদও বলিলেন, তাহাই হইবে। ইহাঁর (লক্ষ্মীর) সকলই নিদারুণ। অনন্তর দেবনারায়ণ নারদ মুনিকে করিলেন, (২৬) হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! নাম সংকীর্ত্তন দ্বারা আমাকে যেরূপ সন্তুষ্ট করা যায়, দান, তপস্যা, যজ্ঞ বা তীর্থ সেবা দ্বারা সেরূপ তুষ্ট করা যায় না, (২৭) আমার নাম

মূর্চ্ছনাদিযুতং গানং নাম্নামতি মম প্রিয়ম্।
তুম্বুরুস্তৎপ্রভাবেন প্রিয়স্ত্বত্তোঽপি মে দ্বিজ ॥ ২৯ ॥
মূর্চ্ছনা তালযোগেন নানেন ত্বং তথা ভব।
উলূকং পশ্য গত্বা ত্বং যদি গানে মতিস্তব ॥ ৩০ ॥
মানসোত্তরশৈলে তু গানবন্ধুরিতিস্মৃতঃ।
তদ্গচ্ছ শীঘ্রং শৈলেন্দ্রং গানবাংস্ত্বং ভবিষ্যতি ॥ ৩১ ॥
ইত্যুক্তোবিস্ময়াবিষ্টোনারদোবাগ্মিদাম্বরঃ।
মানসোত্তরশৈলে তু গানবন্ধুং জগাম বৈ ॥ ৩২ ॥
গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাযক্ষা স্তথা চাপ্সরসাঙ্গণাঃ।
সমাসীনাস্ত পরিতো গানবন্ধুশ্চ মধ্যতঃ ॥ ৩৩ ॥
গানশিক্ষাসমাপন্নাঃ শিক্ষিতাস্তেন পক্ষিণাং।
স্নিগ্ধ কণ্ঠ–স্বরাস্তত্র সমাসীনামুদান্বিতাঃ ॥ ৩৪ ॥

গুণ গান করিলে আমার সাযুজ্য * লাভ করিবে (২৮) মূর্চ্ছনাদি সমন্বিত নাম সংকীর্ত্তন আমার অতীব প্রিয়। দ্বিজ সেই (গান) প্রভাবেই তুম্বুরু তোমা অপেক্ষাও আমার প্রিয়তর (২৯) তুমিও মূর্চ্ছনা ও তাল সম্বলিত গানে তুম্বুরুর সমান হও। যদি গান শিখিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তুমি যাইয়া উলূকের সহিত সাক্ষাৎ কর (৩০) তিনি মানস সরোবরের উত্তরবর্ত্তী পর্ব্বতে গানবন্ধু নামে পরিচিত। অতএব তুমি ঐ শৈল রাজে গমন কর ; গান শিখিতে পারিবে (৩১)

ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মানসের উত্তর শৈলে গানবন্ধুর নিকট গমন করিলেন (৩২) অনেক গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, ও অপ্সরাগণ চারিদিকে, আর গানবন্ধু মধ্যস্থলে উপবেশন করিয়া আছেন। ৩৩। তাহাদিগকের কণ্ঠস্বর অতি মধুর ;

---

* আমার সমান ঐশ্বর্য্য।

ততোনারদমালোক্য গানবন্ধুরুবাচ হ।
প্রণিপত্য যথা ন্যায়ং স্বাগতেনাভ্যপূজয়ৎ ॥ ৩৫ ॥
কিমর্থং ভগবন্নত্র আগতোহসি মহাদ্যুতে।
কিং কার্য্যং হি ময়া ব্রহ্মন্ ব্রূহি কিং করবাণি তে ॥৩৬॥
তৎশ্রুত্বা নারদোধীমান্ প্রত্যুবাচ স পক্ষিণম্।
উলূকেন্দ্র মহাপ্রাজ্ঞ শৃণু সর্ব্বং যথাতথম্ ॥ ৩৭ ॥
মম বৃত্তং প্রবক্ষ্যামি যচ্চ ভূতং মহাদ্ভুতম্।
বৈকুণ্ঠনগরে বিদ্বন্ নারায়ণসমীপগম্ ॥ ৩৮ ॥
মাং বিনির্ধূয় সংহৃষ্টং সমাহূয় চ তুম্বুরুম্।
লক্ষ্মীসমন্বিতোবিষ্ণুরশৃণোদ্গানমুত্তমম্ ॥ ৩৯ ॥
ব্রহ্মাদয়ো বয়ং সর্ব্বে নিরস্তাঃ স্থানতশ্চ্যুতাঃ।
কৌশিকাদ্যাঃ সমাসীনা গানযোগেন বৈ হরিম্ ॥ ৪০ ॥

তাহারা ঐ পক্ষীর নিকট গান শিক্ষা পাইতেছে এবং আনন্দিত চিত্তে উপবেশন করিয়া আছে (৩৪)।

অনন্তর নারদকে দেখিয়া গানবন্ধু প্রণতি পূর্ব্বক যথাবিধি স্বাগত জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক পূজা করিলেন এবং কহিলেন (৩৫) হে মহাদ্যুতে! হে ভগবন! কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিলেন। ব্রহ্মন আমার নিকট আপনার কোন্ কার্য্য আছে। আজ্ঞা করুন আমাকে আপনার কোন কার্য্য করিতে হইবে (৩৬)।

ধীমান্ নারদ মুনি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ পক্ষীকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ উলূকরাজ! যাহা ঘটিয়াছে, অবিকল শ্রবণ কর (৩৭) আমার সম্বন্ধে যে অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াগিয়াছে, আমি তাহা বর্ণন করিতেছি। বিদ্বন্! বৈকুণ্ঠধামে আমি নারায়ণের সমীপে উপবেশন করিয়াছিলাম (৩৮) আমাকে নিঃসারণ ও হৃষ্টচিত্ত তুম্বুরুকে সমাহ্বান করিয়া নারায়ণ লক্ষ্মী সমভিব্যাহারে অতি উৎকৃষ্ট গান শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিলেন (৩৯) ব্রহ্মাদি আমরা

সমারাধ্যৈব সংপ্রাপ্তা গাণপত্যং যথা সুখম্।
তেনাহমতিদুঃখার্ত্তোযত্তপ্তস্ত ময়া তপঃ॥ ৪১॥
যদ্দত্তং যদ্ধুতঞ্চৈব যচ্চাপি শ্রুতমেব হি।
যদধীতঞ্চ গানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ৪২॥
বিষ্ণোর্ম্মাহাত্ম্যযুক্তস্য গানযোগস্য বৈ ততঃ।
পশ্চাত্তাপঞ্চ মে দৃষ্ট্বা মাঞ্চ নারায়ণোহব্রবীৎ॥ ৪৩॥
উলূকং গচ্ছ দেবর্ষে গানবন্ধুং মতির্যদি।
গানে চ বর্ত্ততে ব্রহ্মং স্তত্র ত্বং গানমাপ্স্যসি॥ ৪৪॥
ইত্যহং প্রেষিতস্তেন ত্বৎসমীপমিহাগতঃ।
কিং করিষ্যামি শিষ্যোহহং তব মাং পালয়াব্যয়॥৪৫॥
নারদং প্রাহ ধর্ম্মাত্মা গানবন্ধুর্ম্মহাযশাঃ।
শৃণু নারদ যদ্বৃত্তং পুরা মম মহামতে॥ ৪৬॥

স্ব স্ব স্থান হইতে তাড়িত হইয়া প্রতি নিবৃত্ত হইলাম। কৌশিকাদি উপবিষ্ট হইয়া গানযোগে হরির (৪০) তুষ্টি সাধন করিয়া অনায়াসে গাণপত্য লাভ করিল। সেই জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, (ভাবিলাম) আমি যে তপস্যা করিয়াছি (৪১) যে দান করিয়াছি, যে হোম করিয়াছি, যে বেদাধ্যয়ন করিয়াছি, যে শাস্ত্র পাঠ করিয়াছি, সমস্ত একত্রে বিষ্ণু মাহাত্ম্য বিষয়ক গান যোগের ষোড়শ অংশের এক অংশেরও সমান নহে। আমার পশ্চাৎ তাপ দর্শন করিয়া নারায়ণ আমাকে কহিলেন, (৪২। ৪৩) দেবর্ষে! যদি তোমার মন হয়, ত গানবন্ধু নামক উলূকের নিকট গমন কর। ব্রহ্মন্! তিনি গানেই নিরত আছেন। তুমি তথায় গান শিখিতে পারিবে (৪৪) আমি এই প্রকারে তাঁহার আজ্ঞায় তোমার নিকট আগমন করিলাম, আমি তোমার শিষ্য, হে অব্যয়! তুমি আমাকে পালন কর (৪৫) ধর্ম্মাত্মা মহাযশা গানবন্ধু নারদকে কহিলেন, হে মহামতে নারদ!

অত্যাশ্চর্য্যসমাযুক্তং সর্ব্বপাপহরং শুভম্।
ভুবনেশ ইতিখ্যাতোরাজাভূদ্ধার্ম্মিকঃ পুরা ॥ ৪৭ ॥
অশ্বমেধসহস্রৈশ্চ বাজপেয়াযুতেন চ।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈরিষ্টবান্ ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥ ৪৮ ॥
গবাং কোট্যর্ব্বুদঞ্চৈব সুবর্ণস্য তথৈব চ।
বাসসাং রথনাগানাং কন্যাশ্বানাং তথৈবচ ॥ ৪৯ ॥
দত্বা স রাজা বিপ্রেভ্যো মেদিনীং পর্য্যপালয়ৎ।
ন্যবারয়ৎ স্বকে রাজ্যে গানযোগেন কেশবম্ ॥ ৫০ ॥
অন্যং বা গানযোগেন গায়েদ্যদি সমে ভবেৎ।
বধঃ সর্ব্বাত্মনা তস্মাদ্বেদৈরীড্যঃ পরঃ পুমান্ ॥ ৫১ ॥
ন ব্রাহ্মণৈশ্চ গাতব্যং মহদ্ভির্ব্বেদমুত্তমম্।
গানযোগেন সর্ব্বত্র স্ত্রিযোগায়স্তু মাং সদা ॥ ৫২ ॥

পূর্ব্বে আমার যাহা ঘটিয়াছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর। ৪৬। উহা অতীব আশ্চর্য্য এবং সর্ব্ব পাপনাশক ও মঙ্গল জনক। পূরাকালে ভুবনেশ নামে এক অতি ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন (৪৭) তিনি সহস্র অশ্বমেধ ও দশ সহস্র বাজপেয় যজ্ঞ ও অন্যান্য বিবিধ ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞও করিয়া (৪৮) ব্রাহ্মণদিগকে কোটী গাভী, অর্ব্বুদ সুবর্ণ মুদ্রা, এবং বিবিধ বস্ত্র, রথ, হস্তী, কন্যা ও অশ্ব (৪৯) দান করিয়াছিলেন। এই প্রকারে তিনি পৃথিবী পালন করিতেন। কিন্তু তিনি রাজ্যমধ্যে নিবারণ করিয়া দিলেন যে, গান যোগে কেশবের বা অন্য কাহারও আরাধনা করিতে পারিবে না। যে করিবে সে আমার বধ্য হইবে। বেদে পরমপুরুষের পূজা বিহিত হইয়াছে। অতএব মহা ব্রাহ্মণগণ বেদ গান করিতে পাইবেন না। অপ্সরাগণ, গায়িকাগণ এবং সুত-মাগধগণ গানযোগে আমারই অর্চ্চনা করিবে। এই প্রকার আজ্ঞা

সূতমাগধসঙ্ঘাশ্চ গীতন্তে কারয়ন্তু বৈ।
ইত্যাজ্ঞাপ্য মহাতেজা রাজ্যং বৈ পর্য্যপালয়ৎ ॥ ৫৩ ॥
তস্য রাজ্ঞঃ পুরাভ্যাসে হরিমিত্র ইতিস্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণোবিষ্ণুভক্তশ্চ সর্ব্বদ্বন্দ্ববিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৪ ॥
নদীপুলিনমাসাদ্য প্রতিমাঞ্চ হরেঃ শুভাম্‌।
অভ্যর্চ্চ্যচ যথা শাস্ত্রং ঘৃতদধ্ন্যুত্তরং বহু ॥ ৫৫ ॥
মিষ্টান্নং পায়সং দত্বা হরেরাবেদ্য ধূপকম্‌।
প্রণিপত্য যথান্যায়ং তত্র বিন্যস্তমানসঃ ॥ ৫৬ ॥
অগায়ত হরিং তত্র তালবীণালয়ান্বিতম্‌।
অতীব স্নেহসংযুক্তস্তাদা তেনান্তরাত্মনা ॥ ৫৭ ॥
ততো রাজ্ঞঃ সমাদেশাৎ ভটাস্তস্য সমাগতাঃ।
তদর্চ্চনাদি সকলং নির্ধূয চ সমন্ততঃ ॥ ৫৮ ॥
ব্রাহ্মণঞ্চ গৃহীত্বা তে রাজ্ঞি সম্যঙ্‌ন্যবেদয়ন্‌।
ততোরাজা দ্বিজশ্রেষ্ঠং পরিভৎ'স্য সুদুর্ম্মনাঃ ॥ ৫৯ ॥

প্রচার করিয়া সেই মহাতেজা নরপতি রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন (৫০—৫৩)।

ঐ রাজার নগর সন্নিকটে এক বিষ্ণুভক্ত সর্ব্বদ্বন্দ্ব * বিবর্জ্জিত হরিমিত্র নামে ব্রাহ্মণ নদী পুলিনে অবস্থিতি করিয়া হরির প্রতিমা স্থাপন পূর্ব্বক ঘৃত, দধি, বিবিধ মিষ্টান্ন ও ধূপাদি নিবেদন ও বিধি বিধানে হরিকে প্রণাম করিয়া তদ্গত চিত্তে অতীব ভক্তিভাবে তান-মান ও লয় সহকারে হরিগুণ গান করিতেন (৫৪—৫৭)।

অনন্তর রাজার আজ্ঞাক্রমে রাজ পুরুষগণ তথায় আগমন করিয়া ব্রাহ্মণের পূজা সামগ্রী সমস্ত দূর করিয়া (৫৮) ব্রাহ্মণকে লইয়া রাজার

---

* সুখ দুঃখাদি।

রাজ্যান্নির্ব্বাসয়ামাসয়াস হৃত্বা সর্ব্বধনাদিকম্।
প্রতিমা চ হরেশ্চৈব নাদৃশ্যত যদৃচ্ছয়া॥ ৬০॥
ততঃ কালেন মহতা কালধর্ম্মমুপেয়িবান্।
লোকান্তরমনুপ্রাপ্য উলূকং দেহমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বত্র গচ্ছমানোঽপি ভক্ষ্যং কিঞ্চিন্নচাপ্তবান্।
ক্ষুধার্ত্তশ্চ সদা খিন্নোযমমাহ সুদুঃখিতঃ॥ ৬২॥
ক্ষুৎপীড়া বর্ত্ততে দেব দুর্গতস্য সদা মম।
ময়া পাপং কৃতং কিম্বা কিং করিষ্যামি বৈ যম॥ ৬৩॥
ততস্তং ধর্ম্মরাট্ প্রাহ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রদর্শকঃ।
ত্বয়া হি সুমহৎ পাপঙ্কৃতমজ্ঞানতো নৃপ॥ ৬৪॥
হরিমিত্রং প্রতি তদা বাসুদেবপরায়ণম্।
হরিমিত্রে কৃতং পাপং বাসুদেবার্চ্চনাদিষু॥ ৬৫॥

নিকট উপস্থাপিত এবং সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে নিবেদন করিল। তখন দুর্ব্বুদ্ধিরাজা অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ ব্রাহ্মণকে তিরস্কার ও তাঁহার ধনাদি সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। হরির প্রতিমা সহসা অদৃশ্য হইল (৫৯। ৬০)।

বহু কালের পর তিনি দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে গমন করিয়া উলূক দেহ প্রাপ্ত হইলেন(৬১।)এবং সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াও কোথায়ই কোন ভক্ষ্য দ্রব্য দেখিতে পাইলেন না। এইরূপে নিয়ত ক্ষুধার্ত্ত ও খিন্ন হইয়া অতি দুঃখ সহকারে যমকে কহিলেন, (৬২) দেব! আমার অতিশয় ক্ষুধা হওয়াতে আমি অতি কষ্টে পতিত হইয়াছি। আমি কি পাপ করিয়াছিলাম? এক্ষণে করিই বা কি? (৬৩)। তখন ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রদর্শক ধর্ম্ম রাজ কহিলেন, রাজন! তুমি অজ্ঞানতা বশতঃ বাসুদেবপরায়ণ হরিমিত্রের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছিলে;

তেন পাপেন সম্প্রাপ্তঃ ক্ষুৎযোগস্ত্বাং সদা নৃপ।
দানযজ্ঞাদিকং সর্ব্বং প্রনষ্টং তে নরাধিপ ॥ ৬৬ ॥
গীতনাট্যলয়োপেতং গায়মানং সদা হরিম্।
হরিমিত্রং সমাহূয় হৃতবানসি তদ্ধনং ॥ ৬৭ ॥
উপহারাদিকঞ্চৈব বাসুদেবস্য সন্নিধৌ।
তব ভৃত্যাঃ সমাহৃত্য পাপং চক্রুস্তবাজ্ঞয়া ॥ ৬৮ ॥
হরেঃ কীর্ত্তিং বিনা চান্যৎ ব্রাহ্মণেন নৃপোত্তম।
ন গেয়যোগে মন্তব্যং তস্মাৎ পাপং ত্বয়া কৃতম্ ॥ ৬৯॥
নষ্টন্তে স্বর্গলোকাদি গচ্ছ পর্ব্বতকোটরম্।
পূর্ব্বোৎসৃষ্টং স্বদেহঞ্চ খাদ নিত্যং নিকৃত্য বৈ ॥ ৭০ ॥
তস্মিন্ ক্ষীণে ত্বিমং দেহং খাদ নিত্যং ক্ষুধান্বিতঃ।
মহানিরয়সংস্থং ত্বং যাবন্মন্বন্তরং ভবেৎ ॥ ৭১ ॥
মন্বন্তরে ততোঽতীতে ভূম্যাং ত্বং শ্বা ভবিষ্যতি।
ততঃ কালেন কিয়তা মানুষ্যমনুলপস্যসে ॥ ৭২ ॥

(৬৪—৬৫।) সেই পাপে নিয়তই তুমি ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছ। তোমাব দান যজ্ঞাদি সমস্তই বিফল হইয়াছে (৬৬)। হরিমিত্র নাট্যলয় সহকারে সর্ব্বদা হরি সংকীর্ত্তন করিতেন, তুমি তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছিলে (৬৭)। তোমার ভৃত্যগণ তোমার আজ্ঞা ক্রমে বাসুদেবের সম্মুখে নৈবেদ্যাদি সমস্ত পূজা সামগ্রী হরণ করিয়া বিষম অপরাধ করিয়াছিল (৬৮) হে নৃপোত্তম! তুমি নিবারণ করিয়াছিলে যে ব্রাহ্মণেরা কদাচ হরিগুণ গান করিবে না। তাহাতেই তুমি পাপ করিয়াছ (৬৯) তোমার স্বর্গ লোকাদি সমস্তই নষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে তুমি পর্ব্বত কোটরে গমন কর।৭০। ঐ দেহ নাশ পাইলে তুমি মন্বন্তব পর্য্যন্ত সেই স্থানে থাকিয়া ক্ষুধা পাইলেই মহানরক সম্পর্কী ত্বদীয় এই বর্ত্তমান দেহ ভক্ষণ করিবে (৭১) মন্বন্তর অতীত হইলে তুমি পৃথিবীতে

এবমুক্ত্বা যমোবিদ্বাঁস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
সোঽহং নারদ ভূপালঃ পুরেদানীমুলূকতাং ॥ ৭৩ ॥
লব্ধাবান্ কর্ম্মদোষেণ হরিমিত্রকৃতেন বৈ।
ততোমানসশৈলেঽহং কোটরে হ্যবসন্মুনে ॥ ৭৪ ॥
পূর্ব্বো মৃতকদেহো মে ভক্ষণায় হ্যুপস্থিতঃ।
ক্ষুধান্বিতোঽহং তং দেহং খাদিতুং হ্যুপচক্রমে ॥ ৭৫ ॥
তৎক্ষণং দৈবযোগেন হরিমিত্রো মহাযশাঃ।
বিমানেনার্কবর্ণেন স্তূয়মানোঽপ্সরোগণৈঃ ॥ ৭৬ ॥
বিষ্ণুদূতৈঃ পরিবৃতঃ পথা তেনাগতো দ্বিজঃ।
বিষ্ণুভক্তো মহাতেজাঃ পথি মাং দৃষ্টবান্ প্রভুঃ ॥৭৭॥
ভুবনেশশরীরং তৎ দদর্শোলূকসন্নিধৌ।
পৃষ্টোঽহং তেন দয়য়া শবসন্নিধিসংস্থিতঃ ॥ ৭৮ ॥
ভুবনেশস্য নৃপতের্দ্দেহোঽয়ং দৃশ্যতে খগ।
উলূক ত্বঞ্চ কিমিদং খাদিতুং চোদ্যতোভবান্ ॥ ৭৯ ॥

কুক্কুর যোনি প্রাপ্ত হইবে। তদনন্তর মানুষত্ব লাভ করিবে (৭২) এই কথা বলিয়া যমরাজ অন্তর্দ্ধান হইলেন। নারদ! আমিই সেই রাজা ছিলাম;—এক্ষণে হরিমিত্র বিষয়ক দুষ্কর্ম্ম দোষে এই উলূক দেহ লাভ করিয়াছি। আমি পূর্ব্বে মানস পর্ব্বতের এক কোটর মধ্যে বাস করিলাম। আমার পূর্ব্ব দেহও আমার ভোজনের নিমিত্ত ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ঐ দেহ ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলাল (৭৩-৭৫) এই সময় দৈবযোগে মহাযশা হরিমিত্র দেবতুল্য কলেবর ধারণ করিয়া সূর্য্যসঙ্কাশ বিমান যোগে হাস্যমুখে বিষ্ণুদূত সমভিব্যাহারে এই পথে আগমন করিলেন। সেই মহাতেজা বিষ্ণুভক্ত মহাত্মা আমাকে দেখিতে পাইলেন (৭৬—৭৭) আমার সমীপে সেই ভুবনেশের মৃত শরীরও দর্শন করিলেন। অনন্তর তিনি অতি সদয়

তৎশ্রুত্বা হরিমিত্রায় প্রণম্য বিনয়ান্বিতঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটোভূত্বা বহুমানপুরঃসরম্‌ ॥ ৮০ ॥
তৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৃত্তান্তং নারদাস্মৈ ন্যবেদয়ম্‌।
পুরাপরাধং ত্বয়ি যত্তস্য পাকোঽয়মাগতঃ ॥ ৮১ ॥
যাবন্মন্বন্তরং বিপ্র খাদিষ্যামি শবং ত্বিমম্‌।
ততঃ শ্বাহং ভবিষ্যামি ভবিষ্যামি ততোনরঃ ॥ ৮২ ॥
এতদাকর্ণ্য করুণো হরিমিত্রোমহাযশাঃ।
কৃপয়া মাং সমাচষ্ট শৃণূলুক মহীপতে ॥ ৮৩ ॥
ময়ি ত্বয়াপরাদ্ধং যৎ তৎ সর্ব্বং ক্ষান্তবানহম্‌।
শবোঽস্ত্বদর্শনং যাতু ন চ শ্বা ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ৮৪ ॥
ত্বামদ্য গানযোগশ্চ প্রাপ্নোতু মৎপ্রসাদতঃ।
স্তুহি বিষ্ণুঞ্চ গানেন্ত জিহ্বা স্পষ্টা চ জায়তাং ॥ ৮৫ ॥

ভাবে শবসমীপবর্ত্তী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন (৭৮), পক্ষিন্‌! এই ত ভুবনেশের শরীর দেখিতেছি। উলূক! তুমিই বা কি জন্য ইহা ভক্ষণ করিবার উপক্রম করিতেছ? (৭৯)।

নারদ! এই কথা শুনিয়া আমি হরিমিত্রকে প্রণাম করিয়া বিনয় সহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে বহু সমাদর পূর্ব্বক (৮০) পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমস্ত তাঁহাকে নিবেদন করিলাম এবং কহিলাম, আমি পূর্ব্বে আপনার যে অপরাধ করিয়াছিলাম ইহা তাহারই পরিণাম (। ৮১) বিপ্র! মন্বন্তর পর্য্যন্ত আমাকে এই দেহ ভক্ষণ করিতে হইবে। তাহার পর আমি কুক্কুর ও তৎপশ্চাৎ মনুষ্য হইব (৮২)।

করুণস্বভাব মহাযশা হরিমিত্র এই কথা শুনিয়া কৃপা করিয়া আমাকে কহিলেন, উলূক! শ্রবণ কর (৮৩) তুমি আমার যে অপরাধ করিয়াছিলে সমস্তই ক্ষমা করিলাম। শব অদৃশ্য হউক। তোমাকে কুক্কুর হইতে হইবে না (৮৪) আর তুমি আমার প্রসাদে

সুরবিদ্যাধরাণাঞ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাস্তথা।
গানাচার্য্যোভবেথাস্ত্বং ভক্ষ্যভোজ্য সমন্বিতঃ॥ ৮৬॥
ততঃ কতিপয়াহোভিঃ সর্ব্বং ভদ্রং ভবিষ্যতি।
হরিমিত্রবচস্তচ্চ বিষ্ণুদূতোপবৃংহিতম্॥ ৮৭॥
সর্ব্বং নরয়সজ্বং মে ক্ষণাদেব ব্যনাশয়ৎ।
প্রকৃত্যা বিষ্ণুভক্তানামীদৃশী করুণা দ্বিজ॥ ৮৮॥
কৃতাপরাধলোকানামপি দুঃখং ব্যপোহতি।
অমৃতস্যন্দিবচনমুক্ত্বা স প্রযযৌ হরিং॥ ৮৯॥
সর্ব্বন্তে কথিতং যেন গানাচার্য্যোঽহমুত্তমঃ।
প্রাপ্স্যাসি হরিমেতেন হরিমিত্রপ্রসাদতঃ॥ ৯০॥
নারদৈতদনুবর্ণিতং ময়া
পূর্ব্বজন্ম চরিতং মহাদ্ভুতম্।

আজ গান বিদ্যা লাভ কর তুমি সেই গানযোগে হরি সংকীর্ত্তন করিলেই তোমার জিহ্বার জড়তা দূর হইবে (৮৫) তুমি দেবতা, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের গানাচার্য্য হইবে। ভক্ষ্য দ্রব্যেরও তোমার অভাব থাকিবে না (৮৬)। তদনন্তর কিছুকাল পরে তোমার সমস্ত মঙ্গল হইবে। হরিমিত্রের সেই বিষ্ণুদূতসম্মত বাক্য তৎক্ষণাৎ আমার সমস্ত নরক জনিত কষ্ট দূর করিল। দ্বিজ! বিষ্ণুভক্তগণ স্বভাবতই এইরূপ দয়ালু হইয়া থাকেন (৮৭), ৮৮। তাঁহারা অপরাধীরও দুঃখ মোচন করেন। দ্বিজ! উক্ত রূপ অমৃতস্যন্দি বাক্য বলিয়া তিনি হরিধামে গমন করিলেন (৮৯)। আমি যেরূপে এক প্রধান গানাচার্য্য হইয়াছি, সমস্ত তোমাকে বলিলাম। হরিমিত্রের প্রসাদে আমি ইহা দ্বারাই হরিকে প্রাপ্ত হইব (৯০)।

নারদ! আমার অত্যাশ্চর্য্য পূর্ব্ব জন্ম চরিত আমি এই বর্ণন

যঃ শৃণোতি পঠতি হ্যনন্যচিৎ
স প্রযাতি ভবনং গদাভৃতঃ ॥ ৯১ ॥
ইত্যাষে রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অদ্ভুতোত্তরকাণ্ডে নারদোলূক-সম্বাদে
হরিমিত্রোপাখ্যানং নাম
ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

সপ্তমঃ সর্গঃ।

গানবন্ধুঃ পুনঃ প্রাহ নারদং মুনিসত্তমং।
এতে কিন্নরসঙ্ঘা বৈ বিদ্যাধরাপ্সরো গণাঃ ॥ ১ ॥
গানাচার্য্যমুলূকং মাং গানশিক্ষার্থমাগতাঃ।
তপসা নৈব শক্যা বৈ গানবিদ্যা তপোধন ॥ ২ ॥
তস্মাচ্ছ্রমেণ যুক্তস্ত্বং মত্তস্ত্বং গানমাপ্নুহি।
এবমুক্তো মুনিস্তস্মৈ প্রণিপত্য জগৌ যথা ॥ ৩ ॥

করিলাম। যে ব্যক্তি অনন্যচিত্তে ইহা শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি গদাধরের ভবনে গমন করিবেন (৯১)।

গানবন্ধু মুনি সত্তম নারদকে পুনর্ব্বার কহিলেন, এই সমুদায় কিন্নর এবং এই সমস্ত বিদ্যাধর ও অপ্সরাগণ (১) গান শিক্ষার জন্য এই গানাচার্য্য উলূকের নিকট আগমন করিয়াছে। তপোধন! গান বিদ্যা তপস্যা দ্বারা লাভ করা যায় না (২)। অতএব আপনি শ্রমশীল হইয়া আমার নিকট গান শিক্ষা করুন। মুনি এই কথা শুনিয়া

তৎ শৃণুষ্ব দ্বিজশ্রেষ্ঠ বাসুদেবং নমস্য চ।
উলূকেনৈবমুক্তস্তু নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ৪ ॥
শিক্ষাক্রমেণ সংযুক্তস্তত্র গানমশিক্ষত।
গানবন্ধুস্তমাদেহংত্যক্তলজ্জা ভবাধুনা ॥ ৫ ॥
স্ত্রীসঙ্গমে তথা গীতে ক্ষুতে ধ্যান সমাগমে।
ব্যবহারে চ ধান্যানামর্থানাঞ্চ তথৈব চ ॥ ৬ ॥
আয়ে ব্যয়ে তথা নিত্যং ত্যক্তলজ্জস্তু বৈ ভবেৎ।
ন কুণ্ঠিতেন গূঢ়েন নিত্যং প্রাবরণাদিভিঃ। ৭ ॥
হস্তবিক্ষেপভাবেন ব্যাদিতাস্যেন চৈব হি।
নির্য্যাত জিহ্বাযোগেন ন গেয়ং হি কথঞ্চন ॥ ৮ ॥
ন গায়েদূর্দ্ধবাহুশ্চ নোর্দ্ধদৃষ্টিঃ কথঞ্চন।
স্বাঙ্গং নিরীক্ষমাণেন পরমপ্রেক্ষতথাতা ॥ ৯ ।
হাস্যো ভয়ং তথা কম্পস্তথান্যত্র স্মৃতিঃ পুনঃ।
নৈতানি শস্ত রূপাণি গানযোগে মহামতে ॥ ১০ ॥

তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, যেরূপে গান আরম্ভ করিলেন (৩), হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ! তুমি তাহা শ্রবণ কর। মুনিসত্তম নারদ উলূকের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া বাসুদেবকে নমস্কার পূর্ব্বক (৪) শিক্ষার নিয়ম সকল প্রতিপালন করত গান বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন গানবন্ধু তাঁহাকে কহিলেন, এক্ষণে লজ্জা ত্যাগ করুন (৫); স্ত্রী সহবাস, গীত, ক্ষুৎকার, ধ্যান, ধন ধান্যের ক্রয় বিক্রয় (৬) আয় ও ব্যয় (এই সকল) বিষয়ে নিয়ত লজ্জা ত্যাগ করিবে। কুণ্ঠিত বা প্রাবরণাদি দ্বারা আবৃত হইয়া (৭) কি হস্ত বিক্ষেপ, মুখব্যাদান বা জিহ্বা বহির্গত করিয়া কখনই গান করিবে না (৮)। ঊর্দ্ধ বাহু কি ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়াও কখন গান করিবে না। পরের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া নিজেরই অঙ্গ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক (গান করিবে)। ৯। হে মহামতে!

নৈকহস্তেন শস্যেত তালসংঘট্টনং মুনে।
ক্ষুধার্ত্তেন ভয়ার্ত্তেন তৃষার্ত্তেন তথৈব চ ॥ ১১ ॥
গানযোগো ন কর্ত্তব্যো নান্ধকারে কথঞ্চন।
এবমাদীনি যোগ্যানি কর্ত্তব্যানি মহামুনে ॥ ১২ ॥
এবমুক্তঃ স ভগবান্ নারদো বিধিরক্ষণে।
অশিক্ষয়ত্তথা গীতং দিব্যবর্ষসহস্রকং ॥ ১৩ ॥
ততঃ সমস্তসম্পন্নো গীত প্রস্তাবকাদিষু।
বিপঞ্চ্যাদিষু সম্পন্নঃ সর্ব্বস্বরবিভাগবিৎ ॥ ১৪ ॥
অযুতানি চ ষট্ত্রিংশৎ সহস্রাণি শতানি চ।
স্বরাণাং ভেদযোগেন জ্ঞাতবান্ মুনিসত্তমঃ ॥ ১৫ ॥
ততো গন্ধর্ব্বসংঘানাং কিন্নরাণাং তথা গণাঃ।
মুনিনা সহ সংযুক্তাঃ প্রীতিযুক্তাশ্চ তেহভবন্ ॥ ১৬ ॥
গানবন্ধুং মুনিঃ প্রাহ প্রাপ্য গানমনুত্তমং।
ত্বাং সমাসাদ্য সম্পন্ন স্ত্বংহি গীতে বিশারদঃ ॥ ১৭ ॥

হাস্য, ভয়, কম্প বা অন্যত্র মনঃসংযোগ গানে প্রশস্ত নহে (১০) মুনে! এক হস্তে তাল সংঘটনও বিধেয় নহে। ক্ষুধিত, ভীত বা তৃষিত ব্যক্তির (১১) কথনই গান করা উচিত নহে। অন্ধকারেও কখন গান করিবে না (১২)।

এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ নারদ ঋষি, বিধিবিধান প্রতি-পালন পূর্ব্বক দিব্য পরিমাণে সহস্র বৎসর গীত শিক্ষা করিলেন (১৩) অনন্তর গীতের সমস্ত কৌশলাদিতে সুসম্পন্ন বিধানাদিতে সুনিপুণ এবং সমুদায় স্বর ভেদে সুশিক্ষিত হইলেন (১৪) মুনিসত্তম ষট্ত্রিংশৎ অযুত শত সহস্র স্বর ভেদ তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া লইলেন (১৫) তখন গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ মুনির সহিত একত্র এক সঙ্গে গান করিতে থাকিল এবং তাহারা তাহাতে আনন্দও বোধ করিতে লাগিল (১৬)

ধ্বাঙ্ক্ষশত্রী মহাপ্রাজ্ঞো কিমবাপ্যং করোমি তে।
গানবন্ধুস্ততঃ প্রাহ নারদং মুনিপুঙ্গবং ॥ ১৮ ॥
ব্রহ্মণো দিবসে ব্রহ্মন্ মনবস্তু চতুর্দ্দশ।
তত্র ত্রৈলোকসংপ্লাবো ভবিষ্যতি মহামুনে ॥ ১৯ ॥
তাবন্মেস্ত্বাদ্যশোভাগ্যস্তাবন্মে পরমং শুভম্।
মনসাধ্যাষিতং মে স্যাদ্দাক্ষিণ্যান্মুনিসত্তম ॥ ২০ ॥
উলূকং প্রাহ দেবর্ষিঃ সর্ব্বং তেহস্তু মনোগতম্।
অতীতে কল্পসংযোগে গরুড়স্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ২১ ॥
গুণাগানাদচ্যুতস্য সাযুজ্যং তস্য লপ্স্যসে।
স্বস্তি তেস্তু মহাপ্রাজ্ঞ গমিষ্যামি প্রসীদ মে ॥ ২২ ॥
এবমুক্ত্বা যয়ৌ বিপ্র জেতুং তুম্বুরুমুত্তমম্।
তুম্বুরোশ্চ গৃহাভ্যাসে দদর্শ বিকৃতাকৃতীন্ ॥ ২৩ ॥

(এইরূপে) অনুত্তম গান বিদ্যা লাভ করিয়া মুনি গানবন্ধুকে কহিলেন, তোমার নিকট আগমন করিয়া আমি (গীত শাস্ত্রে) সুশিক্ষিত হইলাম। তুমি গান বিদ্যায় বিলক্ষণ বিশারদ (১৭) হে মহাপ্রাজ্ঞ! বল আমি তোমার কি দুর্ল্লভ প্রত্যুপকার করিব। তখন গানবন্ধু মুনিপুঙ্গব নারদকে কহিলেন (১৮) ব্রহ্মার দিবসাবসানে চতুর্দ্দশ মনু অতীত হইবেন। হে মহামুনে! ঐ সময় ত্রৈলোক্যের প্রলয় উপস্থিত হইবে (১৯) আমার কীর্ত্তি যেন সেই কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। তাহা হইলেই আমার মহৎ উপকার হইবে। হে মুনিসত্তম! আপনার কৃপায় যেন আমার এই মানস পূর্ণ হয় (২০)।

দেবর্ষি উলূককে কহিলেন, তোমার অভিলাষ সমস্ত সফল হউক্। কল্প কাল অতীত হইলে, তুমি গরুড় হইবে (২১) তুমি অচ্যুতের গুণ গান প্রভাবে অচ্যুতের সাযুজ্য লাভ করিবে। তোমার মঙ্গল হউক্। হে মহা প্রাজ্ঞ! আমি এক্ষণে চলিলাম; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও (২২) দ্বিজ এই কথা কহিয়া তুম্বুরুকে জয় করিবার অভি-

কৃত্তবাহূরুপাদাংশ্চ কৃত্তনাসাক্ষিবক্ষসঃ।
কৃত্তোত্তমাঙ্গাঙ্গুলীংশ্চ ছিন্নভিন্নকলেবরান্॥ ২৪॥
পুংসঃ স্ত্রিয়শ্চ বিকৃতান্ দদর্শাযুতশো বহূন্।
নারদেন তে প্রোক্তাঃ কে যূয়ং কৃত্তবিগ্রহাঃ॥ ২৫॥
নারদং প্রোচুরপি তে ত্বয়া কৃত্তাঙ্গকা বয়ম্।
বয়ং রাগাশ্চ রাগিণ্যো গানে ন ভিন্নসন্ধিনা॥ ২৬॥
ভবতা গীয়তে যর্হি তর্হ্যবস্থেদৃশী হি নঃ।
পুনস্তুম্বুরুগানেন ছিন্নভিন্নপ্ররোহণং॥ ২৭॥
তুম্বুরু র্জীবযত্যেষ মারয়িষ্যসি নারদ।
তদাশ্চর্য্যং মহদ্ দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা চ বিস্ময়ান্বিতঃ॥ ২৮॥
ধিক্ ধিগুক্ত্বা জগামাথ নারোদঽপি জনার্দ্দনম্।
শ্বেতদ্বীপে স ভগবান্নারদং প্রাহ মাধবঃ॥ ২৯॥

প্রায়ে যাত্রা করিলেন এবং তুম্বুরুর বাটীর সন্নিকটে বিকৃতাকৃতি (২৩) ছিন্ন বাহু, ছিন্নোরু, ছিন্ন পাদ, ছিন্ন নাসিক, ছিন্ন চক্ষু, ছিন্ন বক্ষ, ছিন্ন মস্তক, ছিন্নাঙ্গুলি, ছিন্ন ভিন্ন কলেবর (২৪) বিকটমূর্ত্তি অযুত অযুত স্ত্রী পুরুষদিগকে দেখিতে পাইলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? তোমাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন কেন? নারদের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া তাহারা নারদকে প্রত্যুত্তর করিল, আমরা রাগ-রাগিনী, সন্ধি বিচ্ছেদ সহকারে গান করিয়া তুমিই আমাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছ (২৫।২৬) তুমি যখন গান আরম্ভ কর, তখনই আমাদিগের ঈদৃশী অবস্থা ঘটিয়া থাকে। আবার তুম্বুরুর গানে আমাদিগের ছিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুনর্ব্বার যথাবস্থ হইয়া উঠে (২৭) তুম্বুরু এখনই আমাদিগকে পুনর্জীবিত করিবেন, কিন্তু নারদ আবার মারিয়া ফেলিবেন। এই প্রকার অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন ও আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ পূর্ব্বক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া (২৮) নারদ মুনি ধিক্ ধিক্ বলিয়া শ্বেতদ্বীপে জনার্দ্দনের নিকট গমন

গানবন্ধো চ যদ্‌গানং ন চ তেনাসি পারগঃ।
তুম্বুরোঃ সদৃশো নাসি গানেনানেন নারদ ॥ ৩০ ॥
মনো বৈবস্বতস্যাহমষ্টাবিংশতিমে যুগে।
দ্বাপরান্তে ভবিষ্যামি যদুবংশকুলোদ্ভবঃ ॥ ৩১ ॥
দেবক্যাং বসুদেবস্য কৃষ্ণো নাম্না মহামুনে।
তদানীং মাং সমাগম্য স্মারয়েথা যথাতথং ॥ ৩২ ॥
তত্র ত্বাং গানসম্পন্নং করিষ্যামি মহাব্রত।
তুম্বুরোশ্চ সমঞ্চৈব তথাতিশয় সংযুতম্ ॥ ৩৩ ॥
তাবৎকালং যথাযোগং দেবগন্ধর্ব্বযোনিষু।
শিক্ষয়েথা যথান্যায়মিত্যুক্ত্বান্তরধীয়তে ॥ ৩৪ ॥
ততো মুনিঃ প্রণম্যৈনং বীণাবাদনতৎপরঃ।
দেবর্ষির্দ্দেবসঙ্কাশঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ ॥ ৩৫ ॥

করিলেন। ভগবান্ মাধব নারদকে কহিলেন, (২৯) গানবন্ধু যে গান বিদ্যা জানে, তাহাতে তুমি গানে সম্যক্ নিপুণ হইতে পার নাই। নারদ! ঈদৃশ গান বিদ্যায় তুমি তুম্বুরুর সমান হও নাই (৩০) বৈবস্বতমনুর অধিকারে অষ্টাবিংশতিতম যুগে দ্বাপরের শেষে আমি যদুবংশে উৎপন্ন হইব (৩১) হে মহামুনে! আমি দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণ নামে বাসুদেবের (পুত্র) হইব, তুমি তখন আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে এই বিষয় অবিকল স্মরণ করাইয়া দিবে (৩২) হে মহাব্রত! আমি সেই স্থানে তোমাকে সুশিক্ষিত করিব। তুম্বুরুর সমান বা তাহা হইতেও তোমাকে উৎকৃষ্ট করিয়া দিব (৩৩) ততদিন তুমি যথান্যায়ে যথাযোগ্যরূপে বিবিধ দেব গন্ধর্ব্বের নিকট শিক্ষা করিবে। এই কথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন (৩৪)।

অনন্তর মুনি তাহাকে প্রণাম করিয়া বীণা বাদনে বিরত হইলেন; তপোনিধি দেব শশাঙ্ক সর্ব্বাভরণ ভূষিত বাসুদেব পরায়ণ দেবর্ষি

তপসাংনিধিরত্যর্থং বাসুদেবপরায়ণঃ।
স্কন্ধে বিপঞ্চীমাধায় সর্ব্বলোকাংশ্চচার সঃ॥ ৩৬॥
বারুণং যাম্যমাগ্নেয়মৈন্দ্রং কৌবেরমেব চ।
বায়ব্যঞ্চ তথৈশানং নৈঋতং প্রাপ্য ধর্ম্মবিৎ॥ ৩৭॥
গায়মানো হরিং সম্যগ্‌ বীনাবাদবিচক্ষণঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং সঙ্ঘৈঃ পূজ্যমানস্ততস্ততঃ॥ ৩৮॥
ব্রহ্মলোকং সমাসাদ্য কস্মিংশ্চিৎ কালপর্য্যয়ে।
হাহা হুহুশ্চ গন্ধর্ব্বৌ গীতবাদ্যবিশারদৌ॥ ৩৯॥
ব্রহ্মণো গায়কৌ দিব্যৌ নিত্যং গন্ধর্ব্বসত্তমৌ।
তত্র তাভ্যাং সমাসাদ্য গায়মানো হরিং বিভুং॥ ৪০॥
ব্রহ্মণা চ মহাতেজাঃ পূজিতো মুনিসত্তমঃ।
তং প্রণম্য মহাত্মানং সর্ব্বলোকপিতামহং॥ ৪১॥
চচার চ যথা কামং সর্ব্বলোকেষু নারদঃ।
পুনঃ কালেন মহতা গৃহং প্রাপ্য চ তুম্বুরোঃ॥ ৪২॥

স্কন্ধে বীণা লইয়া সর্ব্বলোকে বিচরণ করিতে লাগিলেন (৩৫, ৩৬) বীণাবাদন বিশারদ ধর্ম্মাত্মা দেবর্ষি সন্দিহান হইয়া হরিগুণ গান করিতে করিতে বারুণ, যাম্য, আগ্নেয় ও কৌরব, বায়ব্য, ঐশান নৈঋতদিক্‌ সমস্ত বিচরণ করিলেন। সর্ব্বত্র গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ তাহার পূজা করিতে লাগিল (৩৭। ৩৮) কালক্রমে একদা ব্রহ্ম লোকে উপস্থিত হইলেন! গীতবাদ্যবিশারদ গন্ধর্ব্ব প্রধান হাহা ও হুহু নামে দুই গন্ধর্ব্ব নিত্য ব্রহ্মার সভায় গান করে। তথায় তাহা-দিগের দুই জনের সহিত মিলিত হইয়া মুনি হরিগুণ গান করিলেন (৩৯, ৪০) অনন্তর মহাতেজা মুনিসত্তম নারদ ব্রহ্মার নিকট সমাদর লাভ করত সেই সর্ব্বলোক পিতামহকে প্রণাম করিয়া (৪১) সর্ব্ব-লোকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিলেন। আবার কিছুকাল পরে

বীণামাদায় তত্রস্থস্তত্রৈস্থৈরপ্যলক্ষিতঃ।
সুরকন্যাশ্চ ততস্থাঃ ষড়্জাদ্যাশ্চ সধৈবর্ত্তাঃ॥ ৪৩॥
ব্রীড়িতো ভগবান্ দৃষ্ট্বা নির্গতশ্চ স সত্বরম্।
শিক্ষয়ামাস বহুশস্তত্র তত্র মহামুনিঃ॥ ৪৪॥
কালেঽতীতে ততো বিষ্ণুরবতীর্ণো জগন্ময়ঃ।
দেবক্যাং বসুদেবস্য যাদবোঽসৌ মহাদ্যুতিঃ॥ ৪৫॥
সপ্তস্বরাঙ্গনা দ্রষ্টুং গানবিদ্যাবিশারদঃ।
যযৌ রৈবতকে কৃষ্ণং প্রণিপত্য মহাদ্যুতিঃ॥ ৪৬॥
ব্যজ্ঞাপয়দশেষং তৎ শ্বেতদ্বীপে তথা পুরা।
নারায়ণেন কথিতং গানযোগার্থমুত্তমং॥ ৪৭॥
তৎ শ্রুত্বা প্রহসন্ কৃষ্ণঃ প্রাহ জাম্ববতীং মুদা।
এনং মুনিবরং ভদ্রে শিক্ষয়স্ব যথাবিধি॥ ৪৮॥

তুম্বুরুর আলয়ে উপস্থিত হইয়া (৪২) বীণা গ্রহণ পূর্ব্বক অলক্ষিত ভাবে তথায় অবস্থান করিয়া দেখিলেন তত্রস্থ সুর কন্যা সকল ধৈবত সহিত ষড়্জাদি স্বর সকল (গান করিতেছে) (৪৩) দেবর্ষি তাহাতে লজ্জিত হইয়া তথা হইতে সত্বর নির্গত হইলেন। এবং ক্রমে ক্রমে ইতস্ততঃ নানা স্থানে শিক্ষা করিতে লাগিলেন (৪৪)।

অনন্তর যথাকালে মহাদ্যুতি জগন্ময় বিষ্ণু বাসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে যদুবংশে অবতীর্ণ হইলেন (৪৫) তখন গান বিদ্যা বিশারদ নারদ মুনি সপ্তস্বরাঙ্গনাদিগকে দেখিবার অভিপ্রায়ে রৈবতক পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া (৪৬) পূর্ব্বে শ্বেত দ্বীপে গান শিক্ষা বিষয়ে নারায়ণ যাহা কহিয়াছিলেন, অবিকল সমস্ত স্মরণ করাইয়া দিলেন (৪৭) তাহা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ হাস্য পূর্ব্বক হৃষ্ট চিত্তে জম্ববতীকে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি বীণা ও গান বিদ্যা বিষয়ে এই মুনিবরকে যথাবিধি শিক্ষা দান কর! তিনিও

বীণাগানসমাযোগে তথেত্যাহ চ সা পতিম্।
প্রহসন্তী যথাযোগং শিক্ষয়ামাস তং মুনিং॥ ৪৯॥
ততঃ সম্বৎসরে পূর্ণে নারদং প্রাহ কেশবঃ।
সত্যাঃ সমীপম্যাগচ্ছ শিক্ষস্ব চ তয়া পুনঃ॥ ৫০॥
তথেত্যুক্ত্বা সত্যভামাং প্রণিপত্য যযৌ মুনিঃ।
তয়া স শিক্ষিতো বিদ্বান্ পূর্ণে সম্বৎসরে ততঃ॥ ৫১॥
বাসুদেবনিযুক্তোঽসৌ রুক্মিণীসদনং গতঃ।
অঙ্গনাভিস্ততস্তাভির্দাসীভির্মুনিসত্তমঃ॥ ৫২॥
উক্তোঽসৌ গায়মানোঽপি ন স্বরং বেৎসি বৈ মুনে।
ততঃ শ্রমেণ মহতা বৎসরদ্বয়সংযুতং॥ ৫৩॥
শিক্ষিতোঽসৌ তদা দেব্যা রুক্মিণ্যাধিজগৌ মুনিঃ।
ন তু স্বরাঙ্গনাঃ প্রাপ তন্ত্রীযোগে মহাদ্যুতিঃ॥ ৫৪॥
আহূয় কৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়মেব মহামুনিম্।
অশিক্ষয়দমেয়াত্মা গানযোগমনুত্তমং॥ ৫৫॥

হাস্য করিয়া স্বামিকে কহিলেন, যাহা আজ্ঞা করিলেন,তাহাই করিব। পরে যথাবিধানে মুনিকে শিক্ষা করাইতে আরম্ভ করিলেন (৪৮, ৪৯) অনন্তর এক বৎসর পূর্ণ হইলে কেশব নারদকে কহিলেন সত্যভামার নিকট আগমন ও গান শিক্ষা কর (৫০) মুনি যে আজ্ঞা বলিয়া প্রণাম করতঃ সত্যভামার নিকট গমন করিলেন। তিনি তাহাকে শিক্ষা দিলেন। অনন্তর সম্বৎসর পূর্ণ হইলে, (৫১) বাসুদেবের আজ্ঞানুসারে তিনি রুক্মিণীর আলয়ে গমন করিলেন। অনন্তর তত্রত্য অঙ্গনা ও দাসীগণ সেই মুনিসত্তমকে (৫২) কহিল, মুনে! তুমি গান করিতেছ বটে, কিন্তু স্বর জ্ঞাত নহ। অনন্তর সাতিশয় শ্রমসহকারে দুই বৎসর (৫৩) মুনি, দেবী রুক্মিণীর শিক্ষাধীনে গান করিলেন। কিন্তু মহাদ্যুতি তন্ত্রীযোগে স্বরাঙ্গনাদিগকে আয়ত্ত করিতে পারিলেন না (৫৪)। অনন্তর অমেয়াত্মা ভগবান্ কৃষ্ণ মহামুনিকে

কৃষ্ণদত্তেন গানেন তস্যাযাতাঃ স্বরাঙ্গনাঃ।
ব্রহ্মানন্দঃ সমভবৎ নারদস্য চ চেতসি ॥ ৫৬ ॥
ততো দ্বেষাদয়ো দোষাঃ সর্ব্বে অস্তগতাঃ দ্বিজ।
ঈর্ষ্যা চ তুম্বুরোর্যাসীৎ নারদস্য হি সা গতা ॥ ৫৭ ॥
ততো ননর্ত্ত দেবর্ষিঃ প্রণিপত্য জনার্দ্দনম্।
উবাচ চ হৃষীকেশঃ সর্ব্বজ্ঞ ত্বং মহামুনে ॥ ৫৮ ॥
প্রাচীনগানযোগেন গায়স্ব মম সন্নিধৌ।
এতত্তে প্রার্থিতং প্রাপ্তঃ মম লোকে তথৈব চ ॥ ৫৯ ॥
নিত্যং তুম্বুরুণা সার্দ্ধং গায়স্ব চ যথাতথম্।
এবমুক্তো মুনিস্তত্র যথাযোগং চচার সঃ ॥ ৬০ ॥
তথা সম্পূজয়েৎ কৃষ্ণং রুদ্রং ভুবননায়কম্।
তদাজগৌ হরেস্তত্র নিয়োগাচ্ছঙ্করালয়ে ॥ ৬১ ॥
রুক্মিণ্যা সত্যয়া সার্দ্ধং জাম্ববত্যা মহামুনিঃ।
কৃষ্ণেন চ দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ ॥ ৬২ ॥

আহ্বান করিয়া নিজেই অনুত্তম গান বিদ্যা শিক্ষা করাইলেন (৫৫)। কৃষ্ণ শিক্ষিত গান যোগে তাহার স্বরাঙ্গনা সকল আয়ত্ত হইল। নারদের চিত্তমধ্যে ব্রহ্মানন্দের প্রকাশ পাইল (৫৬) দ্বিজ! তখন দ্বেষাদি দোষ সমস্তই অন্তর্হিত হইল। তুম্বুরুর প্রতি নারদের যে ঈর্ষ্যা ছিল, তাহাও দূরীভূত হইল (৫৭) তখন দেবর্ষি জনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। হৃষীকেশ কহিলে, মুনে! তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছ (৫৮) এক্ষণে প্রাচীন গান যোগে আমার নিকট গান কর। তোমার ইহাই প্রার্থনা ছিল। অদ্যাবধি তুমি আমার ভবনে তুম্বুরুর সহিত নিত্য রীতিমত গান করিবে। এই কথা শুনিয়া মুনি যথাযোগ্য আচরণ করিতে লাগিলেন (৫৯। ৬০) কৃষ্ণের ও ভুবন নায়ক রুদ্রের পূজা এইরূপেই করিতে হয়। দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরির আদেশ ক্রমে শ্রুতি জাতি বিশারদ নারদ মুনি শঙ্করের মন্দিরে গান করিতে আরম্ভ

এতত্তে মুনিশার্দ্দূল প্রোক্তং গীতক্রমং ময়া ।
ব্রাহ্মণো বাসুদেবাখ্যং গায়োমানোঽনিশং দ্বিজ ॥৬৩॥
হরেঃ সালোক্যমাপ্নোতি সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ ।
অন্যথা নরকং গচ্ছেৎ গায়মানোঽন্যদেবহি ॥ ৬৪ ॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা বাসুদেব পরায়ণঃ ।
গায়ন্ শৃণ্বংস্ত মাপ্নোতি তস্মাৎ শ্রেষ্ঠঃ প্রিয়ম্বদঃ ॥৬৫॥
কথিতমিদমপূর্ব্বং জানকীজন্মপূর্ব্বং,
শ্রুতিসুখমতিগুহ্যং স্নেহতস্তে হি বাহ্যম্ ।
কলুষকুলবিপক্ষং ভব্যদানৈকদক্ষং,
নৃভিরিদমভিবন্দ্যং সর্ব্বনেবাভিনন্দ্য ॥ ৬৬ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অদ্ভুতোত্তরকাণ্ডে নারদগানপ্রাপ্তির্নাম

সপ্তমঃ সর্গঃ।

করিলেন। মহামুনি রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী এবং কৃষ্ণের সহিত গান করিতে থাকিলেন (৬১, ৬২)

হে মুনি শার্দ্দূল! তোমার নিকট এই গানক্রম নির্দ্দেশ করিলাম। দ্বিজ! ব্রাহ্মণ এই বাসুদেব নামক গানক্রম দিবানিশি গান করিলে (৬৩) বিষ্ণুর সালোক্য এবং সর্ব্ব যজ্ঞের ফল লাভ করিবেন। অন্যথা অন্য বিষয় গান করিলে নরকে যাইবেন (৬৪) কর্ম্ম বাক্য ও মনদ্বারা বাসুদেব পরায়ণ হইয়া যিনি (বাসুদেবগুণ) গান বা শ্রবণ করেন, তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। এবং সেই হেতু তিনি শ্রেষ্ঠ প্রিয় বাদী হন (৬৫)

জানকী জন্মের এই অপূর্ব্ব পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আমি উল্লেখ করিলাম। ইহা শ্রুতি মধুর অতীব গোপনীয়, নিখিল পাপ নিবারণ, সর্ব্ব দেবতা

অষ্টমঃ সর্গঃ।

যথা সা শোণিতোদ্ভূতা রাক্ষসীগর্ভসম্ভবা।
যথা ভূমিতলোৎপন্না জানকী চ যথা হি সা॥ ১॥
সীতা তৎ শৃণু বিপ্রেন্দ্র বর্ণয়ামি তবানঘ।
দশাস্যো রাবণো নাম তপস্তপ্তুং মনোদধে॥ ২॥
ত্রৈলোক্যস্যাধিপত্যায় অজরামরণায় চ।
বহুবর্ষং তপস্তপ্ত্বা জ্বলনার্কসমোঽজ্বলৎ॥ ৩॥
তত্তেজসা জগৎ সর্ব্বং দহ্যমানং যদাভবৎ।
তমুবাচ তদা ব্রহ্মা সমাগম্য সুরৈর্বৃতঃ॥ ৪॥
পৌলস্ত্য বিরমাদ্য ত্বং তপসো মম বাক্যতঃ।
তপসোগ্রেণ মহতা লোকা ভস্মীকৃতা ইব॥ ৫॥

হইবার অভিনন্দন করে। অতএব ইহার সমাদর করা মনুষ্যগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি অতি আদর সহকারে এই (অপূর্ব্ব) কথা স্মরণ করিয়া রাখিবে (৬৬)

সেই (লক্ষ্মী) যেরূপে শোণিত হইতে রাক্ষসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। যেরূপে ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া ছিলেন এবং যেরূপে জনকের কন্যা সীতা হইয়াছিলেন, হে অনঘ! হে বিপ্রেন্দ্র আমি তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর, দশ বদন রাবণ তপস্যা করিতে অভিপ্রায় করিল (১, ২) ত্রৈলোক্যের আধিপত্য লাভ এবং অজর ও অমর হইবার অভিলাষে বহু বৎসর তপস্যা করিয়া সূর্য্য ও অগ্নি সমান জ্বলিয়া উঠিল (৩) তখন তাহার তেজে সর্ব্ব জগৎ দগ্ধ হইতে থাকিল। তখন ব্রহ্মা দেবগণ সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া তাহাকে কহিলেন (৪) পৌলস্ত্য! আমি বলিতেছি তপস্যা হইতে

বরং দদামি তে বৎস যত্তে মনসি বর্ত্ততে।
তপোধন লভস্বাদ্য বরদাস্মত্ত ঈপ্সিতং ॥ ৬ ॥
ন্যবারয়ত চক্ষুংসি সূর্য্যবিম্বাবলোকনাৎ।
প্রণিপত্য জগন্নাথং বরং বব্রে স রাবণঃ ॥ ৭ ॥
দেহি সর্ব্বামরত্বং মে বরদোঽসি যদি প্রভুঃ।
তদাকর্ণ্য বচো ব্রহ্মা পুনঃ প্রাহ স রাবণং ॥ ৮ ॥
ন হি সর্ব্বামরত্বং তে বরমন্যং বৃণীষ্ব মে।
ততঃ স রাবণঃ প্রাহ কূটবাদী হি রাক্ষসঃ ॥ ৯ ॥
ন সুরাঃ নাসুরা যক্ষাঃ পিশাচোরগরাক্ষসাঃ।
বিদ্যাধরাঃ কিন্নরা বা তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ১০॥
ন হন্যুর্মাং কথঞ্চিত্তে দেহি মে বরমুত্তমম্।
অন্যচ্চ তে বৃণে ব্রহ্মংস্তৎ শৃণুষ্ব পিতামহ ॥ ১১ ॥

নিবৃত্ত হও। ঘোরতর তপস্যায় জগত যেন ভস্মীকৃত করিয়াছ (৫) বৎস! আমি তোমার মনোমত বর দান করিতেছি। তপোধন! আজ তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর লাভ কর; আমি বর দিতে আসিয়াছি (৬)

রাবণ সূর্য্যমণ্ডলের প্রতি চক্ষু সকল নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল, এক্ষণে নিবারণ পূর্ব্বক জগন্নাথকে প্রণাম করিয়া বর প্রার্থনা করিল (৭) প্রভো! যদি আপনার বর দান করিবার অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে এই বর দান করুন, যেন কিছুতেই আমার মৃত্যু না হয়। ব্রহ্মা এই কথা শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার রাবণকে কহিলেন, (৮) তুমি যে কিছুতেই মরিবে না, তাহা হইতে পারে না; অন্য বর প্রার্থনা কর। অনন্তর ছলভাষী রাক্ষস রাবণ কহিলেন, কি দেবতা, কি অসুর, কি পিশাচ, কি নাগ, কি রাক্ষস, কি বিদ্যাধর, কি কিন্নর, কি অপ্সরাগণ কেহই কোন প্রকারে আমাকে বিনাশ করিতে পারিবে না, আপনি আমাকে এই অভীষ্ট বর দান করুন। হে পিতামহ ব্রহ্মণ্!

আত্মনো দুহিতা মোহাদত্যর্থং প্রার্থিতা ভবেৎ।
তদা মৃত্যুর্ম্মম ভবেৎ যদি কন্যা ন কাঙ্ক্ষতি ॥ ১২ ॥
তথেত্যুক্ত্বা জগামসৌ ব্রহ্মলোকপিতামহঃ।
নরান্নাজীগণদ্রক্ষো মত্বা তাংস্তৃণবদ্দ্বিজ ॥ ১৩ ॥
ব্রহ্মদত্তবরো রাজা রাবণো বলদর্পিতঃ।
ত্রৈলোক্যজয়সর্ব্বস্বং প্রাপ্তবান্ বাহুবীর্য্যতঃ ॥ ১৪ ॥
একদা রাবণো রাজা দণ্ডকারণ্যমগমৎ।
তত্রর্ষীনগ্নিকল্পাংশ্চ দৃষ্ট্বা মনস্যচিন্তয়ৎ ॥ ১৫ ॥
এতানজিত্বা হি কথং ত্রিলোকীজয়ভাগহম্।
এষাং বধেন চ শ্রেয়ো ন পশ্যামি মহাত্মানাং ॥ ১৬ ॥
দুরাত্মা স বিচিন্ত্যৈতৎ প্রাহ তান্ মুনিপুঙ্গবান্।
অহং সর্ব্বস্য জগতঃ শাস্তা চ জয়ভাগহং ॥ ১৭ ॥

আমি আরও আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি শ্রবণ করুন (৯,১০, ১১) আমি নিজের দুহিতাকে যখন নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে কামনা করিব, যদি কন্যার আমার প্রতি অভিলাষ না থাকে, তখনই আমার মৃত্যু হইবে, (১২) লোকপিতামহ ব্রহ্মা! তথাস্তু বলিয়া প্রস্থান করিলেন। হে দ্বিজ! রাক্ষস তৃণবৎ ভাবিয়া মনুষ্য জাতিকে গ্রাহ্যই করে নাই (১৩) রাজা রাবণ ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করত বলদর্পিত হইয়া বাহু বীর্য্য দ্বারা ত্রৈলোক্য জয় করিল (১৪)।

একদা রাবণ রাজা দণ্ডকারণ্যে আগমন করিল এবং ঐ স্থানে অগ্নি সঙ্কাশ তাপসদিগকে দর্শন করিয়া মনোমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিল, (১৫) আমি ইহাদিগকে ত জয় করি নাই। তবে কি করিয়া ত্রিলোকবিজয়ী হইলাম! এই সকল মহাত্মাদিগকে বধ করিয়াই যে কোন ইষ্ট সিদ্ধি হইবে, তাহাও আমি বুঝিতেছি না। ১৬।

দুরাত্মা এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই মুনিপুঙ্গবদিগকে কহিলেন,

ভবতাং জয়মাকাঙ্ক্ষে জয়ঃ দত্ত দ্বিজর্ষভাঃ।
ইত্যুক্ত্বা স শরাগ্রেণ ক্ষতাচ্ছোণিতমঙ্গতঃ॥ ১৮ ॥
বলাদাকৃষ্য তেষাং বৈ কলশেঽস্থাপয়ৎ প্রভুঃ।
তত্র গৃৎসমদো নাম শতপুত্রপিতা দ্বিজঃ॥ ১৯॥
দুহিত্রর্থে ভার্য্যয়া স প্রার্থিতো ভগবান্ মুনিঃ।
লক্ষ্মীর্ম্মে দুহিতা ভূয়াদিত্যসৌ কলশে প্রভূঃ॥ ২০ ॥
দুগ্ধঞ্চাহারয়ত্তত্র কুশাগ্রেণ চ মন্ত্রতঃ।
স্থাপয়ত্যেষ নিয়তস্তদহো নির্য্যযৌ বনম্॥ ২১ ॥
তদ্দিনে দৈবযোগেন কলশে তত্র রাবণঃ।
মুনীনাং শোণিতং স্থাপ্য গৃহীত্বা স্বগৃহং যযৌ॥ ২২ ॥
ভার্য্যাং মন্দোদরীং প্রাহ কলসং রক্ষ সুন্দরি।
বিষাদপ্যধিকং বিদ্ধি শোণিতং কলসেস্থিতম্॥ ২৩ ॥
ন দেয়ং নাপি বা ভক্ষ্যং মুনীনাং শোণিতন্ত্বিদম্।
ত্রৈলোক্য জয় সর্ব্বস্বং পর্য্যাপ্তং মেঽদ্য সুন্দরি॥২৪॥

আমি সর্ব্ব জগতের শাসন কর্ত্তা ও জয় ভাগী (১৭) অতএব তোমাদিগের নিকটও জয় প্রার্থনা করি। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ!. তোমরা আমাকে জয় প্রদান কর। এই কথা কহিয়া বল পূর্ব্বক শরাগ্র দ্বারা তাঁহাদিগের অঙ্গ বিদ্ধ করত শোণিত আকর্ষণ করিয়া, কলসে স্থাপন করিল। ঐ স্থানে গৃৎসমুদ নামে এক ঋষি শত পুত্রের পিতা ছিলেন (১৮, ১৯) তাঁহার ভার্য্যা তাঁহার নিকট একটী কন্যা কামনা করিয়াছিলেন। তাহাতে মুনি, স্বয়ং লক্ষ্মী আমার কন্যা হউন এইরূপ কামনা করিয়া প্রত্যহ ঐ কলসমধ্যে কুশাগ্র দ্বারা মন্ত্রপূত দুগ্ধ স্থাপন করিতেন। ঐদিন তিনি বনান্তরে গমন করিয়াছিলেন (২০, ২১) দৈবক্রমে ঐ দিনেই রাবণ ঐ কলসে ঋষিদিগের শোণিত স্থাপন পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিল (২২) এবং ভার্য্যা মন্দোদরীকে কহিল, সুন্দরি! এই কলস রক্ষা কর। এই কলসে যে

দেবদানবযক্ষাণাং গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ কন্যকাঃ।
আহৃত্য রময়ামাস মন্দরে সত্য পর্ব্বতে ॥ ২৫ ॥
হিমবন্মেরুবিন্ধ্যাদ্রৌ রমণীয়বনে তথা।
মন্দোদরী তথা দৃষ্টা পতিং সাহি মনস্বিনী ॥ ২৬ ॥
আত্মানং গর্হয়ামাস ভর্ত্তুঃ স্নেহমপশ্যতী।
ধিক্ জীবিতং হি নারীণাং যৌবনং কুলমেব চ ॥ ২৭ ॥
বঞ্চিতাঃ পতিনা যাঃ স্যুস্তস্মান্মে মরণং বরম্।
পুরা রাবণসন্দিষ্টং শোণিতং ক্ষ্বেড়তোঽধিকম্ ॥ ২৮ ॥
পপৌ মরণমাকাঙ্ক্ষ্য পতিনা বঞ্চিতা সতী।
লক্ষ্মী শরণদুগ্ধেন মিশ্রিতাচ্ছোণিতাদভূৎ ॥ ২৯ ॥
সদ্যো রাবণকান্তায়া গর্ভোজ্জ্বলনসন্নিভঃ।
ততো বিস্ময়মাপন্না সাহি মন্দোদরী শুভা ॥ ৩০ ॥

শোণিত আছে, উহাকে বিষ হইতেও অধিক জানিবে (২৩), কাহাকে পান করিতে দিওনা, নিজেও পান করিও না। উহা ঋষিদিগের শোণিত। সুন্দরি! আজ আমি যথার্থই ত্রিলোকের জয়ভাগী হইয়াছি! (২৪)

অনন্তর রাবণ দেব, দানব, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণের কন্যাদিগকে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া হিমালয় সুমেরু ও বিন্ধ্য পর্ব্বতে এবং বিবিধ রমণীয় বনে বিহার করিতে লাগিল। মনস্বিনী মন্দোদরী পতিকে এবম্বিধ দর্শন করিয়া (২৫, ২৬) তাহার নিজের প্রতি স্বামীর প্রণয় নাই বুঝিতে পারিয়া, আত্মার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেন। (কহিতে লাগিলেন), স্বামী যে সকল কামিনীকে বঞ্চনা করেন, তাহাদিগের জীবন যৌবন ও কুলে ধিক্। সুতরাং আমার মরণই ভাল। পূর্ব্বে রাবণ যে বলিয়া গিয়াছিলেন, যে এই শোণিত বিষ হইতেও অধিক (২৭, ২৮), পতিবঞ্চিতা সাধ্বী (মন্দোদরী) মৃত্যু কামনা করিয়া ঐ শোণিত পান করিল। লক্ষ্মীর সমাবেশবিশিষ্ট ঐ শোণিত হইতে তৎক্ষণাৎ রাবণ রমণীর পাবকপ্রভ গর্ভের আবির্ভাব হইল। তখন

পীতং বিষাধিকং রক্তং গর্ভস্তেনাভবন্ মম।
ইতি সঞ্চিন্তয়ামাস ভর্ত্তা বিপ্রোষিতো মম॥ ৩১॥
কামিনীভিঃ ক্রীড়তেস কামী ভর্ত্তা হি রাবণঃ।
সম্বৎসরমিমং ভর্ত্তা সহ মে বসতেন হি॥ ৩২॥
কিং কর্ত্তব্যং ময়া সাধ্বা গর্ভিণ্যা ভর্ত্তৃসংসদি।
চিন্তয়া দগ্ধগাত্রীব তীর্থসেবনছদ্মনা॥ ৩৩॥
বিমানবরমারুহ্য কুরুক্ষেত্রং জগাম সা।
তত্র গর্ভং বিনিষ্কৃষ্য নিচখান ভুবস্তলে॥ ৩৪॥
স্নাত্বা সরস্বতীতোয়ে পুনরায়াৎ স্বমালয়ম্।
নচোদিতং তৎ কস্মৈচিৎ রহঃ কার্য্যং সুগোপিতম্॥৩৫॥
ততঃ কালেন কিয়তা জনকর্ষির্মহামনাঃ।
কুরুক্ষেত্রং সমাসাদ্য লাঙ্গলং যজ্ঞমাবহৎ॥ ৩৬॥

শুভ লক্ষণা মন্দোদরী অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইল (২৯, ৩০) আমি বিষ হইতেও অধিকতর শোণিত পান করিলাম, তাহাতেও আমার গর্ভ হইল! (এইরূপ বিস্মিত হইয়া) ভাবিতে লাগিল, আমার স্বামী ত গৃহে নাই (৩১) কামুকরাবণ অন্যান্য কামিনীদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। স্বামী আজ এক বৎসর গৃহে নাই (৩২) আমিও পতিব্রতা; অতএব পতির সম্মুখে আমি কি বলিব! এই প্রকার চিন্তায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইতে লাগিল, তখন তীর্থ দর্শনচ্ছলে (৩৩) উৎকৃষ্ট বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে গমন এবং তথায় গর্ভ নিঃসারণ পূর্ব্বক ভূমিতলে প্রোথিত করিল (৩৪) তদনন্তর সরস্বতীর জলে স্নান করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিল। কাহাকেও সে কথা কহিল না। কার্য্য অতি গোপন করিয়াই রাখিল (৩৫)।

অনন্তর কিছুকাল পরে মহামনা জনক ঋষি কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত

স্বর্ণলাঙ্গলমাদায় যজ্ঞভূমিঞ্চকর্ষ সঃ।
স্বর্ণলাঙ্গল সীতাতঃ কন্যৈকা প্রোত্থিতাভবৎ ॥ ৩৭ ॥
পুষ্পবৃষ্টিশ্চ মহতী পপাত কন্যকোপরি।
তদ্দৃষ্টা মহদাশ্চর্য্যং রাজা বিস্ময়মাগতঃ ॥ ৩৮ ॥
কর্ত্তব্যে মূঢ়তামাপ ততঃ খেঽভূৎ সরস্বতী।
রাজন্ গৃহাণ কন্যা ত্বং পালয়ৈনাং মহাপ্রভাং ॥ ৩৯ ॥
জ্বলনার্কসমাং দিব্যাং মহৎ কার্য্যং তবালয়ে।
ভবিষ্যতি মহাভাগ ক্ষেমশ্চ জগতোনয়া ॥ ৪০ ॥
যজ্ঞঃ সম্পাদ্যতাং রাজন্ নায়ং বিঘ্নকরস্তব।
নামাস্যাঃ কিল সীতেতি সীতায়া উত্থিতা যতঃ ॥৪১ ॥
কল্পয়ৈনং দুহিতরমিত্যুক্ত্বা বাক্ তিরোহিতা।
তচ্ছ্রুত্বা প্রীতিমান্ রাজা যজ্ঞং কৃত্বা মহাধনং ॥ ৪২ ॥

হইয়া লাঙ্গল যজ্ঞ * আরম্ভ করিলেন (৩৬) স্বর্ণলাঙ্গল গ্রহণ করিয়া যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ স্বর্ণ লাঙ্গলের সীতা হইতে এক কন্যা উত্থিত হইল (৩৭) কন্যার উপর নিবিড় পুষ্প বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। রাজা সেই মহৎ আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন (৩৮) কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তখন আকাশে দৈব বাণী হইল, রাজন্! তুমি এই সুপ্রভাশালিনী সূর্য্যাগ্নিসদৃশী দিব্যকন্যাকে স্বগৃহে লইয়া পালন কর। হে মহাভাগ! ইহাঁদ্বারা অতি গুরুতর কার্য্য সিদ্ধ ও জগতের মঙ্গল হইবে (৩৯, ৪০) রাজন্! যজ্ঞ সম্পাদন কর, ইহা বিঘ্নের হেতু নহে। ইনি সীতা হইতে উত্থিত হইয়াছেন, অতএব ইহাঁর নাম সীতা

* পূর্ব্বে প্রথাছিল, অগ্রে রাজা যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় বিধানে হলধারণ করিয়া ভূমিতে লাঙ্গল দিতেন। পরে প্রজাগণ হলকার্য্য আরম্ভ করিত।

জগাম সীতামাদায় মহিষীভ্যশ্চ তাং দদৌ।
এতত্তে কথিতং বিপ্র সীতা জন্মৈককারণম্ ॥ ৪৩ ॥
জনকদুহিতৃজন্ম শ্রাবয়িত্বা চ শ্রুত্বা,
পুনরিহ ন হি জন্ম প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যবাংশ্চ।
দশরথসুতকান্তা তস্য গেহং কদাচিৎ,
বিসৃজতি ন হি সর্ব্বৈঃ পাতকৈর্মুচ্যতে সঃ ॥ ৪৪ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অদ্ভুতোত্তর-কাণ্ডে শ্রীসীতোৎপত্তি র্নাম অষ্টমঃ সর্গঃ।

হইল (৪২) তুমি ইহাঁকে কন্যকা * কর। এইরূপ বলিয়া বাণী তিরোহিত হইল। রাজা উক্ত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বহু ব্যয় সহকারে যজ্ঞ সমাপন করিয়া (৪২) সীতাকে লইয়া স্বগৃহে গমন ও মহিষী-দিগকে সমর্পণ করিলেন। ব্রহ্মন্! সীতার জন্মের একমাত্র কারণ আমি এই তোমাকে কহিলাম (৪৩)।

যিনি জনক-নন্দিনীর জন্মের কারণ শ্রবণ করাইবেন বা করিবেন, তিনি বহু পুণ্য প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহাকে আর এই সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবেনা। দাশরথির বনিতা তাঁহার গৃহও কখন পরি-ত্যাগ করিবেন না। তিনি নিখিল পাতক হইতে মুক্তি লাভ করি-বেন (৪৪)।

* ইহার পুত্রগণ আমার পুত্রবৎ পিণ্ডদান করিতে পারিবে বলিয়া যাহাকে গ্রহণ করা যায়।

নবমঃ সর্গঃ।

রামঃ সীতাপরিণয়ং কৃত্বা দশরথাদিভিঃ।
ভ্রাতৃভিশ্চাপি সহিতো ভার্য্যয়া সহ সীতয়া ॥ ১ ॥
অযোধ্যাং গন্তুমারেভে নানা বাদ্যপুরঃসরম্।
আর্চীকনন্দনো রামো ভার্গবো রেণুকাসুতঃ ॥ ২ ॥
তস্য দশরথেঃ শ্রুত্বা রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
বিবাহ কৌতুকং বীরঃ পথি তেন সমাগমৎ ॥ ৩ ॥
ধনুরাদায় তদ্দিব্যং ক্ষত্রিয়াণাং নিবর্হণম্।
জিজ্ঞাসমানো রামস্য বীর্য্যং দাশরথেস্তদা ॥ ৪ ॥
স তমভ্যাগতং দৃষ্ট্বা উদ্যতাস্ত্রমবস্থিতম্।
প্রহসন্নিব বিপ্রেন্দ্রং রামো বচনমব্রবীৎ ॥ ৫ ॥
স্বাগতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ কিং কার্য্যং করবাণি তে।
প্রোবাচ ভার্গবো বাক্যং স্বাগতেন কিমস্তি তে ॥ ৬ ॥

রামচন্দ্র সীতার পাণি গ্রহণ করিয়া, দশরথ, ভ্রাতৃগণ, পারিষদ্‌বর্গ ও ভার্য্যা সীতার সহিত (১) নানা বাদ্য বাদন পুরঃসর অযোধ্যা যাত্রা করিলেন। এই সময় আর্চীকনন্দন রেণুকাগর্ভজাত ভৃগুকুলোদ্ভব মহাবীর রাম (২) সেই দশরথ নন্দন রামের বিবাহমহোৎসবের সংবাদ পাইয়া পথে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন (৩)। তাঁহার সেই সর্ব্বক্ষত্রিয়বিনাশন প্রসিদ্ধ শরাশন গ্রহণ করিয়া দশরথ নন্দন রামের বলবীর্য্য পরীক্ষা করিবার জন্য (আগমন করিলেন) (৪)।

ঐ দ্বিজশ্রেষ্ঠ সমাগমনপূর্ব্বক অস্ত্র সমুদ্যত করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন দেখিয়া রাম হাস্যসহকারে কহিলেন (৫), মুনি প্রবর! আসিতে আজ্ঞা হউক, আমাকে আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে

ক্ষত্রকালং হি রাজেন্দ্র ধনুরেতন্মমাস্তি হি।
সমারোপয় যত্নেন যদি শক্তোঽসি রাঘব ॥ ৭ ॥
ইত্যুক্তস্ত্বাহ ভগবন্ ত্বং নাধিক্ষেপ্তু মর্হসি।
ন হি নহ্যধমো ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়াণাং দ্বিজাতিষু ॥ ৮ ॥
ইক্ষ্বাকুণাং বিশেষেণ বাহুবীর্য্যেণ কত্থনম্।
তমেবংবাদিনং তত্র রামো বচনমব্রবীৎ ॥ ৯ ॥
অলং বৈ ব্যপদেশেন ধনুরায়চ্ছ রাঘব।
ততো জগ্রাহ রোষেণ ক্ষত্রিয়র্ষভসূদনম্ ॥ ১০ ॥
রামো দাশরথি র্দ্দিব্যং হস্তাৎ রামস্য কার্ম্মুকম্।
ধনুরারোপয়ামাস সলীলমিব রাঘবঃ ॥ ১১ ॥
জ্যাশব্দমকরোত্তত্র স্ময়মান স বীর্য্যবান্।
তস্য শব্দেন ভূতানি বিত্রেসু রশনেরিব ॥ ১২ ॥

হইবে আজ্ঞা করুন। তখন ভার্গব কহিলেন,তোমাকে আমার স্বাগত সম্ভাষণ করিতে হইবে না (৬) রাজেন্দ্র! আমার এই ক্ষত্রিয়কুলের কাল স্বরূপ শরাসন রহিয়াছে। রাঘব! যদি শক্তি থাকে, তাহা হইলে ইহাতে জ্যা যোজনা কর (৭) এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র কহিলেন ভগবন্! আমাকে অধিক্ষেপ করা আপনার উচিত হইতেছে না। দেখুন, ব্রাহ্মণের প্রতি নিজের বাহুবীর্য্যের বিকত্থনা করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অতীব জঘন্য (৮) বিশেষত ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা কদাচিৎ বাহুবীর্য্যের বিকত্থনা করেন না। তিনি এই কথা কহিলে, রাম কহিলেন, (৯) আর ছল করিবার আবশ্যক নাই; রাঘব! শরাসনে জ্যা যোজনা কর। তখন দাশরথি রামচন্দ্র রোষভরে রামের হস্ত হইতে সর্ব্ব ক্ষত্রিয় বিনাশন শরাসন গ্রহণ করিয়া অবলীলা ক্রমেই ধনুতে জ্যা যোজনা করিলেন (১০, ১১)। অনন্তর সেই বীর্য্যবান্ হাস্য করিয়া জ্যা শব্দ করিলেন; বজ্র শব্দবৎ সেই শব্দে সর্ব্ব প্রাণী ত্রস্ত হইয়া উঠিল (১২)।

অথাব্রবীদ্বচো রামং রামো দাশরথিস্তদা।
ইদমারোপিতং ব্রহ্মন্ কিমন্যৎ করবাণি তে॥ ১৩॥
তস্য রামো দদৌ দিব্যং জামদগ্ন্যো মহাবলঃ।
শরমাকর্ণদেশান্তময়মাকৃষ্যতামিতি॥ ১৪॥
এতৎ শ্রুত্বাদব্রবীরামঃ প্রদীপ্ত ইব মন্যুনা।
শ্রুয়তে ক্ষম্যতে চৈব দর্পপূর্ণোসিভার্গব॥ ১৫॥
ত্বয়াহ্যধিগতং তেজঃ ক্ষত্রিয়েভ্যো বিশেষতঃ।
পিতামহপ্রসাদেন তেন মাং ক্ষিপসি ধ্রুবম্॥ ১৬॥
পশ্য মাং স্বেন রূপেণ চক্ষুস্তে বিতরাম্যহম্।
ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ তস্মৈরামো দিব্যং দৃশং তদা॥১৭॥
ততো রামো শরীরে বৈ রামো পশ্যতি ভার্গবঃ।
আদিত্যান্সবসূন্ রুদ্রান্ সাধ্যাংশ্চ স মরুদ্গণান্॥১৮॥
পিতৃন্ হুতাশনাং শ্চৈব নক্ষত্রাণি গ্রহাংস্তথা।
গন্ধর্ব্বান্ রাক্ষসান্ যক্ষান্নদীস্তীর্থানি যানি বৈ॥ ১৯॥
ঋষীন্ বৈ বালিখিল্যাংশ্চ ব্রহ্মভূতান্ সনাতনান্।
দেবর্ষীংশ্চৈব কাৎস্নেন সমুদ্রান্ পর্ব্বতাংস্তথা॥ ২০॥

অনন্তর দাশরথি রামচন্দ্র রামকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই ত (জ্যা) যোজনা করিয়াছি, এক্ষণে আর কি করিতে হইবে বলুন (১৩) মহাবল যমদগ্নিনন্দন রাম এক দিব্য শর প্রদান করিয়া কহিলেন, এই শর আকর্ণ আকর্ষণ কর (১৪) এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র ক্রোধে যেন প্রজ্জলিত হইয়া কহিলেন, ভার্গব! শ্রবণ করিলাম; ক্ষমাও করিলাম; তুমি দর্পে পরিপূর্ণ (১৫) তুমি পিতামহের প্রসাদে ক্ষত্রিয় তেজ হরণ করিয়াছ। নিশ্চয় সেই জন্যই আমাকে অধিক্ষেপ করিতেছ (১৬) এক্ষণে আমার স্বরূপ দর্শন কর, তোমায় দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি। এই কথা বলিয়া রাম তাঁহাকে দিব্য চক্ষু দান করিলেন (১৭) তখন ভার্গব রাম রামের শরীরে আদিত্যগণ, বসুগণ,

বেদাংশ্চ সোপনিষদান্ বষট্কারান্ সহাধ্বরৈঃ।
ঋচো যজুংসি সামানি ধনুর্ব্বেদাংশ্চ সর্ব্বশঃ॥ ২১॥
বিদ্যুতো মেঘবৃন্দানি বর্ষাণি চ মহাব্রত।
তত স ভগবান্ বিষ্ণুস্তং বৈ বাণং মুমোচ হ॥ ২২॥
শুষ্কাশনিসমাকীর্ণং মহোল্কাভিশ্চ সুব্রত।
পাংশুবর্ষেণ মহতা মেহবর্ষৈশ্চ কেবলম্॥ ২৩॥
ভূমিকম্পৈঃ স নির্ঘাতৈ র্নাদৈশ্চ বিপুলৈরপি।
ভার্গবং বিহ্বলং কৃত্বা তেজশ্চাক্ষিপ্য কেবলম্॥ ২৪॥
আগচ্ছৎ জ্বলিতো রামং বাণো রামো প্রচোদিতঃ।
স তু বিহ্বলতাং গত্বা প্রতিলভ্য চ চেতনাম্॥ ২৫॥
রামঃ প্রত্যাগতপ্রাণঃপ্রাণমদ্বিষ্ণুতেজসম্।
বিষ্ণুনা সোঽভ্যনুজ্ঞাতো মহেন্দ্রমগমৎ পুনঃ॥ ২৬॥
ভীতশ্চ তত্র ন্যবসৎ ব্রীড়িতশ্চ মহাতপাঃ।
ততঃ সম্বৎসরেঽতীতে হৃতৌজসমবস্থিতম্॥ ২৭॥

রুদ্রগণ, সাধ্যগণ ও মরুদ্গণ, (১৮) পিতৃগণ, অগ্নিগণ, নক্ষত্রগণ ও যক্ষগণ, নদী ও তীর্থগণ (১৯) ব্রহ্মভূত সনাতন বালিখিল্য ঋষিগণ, দেবর্ষিগণ নিখিল সমুদ্র ও পর্ব্বতগণ (২০) উপনিষদ্-সহিত বেদ, বষট্-কার ও যজ্ঞ, ঋক্, যজু ও সাম নিখিল ধনুর্ব্বেদ (২১) এবং বিদ্যুৎ বর্ষা ও মেঘবৃন্দ দর্শন করিতে লাগিলেন। হে মহাব্রত! অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু ঐবাণ পরিত্যাগ করিলেন (২২) শুষ্ক অশনি পাত, উল্কাপাত, ভীষণ পাংশু বর্ষণ, (২৩) ভূমিকম্প নির্ঘাতসহকৃত বিপুল শব্দ দ্বারা রামকে বিহ্বল ও তাঁহার তেজ হরণ করিয়া (২৪) রাম নিক্ষিপ্ত শর রামের প্রতি ধাবিত হইল। রাম কিছুকাল বিচেতন হইয়া পরে সংজ্ঞালাভ (২৫) ও প্রাণ লাভ করিয়া ঐ বিষ্ণু তেজকে প্রণাম করিলেন এবং বিষ্ণু অনুমতি করিলে পুনর্ব্বার মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন (২৬)।

নির্ম্মদং দুঃখিতং দৃষ্ট্বা পিতরো রামমব্রবন্।
ন বৈ সম্যগিদং পুত্র বিষ্ণুমাসাদ্য বৈ কৃতম্ ॥ ২৮ ॥
স হি পূজ্যশ্চ মান্যশ্চ ত্রিষু লোকেষু সর্ব্বদা।
গচ্ছ পুত্র নদীং পুণ্যাং বধূসরকৃতাহ্বয়াম্ ॥ ২৯ ॥
ততোপস্পৃশ্য তীর্থেষু পুনর্বপুরবাপ্সসি।
দীপ্তোদং নাম তত্তীর্থং যত্র তে প্রপিতামহঃ ॥ ৩০ ॥
ভৃগুর্দ্দেবযোগে রাম তপ্তবানুত্তমং তপঃ।
তত্তথা কৃতবান্ রামো ভার্গবো বচনাৎপিতুঃ ॥ ৩১ ॥
প্রাপ্তবাংশ্চ পুনস্তেজো ভারদ্বাজ মহামুনে।
য এতৎ শৃণুয়াৎ বৎস রামচারিত্রমুত্তমম্ ॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৩২ ॥

মহাতপা (ভার্গব) ভীত ও লজ্জিত হইয়া ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর সম্বৎসর অতীত হইলে, তাঁহাকে হৃততেজা (২৭) গর্ব্ব শূন্য ও দুঃখিতভাবে অবস্থিতি করিতে পিতৃগণ তাঁহাকে কহিলেন, পুত্র! বিষ্ণুর প্রতি এরূপ আচরণ করা তোমার উচিত হয় নাই (২৮) তাঁহাকে মান্য ও তাঁহার পূজা করা ত্রৈলোক্যের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। পুত্র! তুমি বধূসর নামক নদীতে গমন কর (২৯)।

তথায় তীর্থ সকলে স্নান করিয়া তুমি পূর্ব্ববৎ তেজস্বী দেহ লাভ করিবে ঐ তীর্থের নাম দীপ্তোদ। তোমার পিতামহ (৩০) ভৃগু দেবযোগে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। রাম পিতার আদেশক্রমে তাহাই করিলেন (৩১) মহামুনে ভরদ্বাজ! তিনি পুনর্ব্বার তেজও প্রাপ্ত হইলেন। বৎস! যিনি এই অনুত্তম রামচরিত শ্রবণ করিবেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি পাইবেন ও বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন (৩২)।

ততো রামো জানকীস্পৃষ্টপাণিঃ,
সূতৈর্ভক্ত্যামাগধৈঃ স্তূয়মানঃ॥
পুষ্পাসারৈ রাস্তৃতো দেবসঙ্ঘৈঃ,
স উত্তরান্ কোশলানাজগাম॥ ৩৩॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অদ্ভুতোত্তর-
কাণ্ডে জামদগ্ন্যপরাভবো নাম
নবমঃ সর্গঃ।

দশমঃ সর্গঃ।

-:*:

অথ সীতা লক্ষণাভ্যাং সহ কেনাপি হেতুনা।
জগাম বিপিনং রামো দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ॥ ১॥
তত্র গোদাবরী তীরে পর্ণশালাং বিধায় সঃ।
উবাস কঞ্চিৎ কালন্বৈ মৃগয়ামভিকারয়ন্॥ ২॥
রাবণো রাক্ষসেন্দ্রোঽথ কালপাশনিযন্ত্রিতঃ।
রামেণ লক্ষ্মণেনাপি রহিতাং জানকীং ততঃ॥ ৩॥

এদিকে সীতার পাণিগ্রহণ করিয়া রামচন্দ্র উত্তর কোশলায় আগমন করিলেন; সূত ও মাগধগণ ভক্তি সহকারে তাঁহার গুণগান এবং দেবগণ তাঁহার উপর পুষ্পভার বর্ষণ করিতে লাগিলেন (৩৩)।

অনন্তর কোন কারণে রামচন্দ্র জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত বনে গমন করিয়া দণ্ডকারণ্যে আশ্রয় লইলেন (১) ঐ স্থানে তিনি গোদাবরীর তীরে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া মৃগয়া করত কিছুকাল বাস করিলেন (২) অনন্তর রাক্ষস রাজ রাবণ কালপাশে বদ্ধ হইয়া সন্নি-কটে রাম লক্ষ্মণ কেহই নাই দেখিয়া অজ্ঞানবশত জানকীকে হরণ ও লঙ্কা মধ্যে রক্ষা করিল। সীতাকে না দেখিয়া রাম ও মহাবল

অহরৎ রাবণো মোহাল্লঙ্কায়াঞ্চ ন্যবাসয়ৎ।
তামদৃষ্ট্বা ততো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ ॥ ৪ ॥
অটতুশ্চাটবীং সর্ব্বাং সীতাদর্শনলালসৌ।
রামস্য রুদতস্তস্য বাষ্পবারিসমুদ্ভবা ॥ ৫ ॥
নদী বৈতরণী চাভুং চক্ষুষোঽশ্রুসমুদ্ভবা।
বিতরত্যশ্রু বৈ যস্মাদতো বৈতরণী স্মৃতা ॥ ৬ ॥
পিতৃণাং তরণং যস্মান্ নৃণাং স্নানেন তর্পণাৎ।
তেনাপি কারণেনাসৌ নদী বৈতরণী স্মৃতা ॥ ৭ ॥
নেত্রয়োর্দূষিকা যাশ্চ নাভিঃ শৈলাস্ততোঽভবন্।
সুগ্রীবেণ বানরেণ সখ্যং কর্ত্তুং মহামনাঃ ॥ ৮ ॥
ঋষ্যমূকমগাৎ রামো লক্ষ্মণেনানুজেন চ।
পঞ্চভির্ম্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং সুগ্রীবো নাম বানরঃ ॥ ৯ ॥
যত্রাস্তে বালিভয়তঃ সোঽপশ্যং রামলক্ষ্মণৌ।
চাপবাণধরৌ বীরৌ গ্রসন্তাবিব চাম্বরম্ ॥ ১০ ॥

লক্ষ্মণ (৩, ৪) সীতার দর্শনে লালসান্বিত হইয়া সমস্ত অটবী পর্য্যটন করিলেন। রোরুদ্যমান রামের বাষ্পবারি হইতে (৫) বৈতরণী নামে নদী উৎপন্ন হইল, নয়নাশ্রুজাতা বৈতরণী অশ্রু বিতরণ করিল বলিয়াই উহার নাম বৈতরণী হইল। (৬) উহাতে স্নান ও তর্পণ করিলে মনুষ্যদিগের পিতৃলোকের তরণ অর্থাৎ উদ্ধার হয়, এই জন্য ও উহার নাম বৈতরণী (৭) নেত্রের যে সকল মলাছিল, তাহাতে অনেক পর্ব্বত হইল। যাহা হউক্, মহামনা রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিবার জন্য (৮) অনুজ লক্ষ্মণের সহিত ঋষ্যমূকে গমন করিলেন। সুগ্রীব নামে বানর পঞ্চ মন্ত্রীর সহিত, (৯) বালির ভয়ে ঐ স্থানে বাস করিত। সে রাম লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইল। ধনুর্ব্বাণধারী ঐ দুই মহাবীর যেন অম্বর তল গ্রাস করিতে

তৌ দৃষ্ট্বা সুমহৎ ত্রস্তৌ বালিপক্ষাবমন্যত।
প্রাস্থাপয়দ্ধনূমন্তং ভিক্ষুরূপেণ বানরম্॥ ১১॥
আত্মানং দর্শয়ামাস হনূমান্ রামলক্ষ্মণৌ।
কো ভবানিতি চোক্তেঽথ চতুর্ব্বাহুং কিরীটিনং॥ ১২॥
শঙ্খচক্রগদাপাণিং বনমালাবিভূষিতম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং দেবং পীতবাসসমচ্যুতম্॥ ১৩॥
লক্ষ্মীসরস্বতীভ্যাঞ্চ সংশ্রিতোভয়পার্শ্বতম্।
ব্রহ্মপুত্রৈঃ সনন্দাদ্যৈস্তূয়মানং সমন্ততং॥ ১৪॥
দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্বৈঃ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগৈঃ।
সেব্যমানং মহাত্মানং পুণ্ডরীকবিলোচনম্॥ ১৫॥
সহস্রসূর্য্যসঙ্কাশশতচন্দ্রশুভাননম্।
ফণাসহস্রমতুলং ধারয়ন্তঞ্চ লক্ষ্মণম্॥ ১৬॥

ছিলেন (১০) সুগ্রীব তাঁহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া তাঁহাদিগকে বালীর পক্ষ মনে করিয়া হনুমান্ বানরকে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণবেশে তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিল (১১) হনুমান্ যাইয়া রাম লক্ষ্মণকে দর্শন দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? (বলিবামাত্র তিনি) চতুর্ভুজ, কিরীটধারী (১২) শঙ্খ চক্র গদাপাণি, বনমালা বিভূষিত, শ্রীবৎসবক্ষা, পীতবাসা, দেব নারায়ণকে দর্শন করিলেন (১৩) তাঁহার এক পার্শ্বে লক্ষ্মী ও অপর পার্শ্বে সরস্বতী অবস্থিতি করিতেছেন। সনকাদি ব্রহ্মপুত্রগণ তাঁহার চারিদিকে বসিয়া স্তব করিতেছেন (১৪) এবং দেব ঋষি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও উরগগণ ঐ মহাত্মার আরাধনা করিতেছেন। তাঁহার লোচনপদ্ম-সন্নিভ (১৫) এবং আনন সহস্র সূর্য্য সঙ্কাশ সমুজ্জ্বল ও শত চন্দ্রবৎ মনোরম। (হনুমান) লক্ষ্মণকে সহস্র ফণাধারী অনন্ত দেব দর্শন করিলেন। তিনি ফণাগণ দ্বারা রামচন্দ্রের মস্তকোপরি ছত্র ধারণ

অনন্তং রামশিরসি আতপত্রং ফণাগণৈঃ।
দধতং সর্ব্বলোকেশং নাগসঙ্ঘৈশ্চ সংস্তুতম্ ॥ ১৭ ॥
আত্মানং দর্শয়ামাস রামচন্দ্রো হনূমতে।
তদ্রূপং হনুমান্ বীক্ষ্য কিমেতদিতি বিস্মিতঃ ॥ ১৮ ॥
ক্ষণং নিমীল্য নয়নে পুনঃ সোঽপশ্যদদ্ভুতম্।
স্তুত্বা নত্বা চ বহুধা সোঽব্রবীৎ রাঘবং বচঃ ॥ ১৯ ॥
অহং সুগ্রাবসচিবো হনূমান্ নাম বানরঃ।
সুগ্রীবেণ প্রেষিতোঽহং যুবাঞ্চ জ্ঞাতুমাগতঃ ॥ ২০ ॥
দৃষ্ট্বা যুবাঞ্চ দ্বিভুজৌ চাপবাণধরৌ পরৌ।
আগত্য চান্যথা দৃষ্টৌ বদ মে কো ভবানিতি ॥ ২১ ॥
ইতি পবনসুতং তং ব্যাকুলং ব্যাহরন্তং,
কিমিতি কথমিতীদং কম্পমানং প্লবঙ্গম্।

করিয়া আছেন। নাগগণ সেই সর্ব্ব লোকেশ্বরের স্তব করিতেছে (১৬, ১৭)।

রামচন্দ্র (এই প্রকারে) হনুমানকে সিজস্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। হনুমান্ ঐ রূপ দর্শন পূর্ব্বক একি বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন (১৮) ক্ষণকাল নয়ননিমীলন করিয়া পুনর্ব্বার ঐ অদ্ভুত রূপ দর্শন করিলেন। তখন রাঘবকে প্রণাম ও বিবিধ স্তবস্তুতি করিতে কহিলেন (১৯) আমি সুগ্রীবের সহচর, আমার নাম হনুমান্, আমি বানর। সুগ্রীব আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আপনারা কে, জানিবার জন্য আমি আগমন করিয়াছি (২০) আপনাদিগকে দ্বিভুজ ধনুর্ব্বাণধারী দর্শন করিয়া আগমন করিলাম, আসিয়া কিন্তু অন্য রূপ দেখিতে পাইলাম। এক্ষণে বলুন আপনি কে? (২১)।

পবন নন্দন এইরূপ ব্যাকুল ভাবে কহিতে লাগিলেন, একি? কি প্রকার? ভাবিয়া কম্পিত হইতে থাকিলেন। মস্তকে অঞ্জলি করিয়া

কৃতকরপুটমৌলিং সংবিধেয়ে ভবন্তং,
মধুরতরমুদারং রামচন্দ্রোঽব্রবীত্তম্॥ ২২॥
ইত্যার্ষে রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অদ্ভুতোত্তর
কাণ্ডে শ্রীরাম চতুর্দ্দশ রূপ দর্শনং নাম
দশমঃ সর্গঃ।

একাদশঃ সর্গঃ।

-:*:-

রামঃ প্রাহ হনূমন্তমাত্মানং পুরুষোত্তমঃ।
বৎস বৎস হনূমংস্ত্বং ভক্তো যৎ পৃষ্টবানসি॥ ১॥
তত্তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বাবহিতো মম।
অবাচ্যমেতদ্বিজ্ঞানমাত্মগুহ্যং সনাতনম্॥ ২॥
যন্ন দেবা বিজানন্তি যতন্তোঽপি দ্বিজাতয়ঃ।
ইদং জ্ঞানং সমাশ্রিত্য ব্রহ্মভূতা দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৩॥

রহিলেন, এবং প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; রামচন্দ্র মধুরতর-উদার বাক্যে তাঁহাকে কহিতে আরম্ভ করিলেন (২২)।

পুরুষোত্তম রামচন্দ্র হনুমান্‌কে আত্ম পরিচয় প্রদান করিলেন। (কহিলেন) বৎস! হনুমন্! তুমি আমার ভক্ত, তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে (১) আমি তোমাকে তাহা বলিতেছি। মনোযোগী হইয়া আমার নিকট শ্রবণ কর, ইহা অবাচ্য, আমার ইহা নিয়ত গোপন করিয়া রাখা কর্ত্তব্য (২) দেবতাগণ ইহা জ্ঞাত নহেন, দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ অতীবযত্ন করিয়া ও ইহা জ্ঞাত হইতে পারেন না। ইহা জানিতে

ন সংসারং প্রপশ্যন্তি পূর্ব্বেঽপি ব্রহ্মবাদিনঃ।
গুহ্যাৎ গুহ্যতমং সাক্ষাৎ গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ৪ ॥
বংশে ভক্তিমতো হ্যস্য ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ।
আত্মা যঃ কেবলঃ স্বচ্ছঃ শান্তঃ সূক্ষ্মঃ সনাতনঃ ॥ ৫ ॥
অস্তি সর্ব্বান্তরঃ সাক্ষাচ্চিন্মাত্রস্তমসঃ পরঃ।
সোঽন্তর্য্যামী স পুরুষঃ স প্রাণঃ স মহেশ্বরঃ ॥ ৬ ॥
স কালাগ্নিস্তমব্যক্তং সদ্যো বেদয়তি শ্রুতিঃ।
অস্মাদ্ধি জায়তে বিশ্বমত্রৈব প্রবিলীয়তে ॥ ৭ ॥
মায়াবী মায়য়া বদ্ধঃ করোতি বিবিধাস্তনূঃ।
নচাপ্যয়ং সংসরতি ন চ সংসারয়েৎ প্রভুঃ ॥ ৮ ॥
নায়ং পৃথী ন সলিলং ন তেজঃ পবনো নভঃ।
ন প্রাণী ন মনো ব্যক্তং ন শব্দঃ স্পর্শ এব চ ॥ ৯ ॥

পারিলে দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া উঠেন (৩) পুরাকালে ইহসংসারে ব্রহ্মবাদীগণও ইহা জানিতে পারেন নাই। সমস্ত গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে ইহা প্রধান গোপনীয়, অতি যত্ন সহকারে ইহা গোপন করা কর্ত্তব্য (৪) ইহাতে ভক্তিমান্ ব্যক্তির বংশে ব্রহ্মবাদীগণ জন্ম লাভ করেন। যিনি আত্মা, যিনি অদ্বিতীয়, যিনি স্বচ্ছ, যিনি শান্ত, যিনি সূক্ষ্ম, যিনি নিত্য (৫) যিনি সকলের অন্তরাত্মা স্বরূপে বর্ত্তমান, যিনি সকলের দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী, যিনি প্রাণ, তিনিই মহেশ্বর (৬) তিনিই কাল, তিনিই অগ্নি, শ্রুতি সেই অব্যক্তপদার্থকে প্রতিপাদন করে। তাহা হইতেই বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হয় এবং তাহা হইতেই লয় পায় (৭) তিনি মায়াবী, মায়ার সংযোগে তিনি বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। ইঁহার সংসার নাই ইনি কাহাকে সংসারেও প্রবর্ত্তিত করেন না। (৮) ইনি পৃথিবী নহেন, জল নহেন, তেজ নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন, প্রাণ নহেন, মন নহেন, ব্যক্ত নহেন, শব্দ নহেন, স্পর্শ নহেন, (৯) রূপ নহেন, রস নহেন, গন্ধ

ন রূপরসগন্ধাশ্চ নায়ং কর্ত্তা ন বাগপি ।
ন পাণিপাদৌ নো পায়ু র্ন চোপস্থং প্লবঙ্গম ॥ ১০ ॥
ন কর্ত্তা ন চ ভোক্তা চ নচ প্রকৃতিপুরুষৌ ।
ন মায়া নৈব চ প্রাণশ্চৈতন্যং পরমার্থতঃ ॥ ১১ ॥
যথা প্রকাশ-তমসোঃ সম্বন্ধো নোপপদ্যতে ।
তদ্বদেব ন সম্বন্ধঃ প্রপঞ্চপরমাত্মনোঃ ॥ ১২ ॥
ছায়াতরুর্যথা লোকে পরস্পরবিলক্ষণৌ ।
তদ্বৎ প্রপঞ্চপূরুষৌ বিভিন্নৌ পরমার্থতঃ ॥ ১৩ ॥
যদ্যাত্মা মলিনোঽস্বস্থো বিকারী স্যাৎ স্বভাবতঃ ।
ন হি তস্য ভবেন্ মুক্তির্জন্মান্তরশতৈরপি ॥ ১৪ ॥
পশ্যন্তি মুনয়ো মুক্তাঃ স্বাত্মানং পরমার্থতঃ ।
বিকারহীনং নির্দুঃখমানন্দাত্মানমব্যয়ম্ ॥ ১৫ ॥
অহং কর্ত্তা সুখী দুঃখী কৃশঃ স্থূলেতি যা মতিঃ ।
সাপ্যহং কৃতিসম্বন্ধাদাত্মন্যারোপ্যতে জনৈঃ ॥ ১৬ ॥

নহেন, কর্ত্তা নহেন, বাণীও নহেন, পদ নহেন, পায়ু নহেন, হে প্লবঙ্গম! উপস্থও নহেন (১০) কর্ত্তা নহেন, ভোক্তাও নহেন, প্রকৃতি নহেন, পুরুষও নহেন। মায়া নহেন, প্রাণ নহেন, তিনি প্রকৃত চৈতন্য (১১) আলোক আর অন্ধকারের যেমন সম্বন্ধ নাই, বিশ্ব এবং পরমাত্মায়ও সেইরূপ কোন সম্বন্ধই নাই (১২) লোক মধ্যে ছায়া আর বৃক্ষ যেমন পরস্পর বিভিন্ন, তেমনি প্রপঞ্চ আর পুরুষ, প্রকৃত পরস্পর বিভিন্ন তেমনি প্রপঞ্চ আর পুরুষ, প্রকৃত পরস্পর বিভিন্ন (১৩) আত্মা যদি মলিন, অস্বস্থ ও বিকারী হইতেন, তাহা হইলে শত জন্মেও ইহার মুক্তির সম্ভাবনা থাকিত না (১৪) মুক্ত মুনিগণ নিজ আত্মাকে যথার্থ স্বরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। তিনি বিকার-বিহীন, দুঃখ-বিহীন, আনন্দ-স্বরূপ ও অক্ষয়। (১৫) আমি কর্ত্তা আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কৃশ, আমি

বদন্তি বেদবিদ্বাংসঃ সাক্ষিণং প্রকৃতেঃ পরম্।
ভোক্তারমক্ষয়ং বুদ্ধা সর্ব্বত্র সমবস্থিতম্ ॥ ১৭ ॥
তস্মাদজ্ঞানমূলোঽয়ং সংসারঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজ্ঞানাদন্যথা জ্ঞানং তচ্চ প্রকৃতিসঙ্গতম্ ॥ ১৮ ॥
নিত্যোদিতং স্বয়ং জ্যোতিঃ সর্ব্বগঃ পুরুষঃ পরঃ।
অহঙ্কারোঽবিবেকেন কর্ত্তাহমিতিমন্যতে ॥ ১৯ ॥
পশ্যন্তি ঋষয়োঽব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
প্রধানং প্রকৃতিং বুদ্ধাঃ কারণং ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ২০ ॥
তেনাত্র সঙ্গতো হ্যাত্মা কূটস্থোঽপি নিরঞ্জনঃ।
আত্মানমক্ষয়ং ব্রহ্মনাববুধ্যেত তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥
অনাত্মন্যাত্মবিজ্ঞানং তস্মাদ্ দুঃখং তথেতরৎ।
রাগদ্বেষাদয়ো দোষাঃ সর্ব্বে ভ্রান্তিনিবন্ধনাঃ ॥ ২২ ॥

স্থূল, এইরূপ যে জ্ঞান, লোকে ইহা কেবল অহংবুদ্ধি সংযোগেই আত্মাতে আরোপ করিয়া থাকে (১৬) বেদবেত্তারা ভোক্তা (আত্মাকে) অক্ষয় ও সর্ব্বত্র বর্ত্তমান জানিয়া, কহিয়া থাকেন যে, তিনি সাক্ষী ও প্রকৃতির পরবর্ত্তী (১৭) অতএব সমস্ত জীবেরই সংসার অজ্ঞান মূলক; অজ্ঞান বশতঃই অযথা জ্ঞান হইয়া থাকে। উহাও প্রকৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট (১৮) সর্ব্বান্তর্যামী পরম পুরুষ নিত্য প্রাকাশমান সাক্ষাৎ জ্যোতিঃ স্বরূপ। অহংবুদ্ধি অবিবেক বশে আপনাকে কর্ত্তা জ্ঞান করিয়া থাকে (১৯) জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ নিত্য সৎ অসদাত্মক অব্যক্ত (আত্মাকে) প্রধান প্রকৃতি ও কারণরূপে দর্শন করেন (২০) আত্মা নিরঞ্জন এবং উদাসীন হইয়াও সেই কারণের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াই আপনাকে প্রকৃত পরমাত্মরূপী অক্ষয় ব্রহ্ম স্বরূপে জানিতে পারেন না (২১) অনাত্মাতে আত্ম জ্ঞান জন্মে, তাহা হইলেই দুঃখের ও অন্যান্য (কষ্টের) উৎপত্তি হয়। রাগদ্বেষাদি সমস্ত দোষ ভ্রান্তি বশতই উৎ-

কার্য্যে হ্যস্য ভবেদ্দোষঃ পুণ্যাপুণ্যমিতি শ্রুতিঃ।
তদ্বশাদেব সর্ব্বেষাং সর্ব্বদেহসমুদ্ভবঃ॥ ২৩॥
নিত্যঃ সর্ব্বত্রগোহ্যাত্মা কূটস্থো দোষবর্জ্জিতঃ।
একঃ স ভিদ্যতে শক্ত্যা মায়য়া ন স্বভাবতঃ॥ ২৪॥
তস্মাদদ্বৈতমেবাহু র্মুনয়ঃ পরমার্থতঃ।
ভেদোব্যক্তস্বভাবেন সা চ মায়াত্মসংশ্রয়া॥ ২৫॥
যথা হি ধূমসম্পর্কান্নাকাশো মলিনো ভবেৎ।
অন্তঃকরণজৈ র্ভাবৈরাত্মা তদ্বন্ন লিপ্যতে॥ ২৬॥
যথা স্বপ্রভয়া ভাতি কেবলং স্ফাটিকোঽমলঃ।
উপাধিহীনো বিমলস্তথৈবাত্মা প্রকাশতে॥ ২৭॥
জ্ঞানস্বরূপমেবাহুর্জগদেতদ্বিচক্ষণাঃ।
অর্থস্বরূপমেবাজ্ঞাঃ পশ্যন্ত্যন্যে কুবুদ্ধয়ঃ॥ ২৮॥

পন্ন হইয়া থাকে (২২) শ্রুতি আছে যে কর্ম্ম বশতঃই ইহার (আত্মার) পাপপুণ্যরূপ দোষ উদ্‌ভূত হয়। তন্নিবন্ধনই জীবগণের দেহ নাশ হইয়া থাকে (২৩) আত্মা সর্ব্বত্রবর্ত্তী নিত্য, উদাসীন ও সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত। এক হইয়াও তিনি মায়া শক্তি যোগে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকেন স্বরূপত তাঁহার কোন ভেদই নাই (২৪) এই জন্যই মুনিগণ তাঁহাকে প্রকৃত স্বরূপে অদ্বৈত কহিয়া থাকেন। ব্যক্ততা নিবন্ধনই ভেদ হয়, উহাও প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ বশতঃই হইয়া থাকে (২৫) যেমন ধূমের সহিত সম্পৃক্ত হইয়া আকাশ মলিন হয় না, তেমনি অন্তঃকরণ জাত বিবিধ বৃত্তির সহিত আত্মাও লিপ্ত হয় না (২৬) বিমল স্ফটিক যেমন রক্তিমা ব্যবধানে রক্তবর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয় উপাধিবিহীন * আত্মাও তেমনি স্বচ্ছভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। (২৭) জ্ঞানিগণ জগৎকে জ্ঞানময় কহিয়া থাকেন। আর কুবুদ্ধি

* অন্য বস্তুযোগে অবস্থা উপাধিস্তর প্রাপ্তি।

কূটস্থো নির্গুণো ব্যাপী চৈতন্যাত্মা স্বভাবতঃ।
দৃশ্যতে হ্যর্থরূপেণ পুরুষৈ ভ্রান্তিদৃষ্টিভিঃ॥ ২৯॥
যথা সংলক্ষ্যতেরক্তঃ কেবলঃ স্ফটিকো জনৈঃ।
রক্তিমাব্যবধানেন তদ্বৎ পরমপুরুষঃ॥ ৩০॥
তস্মাদাত্মাক্ষরঃ শুদ্ধো নিত্যং সর্ব্বগতোঽব্যয়ঃ।
উপাসিতব্যো মন্তব্যঃ শ্রোতব্যশ্চ মুমুক্ষুভিঃ॥ ৩১॥
যদা মনসি চৈতন্যং ভাতি সর্ব্বত্রগং সদা।
যোগিনোঽব্যবধানেন তদা সম্পদ্যতে স্বয়ম্॥ ৩২॥
যদা সর্ব্বাণি ভূতানি স্বাত্মন্যেবাভিপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥ ৩৩॥
যদা সর্ব্বাণি ভূতানি সমাধিস্থো ন পশ্যতি।
একীভূতঃ পরেণাসৌ তদা ভবতি কেবলঃ॥ ৩৪॥
যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিস্থিতাঃ।
তদা সাবমৃতীভতঃ ক্ষেমং গচ্ছতি কোবিদঃ॥ ৩৫॥

অজ্ঞান ইহাকে বস্তু-স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে (২৮) আত্মা স্বভাবত উদাসীন, নির্গুণ সর্ব্বব্যাপী ও চৈতন্য স্বরূপ। জীব ভ্রান্ত বুদ্ধি বশতঃ তাঁহাকে বিষয়স্বরূপে দর্শন করিয়া থাকে (২৯) রক্তিমার ব্যবধান না থাকিলে লোকে যেমন বিশুদ্ধ স্ফটিককে সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পায়, পরম পুরুষও তদ্রূপ। (৩০) অতএব অক্ষয় বিশুদ্ধ স্বরূপ, নিত্য, সর্ব্বান্তর্যামী অব্যয় আত্মাকে উপাসনা করা, ধ্যান করা মুমুক্ষুদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য (৩১) যখন যোগীর চিত্তে সর্ব্বত্র-বর্ত্তী চৈতন্য অব্যবহিত ভাবে প্রকাশ পায়, তখনই তিনি আত্ম স্বরূপ হইয়া উঠেন (৩২) যখন যোগী সর্ব্ব-প্রাণীকে আপনাতে ও আপনাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত দর্শন করেন, তখনই তিনি ব্রহ্মময় হন (৩৩) যখন সমাধিস্থ হইয়া কোন পদার্থই দেখিতে পান না, পরমপুরুষের সহিত একীভূত হন, তখনই অদ্বৈত হইয়া উঠেন (৩৪)

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩৬ ॥
যদা পশ্যতি চাত্মানং কেবলং পরমার্থতঃ।
মায়ামাত্রং জগৎ কৃৎস্নং তদা ভবতি নির্বৃতঃ ॥ ৩৭ ॥
যদা জন্মজরাদুঃখব্যাধিনামেকভেষজম্‌।
কেবলং ব্রহ্মবিজ্ঞানং জায়তেঽসৌ তদা শিবঃ ॥ ৩৮ ॥
যদা নদ্যো ন নদা লোকে সাগরৈণৈকতাং যযুঃ।
তদ্বদাত্মাক্ষরেণাসৌ নিষ্কলেনৈকতাং ব্রজেৎ ॥ ৩৯ ॥
তস্মাদ্বিজ্ঞানমেবাস্তি ন প্রপঞ্চো ন সংস্থিতিঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং লোকে বিজ্ঞানং তেন মুহ্যতি ॥ ৪০ ॥
তজ্‌ জ্ঞানং নির্ম্মলং সূক্ষ্মং নির্ব্বিকল্পং যদব্যয়ম্‌।
অজ্ঞানমিতি তৎ সর্ব্বং বিজ্ঞানমিতি মে মতং ॥ ৪১ ॥
এতত্তে পরমং সাংখ্যং ভাবিতং জ্ঞানমুত্তমম্‌।
সর্ব্ববেদান্তসারং হি যোগস্তত্রৈকচিন্ততা ॥ ৪২ ॥

যখন ইহাঁর হৃদিস্থিত সমস্ত বাসনা দূরীভূত হয়, তখনই তত্ত্বজ্ঞানী ও মৃত্যুশূন্য হইয়া মঙ্গল লাভ করেন (৩৫) যখন ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে একে অবস্থিত, আবার এক হইতেই ভিন্ন ভাব দেখিতে পান, তখনই ব্রহ্ম হইয়া উঠেন। (৩৬) যখন আপনাকে প্রকৃতরূপে দ্বৈত বিহীন ও নিখিল জগৎ মায়াময় দর্শন করেন, তখনই সুখী হন (৩৭) যখন জন্ম জরা ও দুঃখ রূপ ব্যাধির অনন্য ঔষধ স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে তখনই শিব হন (৩৮) নদী ও নদ সকল যেমন সাগরের সহিত একীভূত হয়, যোগীও তেমনি অখণ্ড অক্ষয় আত্মার সহিত একীভূত হইয়া থাকেন (৩৯) অতএব বিজ্ঞানই সৎ, প্রপঞ্চ বা সংসার সৎ নহে। তবে সংসারে বিজ্ঞান, অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেই জন্যই লোকের ভ্রান্তি হইয়া থাকে (৪০) নির্ম্মল সূক্ষ্ম নির্ব্বিকল্পক অব্যয় জ্ঞানই জ্ঞান; আমার মতে উহাই অজ্ঞান; উহাই বিজ্ঞান। (৪১) আমি তোমাকে এই সুসিদ্ধ অনুত্তম পরম সাংখ্য জ্ঞান কহি-

যোগাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং জ্ঞানাদ্ যোগঃ প্রবর্ত্ততে।
যোগজ্ঞানাভিযুক্তস্য নাবাপ্যং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৪৩ ॥
যদেব যোগিনো যান্তি সাঙ্খ্যৈস্তদভিগম্যতে।
একং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স তত্ত্ববিৎ ॥ ৪৪ ॥
অন্যে চ যোগিনো বৎস ঐশ্বর্য্যাসক্তচেতসঃ।
মজ্জন্তি তত্র তত্রৈব মত্বাত্রৈকমিতি শ্রুতিঃ ॥ ৪৫ ॥
যত্তৎ সর্ব্বগতং দিব্যমৈশ্বর্য্যমচলং মহৎ।
জ্ঞানযোগাভিযুক্তস্তু দেহান্তে তদাবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৬ ॥
এষ আত্মাহমব্যক্তো মায়াবী পরমেশ্বরঃ।
কীর্ত্তিতঃ সর্ব্ববেদেষু সর্ব্বাত্মা সর্ব্বতোমুখঃ ॥ ৪৭ ॥
সর্ব্বকামঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বগন্ধোঽজরোঽমরঃ।
সর্ব্বতঃ পাণিপাদোঽমন্তর্য্যামী সনাতনঃ ॥ ৪৮ ॥

লাম। ইহা সর্ব্ব বেদান্তের সার ইহাতে যে চিত্তের একাগ্রতা তাহাকেই যোগ কহে। (৪২) যোগ হইতে জ্ঞান জন্মে আবার জ্ঞান হইতে যোগের প্রবৃত্তি হয়। যাহার যোগ ও জ্ঞান উভয়ই আছে, তাঁহার কোথাও কিছুই অপ্রাপ্য নাই। (৪৩) যোগিগণ যাহা প্রাপ্ত হন, সাংখ্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরাও তাহাই প্রাপ্ত হইতে পারেন। যিনি সাংখ্য ও যোগ এই উভয়কে এক দেখেন তিনিই তত্ত্ব জ্ঞানী (৪৪) বৎস! বেদে কথিত আছে যে, অন্য প্রকার যোগিগণ, বিষয়ে চিত্তবন্ধন পূর্ব্বক ঐ বিষয়কেই আত্মবোধ করিয়া নিমগ্ন হন (৪৫) সেই যে সর্ব্বত্রবর্ত্তী অচল দিব্য মহৎ ঐশ্বর্য্য, * জ্ঞানযোগসম্পন্নযোগী দেহান্তে তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (৪৬)।

আমিই এই আত্মা, আমি অব্যক্ত মায়াবী পরমেশ্বর। সমস্ত বেদ আমাকে সকলের আত্মা ও সর্ব্বতোমুখ বলিয়া উল্লেখ করে (৪৭) আমি সর্ব্ব কাম, সর্ব্ব রস ও সর্ব্ব গন্ধ। আমি অজর ও অমর।

---

* পরমপদরূপ ঐশ্বর্য্য।

অপাণিপাদো জবনো গৃহীতো হৃদি সংস্থিতঃ।
অচক্ষুরপি পশ্যামি তথাকর্ণঃ শৃণোম্যহম্॥ ৪৯॥
বেদাহং সর্ব্বং মে বেদং ন মাং জানাতি কশ্চন।
প্রাহুর্ম্মহান্তং পুরুষং মামেকং তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৫০॥
নির্গুণামলরূপস্য যত্তদৈশ্বর্য্যমুত্তমম্।
যন্ন দেবা বিজানন্তি মোহিতা মায়য়া মম॥ ৫১॥
যন্মে গুহ্যতমং দেহং সর্ব্বগং তত্ত্বদর্শিনঃ।
প্রবিষ্টা মম সাযুজ্যং লভন্তে যোগিনোঽব্যয়ং॥ ৫২॥
যেষাং হি ন সমাপন্না মায়া মে বিশ্বরূপিণী।
লভন্তে পরমং শুদ্ধং নির্ব্বাণন্তে ময়া সহ॥ ৫৩॥
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি।
প্রসাদান্মম তে বৎস এতদ্বেদপ্রশাসনম্॥ ৫৪॥

আমি সনাতন ও অন্তর্যামী। আমার সর্ব্বদিকেই পদ ও সর্ব্বদিকেই হস্ত (৪৮) আমার হস্ত নাই পদ নাই, কিন্তু গ্রহণ ও বিচরণ করিয়া থাকি। আমি সকলেরই হৃদয়ে অবস্থিত রহিয়াছি। আমার চক্ষু নাই কিন্তু দর্শন করিয়া থাকি, কর্ণ নাই কিন্তু শ্রবণ করিয়া থাকি (৪৯) আমি এই চরাচর বিশ্ব সমস্তই অবগত আছি, কিন্তু আমাকে কেহই অবগত নহে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ আমাকে মহান্ অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া থাকেন (৫০) আমি নির্গুণ ও নির্ম্মল, আমার যে সেই অনুত্তম ঐশ্বর্য্য, আমারই মায়ায় মোহিত হইয়া যোগিগণও তাহা জানিতে পারেন না (৫১) আমার যে নিরতিশয় গুপ্ত সর্ব্বগত অব্যয় দেহ, তত্ত্বজ্ঞানী যোগীগণ আমার সাযুজ্য লাভ করিয়া উহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (৫২) আমার বিশ্বব্যাপিনী মায়া যাঁহাদিগকে আশ্রয় করে নাই তাঁহারা আমাতে পরম বিশুদ্ধ নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হন (৫৩) বৎস! আমার প্রসাদে শতকোটি কল্পান্তেও তাঁহাদিগকে

নাপুত্রশিষ্যযোগিভ্যো দাতব্যং হনুমন্ ক্বচিৎ।
মদুক্তমেতদ্বিজ্ঞানং সাংখ্যযোগসমাশ্রয়ম্ ॥ ৫৫ ॥
ইত্যার্ষে রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অদ্ভুতোত্তরকাণ্ডে সাংখ্যযোগো
নামৈকাদশঃ সর্গঃ।

দ্বাদশঃ সর্গঃ।

রামঃ পুনঃ প্রবচনমুবাচ দ্বিজপুঙ্গব।
অব্যক্তাদভবৎ কালঃ প্রধানং পুরুষঃ পরঃ ॥ ১ ॥
তেভ্যঃ সর্ব্বমিদং জাতং তস্মাৎ সর্ব্বমিদং জগৎ।
সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং ॥ ২ ॥

আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। বেদের ব্যবস্থা এইরূপ (৫৪)।

হনুমন্ আমি তোমাকে এই যে সাংখ্যযোগ-বিষয়ক বিজ্ঞান উপদেশ কহিলাম, পুত্র, শিষ্য বা যোগী ভিন্ন তুমি অন্য কাহার নিকট ইহা ব্যক্ত করিও না (৫৬)

হে দ্বিজ পুঙ্গব! রামচন্দ্র পুনর্ব্বার বিজ্ঞান কথা কহিতে আরম্ভ কহিলেন, অব্যক্ত হইতে কাল প্রধান ও পরম পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। (১) ঐ সকল হইতেই এই নিখিল জগতের উৎপত্তি। অতএব এই বিশ্ব সেই অব্যক্ত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার সর্ব্বদিগকেই হস্ত সর্ব্বদিকেই পদ, সর্ব্বদিকেই চক্ষু, সর্ব্বদিকেই

সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাবং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং ॥ ৩ ॥
সর্ব্বাধারং নিরানন্দমব্যক্তং দ্বৈতবর্জ্জিতম্ ।
সর্ব্বোপমানরহিতং প্রমাণাতীতমব্যয়ম্ ॥ ৪ ।
নির্ব্বিকল্পং নিরাভাসং সর্ব্বাভাসাং পরামৃতম্ ।
অভিন্নং ভিন্নসংস্থানং শাশ্বতং ধ্রুবমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥
নির্গুণং পরমং ব্যোম তজ্জ্ঞানং সূরয়ো বিদুঃ ।
স আত্মা সর্ব্বভূতানাং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ পরঃ ॥ ৬ ॥
সোঽহং সর্ব্বত্রগঃ শান্তো জ্ঞানাত্মা পরমেশ্বরঃ ।
ময়া ততমিদং বিশ্বং জগদব্যক্তরূপিণা ॥ ৭ ॥
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি যস্তং বেদ ন তত্ত্ববিৎ ।
প্রধানপুরুষঞ্চৈব তত্ত্বদ্বয়মুদাহৃতম্ ॥ ৮ ॥

মস্তক, সর্ব্বদিকেই তাঁহার মুখ (২) ও সর্ব্বদিকেই তাঁহার কর্ণ। সংসারে তিনি নিখিল পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাতে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুণই আভাসমান অথচ তাঁহার কোন ইন্দ্রিয়ই নাই। (৩) সেই অব্যক্ত সকলের আধার, নিরানন্দ ও অদ্বৈত। তাঁহার কোন উপমাননাই * নাই। তিনি কোন প্রমাণেরই গোচর নহেন (৪) তিনি নির্ব্বিকল্প। কিছুতেই তাঁহার আভাস পাওয়া যায় না, অথচ সমস্তই তাঁহাতে আভাসমান। তিনি অমৃত স্বরূপ, তিনি অভিন্ন অথচ ভিন্ন-স্থায়ী, তিনি নিত্য, নিশ্চিত ও অব্যয় (৫) তিনি নির্গুণ, তিনি মহান্ আকাশ। তত্ত্বজ্ঞানীরাই সেই জ্ঞানময়কে জানিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বভূতের বাহ্য-অন্তর আত্মা (৬) আমিই সেই, আমি সর্ব্বত্র গামী, শান্ত † জ্ঞানময় পরমেশ্বর। আমার স্বরূপ অব্যক্ত আমি এই নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি (৭) সর্ব্বপ্রাণী আমাতে অবস্থিত আমাকে যিনি জানেন তিনি সমস্তই জানেন।

---

†* যাহা দ্বারা তুলনা করা যায় এমত পদার্থ।
সর্ব্বোপরমস্বরূপ।

তয়োরনাদিনির্দ্দিষ্টঃ কালঃ সংযোজকঃ পরঃ।
ত্রয়মেতদনাদ্যন্তমব্যক্তং সমবস্থিতম্॥ ৯॥
তদাত্মকং তদন্যৎ স্যাৎ তদ্রূপং মামকং বিদুঃ।
মহদাদ্যবিশেষান্তং সম্প্রসূতেঽখিলং জগৎ॥ ১০॥
যা সা প্রকৃতিরুদ্দিষ্টা মোহনী সর্ব্বদেহিনাম্।
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে যঃ প্রাকৃতান্ গুণান্॥১১॥
অহঙ্কারা বিবিক্তত্বাৎ প্রোচ্যতে পঞ্চবিংশকঃ।
আদ্যো বিকারঃ প্রকৃতে র্ম্মহানাত্মেতি কথ্যতে॥ ১২॥
বিজ্ঞানশক্তিবিজ্ঞানাদহঙ্কারস্তদুত্থিতঃ।
একএব মহানাত্মা সোঽহঙ্কারোঽভিধীয়তে॥ ১৩॥
স জীবঃ সোঽন্তরাত্মেতি গীয়তে তত্ত্বচিন্তকৈঃ।
তেন বেদয়তে সর্ব্বং সুখং দুঃখঞ্চ জন্মসু॥ ১৪॥
স বিজ্ঞানাত্মকস্তস্য মনঃ স্যাদুপকারকম্।
তেনাবিবেকতস্তস্মাৎ সংসারঃ পুরুষস্য তু॥ ১৫॥

প্রধান আর পুরুষ এই দুই তত্ত্ব (৮) অনাদি কাল এই উভয়কে যোজনা করে। এই তিন অনাদি অনন্ত ও অব্যক্তরূপে অবস্থিত (৯) তদাত্মক ও তদ্ভিন্ন যেরূপ, ইহা আমারই রূপ। ইহাই মহৎ বিশেষ পর্য্যন্ত সমস্ত তত্ত্বময় জগৎ প্রসব করিয়া থাকে (১০) সেই যাহাকে প্রকৃতি বলে, তিনি সর্ব্ব প্রাণীকেই মোহিত করিয়া থাকেন। পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া প্রাকৃতিক গুণ সকল ভোগ করিয়া থাকেন (১১) বিবিক্ত অহঙ্কারই পঞ্চতন্মাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। মহৎ তত্ত্ব প্রকৃতির আদ্য বিকার, উহাকেই আত্মা বলে (১২) এবং উহাই বিজ্ঞান। উহা হইতেই অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। এক মহৎ তত্ত্বই আত্মা তাহাকেই অহঙ্কার বলে (১৩) তত্ত্বদর্শীগণ তাহাকেই জীব এবং অন্তরাত্মাও বলিয়া থাকেন। জন্মে জন্মে তিনিই সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন (১৪) তিনি বিজ্ঞানময়, মন তাঁহার সহায়।

সচাবিবেকঃ প্রকৃতো সঙ্গাৎ কালেন সোঽভবৎ।
কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ ॥ ১৬ ॥
সর্ব্বে কালস্য বশগা ন কালঃ কস্যচিদ্বশে।
সোঽন্তরা সর্বমেবেদং নিয়চ্ছতি সনাতনঃ ॥ ১৭ ॥
প্রোচ্যতে ভগবান্ প্রাণঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরমং মনঃ প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ১৮ ॥
মনসশ্চাপ্যহঙ্কারমহঙ্কারান্মহান্ পরঃ।
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ ॥ ১৯ ॥
পুরুষাদ্ ভগবান্ প্রাণস্তস্য সর্ব্বমিদং জগৎ।
প্রাণাৎপরতরং ব্যোম ব্যোমতীতোঽগ্নিরীশ্বর ॥ ২০ ॥
সোঽহং সর্ব্বত্রগঃ শান্তো জ্ঞানাত্মা পরমেশ্বরঃ।
নাস্তিমতঃপরং ভূতং মাং বিজ্ঞান বিমুষ্যতে ॥ ২১ ॥

সেই মনের সংসর্গে অবিদ্যা বশতঃ জীবের সংশয় হইয়া থাকে (১৫) কালের সঙ্গনিবন্ধন প্রকৃতিতে ঐ অবিদ্যার আবির্ভাব হয়। কালই সর্ব্বভুক্, সৃষ্টি ও সংহার করিতেছে (১৬) সকলেই কালের বশবর্ত্তী কিন্তু কাল কাহারও বশীভূত নহে (১৭) সেই সনাতন কাল অন্তরে থাকিয়া নিখিল বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করিতেছে (১৭) ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষোত্তম প্রাণ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা মনকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রধান কহিয়া থাকেন (১৮) মন অপেক্ষা অহঙ্কার ও অহঙ্কার অপেক্ষা মহৎতত্ব শ্রেষ্ঠ। অব্যক্ত, মহৎ হইতে প্রধান ও প্রধান হইতে পরম পুরুষ প্রধান (১৯) পুরুষ অপেক্ষা আবার ভগবান্ প্রাণ প্রধান, তাঁহা হইতেই এই জগৎ প্রপঞ্চের উৎপত্তি। প্রাণ হইতে আকাশ ও আকাশ হইতে অগ্নি পর (২০) আমিই সেই সর্ব্বত্রবর্ত্তী শান্ত জ্ঞানময় পরমেশ্বর। আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। আমাকে জানিতে পারিলেই মুক্তি হয় (২১) কি স্থাবর কি জঙ্গম আমা

নিত্যং হি নাস্তি জগতি ভূতং স্থাবরজঙ্গমম্।
ঋতে মামেকমব্যক্তং ব্যোমরূপং মহেশ্বরম্॥ ২২॥
সোঽহং সৃজামি সকলং সংহরামি সদা জগৎ।
মায়ী মায়াময়ো দেবঃ কালেন সহ সংগতঃ॥ ২৩॥
মৎসন্নিধাবেব কালঃ করোতি সকলং জগৎ।
নিয়োজয়ত্যনন্তাত্মা হ্যেতদ্বেদানুশাসনম্॥ ২৪॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অদ্ভুতোত্তরকাণ্ডে উপনিষৎ কথনং
নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ।

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

বক্ষ্যে সমাহিতমনাঃ শৃণুষ্ব পবনাত্মজ।
যেনেদং লভ্যতে রূপং যেনেদং সংপ্রবর্ত্ততে॥ ১॥

ভিন্ন জগতে কোন বস্তুই নিত্য নাই, আমি অব্যক্ত আকাশরূপী মহেশ্বর। (২২) আমি মায়াময় ও মায়াবী কালের সহিত সঙ্গত হইয়া আমিই জগৎ সৃষ্টি ও সংহার করিতেছি (২৩) আমার সান্নিধ্য নিবন্ধনই অনন্ত স্বরূপ কাল নিখিল জগৎ সৃজন ও নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, বেদের ব্যবস্থা এইরূপ (২৪)।

(রামচন্দ্র কহিলেন), হে পবননন্দন! যৎ কর্ত্তৃক উক্তরূপের প্রবৃত্তি ও যে প্রকারে উহা লাভ করা যায়, বলিতেছি মনোযোগ

নাহং তপোহভির্ব্বিবিধৈর্ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্যো হি পুরুষৈর্জ্ঞাতুমৃতে ভক্তিমনুত্তমাম্ ॥ ২ ॥
অহং হি সর্ব্বভাবানামন্তস্তিষ্ঠামি সর্ব্বগঃ।
মাং সর্ব্বসাক্ষিণং লোকা ন জানন্তি প্লবঙ্গম ॥ ৩ ॥
যস্যান্তরা সর্ব্বমিদং যোহহি সর্ব্বান্তরঃ পরঃ।
সোহহং বিধাতা চ লোকেহস্মিন্ বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৪ ॥
ন মাং পশ্যন্তি মুনয়ঃ সর্ব্বেহপি ত্রিদিবৌকসঃ।
ব্রহ্ম বা মনবোহশক্তা যেচান্যে প্রথিতৌজসঃ ॥ ৫ ॥
গৃহন্তি সততং বেদা মামেকং পরমেশ্বরম্।
যজন্তি বিবিধৈরগ্নিং ব্রহ্মণা বৈদিকৈর্ম্মখৈঃ ॥ ৬ ॥
সর্ব্বে লোকা নমস্যন্তি ব্রহ্মালোকপিতামহঃ।
ধ্যায়ন্তি যোগিনো দেবং ভূতাধিপতিমীশ্বরম্ ॥ ৭ ॥
অহং হি সর্ব্বহবিষাং ভোক্তা চৈব ফলপ্রদঃ।
সর্ব্বদেবতনুর্ভূত্বা সর্ব্বাত্মা সর্ব্বসংস্তুতঃ ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বক শ্রবণ কর (১) মনুষ্য, ভক্তি ব্যতীত বিবিধ তপস্যা দান বা তপ দ্বারা আমাকে লাভ করিতে পারে না (২) আমি সর্ব্বত্রবর্ত্তী, সর্ব্ব পদার্থেরই অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়া থাকি। আমি সমস্তই দর্শন করি, কিন্তু প্লবঙ্গম! লোকে আমাকে দেখিতে পায় না (৩) এই চরাচর বিশ্ব যাঁহাতে এবং যিনি বিশ্বের অভ্যন্তরে অবস্থিত আমিই সেই পরাৎপর সর্ব্বতোমুখ ধাতা ও বিধাতা (৪) মুনিগণ দেবগণ অন্য কি স্বয়ং ব্রহ্মা বা মনু কি অনুত্তম-ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন অন্যান্য ব্যক্তিও আমাকে দেখিতে পান না (৫) বেদ সকল একমাত্র আমাকেই পরমেশ্বর বলিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ বেদ বিহিত বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা অগ্নিরূপী আমাকে তৃপ্ত করিয়া থাকেন (৬) সর্ব্বতৃপ্ত লোক এবং লোক পিতামহ ব্রহ্মাও আমাকে নমস্কার করেন। আমি সর্ব্বভুতের অধিপতি পরমেশ্বর, যোগীগণ এইরূপে আমারই ধ্যান করেন

মাং পশ্যন্তীহ বিদ্বাংসো ধার্ম্মিকা বেদবাদিনঃ।
তেষাং সন্নিহিতো নিত্যং যে ভক্ত্যা মামুপাসতে ॥ ৯ ॥
ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ধার্ম্মিকা মামুপাসতে।
তেষাং দদামি যৎ স্থানমানন্দং পরমং পদম্ ॥ ১০ ॥
অন্যেঽপি যে বিকর্ম্মস্থাঃ শূদ্রাদ্যা নীচজাতয়ঃ।
ভক্তিমন্তঃ প্রমুচ্যন্তে কালেন ময়ি সঙ্গতাঃ ॥ ১১ ॥
ন মদ্ভক্তা বিনশ্যন্তি মদ্ভতা বীতকল্মষাঃ।
আদাবেতৎ প্রতিজ্ঞাতং ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ১২ ॥
যো বা নিন্দতি তং মূঢ়ো দেব দেবং স নিন্দতি।
যো হি তং পূজয়েৎ ভক্ত্যা স পূজয়তি মাং সদা ॥১৩॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং মদারাধনকারণাৎ।
যো মে দদাতি নিয়তঃ সমে ভক্তঃ প্রিয়ো মতঃ ॥১৪॥

---

(৭) আমিই সর্ব্বদেবস্বরূপে সমস্ত হব্য ভক্ষণ ও তাহার ফল প্রদান করিয়া থাকি। আমি সর্ব্বাত্মা, সকলেই আমার স্তব করিয়া থাকে (৮) বেদবিৎ ধার্ম্মিক তত্বজ্ঞানিগণ আমাকে দেখিতে পান। যাঁহারা আমার ভক্ত, নিয়তই আমার উপাসনা করেন, আমি তাহাদিগের সন্নিকটে বাস করি (৯) যে সকল ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ আমার উপাসনা করেন, আমি তাহাদিগকে সেই আনন্দময় পরম পদ দান করিয়া থাকি (১০) অনাচারী শূদ্রাদি অন্যান্য যে সমস্ত নীচ জাতি, তাহারাও আমাতে ভক্তি করিলে চরমে মুক্ত হইয়া আমাতে লীন হয় (১১) আমার ভক্তদিগের বিনাশ নাই। আমি আদিতেই ব্যবস্থা করিয়াছি, আমার ভক্ত কখনই নাশ পাইবে না (১২) যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ তাঁহাদের নিন্দা করে সে,ভগবানের নিন্দা করে; আর যে ভক্তিভাবে তাঁহাদের পূজা করে সে আমারই পূজা করে (১৩) আমার আরাধনার্থ যে আমাকে পত্র পুষ্প ফল ও বারি নিবেদন করে, সে আমার ভক্ত, আমি তাহাকেই ভাল বাসি (১৪)

অহং হি জগতামাদৌ ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্।
বিধায় দত্তবান্ বেদানশেষানাত্মনিঃসৃতান্॥ ১৫॥
অহমেব হি সর্ব্বেষাং যোগিনাং গুরুরব্যয়ঃ।
ধার্ম্মিকানাঞ্চ গোপ্তাহং নিহন্তা বেদবিদ্বিষান্॥ ১৬॥
অহং বৈ সর্ব্বসংসারান্ মোচকো যোগিনামিহ।
সংসারহেতুরেবাহং সর্ব্বসংসারবর্জ্জিতঃ॥ ১৭॥
অহমেব হি সংহর্ত্তা স্রষ্টাহং পরিপালকঃ।
মায়াবী মামিকাশক্তির্ম্মায়া লোকবিমোহিনী॥ ১৮॥
মমৈব চ পরাশক্তির্যা সা বিদ্যেতি গীয়তে।
নাশয়ামি তয়া মায়াং যোগিনাং হৃদিসংস্থিতঃ॥ ১৯॥
অহং হি সর্ব্বশক্তীনাং প্রবর্ত্তক-নিবর্ত্তকঃ।
আধারভূতঃ সর্ব্বেষাং নিধানমমৃতস্য চ॥ ২০॥

আমিই জগতের আদিতে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া আমারই অঙ্গ হইতে বিনিঃসৃত বেদ সকল তাহাকে প্রদান করিয়াছিলাম (১৫) আমিই সমস্ত যোগীর নিত্য গুরু। আমিই ধার্ম্মিকদিগকে পালন করি এবং যাহারা বেদের দ্বেষ করে, আমিই তাহাদিগকে বিনাশ করি (১৬) যোগীদিগকে আমিই সংসারের হেতু, বাসনা বন্ধন হইতে মুক্ত করি কিন্তু আমার সংসার নাই। (১৭) আমিই সংহার করি, আমিই সৃষ্টি করি, আমিই পালন করি। আমি মায়াবী, লোক-মোহিনী, মায়া আমারই শক্তি। (১৮) যাহাকে বিদ্যা (বিজ্ঞান) বলে, তাহা আমার প্রধান শক্তি আমি যোগীদের হৃদয়ে থাকিয়া উহা দ্বারা তাঁহাদিগের মায়া নাশ করি (১৯) আমিই সর্ব্ব শক্তি-প্রবর্ত্তন, আবার আমিই সর্ব্ব শক্তি নিরাকরণ করিয়া থাকি। আমি সকলের অক্ষয় ও আমিই অমৃতের * নিধান (২০) আমাতে অব-

---

* মোক্ষের।

একা সর্বান্তরা শক্তিঃ করোতি বিবিধং জগৎ।
আস্থায় ব্রহ্মণো রূপং মন্ময়ী মদধিষ্ঠিতা ॥ ২১ ॥
অন্যা চ শক্তির্বিপুলা সংস্থাপয়তি মে জগৎ।
ভূত্বা নারায়ণোঽনন্তো জগন্নাথো জগন্ময়ঃ ॥ ২২ ॥
তৃতীয়া মহতী শক্তির্নিহন্তি সকলং জগৎ।
তামসী মে সমাখ্যাতা কালাখ্যা রুদ্ররূপিণী ॥ ২৩ ॥
ধ্যানেন মাং প্রপশ্যন্তি কেচিৎ জ্ঞানেন চাপরে।
অপরে ভক্তিযোগেন কর্ম্ম যোগেন চাপরে ॥ ২৪ ॥
সর্ব্বেষামেব ভক্তনামেব প্রিয়তরো মম।
যো হি জ্ঞানেন মাং নিত্যমারধয়তি নান্যথা ॥ ২৫ ॥
অন্যে চ যেঽপি ভক্তা মে মদারাধনকাঙ্ক্ষিণঃ।
তেপি মাং প্রাপ্নুবন্ত্যেব নাবর্ত্তন্তে চ বৈ পুনঃ ॥ ২৬ ॥

স্থিতা আমারই স্বরূপভূত একশক্তি ব্রহ্মা, সকলের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করে (২১) আমার আর এক বিপুল শক্তি জগন্ময় জগন্নাথ অনন্ত নারায়ণ হইয়া জগৎ পালন করে (২২) আমার তৃতীয় মহাশক্তি সর্ব্বজগৎ সংহার করে। কালনাম্নী ও তামসী শক্তির মূর্ত্তি রুদ্র। (২৩) কেহ কেহ ধ্যানযোগে কেহ কেহ জ্ঞানযোগে কেহ কেহ ভক্তি যোগে আর কেহ কেহ কর্ম্মযোগে * আমাকে দেখিতে পায় (২৪) যিনি কেবল জ্ঞান যোগেই আমাকে আরাধনা করেন, আমার সকল ভক্তদিগের অপেক্ষা তিনিই আমার প্রিয়তর (২৫) আমার অন্যান্য যে সকল ভক্ত নিয়ত আমারই আরাধনা করিতে অভিলাষী, তাহারাও আমাকে প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না (২৬) আমি এই প্রধান পুরুষাত্মকবিশ্ব

---

* কর্ম্মযোগে পাপরাশি বিনাশ করিয়া, তদনন্তর জ্ঞানযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক আমাকে প্রাপ্ত হয়।

ময়া ততমিদং কৃৎস্নং প্রধানপুরুষাত্মকম্।
ময্যেব সংস্থিতং বিশ্বং ময়া সংপ্রের্য্যতে জগৎ ॥ ২৭ ॥
নাহং প্রেরয়িতা তাত পরমং যোগমাশ্রিতঃ।
প্রেরয়ামি জগৎ কৃৎস্নমেতদ্ যো বেদ সোঽমৃতঃ ॥২৮॥
পশ্যাম্যশেষং মে বেদং বর্ত্তমানং স্বভাবতঃ।
করোতি কালো ভগবান্ মহাযোগেশ্বরঃ স্বয়ম্ ॥ ২৯ ॥
যোগাৎ সমুচ্যতে যোগী মায়ী শাস্ত্রেষু সূরিভিঃ।
যোগেশ্বরোঽসৌ ভগবান্ মহাদেবো মহাপ্রভুঃ ॥৩০ ॥
মহত্বাৎ সর্ব্বসত্ত্বানাং পরত্বাৎ পরমেশ্বরঃ।
প্রোচ্যতে ভগবান্ ব্রহ্মা মহান্ ব্রহ্মময়ো যতঃ ॥ ৩১ ॥
যো মামেবং বিজানাতি মহাযোগেশ্বরেশ্বরম্।
সোঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥

ব্যাপিয়া রহিয়াছি। বিশ্ব আমাতেই অবস্থিত, আমিই সর্ব্বভূতকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকি (২৭) বৎস! আমি স্বারূপ্য প্রেরক * নহি পরমযোগ আশ্রয় করিয়া আমি সর্ব্ব জগৎ প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি এই তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই মুক্ত হইয়াছেন (২৮) আমি স্বরূপে অবস্থিতি করিয়া সমস্ত দর্শন করি, মহাযোগেশ্বর ভগবান্ কাল স্বয়ং সৃষ্টি করেন (২৯) যোগ হেতু পণ্ডিতগণ শাস্ত্রে ইঁহাকে যোগী ও মায়ী কহিয়া থাকেন। সর্ব্ব প্রাণী অপেক্ষা মহৎ বলিয়া এই মহাপ্রভু ভগবান্ যোগেশ্বরের নাম মহাদেব। পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরমেশ্বর এবং ব্রহ্মময় বলিয়া ব্রহ্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন (৩০,৩১) যিনি আমাকে এইরূপ মহাযোগেশ্বরের ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারেন, তিনি নির্ব্বিকল্পক সমাধি লাভ করেন। ইহাতে সন্দেহ নাই (৩২) আমি সেই জগৎ

* আমার স্বরূপ পরমাত্মায় প্রেরণ করি না।

সোঽহং প্রেরয়িত্বা দেবঃ পরমানন্দমাশ্রিতঃ।
তিষ্ঠামি সততং যোগী যস্তদ্বেদ স বেদবিৎ ॥ ৩৩ ॥
ইতি গুহ্যতমং জ্ঞানং সর্ব্ববেদেষু নিশ্চিতম্।
প্রসন্নচেতসে দেয়ং ধার্ম্মিকায়াহিতাগ্নয়ে ॥ ৩৪ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অদ্ভুতোত্তরকাণ্ডে ভক্তিযোগ
নাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

চতুর্দ্দশ সর্গঃ।

সর্ব্বলোকৈকনির্ম্মাতা সর্ব্বলোকৈকরক্ষিতা।
সর্ব্বলোকৈকসংহর্ত্তা সর্ব্বাত্মাঽহং সনাতনঃ ॥ ১ ॥
সর্ব্বেষামেব বস্তূনামন্তর্য্যামী পিতাপ্যহম্।
ময্যেবান্তঃস্থিতং সর্ব্বং নাহঃ সর্ব্বত্র সংস্থিতঃ ॥ ২

প্রবর্ত্তক, পরমানন্দময় যোগী যিনি আমাকে এইরূপে জানিতে পারেন তিনিই যথার্থ বেদ জানিয়াছেন (৩৩)।

এই যে সর্ব্বদেবপ্রতিপাদিত অতি গোপনীয় জ্ঞান আহিতাগ্নি প্রসন্ন চেতা ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেই ইহা উপদেশ করা কর্ত্তব্য (৩৪)।

আমি সর্ব্বলোকের একমাত্র সৃষ্টি কর্ত্তা, একমাত্র রক্ষা কর্ত্তা ও একমাত্র সংহার কর্ত্তা। আমি সকলের আত্মা ও নিত্য (১) আমি

ভবতা চাদ্ভুতং দৃষ্টং যৎস্বরূপন্তু মামকম্ ।
মায়ৈষা বেত্থ মে বৎস মায়া দর্শিতা ময়া ॥ ৩ ॥
সর্ব্বেষামেব ভাবানামন্তরা সমবস্থিতঃ ।
প্রেরয়ামি জগৎ সর্ব্বং ক্রিয়াশক্তিরিয়ং মম ॥ ৪ ॥
ময়েদং চেষ্টতে বিশ্বং তৎস্বভাবানুবর্ত্তি চ ।
সোঽহংকালে জগৎকৃৎস্নং করোমি হনুমন্ কিল ॥৫॥
সংহরাম্যেকরূপেণ দ্বিধাবস্থামমৈব তু ।
আদিমধ্যান্তনির্ম্মুক্তো মায়াতত্ত্বপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ৬ ॥
ক্ষোভয়ামি চ স্বর্গাদৌ প্রধানপুরুষাবুভৌ ।
তাভ্যাং সঞ্জায়তে সর্ব্বং সংযুক্তাভ্যাং পরস্পরম্ ॥৭ ॥
মহদাদিক্রমেণৈব মম তেজো বিজৃম্ভিতম্ ।
যোঽহি সর্ব্বগতঃ সাক্ষী কালচক্রপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ৮ ॥

সকল বস্তুরই অন্তর্যামী এবং সকলেরই পিতা। নিখিল পদার্থ আমার অভ্যন্তরে অবস্থিত আমি কাহারও অভ্যন্তরবর্ত্তী নহি (২) বৎস ! তুমি যে আমার অদ্ভুত রূপ দর্শন করিয়াছ, উহা মায়া, মায়া যোগেই আমি উহা প্রদর্শন করিয়াছি (৩) আমি সকল পদার্থেরই অন্তরে অবস্থিতি করিয়া জগৎ পালনকরি আমার এই শক্তির নাম ক্রিয়া শক্তি। (৪) বিশ্ব আমার নিয়োগ ক্রমেই স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয় এবং ঐ নর্দ্দিষ্ট স্বভাবের অনুগমন করে । হনুমন্! যথাকালে বিশ্ব সৃজন করি (৫) আবার আর একরূপে সংহার করি, আমার এই দুই অবস্থা। আমার আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই, আমি মায়াকে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকি (৬) সৃষ্টির আদিতে প্রধান ও পুরুষ এই উভয়কে ক্ষোভিত করি। তাঁহারা পরস্পর সংযুক্ত হইলে, তাঁহাদিগের হইতে নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি হয়(৭) আমার তেজ মহৎতত্বাদি দ্বারা প্রকাশিত হয়। যিনি সর্ব্বত্রবর্ত্তী, সর্ব্ব সাক্ষী কাল চক্রের প্রবর্ত্তক (৮) সূর্য্য মূর্ত্তি

হিরণ্যগর্ভো মার্ত্তণ্ডঃ সোঽপি মদ্দেহসম্ভবঃ।
তস্মৈ দিব্যং স্বমৈশ্বর্য্যং জ্ঞানযোগসনাতনং ॥ ৯ ॥
দত্তবানাত্মজান্ বেদান্ কল্পাদৌ চতুরঃ কিল।
স মন্নিয়োগতো ব্রহ্মা সদা মদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ১০ ॥
দিব্যং তন্মামকৈশ্বর্য্যং সর্ব্বদা বহতি স্বয়ম্।
স সর্ব্বলোকনির্ম্মাতা মন্নিয়োগেন সর্ব্ববিৎ ॥ ১১ ॥
ভূত্বা চতুর্ম্মুখঃ সর্গং সৃজত্যেবাত্মসম্ভবঃ।
যোঽপি নারায়ণোঽনন্তো লোকানাং প্রভবোঽব্যয়ঃ॥ ১২॥
মমৈব পরমা মূর্ত্তিঃ করোতি পরিপালনম্।
যোঽন্তকঃ সর্ব্বভূতানাং রুদ্রঃ কালাত্মকঃ প্রভুঃ ॥১৩ ॥
মদাজ্ঞয়াসৌ সততং সংহরত্যেব মে তনুঃ।
হব্যং হরতি দেবানাং কব্যং কব্যাশিনামপি ॥ ১৪ ॥
পাকঞ্চ কুরুতে বহ্নিঃ সোঽপি মচ্ছক্তিচোদিতঃ।
ভুক্তমাহারজাতং যৎ পচত্যেতদহর্নিশম্ ॥ ১৫ ॥

হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্ম) তিনিও আমার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। কল্পের আদিতে আমি তাহাকে সনাতন জ্ঞানযোগী রূপ মদীয় ঐশ্বর্য্য, এবং আমার হইতে সমুদ্ভুত চারিবেদ প্রদান করিয়াছিলাম। সেই ব্রহ্মা আমারই প্রভাব প্রাপ্ত হইয়া (৯, ১০) আমার সেই দিব্য বিভুতি ধারণ করিতেছেন। সেই সর্ব্ব লোক নির্ম্মাতা সর্ব্বজ্ঞ আত্ম-যোনি আমার নিয়োগ ক্রমে চতুর্ম্মুখ হইয়া বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছেন। লোকভাবন অক্ষয় যে নারায়ণ (১১, ১২) তিনি আমারই উৎকৃষ্ট মূর্ত্তি পালন কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। সর্ব্ব লোকের সংহারকারী যে কালরূপী রুদ্র, (১৩) তিনি আমারই আজ্ঞায় আমারই বিবিধ দেহ (অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থ) সংহার করিতেছেন। যিনি দেবগণের হব্য ও কব্য ভোজী দিগের (পিতৃগণের) কব্য বহন করেন, (১৪) যিনি

বৈশ্বানরোঽগ্নির্ভগবানীশ্বরস্য নিয়োগতঃ।
যোঽহি সর্ব্বান্তষাং যোনির্ব্বরুণো দেবপুঙ্গবঃ॥ ১৬॥
স সঞ্জীবয়তে সর্ব্বমীশস্যৈব নিয়োগতঃ।
যোঽন্তস্তিষ্ঠতি ভূতানাং বহির্দ্দেবোনিরঞ্জনঃ॥ ১৭॥
মদাজ্ঞয়াসৌ ভূতানাং শরীরাণি বিভর্ত্তি হি।
যোঽপি সঞ্জীবনো নৃণাং দেবানামমৃতাকরঃ॥ ১৮॥
সোমঃ স মন্নিয়োনেন চোদিতঃ কিল বর্ত্ততে।
যঃ স্বভাসা জগৎ কৃৎস্নং প্রকাশয়তি সর্ব্বদা॥ ১৯॥
সূর্য্যো বৃষ্টিং বিতনুতে শাস্ত্রেণৈব স্বয়ম্ভুবঃ।
যোঽপ্যশেষজগচ্ছাস্তা শক্রঃ সর্ব্বামরেশ্বরঃ॥ ২০॥
যজ্ঞানাং ফলদো দেবো বর্ত্ততেঽসৌ মদাজ্ঞয়া।
যঃ প্রশাস্তা হ্যসাধূনাং বর্ত্ততে নিয়মাদিহ॥ ২১॥

পাক করেন, সেই অগ্নিকেও আমারই শক্তি নিয়োগ করিতেছে। যিনি দিবানিশি ভুক্ত আহার জীর্ণ করিতেছেন (১৫) সেই বৈশ্বানর নামক ভগবান্ অগ্নিও ঈশ্বরের নিয়োগক্রমেই ঐকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। জলের উৎপত্তি কারণ যে দেব বরুণ (১৬) তিনিও ঈশ্বরের আদেশ ক্রমেই চরাচরে জীবন সঞ্চার করিতেছেন। যে নিরঞ্জন দেব ভূতের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিতি করিতেছেন (১৭) তিনিও আমার আজ্ঞানুসারেই বিবিধ জীব শরীর ধারণ করিতেছেন। যিনি মনুষ্যদিগকে জীবন দান করেন, যিনি অমৃতের আকর, (১৮) সেই চন্দ্রও আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী। যিনি নিজ প্রভা দ্বারা নিখিল জগৎ আলোকিত করেন, (১৯) যিনি বর্ষণ করেন, সেই স্বয়ম্ভুর নিয়োগক্রমে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। নিখিল জগতের শাসন কর্ত্তা যে দেবরাজ ইন্দ্র (২০) তিনিও আমারই আজ্ঞাক্রমে যজ্ঞের ফল প্রদান করিতেছেন। পাপীর শাসন কর্ত্তা (২১) যে সূর্য্য নন্দন যম,

যমো বৈবস্বতো দেবো দেবদেবনিয়োগতঃ।
যোঽপি সর্ব্ব ধনাধ্যক্ষো ধনানাং সম্প্রদায়কঃ॥ ২২॥
সোঽপীশ্বরনিয়োগেন কুবেরো বর্ত্ততে সদা।
যঃ সর্ব্বরক্ষসাং নাথস্তাপসানাং ফলপ্রদঃ॥ ২৩॥
মন্নিযোগাদসৌ দেবো বর্ত্ততে নির্ঋতিঃ সদা।
বেতালগণভূতানাং স্বামী ভোগফলপ্রদঃ॥ ২৪॥
ঈশানঃ সর্ব্বভক্তানাং সোঽপি তিষ্ঠেন্মমাজ্ঞয়া।
যো বামদেবোঽঙ্গিরসঃ শিষ্যো রুদ্রগণাগ্রণীঃ॥ ২৫॥
রক্ষকো যোগিনাং নিত্যং বর্ত্ততেঽসৌ মমাজ্ঞয়া।
যশ্চ সর্ব্বজগৎপূজ্যো বর্ত্ততেঽবিঘ্নকারকঃ॥ ২৬॥
বিনায়কো ধর্ম্মনেতা সোঽপি মদ্বচনাৎ কিল।
যোপি ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো দেবসেনাপতিঃ প্রভুঃ॥ ২৭॥
স্কন্দোঽসৌ বর্ত্ততে নিত্যং স্বয়ম্ভুপ্রতিচোদিতঃ।
যে চ প্রজানাং পতয়ো মরীচাদ্যা মহর্ষয়ঃ॥ ২৮॥

তিনিও সেই দেবদেবের নিয়োগানুসারেই (ঐ কার্য্য করিতেছেন) যিনি সর্ব্ব বনের অধীশ্বর ও যিনি সর্ব্ব ধন প্রদাতা, (২২) সেই কুবেরও সর্ব্বদা ঈশ্বরের আদেশানুবর্ত্তী। যিনি নিখিল রাক্ষসের অধিপতি যিনি তাপসদিগের ফল দাতা (২৩) সেই দেব নিঋতি ও আমারই নিয়োগ প্রতিপালন করিতেছেন (২৪) সর্ব্ব ভক্তবৎসল দেব ঈশানও আমারই আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। রুদ্রগণের মধ্যে নায়ক অঙ্গিরার শিষ্য যে বামদেব (২৫) তিনিও আমারই আজ্ঞাক্রমে যোগীগণকে রক্ষা করিতেছেন। যিনি সর্ব্ব জগতের পূজ্য, যিনি বিঘ্ন বিনাশন (২৭) যিনি ধর্ম্মের অধিনায়ক সেই দেব বিনায়কও আমারই আদেশ প্রতিপালন করিতেছেন। ব্রহ্মবিদ্‌গণ-চূড়ামণি যে দেব সেনাপতি (২৭) কার্ত্তিকেয় তিনিও স্বয়ম্ভূর আজ্ঞাপালনেই প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। মহর্ষি মরীচি প্রভৃতি যে সকল প্রজাপতি,

সৃজন্তি বিবিধং লোকমীশস্যৈব নিয়োগতঃ।
যা চ শ্রীঃসর্ব্বভূতানাং দদাতি বিপুলাং শ্রিয়ং ॥ ২৯ ॥
পত্নী নারায়ণস্যাসৌ বর্ত্ততে মদনুগ্রহাৎ।
বাচং দদাতি বিপুলাং যা চ দেবী সরস্বতী ॥ ৩০ ॥
সাপীশ্বরনিয়োগেন চোদিতা সম্প্রবর্ত্ততে।
যাশেষপুরুষান্ ঘোরান্ নরকাত্তারয়ত্যপি ॥ ৩১ ॥
সাবিত্রী সংস্মৃতা দেবী দেবাজ্ঞানুবিধায়িনী।
পার্ব্বতী পরমা দেবী ব্রহ্মবিদ্যা প্রদায়িনী ॥ ৩২ ॥
যাপিধ্যাতা বিশেষণ সাপি মদ্বচনানুগা।
যোঽনন্তো মহিমানন্তঃ শেষোঽশেষামরঃ প্রভুঃ ॥ ৩৩॥
দধাতি শিরসা লোকং সোঽপি দেবনিয়োগতঃ।
যোঽগ্নিঃ সম্বর্ত্তকো নিত্যং বড়াবরূপসংস্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥
পিবত্যখিলমম্ভোধিমীশ্বরস্য নিয়োগতঃ।
যে চতুর্দ্দশলোকঽস্মিন্ মানবাঃ প্রথিতৌজসঃ ॥ ৩৫ ॥

---

(২৮) তাহারাও ঈশ্বরেরই নিয়োগক্রমে বিবিধ লোক সৃষ্টি করিতেছেন। যে লক্ষ্মী সর্ব্ব ভূতেরই ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন (২৯) সেই নারায়ণ পত্নীও আমার অনুগ্রহেই উহাতে সমর্থ হইতেছেন। যে দেবী সরস্বতী উৎকৃষ্ট বাক্‌শক্তি প্রদান করেন, (৩০) তিনিও ঈশ্বরের আজ্ঞাক্রমেই উহাতে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। যিনি ঘোর দর্শন বিবিধ পাপীদিগকে নরক হইতে উদ্ধার করেন (৩১) সেই দেবী সাবিত্রীও ঈশ্বরেরই আজ্ঞা পালন করিতেছেন। ব্রহ্মবিদ্যা-প্রদায়িনী পরমা দেবী যে পার্ব্বতী (৩২) লোকে যাঁহাকে বিশেষ করিয়া ধ্যান করে, তিনিও আমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী। সর্ব্ব দেবের অধীশ্বর অনন্ত-মহিম যে অনন্ত দেব, (৩৩) তিনিও ঈশ্বরের নিয়োগ বশতঃ মস্তকে পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। নিয়ত বাড়বারূপে অবস্থিত যে সম্বর্ত্তক নামক অগ্নি (৩৪) ঈশ্বরেরই নিয়োগ ক্রমে তিনি নিখিল সমুদ্র পান করিতে-

পালয়ন্তি প্রজাঃ সর্ব্বাস্তেঽপি তস্য নিয়োগতঃ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা মরুতশ্চ তথাশ্বিনৌ ॥ ৩৬॥
অন্যাশ্চ দেবতাঃ সর্ব্বামচ্ছাসনমধিষ্ঠিতাঃ।
গন্ধর্ব্বা উরগা যক্ষাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যাশ্চ চারণাঃ ॥ ৩৭ ॥
ভূতরক্ষঃপিশাচাশ্চ স্থিতাঃ শাস্ত্রে স্বয়ম্ভুবঃ।
কলাকাষ্ঠানিমেষাশ্চ মুহূর্ত্তা দিবসাঃ ক্ষপাঃ ॥ ৩৮ ॥
ঋত্বব্দমাসপক্ষাশ্চ স্থিতাঃ শাস্ত্রে প্রজাপতেঃ।
যুগমন্বন্তরাণ্যেব মম তিষ্ঠন্তি শাসনে ॥ ৩৯ ॥
পরাশ্চৈব পরার্দ্ধাশ্চ কালভেদাস্তথাপরে।
চতুর্ব্বিধানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ৪০ ॥
নিয়োগাদেব বর্ত্তন্তে সর্ব্বাণ্যেব স্বয়ম্ভুবঃ।
পত্তনানি ন সর্ব্বাণি ভুবনানি চ শাসনাৎ ॥ ৪১ ॥
ব্রহ্মাণ্ডানি চ বর্ত্তন্তে সর্ব্বাণ্যেব স্বয়ম্ভুবঃ।
অতীতান্যপ্যসংখ্যানি ব্রহ্মাণ্ডানি মমাজ্ঞয়া ॥ ৪২ ॥

ছেন। লোকে বিখ্যাত ওজস্বী যে চতুর্দ্দশ মনু (৩৫) তাঁহারাও তাঁহারই আদেশানুসারে প্রজাদিগকে পালন করিতেছেন। আদিত্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমার (৩৬) এবং অন্যান্য দেবতাগণ সকলেই আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী। গন্ধর্ব্ব, উরগ, যক্ষ, সিদ্ধ, সাধ্য, চারণ (৩৭) ভূত, রাক্ষস ও পিশাচ সমস্তই স্বয়ম্ভুর শাসনাধীন। কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ, মুহূর্ত্ত, দিবস, রাত্রি, (৩৮) ঋতু, বৎসর, মাস এবং পক্ষ ও প্রজাপতির আদেশানুবর্ত্তী। যুগ এবং মন্বন্তর সকলও আমারই শাসনাধীনে অবস্থিতি করিতেছে।৩৯। পর পরার্দ্ধ ও অন্যান্য যে সমস্ত কালের অংশ চতুর্ব্বিধ প্রাণী স্থাবর অস্থাবর পদার্থ নিচয় (৪০) সমস্তই সয়ম্ভুর আদেশ প্রতিপালন করিতেছে। সমস্ত পত্তন এবং নিখিল ভুবনও (ঈশ্বরের) শাসনাধীন (৪১) সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডও স্বয়ম্ভুর

যশ্চৈতৎ শৃণুয়ান্ নিত্যং ভক্তিযুক্তো দৃঢ়ব্রতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৫৬ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পঠিতব্যো মনীষিভিঃ।
শ্রোতব্যশ্চাথ মন্তব্যো বিশেষাদ্‌ব্রাহ্মণৈঃ সদা ॥ ৫৭ ॥
ইত্যার্ষে রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অদ্ভুতো-
ত্তরকাণ্ডে শ্রীরাম হনূমৎসম্বাদো নাম
চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

ধ্যাত্বা হৃদিস্থং প্রণিপত্য মূর্দ্ধ্না
বদ্ধাঞ্জলির্ব্বায়ুসুতো মহাত্মা।
ওঙ্কারমুচ্চার্য্য বিলোক্য দেব-
মন্তঃশরীরের নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ১ ॥

সর্ব্বপাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন (৫৪) যিনি ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণদিগকে ইহা শ্রবণ করাইবেন; অথবা যিনি ইহার তাৎপর্য্য বিচার করিবেন, তিনিও পরম গতি প্রাপ্ত হইবেন (৫৫)।

যিনি দৃঢ়ব্রতাচারী হইয়া ভক্তিসহকারে ইহা নিত্য শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে যাইয়া পূজিত হন (৫৬)।

অতএব পণ্ডিতগণ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ, সর্ব্বপ্রযত্ন সহকারে সর্ব্বাবস্থাতে সর্ব্বসময়ে ইহা পাঠ শ্রবণ ও মনন করিবেন (৫৭)।

মহাত্মা পবননন্দন হনূমান্ ধ্যানযোগে দর্শন করিলেন, মহাত্মা অকুণ্ঠ-শক্তি রামচন্দ্র শরীর মধ্যে হৃদয়ের অতিগুপ্তস্থলে অবস্থিত

রামং মহাত্মানমকুণ্ঠশক্তিং
সনন্দমুখ্যৈঃ স্তুতমপ্রমেয়ম্।
তুষ্টাব চ ব্রহ্মময়ৈর্ব্বচোভিরভি-
রানন্দপূর্ণায়তমানসঃ সন্॥ ২॥
ত্বামেকমীশং পুরুষং প্রধানং
প্রাণেশ্বরং রামমনন্তযোগম্।
নমামি সর্ব্বান্তর সন্নিবিষ্টং
প্রচেতসং ব্রহ্মময়ং পবিত্রম্॥ ৩॥
পশ্যন্তি ত্বাং মুনয়ো ব্রহ্মযোনিং
শান্তা দান্তা বিমলং রুক্মবর্ণম্।
ধ্যাত্বাত্মস্থমচলং স্বে শরীরে
কবিং পরেভ্যঃ পরমং পরঞ্চ॥ ৪৪॥
ত্বত্তঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতিঃ
সর্ব্বাত্মসংক্তৈঃ পরমাণুভূতঃ।

রহিয়াছেন; সনন্দাদি (মহাযোগীগণ) তাঁহার স্তব করিতেছেন। তখন তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আনন্দপূর্ণ মানসে কৃতাঞ্জলিপুটে ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক বেদবাক্যে তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন (১, ২)।

(হনুমান কহিলেন) আপনি অদ্বিতীয় ও ঈশ্বর আপনি পুরুষ ও প্রধান, আপনি প্রাণসঞ্চারী অভিরাম, আপনি সকলের অভ্যন্তরবর্ত্তী প্রচেতা ব্রহ্মময় ও পবিত্র, আমি আপনাকে নমস্কার করি (৩) আপনি বেদের উৎপত্তিস্থান, আপনি বিমল ও স্থবর্ণপ্রভ, আপনি জ্ঞানময় ও পরাৎপর, স্বস্ব শরীর মধ্যে আপনাকে স্থিরভাবে অবস্থিত ধ্যান করিয়া শান্ত দান্ত যোগিগণ আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, (৪) জগতের উৎপত্তি (প্রকৃতি) আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়াং
স্ত্বামেব সর্ব্বং প্রবদন্তি সন্তঃ ॥ ৫ ॥
হিরণ্যগর্ব্ভো জগদন্তরাত্মা
ত্বত্তোধিজাতঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
স জায়মানো ভবতা বিসৃষ্টো
যথা বিধানং সকলং সসর্জ্জ ॥ ৬ ॥
তত্তো বেদাঃ সকলাঃ সংপ্রবৃত্তা-
স্তয়্যেবান্তে সংস্থিতং তে লভন্তে।
পশ্যামি ত্বাং জগতো হেতুভূতং
নৃত্যন্তং স্বে হৃদয়ে সন্নিবিষ্টম্ ॥ ৭ ॥
ত্বয়ৈবেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং
মায়াবী ত্বং জগতামেকনাথঃ।
নমামি ত্বাং শরণং চ প্রপদ্যে
যোগাত্মানং চিৎপতিং দিব্যনৃত্যম্ ॥ ৮ ॥

আপনি সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর পরমাণু *। আপনি অতি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, আপনি অতি স্থূল হইতে স্থূলতর। পণ্ডিতেরা আপনাকে সর্ব্বময় কহিয়া থাকেন (৫) আপনি হিরণ্যগর্ভ ও জগতের অন্তরাত্মা। পুরাণ পুরুষ † আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। উৎপত্তি লাভ পূর্ব্বক আপনা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াই তিনি যথাবিধানে নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন (৬) সমস্ত বেদই আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অন্তে সেই সমস্ত আপনাতেই বিনাশ হইবে। আমি দেখিতেছি, আপনি জগতের আদি কারণ আপনি আমার হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া

---

* পদার্থ সমুদায়ের অবিভাজ্য অতি সূক্ষ্ম অংশকে পরমাণু বিশেষ বা পারিমাণ্ডল্য কহে।

† পুরাণ পুরুষ ঈশ্বর, তিনিই মায়াযোগে সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছেন

পশ্যামি ত্বাং পরমাকাশমধ্যে
নৃত্যন্তং তে মহিমানং স্মরামি।
সর্ব্বাত্মানং বহুধা সন্নিবিষ্টং
ব্রহ্মানন্দমনুভূয়ানুভূয় ॥ ৯ ॥
ওঙ্কারস্তে বাচকো মুক্তিবীজং
ত্বামক্ষরং প্রকৃতৌ গূঢ়রূপম্।
তং ত্বাং সত্যং প্রবদন্তীহ সন্তঃ
স্বয়ংপ্রভং প্রভবতো যৎপ্রকাশম্ ॥ ১০ ॥
স্তুবন্তি ত্বাং সততং সর্ব্বদেবা
নমন্তি ত্বামৃষয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ।
শান্তাত্মনঃ সত্যসন্ধং বরিষ্ঠং
বিশন্তি ত্বাং যতয়ো ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ ॥ ১১ ॥

নৃত্য করিতেছেন (৭) আপনার নিয়োগেই ব্রহ্মাণ্ড চক্র ঘূর্ণিত হইতেছে। মায়া আপনারই শক্তি। আপনি জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। আপনি যোগময়, চিত্তাধিষ্ঠাতা আপনার নৃত্য অলৌকিক * আমি আপনার শরণাগত হইলাম (৮) আপনি পরমাত্মা, আমি আকাশ মধ্যে আপনাকে দর্শন করিতেছি। নৃত্যকালে আপনার যে মহিমা প্রাদুর্ভূত হয়, আমি তাহা স্মরণ করিতেছি। আপনি সকলের আত্মা ও বহুরূপী (যতই স্মরণ হইতেছে) আমি উত্তরোত্তর ততই ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতেছি (৯) মুক্তিবীজ ওঁকার আপনার বাচক। আপনি অক্ষয় আপনার স্বরূপ প্রকৃতিতে গুপ্ত। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, আপনি সত্য-স্বরূপ এবং আপনি স্বয়ংপ্রভ, যে হেতু প্রভাশীল পদার্থ আপনা হইতে প্রকাশশক্তি লাভ করে (১০) নিখিল

---

* ধ্যানকালে ব্রহ্মানন্দ সহ মানসের যে চঞ্চল ভাব বিশেষ তাহাকে নৃত্য কহে।

একো বেদো বহুশাখো হ্যনন্ত
স্ত্বামেবৈকং বোধয়ত্যেকরূপম্।
সম্বেদ্যং ত্বাং শরণং যে প্রপন্না
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥ ১২॥
ভবানীশোঽনিমাদিমাংস্তেজো রাশি
ব্রহ্মা বিশ্বং পরমেষ্ঠী বরিষ্ঠঃ।
আত্মানন্দঞ্চানুভূয়ানুশেতে
স্বয়ংজ্যোতির্ব্বচনো নিত্যমুক্তঃ॥ ১৩॥
একো দেবো ত্বং করোষীহ বিশ্বং
ত্বং পালয়স্যখিলং বিশ্বরূপঃ।
ত্বয্যেবান্তে বিলয়ং বিন্দতীদং
নমামি ত্বাং শরণং ত্বাং প্রপন্নঃ॥ ১৪॥
ত্বামেকমাহুঃ পরমঞ্চ রামং
প্রাণৈশ্চরস্তং হরিমিন্দ্রমীশম্।

দেবগণ নিয়ত আপনার স্তব করেন। নিষ্পাপ ঋষিগণ আপনাকে প্রণাম করেন, রাগাদি বিরহিত ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগিগণ আপনাতে প্রবিষ্ট হন (১১) একই বেদ বহু শাখা প্রযুক্ত অনন্ত, সমস্তই আপনাকে এক ও একরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করে। আপনিই (বেদের) প্রতিপাদ্য যাঁহারা আপনার শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহারাই অনন্ত শান্তি লাভ করিয়াছেন, অন্য ব্যক্তির সে শান্তি নাই (১২) আপনি ঈশ্বর! অনিমাদি আপনারই ঐশ্বর্য্য, আপনি তেজোরাশি, আপনি বিশ্ব, আপনি ব্রহ্মা, আপনি পরমেষ্ঠী, আপনি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। সাক্ষাৎ জ্যোতিস্বরূপ নিত্য মুক্ত ব্যক্তি আপনাকে আত্মানন্দ স্বরূপে অনুভব করিয়া শান্তি লাভ করেন (১৩) বিশ্বরূপী একমাত্র আপনিই বিশ্ব সৃজন ও পালন করেন। অন্তে ইহা আবার আপনাতে বিলীন হয়। আমি আপনাকে প্রণাম করিলাম;—আপনার শরণাগত হইলাম (১৪)

ইন্দুং মৃত্যুমমলঞ্চেকিতানং
ধাতারমাদিত্যমনেকরূপম্ ॥ ১৫ ॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং বিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষোত্তমোঽসি ॥ ১৬ ॥
ত্বমেব বিষ্ণুশ্চতুরাননস্ত্বং
ত্বমেব রুদ্রো ভগবানপীশঃ।
ত্বং বিশ্বনাভিঃ প্রকৃতিঃ প্রতিষ্ঠা
সর্ব্বেশ্বরস্ত্বং পরমেশ্বরোঽসি ॥ ১৭ ॥
ত্বামেকমাহুঃ পুরুষং পুরাণ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, এক মাত্র আপনিই অভিরাম ও পরম বস্তু; আপনি প্রাণসূত্রে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন আপনি হরি * আপনি ইন্দ্র, আপনি ঈশ্বর, আপনি চন্দ্র, আপনি মৃত্যু, আপনি নির্ম্মল, আপনি চেকিতান, ধাতা আদিত্য ও অনেকরূপী (১৫) আপনি অক্ষয় ও জ্ঞাতব্য পদার্থের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। আপনি এই বিশ্বের একমাত্র আধার। আপনার ক্ষয় নাই, আপনি চিরন্তন ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন। আপনি সনাতন পুরুষোত্তম (১৬) আপনিই বিষ্ণু, আপনিই চতুরানন ব্রহ্মা, আপনিই ভগবান রুদ্ররূপী মহেশ্বর। আপনি বিশ্বের নাভি, আপনি প্রকৃতি, আপনি প্রতিষ্ঠা † আপনি সর্ব্বেশ্বর পরমেশ্বর (১৭) একমাত্র আপনাকেই পুরাণ পুরুষ, আদিত্যবর্ণ, তমোগুণের পরবর্ত্তী, চিন্ময়, অব্যক্ত, অচিন্ত্য স্বরূপ,

* যিনি পাপাদি বা বিশ্ব সংসার হরণ করেন।

† প্রতিষ্ঠা স্বরূপ আপনাতে অখিল প্রতিষ্ঠিত আছে এই ভাব

চিন্মাত্রমব্যক্তমচিন্ত্যরূপং
খং ব্রহ্মশূন্যং প্রকৃতিং নির্গুণঞ্চ ॥ ১৮ ॥
যদন্তরা সর্ব্বমিদং বিভাতি
যদব্যয়ং নির্ম্মলমেকরূপম্।
কিমপ্যচিন্ত্যং তবরূপমেতৎ
তদন্তরা যৎপ্রতিভাতি তত্ত্বম্ ॥ ১৯ ॥
যোগেশ্বরং রূপমনন্তশক্তিং
পরায়ণং ব্রহ্মতনুং পবিত্রম্।
নমন্তি সর্ব্বে শরণার্থিন স্ত্বাং
প্রসীদ ভূতাধিপতে প্রসীদ ॥ ২০ ॥
ত্বৎপাদপদ্মস্মরণাদশেষং
সংসারবীজং বিলয়ং প্রয়াতি।
মনো নিয়ম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়াম্যেকরসং ভবন্তং ॥ ২১ ॥
নমোস্তু রামায় ভবোদ্ভবায়
কালায় সর্ব্বৈকহরায় তুভ্যম্।

আকাশরূপী ব্রহ্মময়, শূন্য, প্রকৃতি ও নির্গুণ কহিয়া থাকে (১৮) এই চরাচর বিশ্ব যাহাতে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা অক্ষয় নির্ম্মল ও একরূপ তাহা তোমারই অত্যাশ্চর্য্য অচিন্ত্য মূর্ত্তি ঐ মূর্ত্তির অভ্যন্তরে যাহা প্রকাশ পায় তাহাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ (১৯) আমরা আপনার শরণার্থী আপনার অনন্ত শক্তি সম্পন্ন একমাত্র আশ্রয়ীভূত, ব্রহ্মময় পবিত্র যোগেশ্বর রূপকে আমরা প্রণাম করিলাম, হে সর্ব্বভূতাধিপতে! আপনি প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন (২০) আপনার পাদপদ্ম স্মরণ করিলে, সংসার বন্ধনের সমস্ত কারণই লয় পায়। মন দমন ও কায় স্থির করিয়া আপনার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি আপনি অখণ্ড আনন্দময় (২১)।

নমোস্তু রামায় কপর্দ্দিনে তে
নমোঽগ্নয়ে দর্শয় রূপমগ্র্যম্ ॥ ২২ ॥
ততঃ স ভগবান্ রামো লক্ষণেন সহ প্রভুঃ।
সংহৃত্য পরমং রূপং প্রকৃতিস্থোঽভবৎ স্বয়ম্ ॥ ২৩ ॥
স তস্য স্তবমাকর্ণ্য বাতপুত্রস্য ধীমতঃ।
প্রাহ গম্ভীরয়া বাচা হনূমন্তং রঘূত্তমঃ ॥ ২৪ ॥
স্তোষ্যন্তি যেঽনয়া স্তুত্যা তে যাস্যন্তি পরাঙ্গতিং।
স্থিরোভব হনূমং ত্বং কার্য্যমৌপয়িকং কুরু ॥ ২৫ ॥
ইত্যার্ষে শ্রীরামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অদ্ভুতোত্তরকাণ্ডে হনূমৎকৃতস্তবরাজো
নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

বিশ্বের উৎপত্তি কারণ, সর্ব্ব সংহার কালরূপী রামচন্দ্রকে নমস্কার। মহেশ মূর্ত্তি ও অগ্নিরূপী রামকে নমস্কার। এক্ষণে আপনি আমাকে আপনার মনোহর মূর্ত্তি প্রদর্শন করুন (২২)।

অনন্তর ভগবান্ রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত সেই আশ্চর্য্য মূর্ত্তি সংহার করিয়া নিজ স্বাভাবিক মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। (২৩) রঘুশ্রেষ্ঠ রাম ধীমান পবন নন্দনের স্তব শ্রবণ করিয়া গম্ভীর বাক্যে কহিলেন, (২৪) হনূমান! যে ব্যক্তি এই স্তুতি দ্বারা আমার স্তব করিবেন, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে তুমি স্থির হও। সময়োচিত কার্য্য সাধন কর। (২৫)

ষোড়শঃ সর্গঃ।

—:*:—

রামঃ প্রত্যাহ চ পুনর্হনূমন্তং মহাদ্যুতিম্।
রক্ষসা মে হৃতা ভার্য্যা রাবণেন দুরাত্মনা ॥ ১ ॥
সুগ্রীবেণ সমং সখ্যং কারয়াদ্য প্লবঙ্গব।
হসিত্বা মধুরং বীরো হনূমানব্রবীদ্বচঃ ॥ ২ ॥
তব ভার্য্যা মহাভাগ রাবণেন হৃতেতি যৎ।
বিশ্বং যথেদমাভাতি তথেদং প্রতিভাতি মে ॥ ৩ ॥
তথাপি প্রভুনাদিষ্টং কার্য্যমেব হি কিঙ্করৈঃ।
ইত্যুক্ত্বা হনুমাং স্তূর্ণং প্রসন্নেনান্তরাত্মনা ॥ ৪ ॥
আরোপ্য স্কন্ধয়োর্বীরৌ সুগ্রীবান্তিকমানয়ৎ।
তৌ দৃষ্ট্বা পুরুষব্যাঘ্রৌ সুগ্রীবো বানরোত্তমঃ ॥ ৫ ॥
বালিনং তং জিতং মেনে প্রাপ্তাং মেনেরুমাং স্ত্রিয়ম্।
সখ্যঞ্চকার রামেণ দিষ্ট্যাদিষ্ট্যেতি চাব্রবীৎ ॥ ৬ ॥

মহাদ্যুতি রামচন্দ্র পুনর্ব্বার হনূমানকে কহিলেন, দুরাত্মা রাবণ রাক্ষস আমার ভার্য্যা হরণ করিয়াছে। (১) প্লবঙ্গম! তুমি আজ সুগ্রীবের সহিত আমার মিত্রতা করিয়া দেও। তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া মহাবীর হনুমান কহিলেন (২) মহাভাগ! আপনার ভার্য্যাকে রাবণ হরণ করিয়াছে, এই ব্যাপার আমার বিশ্বের ন্যায় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। (৩) যাহা হউক্, প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করা কিঙ্করের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কথা বলিয়া হনুমান্ প্রসন্নচিত্তে সত্বর (৪) মহাবীর (রাম লক্ষ্মণকে) স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া—সুগ্রীবের সমীপে উপস্থাপিত করিলেন। সেই দুই পুরুষসিংহকে দর্শন করিয়া বানর রাজ সুগ্রীব (৫) মনে করিলেন যেন তিনি বালি-বধ ও ভার্য্যা উমাকে লাভ করিয়াছেন। অনন্তর তিনি মিত্রতা সংস্থাপন করিলেন এবং বারম্বার বলিতে লাগিলেন, কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! (৬)

বালিনো বিলয়ং কৃত্বা রাজ্যন্তস্মৈ নিবেদ্য চ।
নানাদেশ্যান্ বানরাংশ্চ আনায্য রঘুনন্দনৌ ॥ ৭ ॥
হনূমদঙ্গদারূঢ়ৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষণৌ।
সিন্ধোস্তটং তৌ যযতুঃ সুগ্রীবেণ সহ প্রভুঃ ॥ ৮ ॥
পারে সমুদ্রং লঙ্কাঞ্চ নিরূপ্য স রঘুত্তমঃ।
বানরা হি যথা যান্তি লঙ্কাং লক্ষ্মণ তৎ কুরু ॥ ৯ ॥
রামস্য বচনং শ্রুত্বা সমুদ্রং প্রাহ লক্ষ্মণঃ।
সিন্ধোত্বং স্তম্ভয়াত্মানং যথা যাস্যন্তি বানরাঃ ॥ ১০ ॥
সিন্ধুস্তু প্রভুনাদিষ্টং ন শুশ্রাব যদা তদা।
লক্ষ্মণঃ ক্রোধসন্দীপ্তঃ পপাতাব্ধে র্জলান্তরে ॥ ১১ ॥
তদ্দেহবহ্নিশিখয়া শুশোষ জলধে র্জ্জলম্।
যাদাংসি স্থলভাঞ্জি স্যু র্দ্দেবা ভীতা দিশোঽদ্রবন্ ॥১২॥

পশ্চাৎ দুই ভ্রাতা রঘুনন্দন রামচন্দ্র ও লক্ষণ বালি-বধ ও সুগ্রীবকে রাজ্যদান করিয়া নানা দেশ হইতে বিস্তর বানর আনাইয়া (৭) হনূমান ও অঙ্গদের স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক সুগ্রীব সমভিব্যাহারে সিন্ধু তীরে উপস্থিত হইলেন, (৮) এবং লঙ্কা সিন্ধুর পর পারে অবস্থিত জানিয়া রঘুত্তম কহিলেন, লক্ষ্মণ! বানরেরা যাহাতে (লঙ্কায়) যাইতে পারে তাহার উপায় কর। (৯) রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ সমুদ্রকে কহিলেন, সিন্ধো! তুমি আত্মা স্তম্ভিত কর, কারণ বানরেরা পার হইবে। (১০) কিন্তু সিন্ধু যখন আদেশ পালন করিলেন না, তখন মহাবীর্য্যশালী লক্ষ্মণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া জল মধ্যে পতিত হইলেন। (১১) তদীয় দেহের অনল শিখায় জলধির জল শুষ্ক হইতে লাগিল। জলজন্তু সকল স্থলে পতিত হইল এবং দেবগণ ভীত হইয়া দশদিকে ধাবিত হইলেন। (১২) সেই অতশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া বানরগণ বিস্মিত হইল। চরাচর নিখিল জীব হাহাকার করিতে লাগিল। (১৩) সর্ব্বভূত ও ঋষিগণ কহিতে

তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং বানরা বিস্ময়ং গতাঃ।
হাহাকারং প্রচক্রু স্তে সর্ব্বে লোকাশ্চরাচরাঃ ॥ ১৩ ॥
ঋষয়ো ভূতসঙ্ঘাশ্চ স্বস্তি স্বস্তীতি চাব্রুবন্।
রাঘবো লক্ষণং প্রাহ নৈতদ্যুক্তং ত্বয়া কৃতম্ ॥১৪॥
পুনরেনং পূরয়ামি সীতাবিরহজেন বৈ।
অশ্রুণেতি প্রতিজ্ঞায় তত্তথা পূরয়ৎ প্রভুঃ ॥ ১৫ ॥
রামোপরি তদাকাশাৎ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত হ।
লোকাশ্চ সুস্থিতা আসন্ চিন্তয়িত্বা পুনঃ প্রভুঃ ॥ ১৬ ॥
সিন্ধুনা সংস্তুতো রামঃ সেতুং সিন্ধৌ ববন্ধ হ।
লঙ্কায়াং রাবণং হত্বা সগণো মধুসূদনঃ ॥ ১৭ ॥
আরোপ্য পুষ্পকে সীতাং বিভীষণসহায়বান্।
অযোধ্যামাগমদ্রামঃ সুগ্রীবহনুমদাদিভিঃ ॥ ১৮ ॥
আনন্দে র্যোজয়ামাস ভ্রাতৃন্ মাতৃশ্চ বান্ধবান্।
রাজা সর্ব্বস্য লোকস্য প্রজানামনুরঞ্জনঃ ॥ ১৯ ॥

লাগিলেন, স্বস্তি স্বস্তি। তখন রাঘব লক্ষ্মণকে কহিলেন, একার্য্য করা তোমার উচিত হয় নাই। (১৪) ভাল, আমি সীতা বিরহজনিত অশ্রু দ্বারা ইহাকে পুনর্ব্বার পূরণ করিতেছি। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রভু উহাকে পুনর্ব্বার পরিপুর্ণই করিলেন। (১৫) তখন রামচন্দ্রের উপর আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল; লোক সকলও সুস্থির হইল। প্রভু-রামচন্দ্র পুনর্ব্বার চিন্তা করিয়া এবং সিন্ধু কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া সিন্ধুতে সেতুবন্ধন করিলেন। পরে লঙ্কায় সগণে রাবণকে বিভীষণ সাহায্যে বিনাশ করিয়া মধুসূদন সীতাকে বিমানে আরোহণ করাইয়া সুগ্রীব ও হনুমান প্রভৃতি বানরাদি সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক। (১৬, ১৭, ১৮) ভ্রাতা, মাতা ও বন্ধু বান্ধবদিগকে আনন্দিত করিলেন এবং সর্ব্বলোকের রাজা হইয়া প্রজা রঞ্জন করিতে লাগিলেন। (১৯)

রামং রাজানমাসাদ্য তির্য্যঞ্চোঽপি নভস্তলে।
ববর্ষুর্জ্জলদা কালে পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত চ ॥ ২০ ॥
ইত্যার্ষে শ্রীরামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদি কাব্যে
অদ্ভুতোত্তরকাণ্ডে শ্রীরামরাজ্যোপলম্ভনং.
নাম ষোড়শঃ সর্গঃ।

সপ্তদশঃ সর্গঃ।

-ঃ*ঃ-

প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য রাক্ষসানাং ক্ষয়ে কৃতে।
আজগ্মুর্ম্মুনয়স্তত্র রাঘবং প্রতিনন্দিতুম্ ॥ ১ ॥
বিশ্বামিত্রো যবক্রীতো রৈভ্যশ্চ্যবন এব চ।
কণ্বশ্চ মুনিশার্দ্দুলো যে পূর্ব্বাং দিশমাশ্রিতাঃ ॥ ২ ॥
স্বস্ত্যাত্রেয়শ্চ নমুচো বিমুচোঽগস্ত্য এব চ।
আজগ্মুর্ম্মুনয়স্তত্র যে শ্রিতাঃ দক্ষিণাং দিশং ॥ ৩ ॥

রামকে রাজা পাইয়া আকাশবিহারী পক্ষীগণও আনন্দিত হইল। মেঘ সকল যথাকালে বর্ষণ করিতে লাগিল এবং রাজ্যে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। (২০)

রাক্ষসকুল ধ্বংসের পর রাম রাজত্ব প্রাপ্ত হইলে, মুনিগণ রাঘবকে অভিনন্দন করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। (১) পূর্ব্বদিক্‌বাসীবিশ্বামিত্র, যবক্রীত, রৈভ্য, চ্যবন ও মুনি শার্দ্দূল কণ্ব (২) দক্ষিণদিগ্‌বাসী স্বস্তি, আত্রেয়, নমুচ, বিমুচ ও অগস্ত্য (৩) পশ্চিম-

উপগুঃ কামঠো ধুম্রো রৌদ্রাশ্বো মুনিপুঙ্গবঃ ।
আজগ্মুর্ম্মুনয়স্তত্র যে প্রতীচীং শ্রিতা দিশম্‌ ॥ ৪ ॥
শিষ্যোপশিষ্যসহিতা বশিষ্ঠপ্রমুখর্ষয়ঃ ।
আজগ্মুর্হি মহাত্মান উত্তরাং দিশমাশ্রিতাঃ ॥ ৫ ॥
প্রাপ্যতে তৈর্ম্মহাত্মানো রাঘবস্য নিবেশনম্‌ ।
গৃহীত্বা ফলমূলানি হুতাশসমবিগ্রহাঃ ॥ ৬ ॥
রাঘবং প্রতিনন্দ্যাথ বিবিশুঃ পরাসনে ।
রাঘবশ্চ মহাতেজাঃ সীতয়া সহ সুব্রত ॥ ৭ ॥
ভ্রাতৃভির্ম্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং পৌরৈঃ শ্রেণিমুখৈস্তদা ।
বিনীত উপসঙ্গম্য পূজয়ামাস তান্‌ মুনীন্‌ ॥ ৮ ॥
অগস্ত্যপ্রমুখা বিপ্রা দিষ্ট্যাদিষ্ট্যেতি চাব্রবীৎ ।
রাঘবং প্রশশংসুস্তে মুনয়ো বাগ্মিদাম্বরাঃ ॥ ৯ ॥
ত্বং হি দেবো জগন্নাথো জগতামুপকারকঃ ।
রাবণস্য সপুত্রস্য সামাত্যস্য বধাৎপ্রভো ॥ ১০ ॥

দিগবাসী উপগু, কমঠ, ধূম্র ও মুনিপুঙ্গব রৌদ্রাশ্ব, (৪) এবং উত্তর-দিগবাসী শিষ্য ও উপশিষ্য সহিত বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। (৫)

ঐ সমস্ত পাবক প্রতিম মহাত্মাগণ ফল মূল গ্রহণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রের আলয়ে আগমন পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে অভিনন্দন করিয়া পবিত্র আসনে উপবেশন করিলেন। সীতা সহিত মহাতেজা রামচন্দ্র (৬) ভ্রাতৃগণ মন্ত্রিগণ, পৌরগণ ও শ্রেণি মুখ্য প্রজাগণ সমভিব্যাহারে বিনীত ভাবে সমীপবর্ত্তী হইয়া ঐ সমস্ত মুনিদিগের পূজা করিলেন। (৭। ৮) বাগ্মিপ্রবর অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ কি সৌভাগ্য কি সৌভাগ্য বলিয়া রামচন্দ্রের প্রশংসা করতঃ কহিতে লাগিলেন (৯) দেব ! আপনিই জগতের অধিপতি ও উপকারক। প্রভো সপুত্র রাবণের

জগদেতন্মহাবাহো পুন র্জ্জাতমিবাভবৎ।
ন রাবণাদভ্যধিকো দৃষ্টো লোকক্ষয়ংকরঃ॥ ১১॥
দশাস্যৈ র্দশদিক্ কার্য্যমাজ্ঞাপয়তি রাক্ষসঃ।
স দশাস্যো হতো রাম দিষ্ট্যা চ জগদুদ্ধৃতম্॥ ১২॥
ভগবানসি ভূপাল ব্রহ্মণাভ্যর্থিতঃ পুরা।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষঃ শ্যাম আজানুবাহুকঃ॥ ১৩॥
অযোধ্যায়াং প্রাদুরভূরীক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ।
ত্বদ্দর্শনান্মহাবাহো নির্বৃতাঃ স্মো বয়ং প্রভো॥ ১৪॥
তপশ্চরামঃ সহিতাস্ত্বৎপ্রসাদাদ্ বনে বনে।
কিন্তু সীতা মহাদেবী প্রাপ দুঃখং মহৎ প্রভো॥১৫॥
তদেব স্মর্য্যমাণং সৎচিত্তমুদ্ঘট্টয়েদ্ধিনঃ।
এবমুক্তে তু মুনিভিঃ সানুক্রোশং পুনঃ পুনঃ॥ ১৬॥
জহাস মধুরং সাধ্বী সীতা জনকনন্দিনী।
উবাচ সুস্মিতং দেবী মুনীনাং মিতভাষিণী॥ ১৭॥

বিনাশে (১০) বিশ্বের যেন পুনর্ব্বার উৎপত্তি হইল রাবণ অপেক্ষা অধিলোক ক্ষয় কর আর কাহাকেও দেখা যায় নাই। (১১) রাক্ষস দশানন দশদিগের সর্ব্ব ভূতকে আজ্ঞানুবর্ত্তী করিয়া রাখিয়াছিল রাম! সৌভাগ্য ক্রমেই সেই দশানন নিহত ও জগৎ উদ্ধৃত হইয়াছে। (১২) ভূপাল! আপনি ভগবান্! পূর্ব্বে ব্রহ্মার প্রার্থনীয়, আপনি পদ্মপলাশলোচন আজানুলম্বিতবাহু (১৩) রঘুকুলনন্দন (রামচন্দ্র হইয়া) অযোধ্যায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হে মহাবাহো! আপনাকে দর্শন করিয়া আমাদিগের সর্ব্বসন্তাপ দূরীভূত হইয়াছে। (১৪) রাম! আমরা আপনার প্রভাবেই স্ব স্বতপোবনে তপশ্চরণ করিতে সমর্থ হইতেছি। কিন্তু প্রভো! মহাদেবী সীতা দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। (১৫) ঐ দুঃখ স্মরণ করিয়া আমাদিগের চিত্ত বিঘট্টিত হইতেছে। মুনিগণ সকরুণ ভাবে বার বার এই কথা কহিলে (১৬)

মুনয়ো যদ্যদুক্তং হি রাবণস্য বধং প্রতি।
পরিহাস ইবাভাতি প্রশংসনমিদং দ্বিজাঃ॥ ১৮॥
রাবণো হি দুরাচারঃ সত্যমেব ন সংশয়ঃ।
দশভির্ব্বদনৈ র্বীরো জগদুদ্বেজকো হি সঃ॥ ১৯॥
দশাস্যস্য বধো বিপ্রা ন প্রশংসামিহার্হতি।
এতৎশ্রুত্বা তু মুনয়ো বিস্ময়ং পরমঙ্গতাঃ॥ ২০॥
কিমেতদিতি হোচুস্তে পরস্পরমুখেক্ষণাঃ।
অযোনিসম্ভবা সীতা কাকুৎস্থকুলমাস্থিতা॥ ২১॥
অস্মানপি জহাসেয়ং কিমেতন্নৈব বিদ্মহে।
তৎশ্রুত্বা বচনং তেষাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাং॥২২॥
সীতা ভীতা প্রণম্যোচে কৃতাঞ্জলিপুটা সতী।
পৃথক্‌জনেব মুনয়ো নাহমনৃতভাষিণী॥ ২৩॥

মিতভাষিণী সাধ্বী জনক নন্দিনী সীতা দেবী ঈষৎ হাস্য করিয়া মুনিদিগকে কহিলেন (১৭) মুনিগণ আপনারা রাবণ বধ বিষয়ে যে প্রশংসা করিলেন, আমার বোধ হইতেছে যে,আপনারা যেন পরিহাস করিলেন। (১৮) রাবণ যে দুষ্টচারী ছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সেই দশবদন মহাবীর সত্যই জগৎ উৎত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। (১৯) কিন্তু বিপ্রগণ! সেই দশাস্যের সংহারে কোন প্রশংসাই নাই। এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনিগণ অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া (২০) পরস্পরের মুখাবলোকন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, এ কি? সীতা অযোনি সম্ভবা, তাহাতে আবার ইক্ষাকু বংশে পরিণীতা হইয়াছেন। (২১) ইনিও আমাদিগকে উপহাস করিতেছেন, ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ঐ সমস্ত তপঃসিদ্ধ তাপসগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া (২২) সাধ্বী সীতা ভীতা হইয়া কহিলেন, মুনিগণ! ইতর জনের ন্যায় আমি মিথ্যাবাদিনী নহি।

যদি চাজ্ঞাপয়থ মাং তদা বক্ষ্যামি চাদিতঃ।
অগস্ত্যপ্রমুখা বিপ্রাঃ সীতায়া বিনয়ান্বিতং ॥ ২৪ ॥
আকর্ণ্য বচনং প্রীতাঃ প্রোচুস্তে কথ্যতামিতি।
ততঃ সীতা মহাভাগা প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ২৫ ॥
পতিং মুনীন্ দেবরাংশ্চ মন্ত্রিণঃ শ্রেণিমুখ্যকান্।
বিনয়েনাভ্যনুজ্ঞাপ্য পূর্ব্ববৃত্তান্তমাদরাৎ ॥ ২৬ ॥
পূর্ব্বং বিবাহাৎ মুনয়ো যদাসং পিতৃমন্দিরে।
তদৈকোঽতিথিরূপেণ ব্রাহ্মণঃ সমুপাগতঃ ॥ ২৭ ॥
আগত্য পিতরং মহ্যং সমুবাচ দ্বিজোত্তমঃ।
চতুরো বার্ষিকান্মাসান্ স্থাস্যামি তব মন্দিরে ॥ ২৮ ॥
যদি সেবাপরোসি ত্বং ভবস্যমরসন্নিভঃ।
জনকো মৎ পিতা বিপ্রা দ্বিজভক্তিপরায়ণঃ ॥ ২৯ ॥
ব্রাহ্মণং বাসয়ামাস নানা ভক্ষ্যং সমাদিশৎ।
অহঞ্চ তস্য সেবায়ৈ নিযুক্তা ধর্ম্মভীরুণা ॥ ৩০ ॥

---

(২৩) আপনারা যদি আজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আমি আদ্যোপান্ত উল্লেখ করি। অগস্ত্য প্রভৃতি তাপসগণ সীতার বিনীত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক (২৪) সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৃত্তান্ত কি বল।

অনন্তর মহাভাগ সীতা পতি, মুনিগণ, দেবরগণ মন্ত্রিগণ ও প্রধান প্রধান শ্রেণিগণের অনুমতি লইয়া শ্রদ্ধাসহকারে পূর্ব্ববৃত্তান্ত উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (২৫। ১৬)

মুনিগণ! বিবাহের পূর্ব্বে আমি যখন পিত্রালয়ে ছিলাম, তখন এক ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে আমার পিতৃ ভবনে আগমন করিয়াছিলেন (২৭) "সেই দ্বিজোত্তম আগমন করিয়া আমার পিতাকে কহিলেন হে দেবশঙ্কাশ! যদি তুমি আমার সেবা করিতে সক্ষম হও তাহা হইলে আমি বর্ষার চারি মাস তোমার গৃহে যাপন করিব। হে মহর্ষিগণ! দ্বিজভক্তি পরায়ণ মদীয় পিতা জনক (২৮, ২৯) ঐ

যথা যথাজ্ঞাপয়তি দ্বিজঃ স পরমার্থবিৎ।
তথা হ্যকরবং তস্য রাত্রিন্দিবমতন্দ্রিতা॥ ৩১॥
নানাতীর্থাভিগমনং কৃতং তেন মহাত্মনা।
তত্রোপেত্য কথাশ্চিত্রাঃ শ্রাবয়ামাস মাং দ্বিজঃ॥ ৩২॥
সেবয়া মম ধৈর্য্যেণ চানুকূল্যেন তর্পিতঃ।
কদাচিৎ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠঃ প্রিয়ভাষী যদাত্থ মাং॥ ৩৩॥
তদহমভিধাস্যামি শৃণুত দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
একদা প্রাতরুত্থায় কৃতমৈত্রঃ কৃতাহ্নিকঃ॥ ৩৪॥
সীতে ইতি সমাভাষ্য প্রবক্তুমুপচক্রমে।
শৃণু সীতে ময়া দৃষ্টমাশ্চর্য্যং কমলাননে॥ ৩৫॥
দধিমণ্ডোদকাব্দেশ্চ পরঃ স্বাদূদকোঽব্ধিকঃ।
পুষ্কর দ্বীপমাবৃত্য বর্ত্ততে বলয়াকৃতিঃ॥ ৩৬॥

ব্রাহ্মণকে স্বগৃহে বাস করাইলেন এবং নানা ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান করিলেন। ধর্ম্মভীরু পিতা আমাকেও তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন (৩০) সেই পরম জ্ঞানী ব্রাহ্মণ যখন যে আজ্ঞা করেন, আমি দিবা নিশি সতর্ক হইয়া তাহাই সম্পাদন করি। (৩১) সেই মহাত্মা নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। আমাদিলের গৃহে আগমন করিয়া তিনি বিবিধ অদ্ভুত উপন্যাস কহিতে লাগিলেন। (৩২) আমার সেবা ও ধৈর্য্যে সন্তুষ্ট প অনুকূল হইয়া ঐ প্রিয়ভাষী বিপ্র-শ্রেষ্ঠ একদা আমাকে যাহা কহিয়াছিলেন (৩৩) আমি তাহা বর্ণন করিতেছি, মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা শ্রবণ করুন। একদা প্রাতঃ-কালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য ও আহ্নিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া (৩৪) (ঐ দ্বিজোত্তম) সীতে বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, কমল বদনেসীতে! আমি এক অত্যাশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছিলাম বলি-তেছি, শ্রবণ কর। (৩৫) দধি সাগরের পর স্বাদূদক নামা সমুদ্র পুষ্কর দ্বীপবেষ্টন পূর্ব্বক, বলয়াকারে অবস্থিতি করিতেছে। (৩৬)

পুষ্করং পুষ্করে দৃষ্টং মহাবহ্নিশিখোজ্জ্বলম্।
পত্রাযুতাযুতযুতং ব্রহ্মণঃ পরমাসনম্ ॥ ৩৭ ॥
তদ্দ্বীপবর্ষয়োর্ম্মধ্যে মানসোত্তমরসংজ্ঞকঃ।
মর্য্যদা পর্ব্বতোদৈর্ঘ্যে চায়ামেঽযুতযোজনঃ ॥ ৩৮ ॥
তৎশৈলস্য চতুর্দ্দিক্ষু ইন্দ্রাদীনাং পুরাণি হি।
ক্রীড়ার্থং নির্ম্মতান্যেষাং মহান্তি বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৩৯ ॥
সুমালী রাক্ষসশ্রেষ্ঠো কৈকষী নাম তৎসুতা।
মুনে র্ব্বিশ্রবসঃ পত্নী সাসূত রাবণদ্বয়ম্ ॥ ৪০ ॥
একঃ সহস্রবদনো দ্বিতীয়ো দশবক্ত্রকঃ।
জন্মকালে সুরৈরুক্তমাকাশে রাবণদ্বয়ম্ ॥ ৪১ ॥
লোকানাং রাবণাজ্জাতং নাম যৌগিকমেতয়োঃ।
কনিষ্ঠো দশকণ্ঠোঽয়ং শিতিকণ্ঠপ্রসাদতঃ ॥ ৪২ ॥

পুষ্কর দীপে অগ্নিশিখাসঙ্কাশ অযুত অযুত পত্র সম্পন্ন যে পদ্ম আছে, আমি আহাও দর্শন করিয়াছি, উহা ব্রহ্মার আসন (৩৭)।

যাহা হউক, ঐ দ্বীপ ও বর্ষের মধ্যে নানসোত্তর নামে এক সীমা পর্ব্বত আছে, উহা দীর্ঘ প্রস্থে অযুত যোজন বিস্তৃত। (৩৮) ঐ পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রাদিদিক্‌পাল ও আকাশ (দেবাদির) বিহারের নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্মা অতি প্রশস্ত আলয় সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন (৩৯)।

সুমালী নামক রাক্ষসরাজের কন্যা বিশ্রবা মুনির ভার্য্যা কৈকষী দুই রাবণকে প্রসব করিয়াছিলেন। (৪০) এক জনের সহস্র বদন, আর এক জনের দশ বদন। জন্ম সময়ে আকাশে দেবগণ ঐ দুই রাবণকে উদ্দেশ করিয়াছিলেন (৪১) ত্রিলোক শব্দিত করিয়া ইহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই জন্য অর্থানুসারে উহাদিগের নাম রাবণ হইল। সীতে! উহাদিগের কনিষ্ঠ দশবদন নীল কণ্ঠের

লঙ্কামধিবসত্যেষ ধনদেন বিনির্ম্মিতাম্।
ব্রহ্মণো বরদানেন ত্রিলোকীমবমন্যতে ॥ ৪৩ ॥
জ্যেষ্ঠঃ সহস্রবদনো রাবণো লোকরাবণঃ।
স্বাভাবিকবলেনাসৌ পুষ্করদ্বীপমাশ্রিতঃ ॥ ৪৪ ॥
বিনাপি তপসা বীরো বিনা মন্ত্রৌষধেন চ।
জগদুন্মূলনে শক্তঃ স্ববাহুবলমাশ্রিতঃ ॥ ৪৫ ॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ গৃহ্য ক্রীড়েৎ কন্দুকলীলয়া।
কুলাচলান্ সমুদ্‌গৃহ্য কন্দুকং ক্রীড়তে হি সঃ ॥ ৪৬ ॥
মানসোত্তরশৈলস্য চতুর্দ্দিক্ষু পুরাণি চ।
আচ্ছিদ্য সংগৃহীতানি দিগীশানাং মহাত্মনাং ॥ ৪৭ ॥
তত্রৈব রমতে রাজা মাতামকুলৈঃ সহ।
তত্রৈন্দ্রীয়া পুরী রম্যা স স্বয়ং তত্র তিষ্ঠতি ॥ ৪৮ ॥
অন্যান্যেভ্যশ্চ এবাদাৎ মন্ত্রিভ্যো রাক্ষসাধিপঃ।
বিশেষতোঽলঙ্কৃতা সা পুরী পরমদুর্লভা ॥ ৪৯ ॥

প্রসাদে (৪২) কুবের বিনির্ম্মিত লঙ্কাতে বাস করিতেছে। ব্রহ্মার নিকটে বর লাভ করিয়া সে ত্রিলোকমধ্যে কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না। (৪৩) ত্রিলোকভয়ঙ্কর সহস্রবদন জ্যেষ্ঠ রাবণ সবলে পুষ্কর দ্বীপ অধিকার করিয়া আছে। (৪৪) সেই মহাবীর তপস্যা বা মন্ত্রৌষধি ব্যতীত নিজের বাহুবলেই জগৎ উন্মূলিত করিতে পারে। (৪৫) চন্দ্র সূর্য্য লইয়া কন্দুক ক্রীড়া করিয়া থাকে। (৪৬) মানসোত্তর পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকবর্ত্তী মহাত্মা লোকপালদিগের পুরী সকল কাড়িয়া লইয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। (৪৭) রাজা মাতামহবংশীয়-দিগের সহিত ঐ স্থানে বিহার করিতেছে। ঐ স্থানে ইন্দ্রের যে মনোরম পুরীছিল, সে তাহাতেই বসতি করিয়াছে। রাক্ষসরাজ অন্যান্য পুরীসকল নিজ মন্ত্রিদিগকে দান করিয়াছে। তাহার নিজের

জগতাং সারমাকৃষ্য যথাস্থানং সুমণ্ডিতা।
চম্পকাশোকমন্দারকদলীপ্রিয়কার্জ্জুনৈঃ ॥ ৫০ ॥
পাটালাশোকজম্বুভিঃ কোবিদারৈশ্চ চন্দনৈঃ।
পনসৈঃ শালতালৈশ্চ তমালৈর্দ্দেবদারুভিঃ ॥ ৫১ ॥
বকুলৈঃ পারিজাতৈশ্চ কল্পবৃক্ষৈরলঙ্কতা।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্বৃক্ষৈঃ সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোজ্জ্বলৈঃ ॥ ৫২ ॥
দিব্যগন্ধরসৈ র্দ্দিব্যৈঃ সর্ব্বর্ত্তুফলসংযুতৈঃ।
ভ্রমরৈঃ কোকিলৈ র্নানাবর্ণপক্ষিভিরুজ্জ্বলা ॥ ৫৩ ॥
শাতকৌম্ভময়ৈঃ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিদগ্নিশিখোপমৈঃ।
নীলাঞ্জননিভৈশ্চান্যৈঃ শোভিতা বনপাদপৈঃ ॥ ৫৪ ॥
দীর্ঘিকাঃ সন্তি বহুধা জলপূর্ণা মহোদয়াঃ।
মহার্হমণি সোপানাঃ স্ফাটিকান্তরকুট্টিমাঃ ॥ ৫৫ ॥
ফুল্লপদ্মোৎপলবনাশ্চক্রবাক্যোপশোভিতাঃ।
দাত্যুহগণসংঘুষ্টা হংসসারস নাদিতাঃ ॥ ৫৬ ॥

পরম দুর্ল্লভপুরী সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্টরূপে সমলঙ্কৃত। (৪৯) জগতের সারোদ্ধার করিয়া যথাস্থানে উহাকে ভূষিত করা হইয়াছে। চম্পক, অশোক, মদার, কদলী, প্রিয়ক, অর্জ্জুন, পাটল, আমলকী, জম্বু, কোবিদার, চন্দন, পনস, শাল, তাল তমাল, দেবদারু, বকুল, পারিজাত, কল্পবৃক্ষ ও সর্ব্ব ঋতুতেই ফলোৎপাদক অন্যান্য বিবিধ বৃক্ষে অলঙ্কৃত হইয়া আছে। ভ্রমর কোকিল ও নানা বর্ণের পক্ষী উহাকে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে (৫০, ৫১, ৫২, ৫৩) কোথাও সুবর্ণময় কোথাও অগ্নিশিখাসমুজ্জ্বল কোথাও নীলাঞ্জলসন্নিভ উৎকৃষ্ট বৃক্ষ সকল শোভা সম্পাদন করিতেছে (৫৪) নানা স্থানে জলপূর্ণ দীর্ঘিকা সকল শোভিত রহিয়াছে। উহাদিগের সোপান সমস্ত বহুমূল্য মণিময় ও অন্তর কুট্টিম সকল স্ফটিকময়। (৫৫) সকলেতেই কমল বন প্রস্ফুটিত হইয়া আছে এবং চক্রবাক, দাত্যুহ ও সারস পক্ষী সকল

তত্র তত্র বনোদ্দেশা বৈদূর্য্যমণিসন্নিভাঃ।
শাদ্বলৈঃ পরমোপেতাঃ সুখার্থমুপকল্পিতা ॥ ৫৭ ॥
সর্ব্বর্ত্তু সুখদা রম্যাঃ পুংস্কোকিলকলৈর্ব্বরাঃ।
যে বৃক্ষা নন্দনেঽতিষ্ঠন্ যে চৈত্ররথে স্থিতাঃ ॥ ৫৮ ॥
মন্দরেঽন্যেষু শৈলেষু যে বৃক্ষাস্তেঽত্র সংস্থিতাঃ।
নানা মণিময়ী ভূমির্মুক্তাজালময়ী তথা ॥ ৫৯ ॥
বিচিত্রবদ্ধসোপানা প্রাসাদৈরুপশোভিতা।
পুরদ্বারসমাকীর্ণা পুরী পরম শোভনা ॥ ৬০ ॥
ন দেবৈরনুভূয়েত স্বর্গিভি র্নানুভূয়তে।
তৎপুরী স্থিতিমাকাঙ্ক্ষ্য তপঃ কুর্ব্বন্তি সত্তমাঃ ॥ ৬১ ॥
তস্যাং সহস্রবদনো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
আস্তে জগদ্বশীকৃত্য হেলয়া বাহুলীলয়া ॥ ৬২ ॥

কলরব করিতেছে (৫৬) নানা স্থানে বিহারার্থ শাদ্বলশোভিতবৈদূর্য্য-সঙ্কাশ উপবন সকল বিনির্ম্মিত হইয়াছে। (৫৭) সমস্তই সর্ব্ব ঋতুতেই সুখপ্রদ, পুংস্কোকিলগণ নিরন্তর সর্ব্বত্রই কলরব করিতেছে। নন্দন ও চৈত্ররথ কাননে (৫৮) এবং মন্দর ও অন্যান্য পর্ব্বতে যে যে বৃক্ষ আছে, তৎ সমস্তই এই নগরীতে রোপণ করা হইয়াছে। নগরীর ভূমি কোথাও মণিময়ী, কোথাও বা মুক্তাময়ী (৫৯) সোপান সমস্ত বিবিধ বিচিত্র উপকরণে বিনির্ম্মিত। নানা পুরদ্বারা ভূষিত হইয়া নগরী অতীব মনোরম হইয়া আছে (৬০) দেবতা-গণ তাদৃশ পুরী সম্ভোগ করিতে পান না অন্যান্য স্বর্গবাসীগণও পাই-তেছেন না। উহাতে অবস্থান কামনা করিয়া কত শত সাধুগণ তপস্যা করিতেছেন। (৬১) রাক্ষসরাজ সহস্রবদন রাবণ বাহুবলে অবলীলা ক্রমে জগৎ আয়ত্ত এবং সমস্ত দেবতা, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, ভীম-গমন ও বিদ্যাধরদিগকে গলে বন্ধন করিয়া এ নগরীতে বাস

ইদানীং ত্রিদশান্ সর্ব্বান্ গলে বদ্ধা স কিন্নরান্।
গন্ধর্ব্বান্ দানবান্ ভীমগণান্ বিদ্যাধরাং স্তথা ॥ ৬৩ ॥
বালক্রীড়নয়া ক্রীড়ন্ মেরুং মন্যেত সর্ষপন্।
গোষ্পদর্ম্মন্যতে চাব্ধিং সর্ব্বাঁল্লোকাংস্তৃণোপমান্ ॥৬৪॥
দ্বীপান্ লোষ্ট্রসমান্ বীরো ন কিঞ্চেদ্গণয়েদ্রুষা।
স যদা সর্ব্বলোকানাং ত্রাসনং সমুপারভবৎ ॥ ৬৫ ॥
তদা পিতামহোঽভ্যেত্য পুলস্ত্যো বিশ্রবাস্তথা।
ন্যবারয়ন্ যত্নতস্তং তাতবৎসেতি ভাষকাঃ ॥ ৬৬ ॥
এবং স রাবণো দেবি সহস্রবদনো মহান্।
পুষ্করদ্বীপমাসাদ্য বর্ত্ততে জনকাত্মজে ॥
তস্যানুজো দশাস্যোঽয়ং লঙ্কায়াং জানকিস্থিতঃ ॥ ৬৭ ॥
চিত্রাণীত্যাদীনি মে শংসয়িত্বা,
বিপ্রো মাসাংশ্চতুরো যাপয়িত্বা।

করিতেছে (৬২, ৬৩। সে মেরুকে সর্ষপ জ্ঞান করিয়া বালকের ন্যায় কন্দুক ক্রীড়া করে। রোষ হইলে সেই মহাবীর সমুদ্রকে গোষ্পদ, সর্ব্ব লোককে তৃণ দ্বীপ সকলকে লোষ্ট্র জ্ঞান করিয়া থাকে। সে যখন সর্ব্ব লোকের ভয়োৎপাদন করিতে আরম্ভ করিল (৬৪, ৬৫) তখন পিতামহ পুলস্ত্য ও বিশ্রবা আগমন করিয়া তাত! বৎস! বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন (৬৬)।

দেবি জনকাত্মজে! ঈদৃশ প্রভাব সেই সহস্র বদন মহাবীর রাবণ পুষ্কর দ্বীপে বাস করিতেছে। আর তাহার কনিষ্ঠ দশ বদন রাবণ লঙ্কায় বসতি করিয়া আছে (৬৭)।

মুনি শ্রেষ্ঠগণ! ইত্যাদি প্রকার বিবিধ আশ্চর্য্য ইতিহাস আমাকে শ্রবণ করাইয়া সেই ব্রাহ্মণ চারিমাস আমাদিগের গৃহে বাস করিলেন,

রাজানং মাঞ্চাশীষা যোজয়িত্বা,
জগামৈকঃ প্রোষিতস্তীর্থযাত্রাং ॥ ৬৮ ॥
ইত্যার্ষে রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অদ্ভুতো-
ত্তরকাণ্ডে সীতা ভাষণং নাম সপ্তদশঃ সর্গঃ।

অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

—:*:—

এবং স রাবণো বিপ্রাঃ সহস্রবদনো মহান্‌।
প্রোষিতেন দ্বিজেনাহং শ্রুত্বাশ্চর্য্যঞ্চ বিস্মিতা ॥ ১ ॥
অদ্যাপি তন্মম হৃদি জাগরূকং হি বর্ত্ততে।
পত্যা মে বাহুবীর্য্যেণ দশাস্যো রাবণো হতঃ ॥ ২ ॥
সানুগঃ স সুতামাত্যঃ সভ্রাতৃকঃ সবান্ধবঃ।
যৎ কৃতে চ পুরী দগ্ধা সেতুর্ব্বদ্ধশ্চ বারিধৌ ॥ ৩ ॥
সুগ্রীবেণ সহায়েন তথা হনুমদাদিনা।
ইদং লোকোত্তরং কর্ম্ম কৃতং লোকহিতং মহৎ ॥ ৪ ॥

শেষে আমাকে ও রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া একাকী তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হইলেন (৬৮)।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সহস্রবদন রাবণের ঈদৃশ মহাপ্রভাব। আমি সেই ব্রাহ্মণের মুখে এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া ছিলাম (১) অদ্যাপি ঐ কথা আমার মনে নিরন্ত জাগরূক রহিয়াছে। আমার স্বামী দশস্কন্ধ রাবণকে অনুচর অমাত্য ভ্রাতা ও বান্ধবগণের সহিত বিনাশ করিয়াছেন। তাহারই জন্য সুগ্রীব ও হনুমান প্রভৃতির সাহায্যে লঙ্কাপুরী দগ্ধ ও সাগরে সেতু বন্ধন হইয়াছে। সর্ব্বলোক হিতকর এই অালৌকিক কার্য্য সাধিত হইয়াছে (২, ৩, ৪) কিন্তু ইহাতেও আমি কিছুই আশ্চর্য্য বোধ করি না।

তথাপি হৃদি মে নৈতদাশ্চর্য্যং প্রতিভাতি মে।
যদি তস্য বধং কুর্য্যাদ্রাবণস্য দুরাত্মনঃ॥ ৫ ॥
তদা সম্ভাব্যতে কীর্ত্তির্জ্জগৎ স্বাস্থ্যমবাপ্নুয়াৎ।
ততো মে হসিতং বিপ্রাঃ ক্ষমধ্বং জ্বলনোপমাঃ॥ ৬ ॥
আকর্ণ্য মুনয়ঃ সর্ব্বে সাধুসাধ্বিতি বাদিনঃ।
জানকীং প্রশসংস্তুস্তে সর্ব্বলোকহিতৈষিণীং॥ ৭ ॥
রাঘবো বচনং শ্রুত্বা সীতায়া বীর্য্যবর্দ্ধনম্।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ সর্ব্বানাজ্ঞাপয়ৎপ্রভুঃ॥ ৮ ॥
মুনয়োহদ্যৈব গন্তব্যং রাবণস্য জয়ায় বৈ।
লক্ষ্মণং ভরতঞ্চৈব শত্রুঘ্নঞ্চাদিশৎ প্রভুঃ॥ ৯ ॥
মিত্র সুগ্রীব হনুমন্ সর্ব্বে জাম্ববদাদয়ঃ।
গচ্ছামঃ সহিতাস্তত্র সৈনিকৈঃ সহ মন্ত্রিভি॥ ১০ ॥
ইত্যাজ্ঞাপ্য মহাবাহুঃ সস্মার পুষ্পকং রথম্।
স্মরণাদাগতস্তত্র পুষ্পকো রথসত্তমঃ॥ ১১ ॥

যদি ইনি সেই দুরাত্মা রাবণকে বিনাশ করিতে পারেন, (৫) তাহা হইলেই ইহাঁর প্রকৃত যশ ও লোকের শান্তি হইতে পারে। হে পাবক প্রতিম বিপ্রগণ! আমি এই কারণেই হাস্য করিয়াছি, আপনারা ক্ষমা করিবেন (৬)।

এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনিগণ সাধু সাধু বলিয়া সর্ব্বলোকহিতৈষিণী জনকনন্দিনীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন (৭)।

রামচন্দ্র জানকীর বীর্য্যোত্তেজক বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃশব্দে সিংহনাদ করিয়া সকলকে আদেশ করিলেন (৮) এবং কহিলেন মুনিগণ! অদ্যাই রাবণ বিজয়ার্থ গমন করিতে হইবে। প্রভু লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্নকেও আদেশ করিলেন (৯) এবং কহিলেন মিত্র সুগ্রীব! বৎস হনুমন্! জাম্ববান্ আদি ঋক্ষ বানরগণ সকলেই মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে তথায় গমন করি (১০)।

মহাবাহু রামচন্দ্র এই প্রকার আদেশ করিয়া পুষ্করথ স্মরণ

তত্রারুহন্ মহাবীরা রামচন্দ্রপুরোগমাঃ।
ভরতো লক্ষ্মণশ্চৈব শক্রঘ্নশ্চামিতদ্যুতিঃ॥ ১২॥
সুগ্রীবপ্রমুখাঃ সর্ব্বে বানরা জিতকাশিনঃ।
বিভীষণো মহাবাহুঃ সহরক্ষোগণৈঃ প্রভুঃ॥ ১৩॥
মাত্রাপিতাপ্যকথনাদজানন্ বেধিতোঽনয়া।
সীতয়া রামকার্য্যার্থং নির্য্যয়ৌ রাঘবাজ্ঞয়া॥ ১৪॥
সুমন্ত্রাদ্যা মন্ত্রিণশ্চ ঋষয়স্তে চ নির্য্যযুঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাস্তত্রায়ুধকপালিনঃ॥ ১৫॥
মুমুচুস্তে সিংহনাদং মহাঘোরং মহাবলাঃ।
ধনুঃ শব্দেন রামস্য সিংহনাদেন চৈব হি॥ ১৬॥
চচাল বসুধা শৈলাশ্চেলুঃ পেতু গ্রহাশ্চ খাৎ।
নদ্যো শুষ্যন্ সমুদ্রাশ্চ সমুদ্বেলাশ্চকম্পিরে॥ ১৭॥
সুগ্রীবো হনূমান্নীলো জাম্ববান্নল এব চ।
গ্রসন্ত ইব তে সর্ব্বেনির্য্যযু রামশাসনাৎ॥ ১৮॥

করিলেন। স্মরণমাত্র রথশ্রেষ্ঠ পুষ্কর উপস্থিত হইল (১১) অনন্তর রামচন্দ্র প্রভৃতি মহাবীরগণ, অমিতদ্যুতি ভরত, লক্ষ্মণ ও শক্রঘ্ন(১২)। সুগ্রীব প্রভৃতি জয়শীল বানরগণ, রাক্ষসগণ সহিত মহাবাহু বিভীষণ ঐ বিমানে আরোহণ করিলেন (১৩) এইরূপে রামের কার্য্য সাধনার্থ রামের আজ্ঞায় সকলে বহির্গত হইলেন (১৪) সুমন্ত্রাদি মন্ত্রিগণ এবং অভ্যাগত ঋষিগণও নির্গত হইলেন। এইরূপে মহাবীরগণ বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যাত্রা করিলেন (১৫) এবং তুমুল সিংহনাদে (১৬) পৃথিবী ও পর্ব্বত সকল কম্পিত হইয়া উঠিল এবং আকাশ হইতে গ্রহগণ পতিত হইতে লাগিল। নদী সকল শুষ্ক হইল এবং সাগর সকল উদ্বেল হইয়া কম্পিত হইতে থাকিল (১৭) রামের আদেশক্রমে সুগ্রীব, হনুমান্, নীল ও জাম্ববান্ প্রভৃতি বানর ও

স তয়া সীতয়া সার্দ্ধং রামচন্দ্রো মহাবলঃ।
কামগং পুষ্পকং বিদ্যমারুরোহ ধনুর্দ্ধরঃ॥ ১৯॥
পুষ্পকন্তে সমারুহ্য সর্ব্বএব মহাবলাঃ।
সীতয়া ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধংরামচন্দ্রংমহাবলাঃ॥ ২০॥
প্রোৎসাহয়ন্তো বচনৈর্নির্যযু র্জ্জিতকাশিনঃ।
রামাজ্ঞয়া পুষ্পকংতদাকাশপথমাশ্রিতম্॥ ২১॥
মনোমারুতবেগেন ক্ষণেন গরুড়ো যথা।
জগাম পুষ্করদ্বীপংযত্রাস্তে মানসোত্তরঃ॥ ২২॥
মানসোত্তরাসাদ্য বিস্মিতাস্তে মহাবলাঃ।
কিং চিত্রং কিং চিত্রমিতি প্রোচুরাশ্চর্য্যলক্ষণাঃ॥ ২৩॥
রাঘবো ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং সহ বানরপুঙ্গবৈঃ।
সিংহনাদং নানাদোচ্চৈর্ধনুশ্চাপি ব্যকর্ষয়ৎ॥ ২৪॥
স শব্দস্তুমূলো ভূত্বা পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষকম্।
পাতালবিবরাংশ্চৈব পূরয়ামাস সর্ব্বতঃ॥ ২৫॥

ঋষিগণ যেন সর্ব্ব লোক গ্রাস করিতে উদ্যুক্ত হইয়া বহির্গত হইল (১৮) মহাবল রামচন্দ্র ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক সীতা সমভিব্যাহারে কামগামী দিব্যবিমানে আরোহণ করিলেন (১৯) জয়শীল মহাবীরগণ সকলেই পুষ্পকে আরোহণ করিয়া বিবিধ উৎসাহ বাক্যে সীতা ও ভ্রাতৃগণ সহিত রামচন্দ্রকে প্রোৎসাহিত করিতে করিতে বহির্গত হইল। রামের আদেশ ক্রমে পুষ্পক আকাশ মার্গে উত্থিত হইয়া (২০,২১) গরুড়ের ন্যায় মন ও বায়ুসমানবেগে সেই যে পুষ্কর দ্বীপে মানসোত্তর পর্ব্বত ছিল সেই স্থানে গমন করিল (২২) মহাবীরগণ মানসোত্তরে উপস্থিত হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য (২৩) অনন্তর ভ্রাতৃগণ ও বানরগণ সহিত রামচন্দ্র সিংহনাদ পরিত্যাগ ও শরাসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন (২৪) ঐ শব্দ তুমুল হইয়া পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও পাতালের

রাবণঃ সহসোত্তস্থৌ কিমেতদিতি সম্বদন্ ।
তত্র যে রাক্ষসাঃ ক্রুদ্ধাঃ সর্ব্বত্রৈব বিনির্যযুঃ ॥ ২৬ ॥
অহো কুতশ্চিৎ শব্দোঽয়ং সাধু সর্ব্বৈর্নিরূপ্যতাম্ ।
ইত্যাভাষ্য রাক্ষসেন্দ্রো রাক্ষসেন্দ্রৈর্ম্মহাবলৈঃ ॥ ২৭ ॥
নগরান্নির্যযৌ শীঘ্রং সন্দষ্টৌষ্ঠপুটো বলী ।
দ্বাদশাদিত্যসঙ্কাশঃ সহস্রবদনোমহান্ ॥ ২৮ ॥
দ্বিসহস্রভুজোদ্রিক্তো দ্বিসহস্রবিলোচনঃ ।
মহামেঘসমাধ্বানো বড়বাগ্নিসমঃ ক্রুধা ॥ ২৯ ॥
শতযোজনবিস্তীর্ণে রথে সূর্য্যসমত্বিষি ।
নানায়ুধানি সংগৃহ্য পরীঘপাশতোমরান্ ॥ ৩০ ॥
ভুষুণ্ডীঃ পরশূন্ ঘণ্টা লৌহমুদ্গরচক্রকম্ ।
পাশাংশ্চ বিবিধান্ গৃহ্যবাণান্ কর্ম্মারমার্জ্জিতান্ ॥ ৩১ ॥

চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ করিল (২৫) তখন রাবণ এ কি ? বলিয়া সাহসা উত্থিত হইল। তথায় যে সমস্ত রাক্ষস ছিল, সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়া বহির্গত হইল (২৬) অহো, এ শব্দ কোথা হইতে হইল। সকলে নিরূপণ কর এই কথা বলিয়া রাক্ষসরাজ মহাবল রাক্ষসদিগের সহিত (২৭) ওষ্ঠপুট দংশন পূর্ব্বক সত্বর নগর হইতে বিনির্গত হইল। সেই অমিত প্রভাব রাক্ষসের মূর্ত্তি দ্বাদশ আদিত্যের সদৃশ। বদন সহস্র (২৮) বাহু দুই সহস্র, লোচন দুই সহস্র। ক্রোধে মহামেঘের ন্যায় শব্দ করিতেছিল ও বাড়বাগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছিল (২৯) সূর্য্যসঙ্কাশ শতযোজন বিস্তৃত রথে পরিঘ, পাশ, তোমর, ভূষণ্ডী, পরশু, ঘণ্টা, লৌহ মুদ্গর, চক্র, বিবিধ পাশ, কর্ম্মারশাণিত বিবিধ বাণ, ক্ষুরধার বিপাট, অর্দ্ধচন্দ্র ও অন্যান্য নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র এবং শরাসন গ্রহণ করিয়া আরোহণ পূর্ব্বক ধনুর্দ্ধারী রামচন্দ্র সমীপে গমন করিল। ক্রোধে সন্দীপ্ত লোচন সমূহে যেন উল্কা ব্যাপ্ত

বিপাঠান্ ক্ষুরধারাংশ্চ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতীনপি।
নানায়ুধসহস্রাণি নানাবিধধনূংষি চ ॥ ৩২ ॥
প্রগৃহ্য সহসা প্রায়াদ্‌যত্র রামো ধনুর্দ্ধরঃ।
লোচনৈঃ ক্রোধসন্দীপ্তৈরুল্কাভিরিব দীপতে ॥ ৩৩ ॥
কোয়মিত্যব্রবীৎ ক্রোধাদনলং প্রোদ্ধরন্নিব।
সিংহনাদং মমপুরে রিপুত্বাদ্‌বিসসর্জ্জহ ॥ ৩৪ ॥
সমাপি রিপুরস্তীতি দুর্যশঃ সমুপাগতম্।
ইন্দ্রাদ্যাঃ ককুভাং নাথাঃ ভৃত্যাঃ প্রাণপরীপ্সয়া ॥৩৫॥
পাতালবিবরৈঃ স্বর্গং স্বর্গৈঃ পাতালমেককম্।
করোমি সহসৈবাহমর্ণবানাং তথৈকতাম্ ॥ ৩৬ ॥
মেরুপ্রভৃতিশৈলাংশ্চ চূর্ণযাম্যণুসংখ্যয়া।
দেবলোকং নৃণাং কুর্য্যাং নৃলোকং ত্রিদিবৌকসাম্॥৩৭॥
উদ্ধৃত্য পৃথিবীং ছিন্দ্যামনন্তং নখরাগ্রকৈঃ।
ব্রহ্মা মাং বারয়ামাস সান্ত্বয়ন্ প্রিয়ভাষিতৈঃ ॥ ৩৮ ॥

হইয়া জ্বলিতে লাগিল (৩০—৩৩) এবং ক্রোধে যেন অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া বলিতে লাগিল এবং কোন্ ব্যক্তি শত্রু ভাবে আমার নগরীতে আসিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিল (৩৪) আমারও শত্রু আছে এই অপযশ উপস্থিত হইল। ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ প্রাণভয়ে আমার ভৃত্য হইয়া আছে। (৩৫) আমি অবলীলা ক্রমে পাতালের সহিত স্বর্গকে, স্বর্গের সহিত পাতালকে এবং সমস্ত সাগরকে একীকৃত করিতে পারি। (৩৬) মেরু প্রভৃতি শৈল সকলকে পরমাণু পরিমাণে চূর্ণ করিতে পারি, দেবলোককে নরলোক এবং নরলোককে দেবলোক করিতে পারি (৩৭) পৃথিবী উৎপাটন করিয়া নখাগ্র দ্বারা অনন্তকে ছিন্ন করিতে পারি। ব্রহ্মা মিষ্ট বাক্যে আমাকে শান্তনা করিয়াছিলেন। (৩৮) নতুবা রাক্ষস ভিন্ন জগতে আর কাহাকেও

অন্যথা রাক্ষসম্ভূতে নারক্ষং জগতীতলে।
সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ভূত্বা তিথিপ্রণয়নং ত্বহম্ ॥ ৩৯ ॥
বলাহকত্বমিন্দ্রত্বং পৃথ্বীসেকাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
কুর্য্যাং যমত্বং বহ্নিত্বং বরুণত্বং ধনেশতাম্ ॥ ৪০ ॥
ইত্যেবং বহুধা গর্জ্জন্ নাজগামান্তিকং প্রভোঃ।
সেনাধ্যক্ষা রাক্ষসেন্দ্রা রাজ্ঞ্যাসার্দ্ধং সমাগতাঃ ॥ ৪১ ॥
নানাপ্রহরণোপেতা নানারথপদাতিনঃ।
একৈকস্যাপি পর্য্যাপ্তা জগতীনেতি মন্মহে ॥ ৪২ ॥
কেষাঞ্চিদপি নামানি ভরদ্বাজ নিবোধ মে।
কোটিশো মানসঃ পূর্ণঃ শালঃ পালাহলী মুখঃ ॥ ৪৩ ॥
পিচ্ছলঃ কোনপশ্চক্রঃ কালবেগঃ প্রকালকঃ।
হিরণ্যবাহুঃ শরণঃ কক্ষকঃ কালদণ্ডকঃ ॥ ৪৪ ॥
পুচ্ছাণ্ডকো মণ্ডলকঃ পিণ্ডসেক্তা রভেণকঃ।
উচ্ছিখঃ করভো ভদ্রো বিল্বতেজা বিরোহণঃ ॥ ৪৫ ॥

রাখিতাম না। আমি সূর্য্য চন্দ্র হইয়া দিবস প্রণয়ণ (৩৯) মেঘের কার্য্য, বর্ষণাদি বিবিধ কার্য্য, যমের কার্য্য, অগ্নির কার্য্য বরুণের কার্য্য ও কুবেরের কার্য্য করিতে পারি (৪০) এইরূপ বিবিধ প্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে সে প্রভু রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল। সেনাধ্যক্ষ প্রধান প্রধান রাক্ষসগণ রাজ্ঞীর সহিত আগমন করিয়াছিল। (৪১) তাহারা নানা অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। কেহ রথে কেহ বা পাদচারে আগমন করিয়াছিল। আর বোধ হয় সমস্ত জগৎ তাহাদিগের এক এক জনেরও সমকক্ষ নহে। (৪২) ভরদ্বাজ! তাহাদিগের কতকগুলির নাম করিতেছি শ্রবণ কর। কোটিশ, মানস, পূর্ণ, শাল, পানী, হলীমুখ, (৪৩) পিচ্ছল, কোণপ, চক্র, কালকেগ, প্রকাশক, হিরণ্যবাহু, শরণ, কক্ষক, কালদণ্ডক, (৪৪) পুচ্ছাণ্ডক, মণ্ডলক, পিণ্ডসেক্তা রভেণক, উচ্ছিখ, করভ, ভদ্র,

শিলী শলকঃ রোমুক সুকুমারঃ প্রবেপণঃ।
মুদ্গরঃ শশরোমা চ সুরোমা চ মহামনুঃ ॥ ৪৬ ॥
পারাবতঃ পারিপাত্রঃ পাণ্ডরো রোহিণঃ কৃশঃ।
বিহঙ্গঃ সরভো মোদঃ প্রমোদঃ সহতাপনঃ ॥ ৪৭ ॥
কুকরঃ কুণ্ডলো বেণী বেণীস্কন্ধঃ কুমারকঃ।
বাহুকঃ শঙ্খবেগশ্চ ধূর্ত্তকঃ পাতপাতকৌ ॥ ৪৮ ॥
শঙ্কুকর্ণঃ পীঠরবঃ কুঠিরমুখসেচকৌ।
পূর্ণাঙ্গদঃ পূর্ণমুখঃ প্রভাষঃ শকুলির্হরিঃ ॥ ৪৯ ॥
অমাহিঠঃ কামঠকঃ সুষেণো মানসোহব্যয়ঃ।
ভৈরবো মুণ্ডবেদাঙ্গঃ পিষঙ্গশ্চোড়ুপালকঃ ॥ ৫০
ঋষভো বেগবান নাম পিণ্ডারকমহাহনূ।
রক্তাঙ্গঃ সর্ব্বসারঙ্গঃ সমৃদ্ধঃ পাটবাসকৌ ॥ ৫১ ॥
বরাহকো বারণকঃ সুচিত্রশ্চিত্রবেগিকঃ।
পরাশবস্তরুণকো মণিস্কন্ধস্তথারুণিঃ ॥ ৫২ ॥

বিল্বতেজা, বিরোহণ, (৪৫) শিলী, শলক, রোমুক, সুকুমার, প্রবেপণ, মুদ্গর, শশরোমা, সুরোমা, মহাহনু, (৪৬) পারাবত, পারিপাত্র, পাণ্ডর, রোহিণ, কৃশ, বিহঙ্গ, সরভ, মোদ, প্রমোদ, তাপন, (৪৭) কুকর, কুণ্ডল, বেণী, বেণীস্কন্ধ, কুমারক, বাহুক, শঙ্খবেগ, ধূর্ত্তক, পাত পাতক, (৪৮) শঙ্কুকর্ণ, পীঠরক, কুটীর, মুখ, সেচক, পূর্ণাঙ্গদ, পূর্ণমুখ, প্রভাস, শকুনি, হরি, (৪৯) অমাহিঠ, কামঠক, সুষেণ, মানস, অব্যয়, ভৈরব, মুণ্ডবেদাঙ্গ, পিষঙ্গ, উড়ুপালক, (৫০) ঋষভ, বেগবান, পিণ্ডারক, মহাহনু, রক্তাঙ্গ, সর্ব্বসারঙ্গ, সমৃদ্ধ, পাট, বাসক, (৫১) বরাহক, বারণক, সুচিত্র, চিত্রবেগিক, পরাশব, তরুণক, মণিস্কন্ধ ও অরুণি (৫২); ব্রহ্মন্! (রাবণের) সেনাধ্যক্ষের এই সকল নাম। প্রধান প্রধানের নামই কীর্ত্তন করিলাম, অনেক বলিয়া সকলের নাম

সেনাধ্যক্ষবরা ব্রহ্মন্ কীর্ত্তিতাঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনাঃ।
প্রাধান্যেন বহুত্বাৎ তু ন সর্ব্বে পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৫৩॥
ন শক্যাঃ পরিসংখ্যাতুং যে যুদ্ধায় সমাগতাঃ।
নীলা রক্তাঃ সিতা ঘোরা মহাকায়া মহাবলাঃ॥ ৫৪॥
সপ্তশীর্ষা দ্বিশীর্ষাশ্চ পঞ্চশীর্ষাস্তথাপরে।
কালানলমহাঘোরা হুতাশসমবিগ্রহাঃ॥ ৫৫॥
মহাকায়া মহাবেগাঃ শৈলশৃঙ্গসমোচ্ছ্রয়াঃ।
যোজনায়ামবিস্তারা দ্বিযোজনসমায়তাঃ॥ ৫৬॥
কামরূপাঃ কামবলা দীপ্তানলসমত্বিষঃ।
অন্যে চ বহবঃ শূরা শূলপট্টীশধারিণঃ॥ ৫৭॥
দিব্যপ্রহরণোপেতাঃ নানাবেশবিভূষিতাঃ।
শৃণু নামানি চান্যেষাং যেহন্যে রাবণসৈনিকাঃ॥ ৫৮॥
শঙ্কুকর্ণো নিকুম্ভশ্চ পদ্মঃ কুমুদ এব চ।
অনন্তো দ্বাদশভুজস্তথা কৃষ্ণোপকৃষ্ণকৌ॥ ৫৯॥

করিতে পারিলাম না। (৫৩) যুদ্ধার্থ যত রাক্ষস আগমন করিয়াছিল সকলের নামোল্লেখ করা অসম্ভব। কেহ কেহ নীলবর্ণ, কেহ কেহ রক্তবর্ণ, কেহ কেহ শুভ্রবর্ণ, কেহ কেহ ঘোর দর্শন, কেহ কেহ মহাকায় ও মহাবল (৫৪) কাহার ও সপ্ত মস্তক, কাহারও দুই মস্তক, কাহারও বা পঞ্চ মস্তক। কেহ কেহ কালাগ্নির ন্যায় ভয়ঙ্কর; কেহ কেহ অগ্নি সঙ্কাশ (৫৫)। কাহারও শরীর প্রকাণ্ড, কাহার বেগ অসীম, কেহ কেহ শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত, কেহ কেহ এক যোজন, কেহ কেহ বা দুই যোজন বিস্তৃত। (৫৬) কেহ কেহ যথেচ্ছ রূপ, কেহ কেহ বা যথেচ্ছ বল ধারণ করিতে পারে। কাহার কাহার অগ্নির ন্যায় প্রভা, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেকানেক শূল পট্টিশধারী (৫৭) দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন, নানা বেশ বিভূষিত বীরগণ আগমন করিয়াছিল। রাবণের অন্যান্য সৈনিকদিগেরও নাম করিতেছি, শ্রবণ কর। (৫৮) শঙ্কুকর্ণ, নিকুম্ভ, পদ্ম, কুমুদ, অনন্ত দ্বাদশভুজ, কৃষ্ণ, উপকৃষ্ণ (৫৯)

ঘ্রাণশ্রবাঃ কপিস্কন্ধঃ কাঞ্চনাক্ষো জলন্ধমঃ।
অক্ষসন্তর্দ্দনো ব্রহ্মন্ কুনদীকস্তমোঽভ্রকৃৎ ॥ ৬০ ॥
একাক্ষো দ্বাদশাক্ষশ্চ তথৈবৈকজটাভিধঃ।
সহস্রবাহুর্ব্বিকটো ব্যাঘ্রাক্ষঃ ক্ষিতিকম্পনঃ ॥ ৬১ ॥
পুণ্যনামা সুনামা চ সুবক্ত্রঃ প্রিয়দর্শনঃ।
পরিশ্রিতঃ কোকনদঃ প্রিয়মাল্যানুলেপনঃ ॥ ৬২ ॥
অজোদরো গজশিরাঃ স্কন্ধাক্ষঃ শতলোচনঃ।
জ্বালাজিহ্বঃ করালশ্চ সিতকেশো জটী হরিঃ ॥ ৬৩ ॥
চতুর্দ্দংষ্ট্রোষ্ঠজিহ্বশ্চ মেঘনাদঃ পৃথুশ্রবাঃ।
বিদ্যুতাক্ষো ধনুর্ব্বাক্ত্রো জাঠরো মারুতাশনঃ ॥ ৬৪ ॥
উদরাক্ষো রথাক্ষশ্চ বজ্রনাভো বসুপ্রদঃ।
সমুদ্রবেগো বিপ্রেন্দ্র শৈলকম্পী তথৈব চ ॥ ৬৫ ॥
বৃষমেষপ্রবাহাশ্চ তথা নন্দোঽপনন্দকৌ।
ধূম্রঃ শ্বেতঃ কলিঙ্গশ্চ সিদ্ধার্থো বরদস্তথা ॥ ৬৬ ॥
প্রিয়কশ্চৈব নন্দশ্চ গোনন্দশ্চ প্রতাপবান্।
আনন্দশ্চ প্রমোদশ্চ স্বস্তিকো ধ্রুবকস্তথা ॥ ৬৭ ॥

ঘ্রাণশ্রবা, কপিস্কন্ধ, কাঞ্চনাখ্য, জলন্ধম, অক্ষসন্তর্দ্দন, কুনদী, তম, অভ্রকৃৎ, (৬০) একাক্ষ, দ্বাদশাক্ষ, একজট, সহস্রবাহু, বিকট, ব্যাঘ্রাক্ষ, ক্ষিতিকম্পন (৬১) পুণ্যনামা, সুনামা, সুবক্ত্র, প্রিয়দর্শন, পরিশ্রিত, কোকনদ, প্রিয়মাল্যানুলেপন, (৬২) অজোদর, গজশিরা, স্কন্ধাক্ষ, শতলোচন, জ্বালাজিহ্ব, করাল, সিতকেশ, জটী, হরি, (৬৩) চতুদংষ্ট্র চতুরোষ্ঠ, চতুর্জ্জিহ্ব, মেঘনাদ, পৃথুশ্রবা, বিদ্যুতাক্ষ, ধনুর্বক্ত্র, জাঠর; মারুতাশন (৬৪) উদরাক্ষ, রথাক্ষ, বজ্রনাভ, বসুপ্রদ সমুদ্র-বেগ, শৈলকম্পী, (৬৫) বৃষ, মেষ, প্রবাহ নন্দক, উপনন্দক ধূম্র, শ্বেত, কলিঙ্গ, সিদ্ধার্থ বরদ (৬৬) প্রিয়ক, নন্দ, গোনন্দ, আনন্দ, প্রমোদ,

ক্ষেমবাহুঃ সুবাহুশ্চ সিদ্ধপাত্রশ্চ সুব্রত।
গোত্রজঃ কনকাপীড়ো মহাপরিষদেশ্বরঃ ॥ ৬৮ ॥
গায়নো দমনশ্চৈব ব্যণঃ খড়্গশ্চ বীর্য্যবান্।
বৈতালী গতিতালী চ তথা কথকবাতিকৌ ॥ ৬৯ ॥
হংসজঃ পঙ্কদিগ্ধাঙ্গঃ সমুদ্রোন্মাদনশ্চহ।
রণোৎকটঃ প্রহাসশ্চ শ্বেতসিদ্ধশ্চ নন্দকঃ ॥ ৭০ ॥

এতে পুরা রাবণসৈন্যপালা,
নানায়ুধপ্রহরণা রণেষু।
হংসেষু মেষেষু বৃষেষু বীরা
রামং প্রতস্থুঃ কৃতসিংহনাদাঃ ॥ ৭১ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অদ্ভুতো-
ত্তরকাণ্ডে রাবণসৈন্যনির্যাণং নাম
অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

স্বস্তিক, ধ্রুবক (৬৭) ক্ষেমবাহু, সুবাহু, সিদ্ধপাত্র, গোত্রজ, কনকাপীড়, মহাপরিষদেশ্বর (৬৮) গায়ন, দমন, বাণ, খড়্গ, বৈতালী গতিতালী, কথক, বাতিক, (৬৯) হংসজ, পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ, সমুদ্রোন্মাদন, রণোৎকট, প্রহাস, শ্বেতসিদ্ধ ও নন্দক (৭০) দ্বিজ! রাবণের বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী এই সমস্ত মহাবীর সেনাধ্যক্ষগণ কেহ হংসে কেহ মেষে, কেহ কেহ বা বৃষে আরোহণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে করিতে রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল। (৭১)।

ঊনবিংশঃ সর্গঃ।

-:*:-

রাবণস্যৌরসাঃ পুত্রাঃ সহ রাক্ষসপুঙ্গবাঃ।
নানাপ্রহরণোপেতা দুদ্রুবু রাঘবং রণে॥ ১॥
নামান্যেষাং প্রবক্ষ্যামি ভারদ্বাজ শৃণুষ্ব মে।
কালকণ্ঠঃ প্রভাসশ্চ তথা কুষ্মাণ্ডকোঽপরঃ॥ ২॥
কালকাক্ষঃ শিতশ্চৈব ভূতলোম্মথনস্তথা।
যজ্ঞবাহুঃ প্রবাহুশ্চ দেবযাজী চ সোমপঃ॥ ৩॥
মজ্জানশ্চ মহাতেজাঃ ক্রথক্রাথৌ চ সুব্রত।
তুহরশ্চ তুহারশ্চ চিত্রদেবশ্চ বীর্য্যবান্॥ ৪॥
মধুরঃ সুপ্রসাদশ্চ কিরীটশ্চ মহাবলঃ।
বসনো মধুবর্ণশ্চ কলসোদর এব চ॥ ৫॥
ধর্ম্মদো মন্মথকরঃ শূচীবক্ত্রশ্চ বীর্যবান্।
শ্বেতবক্ত্রঃ সুবক্ত্রশ্চ চারুবক্ত্রশ্চ পণ্ডুরঃ॥ ৬॥
দণ্ডবাহুঃ সুবাহুশ্চ রজঃ কোকিলকস্তথা।
অচলঃ কালকাঙ্ক্ষশ্চ বালেশো বালভক্ষকঃ॥ ৭॥

রাবণের ঔরসপুত্র সকল বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধার্থ রামের প্রতি ধাবিত হইল (১) ভারদ্বাজ! উহাদিগর নাম করিতেছি শ্রবণ কর! কামকণ্ঠ, প্রভাস, কুষ্মাণ্ডক (২) কালকাক্ষ, শিত, ভূতলোম্মথন যজ্ঞবাহু, প্রবাহু দেবযাজী, সোমপ (৪) মজ্জান, ক্রথ, ক্রাথ, তুহর, তুহার, চিত্রদেব, (৪) মধুর, সুপ্রসাদ কিরীট, বসন, মধুবর্ণ, কলসোদর, (৫) ধর্ম্মদ, মন্মথকর, সূচীবক্ত্র, শ্বেত-বক্ত্র, সুবক্ত্র, চারুবক্ত, পাণ্ডুর, (৬) দণ্ডবাহু, সুবাহু, রজ, কোকিলক

সঞ্চারকঃ কোকনদো গৃধ্রপত্রশ্চ জম্বুকঃ।
লোজাবক্ত্রেনা জবনঃ কুম্ভবক্ত্রশ্চ কুম্ভকঃ॥ ৮॥
মুণ্ডগ্রীবশ্চ হৃষ্টৌজা হংসবক্ত্রশ্চ চন্দ্রভঃ।
এতে রাবণপুত্রাশ্চ মহাবীর্য্য পরাক্রমাঃ॥ ৯॥
বাহুশব্দৈঃ সিংহনাদৈঃ পূরয়ন্তো দিশো দশ।
এষাং সৈন্যসহস্রাণাং সহস্রাণ্যর্ব্বুদানি চ॥ ১০।
নানাকৃতিবয়োরূপা বিবিধায়ুধপাণয়ঃ।
কূর্ম্মকুক্কুটবক্ত্রাশ্চ দীর্ঘবক্ত্রাশ্চ সর্ব্বশঃ॥ ১১॥
গোমায়ুমুখবক্ত্রাশ্চ শশোলূকমুখাস্তথা।
খরোষ্ট্রবদনাশ্চৈব বরাহবদনাস্তথা॥ ১২॥
মনুষ্যমেষবক্ত্রাশ্চ শৃগালবদনাস্তথা।
মার্জ্জারশশবক্ত্রাশ্চ দীর্ঘবক্ত্রাশ্চ কেচন॥ ১৩॥
নকুলোলূকবক্ত্রাশ্চ কাকবক্ত্রাস্তথাপরে।
আখুবভ্রুকবক্ত্রাশ্চ ময়ূরবদনস্তথা॥ ১৪॥

অচল, কালকাক্ষ, বালেশ বালভক্ষক (৭)সঞ্চারক, কোকনদ. গৃধ্রপত্র, জম্বুক, লোহবক্ত্র, অজবক্ত্র, ; জবন, কুম্ভবক্ত্র ও চন্দ্রভ, এই সমস্ত মহাবীর্য্যশালী মহাপরাক্রমী, রাবণপুত্র গণ (৮,৯) বাহু শব্দ ও সিংহনাদে দশদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। ইহাদিগের সৈন্ত সংখ্যা সহস্র সহস্র ও অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ। তাহাদিগের আকৃতি নানাবিধ ও তাহারা নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে কাহারও মুখ কূর্ম্ম এবং কাহারও কাহারও মুখ কুক্কুট মুখের সদৃশ, কাহারও কাহারও মুখ দীর্ঘ (১০, ১১) কাহারও মুখ গোমায়ু, কাহারও শশক, কাহারও কাহারও পেচক, কাহারও গর্দ্দভ, কাহারও উষ্ট্র, কাহারও বরাহ (১২) কাহারও মনুষ্য, কাহারও মেষ, কাহারও শৃগাল, মার্জ্জার, কাহারও বা শশক মুখের সদৃশ (১৩) কাহারও

মৎস্যমেষাননাশ্চান্যে অজাবিমহিষাননা।
ঋক্ষশার্দ্দূলবক্ত্রাশ্চ দ্বীপি সিংহাননস্তথা॥ ১৫ ॥
ভীমা গজাননাশ্চৈব কূর্ম্মনক্রমুখাস্তথা।
গরুড়াস্যা খড়্গিমুখা বৃক-কাক-মুখাস্তথা ॥১৬ ॥
গোখরোষ্ট্রমুখাশ্চান্যে তথা বৃষমুখাঃ পরে।
কোকিলাভাননাশ্চান্যে শ্যেনতিত্তিরিকাননাঃ ॥ ১৭ ॥
কৃকলাসমুখাশ্চৈব বিরজোহম্বরধারিণঃ।
ব্যালবক্ত্রাঃ শুকমুখাশ্চশুবক্ত্রাঃ শুভাননাঃ ॥ ১৮ ॥
আশীবিষাশ্চীরধরা গোনাসাবরণাস্তথা।
স্থূলোদরাঃ কৃশাঙ্গাশ্চ স্থূলাঙ্গাশ্চ কৃশোদরাঃ ॥ ১৯ ॥
হ্রস্বগ্রীবা মহৎকর্ণা নানাব্যালবিভূষিতাঃ।
গজেন্দ্রচর্ম্মবসনাস্তথা কৃষ্ণাজিনাম্বরাঃ ॥ ২০ ॥
স্কন্ধেমুখা দ্বিজশ্রেষ্ঠ তথাহ্যুদরতো মুখাঃ।
পৃষ্ঠেমুখা হনুমুখাস্তথা জঙ্ঘামুখা অপি ॥ ২১ ॥

মুখ দীর্ঘ, কেহ নকুল মুখ, কেহ উলুক মুখ, কেহ কাকমুখ, কেহ ইন্দুর-মুখ, কেহ বভ্রুমুখ, কেহ ময়ূরমুখ (১৪) কেহ মৎস্যমুখ, কেহ মেষমুখ, কেহ অজমুখ, কেহ মহিষমুখ, কেহ ভল্লূকমুখ, কেহ শার্দ্দূলমুখ, কেহ দ্বীপিমুখ, কেহ সিংহমুখ, (১৫) কেহ ভীষণ গজমুখ, কেহ কূর্ম্মমুখ, কেহ কুম্ভীরমুখ, কেহ গরুড়মুখ, কেহ গণ্ডারমুখ, কেহ বৃকমুখ, কেহ কাকমুখ, (১৬) কেহ গোমুখ, কেহ গর্দ্দভমুখ, কেহ উষ্ট্রমুখ, কেহ বৃষমুখ, কেহ কোকিলমুখ, কেহ শ্যেনমুখ, কেহ তিত্তিরিমুখ, (১৭) কেহ কৃকলাসমুখ, কেহ কেহ নির্ম্মল বস্ত্রধারী; কেহ সর্পমুখ, কেহ শুকমুখ, কেহ কেহ বা সুন্দরমুখ (১৮) কেহ কেহ দৃষ্টিবিষ, কেহ কেহ চীরবাসা, কেহ কেহ গোনাসায় আবৃত। কাহারও উদর স্থূল, কেহ কৃশ, কেহ স্থূল, কেহ কৃশোদর (১৯) কাহারও গ্রীবা খর্ব্ব, কাহারও কর্ণ বৃহৎ,

পার্শ্বাননাশ্চ বহবো নানাদেশমুখাস্তথা।
তথা কীটপতঙ্গানাং সাদৃশাস্যা মহাবলাঃ॥ ২২॥
নানাব্যালমুখাশ্চান্যে বহুবাহুশিরোধরাঃ।
নানাবক্ষোভুজাঃ কেচিৎ ভুজঙ্গবদনাঃ পরে॥ ২৩॥
চীরসংবৃতগাত্রাশ্চ নানাফলকবাসসঃ।
নানাবেশধরাশ্চান্যে নানামাল্যানুলেপনাঃ॥ ২৪॥
নানাবস্ত্রধরাশ্চৈব চর্ম্মবাসস এব চ।
উষ্ণীষিণো মুকুটিনঃ কম্বুগ্রীবাঃ সুবর্চ্চসঃ॥ ২৫॥
কিরীটিনঃ পঞ্চশিক্ষাস্তথা কঠিনমূর্দ্ধজাঃ।
ত্রিশিখা দ্বিশিখাশ্চৈব তথা সপ্তশিখাস্তথা॥ ২৬॥

কেহ কেহ বিবিধ সর্পে বিভূষিত। কেহ গজচর্ম্ম, কেহ কেহ বা কৃষ্ণাজিন পরিধান করিয়াছে (২০) কাহারও স্কন্ধে মুখ, কাহারও উদরে মুখ। কাহারও পৃষ্ঠে, কাহারও হনূদেশে, কাহারও জঙ্ঘাদেশে (২১) কাহারও পার্শ্বদেশে কাহারও কাহারও অন্যান্য নানা অঙ্গে মুখ। কাহারও কীট, কাহারও বা পতঙ্গের ন্যায় মুখ (২২) কতকগুলার মুখ বিবিধ সর্পের মুখ সদৃশ। কাহারও বাহু ও মস্তক অতীব প্রকাণ্ড। কাহারও কাহারও বক্ষঃস্থল বিবিধ প্রকার, কাহারও বা বহু বাহু। কাহারও কাহারও মুখ ভুজঙ্গমুখের সদৃশ (২৩) কাহারও কাহারও গাত্র ছিন্নবস্ত্রে আবৃত, কেহ কেহ নানা প্রকারের ফলক পরিধান করিয়াছে। আর কতকগুলা বিবিধ প্রকার বেশভূষা, কতকগুলা বিবিধ মাল্য ও বিবিধ অঙ্গরাগ ধারণ করিয়া আছে (২৪) কতক নানা প্রকারের বস্ত্র, আর কতক চর্ম্মের বসন পরিধান করিয়াছে। কেহ কেহ মুকুট, কেহ কেহ বা উষ্ণীষ ধারণ করিতেছে। কেহ কেহ কম্বুগ্রীব, কেহ কেহ সুন্দর কান্তি (২৫) কাহারও কাহারও মস্তকে কিরীট। কাহারও পঞ্চ শিখা; কাহারও কেশ অতিশয় কঠোর। কাহারও তিন শিখা, কাহারও দুই শিখা, কাহারও সপ্ত-

শিখণ্ডিনো মুকুটিনো মুণ্ডাশ্চ জটিলাস্তথা।
চিত্রমালাধরাঃ কেচিৎ কেচিৎ রোমাননাস্তথা ॥২৭॥
বিগ্রহৈকরসা নিত্যসজেয়াঃ সুরসত্তমৈঃ।
কৃষ্ণনির্মাংসবক্ত্রাশ্চ দীর্ঘপৃষ্ঠা নিরূদরাঃ ॥ ২৮ ॥
স্থূলপৃষ্ঠা দীর্ঘপৃষ্ঠাঃ প্রলম্বোদরমেহনাঃ।
মহাভুজা হ্রস্বভুজা হ্রস্বগাত্রাশ্চ বামনাঃ ॥ ২৯ ॥
কুব্জাশ্চ হ্রস্বজঙ্ঘাশ্চ হস্তিকর্ণশিরোধরাঃ।
হস্তিনাসা কূর্ম্মনাসা বৃকনাসাস্তথা পরে ॥ ৩০ ॥
দীর্ঘৌষ্ঠা দীর্ঘজঙ্ঘাশ্চ বিকরালা হ্যধোমুখাঃ।
মহাদংষ্ট্রাঃ স্বদংষ্ট্রাশ্চ চণ্ডদংষ্ট্রাস্তথা পরে ॥ ৩১ ॥
বারণেন্দ্রনিভাশ্চান্যে দীপ্তিমন্তঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
পিঙ্গাক্ষাঃ শঙ্কুকর্ণাশ্চ বক্রনাসাস্তথা পরে ॥ ৩২ ॥

শিখা (২৬) কেহ কেহ ময়ুরপুচ্ছে বিভূষিত, কেহ মুকুটধারী কেহ মণ্ডিত কেশ, কেহ জটাধারী, কেহ কেহ বিচিত্র মালায় বিভূষিত, কাহারও কাহারও মুখ রোমশ (২৭) সকলে নিয়ত কলহেই আসক্ত, এবং সুরসত্তমদিগেরও অজেয়। কাহারও কাহারও মুখ কৃষ্ণ বর্ণ ও মাংসশূন্য। কাহারও পৃষ্ঠদেশ দীর্ঘ কাহারও উদর নাই (২৮) কাহারও পৃষ্ঠ স্থূল, কাহারও পৃষ্ঠ দীর্ঘ, কেহ লম্বোদর; কেহ লম্বশিশ্ন, কেহ মহাভুজ, কেহ হ্রস্বভুজ, কেহ হ্রস্বকায়, কেহ বামন (২৯) কেহ কুব্জ কেহ খর্ব্বজঙ্ঘ কেহ হস্তিকর্ণ, কেহ হস্তি শিরা, কেহ হস্তিনাস, কেহ কূর্ম্ম নাস, কেহ বৃকনাস (৩০) কাহারও ওষ্ঠ দীর্ঘ, কাহারও জঙ্ঘা দীর্ঘ, কেহ অতি বিকট মূর্ত্তি, কাহারও মুখ অধোভাগে লম্বমান। কাহারও দংষ্ট্রা প্রকাণ্ড কাহারও দংষ্ট্রা সুন্দর কাহারও দংষ্ট্রা ভীষণ-দর্শন। (৩১) কেহ হস্তিসঙ্কাশ কেহ দীপ্তিমান্ কেহ সুন্দরবিভূষণে বিভূষিত। কেহ পিঙ্গললোচন কাহারও কর্ণ শঙ্কুসদৃশ কাহারও নাসা

পৃথুদংষ্ট্রা মহাদংষ্ট্রাঃ স্থূলোষ্ঠা হরিমূর্দ্ধজাঃ।
নানাপাদোষ্ঠদংষ্ট্রাশ্চ নানাহস্তশিরোধরাঃ ॥ ৩৩ ॥
নানাচর্ম্মভিরাচ্ছন্না নানাবাসাশ্চ সুব্রত।
হৃষ্টাঃ পরিপতন্তিস্ম মহাপরিঘবাহবঃ ॥ ৩৪ ॥
দীর্ঘগ্রীবা দীর্ঘনখা দীর্ঘপাদ শিরোভুজাঃ।
পিঙ্গাক্ষা নীলকণ্ঠাশ্চ স্বর্ণকর্ণাশ্চ সুব্রত ॥ ৩৫ ॥
বৃকোদরনিভাশ্চৈব কেচিদঞ্জনসন্নিভাঃ।
শ্বেতাক্ষা লোহিতাক্ষাশ্চ পিঙ্গাক্ষাশ্চ তথাপরে ॥ ৩৬ ॥
কল্মাষবহবো বিপ্র চিত্রবর্ণাশ্চ কেচন।
চামরাপীড়নিভাশ্চ শ্বেতলোহিতরাজয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
নানাবর্ণাঃ সুবর্ণাশ্চ ময়ূরসদৃশপ্রভাঃ ॥
পাশোদ্যতকরাঃ কেচিৎ ব্যাদিতাস্যাঃ খরাননাঃ ॥৩৮॥
শতঘ্নীচক্রহস্তাশ্চ তথা মূষলপাণয়ঃ।
অসিমুদ্গরহস্তাশ্চ দণ্ডহস্তাশ্চ কেচন ॥ ৩৯ ॥

বক্র (৩২) কাহারও দংষ্ট্রা স্থূল কাহারও ওষ্ঠ স্থূল কাহারও মস্তকে বাসবের ন্যায় কেশ, কতকগুলার পাদ কতকগুলার ওষ্ঠ কতকগুলার দংষ্ট্রা কতকগুলার মস্তক নানাকৃতি। ঈদৃশ নানা বস্ত্রধারী নানা চর্ম্মে আচ্ছাদিত গাত্র মহাপরিঘসদৃশবাহু সম্পন্ন (রাক্ষস সৈন্যগণ) হৃষ্টান্তঃকরণে যুদ্ধার্থ ধাবিত হইল (৩৩ ৩৪) কাহারও গ্রীবা, কাহারও নখ কাহারও পাদ, কাহারও মস্তক, কাহারও বা বাহু দীর্ঘ। কাহারও লোচন পিঙ্গলবর্ণ কাহারও কণ্ঠ নীল কাহারও কর্ণ স্বর্ণকান্তি (৩৫) কেহ বৃকোদরসঙ্কাশ কেহ অঞ্জন সমবর্ণ কাহারও চক্ষু রক্ত কাহারও চক্ষু পিঙ্গল (৩৬) কেহ বিচিত্র বর্ণ কেহ শ্বেত কেহ লোহিত। (৩৭) কাহারও বর্ণ নানা প্রকার, কেহ সুন্দর বর্ণ কাহারও কান্তি ময়ূরের সদৃশ। কাহারও হস্তে পাশ কেহ মুখ ব্যাদান করিয়া আছে, কাহারও মুখ ভীষণ দর্শন (৩৮) কাহারও হস্তে শতঘ্নী ও চক্র কাহারও হস্তে

গদাভুষণ্ডিহস্তাশ্চ তথা তোমরপাণয়ঃ।
আয়ুধৈর্ব্বিবিধৈর্ঘোরৈর্ম্মহাত্মনো মহজবাঃ॥ ৪০॥
মহাবলা মহাতেজা অসংখ্যাতা বিনির্যযুঃ।
ঘণ্টাজালপিনদ্ধাঙ্গা ননৃতুস্তেরণাজিরে॥ ॥ ৪১॥

কোটিশো বিকৃতরুক্ষভাষিণো
যাতুধানগণসৈন্যপালকাঃ।
দুদ্রুবূ রঘুকুলাবতংসকম্,
গৃহ্ন ধাব হন প্রোথ বাদিনঃ॥ ৪২॥

ইত্যার্ষে শ্রীরামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অদ্ভুতোত্তরাকাণ্ডে রাবণপুত্রনির্য্যাণং
নামোনবিংশঃ সর্গঃ।

মূষল কাহরও হস্তে অসি ও মুদ্গর কাহারও হস্তে দণ্ড। (৩৯) কেহ গদাভূষণ্ডীধারী কেহ তোমর ধারী। এইরূপ বিবিধ ভীষণ অস্ত্র শস্ত্রধারী মহাত্মা মহাবেগী মহাবল (৪০) অসংখ্য রাক্ষসগণ সর্ব্বাঙ্গে ঘণ্টাজাল বন্ধন পূর্ব্বক রণস্থলে আগমন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন (৪১)।

বিকৃতরূপ পরুষভাষী কোটি কোটি রাক্ষস সেনানীগণ ধারণ কর, ধাবিত হও, বধ কর, প্রোথিত কর, হত্যা কর, বাক্য সকল বলিতে বলিতে রঘুকুলাবতংস রামচন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইল (৪২)।

বিংশতিতমঃ সর্গঃ।

-:*:-

ধনূংষি চাবিধুন্বানস্ততো বৈশ্রবণানুজঃ।
কোয়ং কিমর্থমায়াত ইতি চিন্তাপরোঽভবৎ॥ ১॥
ততো গগনসম্ভূতা বাণী সমুপপদ্যতে।
ভো রাবণ মহাবীর রামোঽয়ং সমুপাগতঃ॥ ২॥
রাঘবোয়মযোধ্যায়া রাজা ধর্ম্মস্বরূপধৃক্।
লঙ্কায়াং নিহতোঽনেন দারমোষী তবানুজঃ॥ ৩॥
ত্বদ্বধার্থমিহায়াতো বিভীষণো বসুপ্রদঃ।
ভ্রাতৃভিঃ র্বানরৈঋক্ষৈ রাক্ষসৈ র্মানুষৈ র্বৃতঃ॥
শ্রুত্বা হ্যমানুষং বাক্যং রাবণো লোকরাবণঃ।
ক্রোধানলেন জজ্বাল দ্বিগুণং মুনিপুঙ্গব॥ ৫॥
হন্যতাং বধ্যতামেব মানুষো রিপুসংজ্ঞিতঃ।
মম বিশ্বজিতঃ সাক্ষাদ্রণায় সমুপাগতঃ॥ ৬॥

অনন্তর কুবেরানুজ রাবণ শরাসন গ্রহণ করিয়া ভাবিতে লাগিল, এ ব্যক্তি কে? কেনই বা আগমন করিল (১) তখন আকাশে দৈব বাণী হইল, হে মহাবীর রাবণ ইনি রামচন্দ্র আগমন করিয়াছেন (২) ইঁনি অযোধ্যায় সাক্ষাৎ ধনমূর্ত্তি নরপতি! তোমার অনুজ ইঁহার ভার্য্যা হরণ করিয়া লঙ্কার ইহার হস্তে নিহত হইয়াছে(৩) এক্ষণে তোমার বিনাশার্থ ভ্রাতৃগণ এবং বানর, ঋক্ষ, রাক্ষস ও মানুষগণে পরিবৃত হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছেন! বসুপ্রদ বিভীষণও উপস্থিত হইয়াছেন (৪)।

মুনি পুঙ্গব! লোক বিত্রাসন রাবণ এই দৈববাণী শ্রবণ পূর্ব্বক দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল (৫) (এবং কহিতে লাগিল) এই মানব,

ইত্যুক্ত্বা বাণজালানি চক্রপর্ব্বততোমরান্।
চিক্ষেপ সহসা রক্ষঃ পুষ্পকোপরি সুব্রত ॥ ৭ ॥
রাক্ষসী সা চমূর্ঘোরা বানরানৃক্ষ-মানুষান্।
চখাদ কাংশ্চিদ্‌গদয়া প্রোথয়ামাস দর্পিতান্ ॥ ৮ ॥
সা চ শাখামৃগীসেনা রাঘবস্য চ মানুষী।
রাবণস্যানুগান্ বীরান্ জঘান বাণ-পর্ব্বতৈঃ ॥ ৯ ॥
তেঽন্যোন্যং বধমীপ্‌সন্তো যুযুধুঃ সৈনিকোত্তমাঃ।
পেতুর্ম্মম্লুশ্চ মুমুহু রাক্ষসা বানরা নরাঃ ॥ ১০ ॥
ততো রামো মহাবাহু র্ভরতো লক্ষ্মণস্তথা।
শত্রুঘ্নো হনূমান্ বীরঃ সুগ্রীবো জাম্ববাংস্তথা ॥ ১১ ॥
অন্যে চ নলনীলাদ্যা বিভীষণ পুরোগমাঃ।
যুযুধুস্তে মহাঘোরং মহাঘোরে রণাজিরে ॥ ১২ ॥

শত্রুকে বিনাশ কর। আমি বিশ্ববিজয়ী আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিয়াছে (৬) হে সুব্রত! এই কথা কহিয়া রাক্ষস সহসা পুষ্পকোপরি বিবিধ বাণজাল এবং চক্র পর্ব্বত তোমর সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল (৭) সেই ভীষণ, রাক্ষস সৈন্যও বলদর্পিত বানর ঋক্ষ ও মানুষগণের কাহাকেও ভক্ষণ কাহাকেও বা গদাঘাতে প্রোথিত করিতে লাগিল (৮) রামচন্দ্রের সেই মানুষী এবং বানরী সেনাও রাবণের মহাবীর সৈনিকদিগকে বাণ ও পর্ব্বত প্রহার করিতে থাকিল (৯) সেই সকল মহাবীর রাক্ষস বানর ও রাক্ষস সৈনিক পরস্পরের বিনাশ কামনা করিয়া উভয়পক্ষে যুদ্ধ করিতে লাগিল, পতিত মর্দ্দিত ও মূর্চ্ছিত হইতে থাকিল (১০)

অনন্তর মহাবাহু রামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, মহাবীর হনূমান্, সুগ্রীব ও জাম্বুবান্ (১১) নল নীলাদি অন্যান্য বানর এবং বিভীষণ রাক্ষসগণ সেই ঘোর রণস্থলে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ করি-

নির্জ্জগ্মু শ্চাপি নেদুশ্চচিক্রীড়ু শ্চাপি রাক্ষসাঃ।
জহৃষুস্তে মহাত্মানঃ সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিনঃ॥ ১৩॥
উৎক্রোষ্ট স্ফোটিতৈর্নাদৈশ্চচালাব্ধিশ্চ মেদিনী।
রক্ষসাং সিংহনাদৈশ্চ পরিপূর্ণং নভস্তলম্॥ ১৪॥
তে প্রাযুধ্যন্তমুদিতা রাক্ষসেন্দ্রা মহাবলাঃ।
প্রযযু র্ব্বানরানীকং সমুদ্যতশিলায়ুধম্॥ ১৫॥
যুযোধ রাক্ষসং সৈন্যং নররাক্ষসবানরৈঃ।
হস্ত্যশ্বরথসম্বাধং কিঙ্কিণীশতনাদিতম্॥ ১৬॥
নীলজীমূতসঙ্কাশৈঃ সমুদ্যতশিলায়ুধৈঃ।
দীপ্তানলরবিপ্রখ্যৈ নৈর্ঋতৈঃ সর্ব্বতো বৃতম্॥ ১৭॥
তদ্বীক্ষ্য রাক্ষসবলং সংরব্ধাশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
ক্রুদ্ধং তদ্রাক্ষসং সৈন্যং জঘ্নু দ্রু মশিলায়ুধৈঃ॥ ১৮॥
তে পাদপশিলাশৈলৈ স্তাংশ্চক্রু র্বৃষ্টিমুত্তমাম্।
বৃক্ষৌঘৈর্ব্বজ্রসঙ্কাশৈর্হরয়ো ভীমবিক্রমাঃ॥ ১৯॥

লেন (১২) সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ মহাবল রাক্ষসগণও যুদ্ধার্থ বহির্গত হইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে সিংহনাদ ও ক্রীড়া করিতে লাগিল (১৩) রাক্ষসগণের উৎক্রোশ আস্ফোটন ধ্বনি ও সিংহনাদে সমুদ্র ও পৃথিবী কম্পিত হইতে থাকিল এবং নভস্থল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল (১৪) মহাবল রাক্ষসসেনানীগণ আহ্লাদ সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। শিলা ও অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া বানর সৈন্য আক্রমণ করিল (১৫) নিবিড় হস্ত্যশ্ব সংধাবিত শত শত কিঙ্কিনীনিনাদিত নীলমেঘসঙ্কাশ উদ্যত-শিলায়ুধ ধারী প্রদীপ্ত অনল ও সূর্য্য সঙ্কাশ রাক্ষসগণ পরিব্যাপ্ত রাক্ষস সৈন্য নর রাক্ষস ও বানরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। (১৬, ১৭) সেই রাক্ষসী সেনা দর্শন করিয়া বানরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং শিলা ও বৃক্ষ লইয়া সেই ক্রুদ্ধ রাক্ষস সৈন্য আক্রমণ

শিখরৈঃ শিখরাভাংস্তে যাতুধানানমর্দ্দয়ন্।
নির্জ্জঘ্নুঃ সময়ে ক্রুদ্ধা হরয়ো রাক্ষসার্ষভান্॥ ২০ ॥
কেচিদ্রথগতান্ বীরান গজবাজিস্থিতানপি।
নিজঘ্নুঃ সহসাপ্লুত্য যাতুধানান্ প্লবঙ্গমাঃ॥ ২১ ॥
শৈলশৃঙ্গনিভাস্তে তু মুষ্টিনিষ্ক্রান্তলোচনাঃ।
বেপুঃ পেতুশ্চ নেদুশ্চ ততো রাক্ষসপুঙ্গবাঃ॥ ২২ ॥
ততঃ শূলৈশ্চ বজ্রৈশ্চ বিমুষ্টৈ র্হরিপুঙ্গবৈঃ।
মুহূর্ত্তেনাবৃতা ভূমিরভবৎ শোণিতপ্লুতা॥ ২৩ ॥
বিকর্ণৈঃ পর্ব্বতাগ্রৈশ্চ রক্ষোভিরুপমর্দ্দিতৈঃ।
আক্ষিপ্তাঃ ক্ষিপ্যমাণাশ্চ ভগ্নশেষাশ্চ বানরাঃ॥ ২৪ ॥
রথেন রথিনশ্চাপি রাক্ষসং রাক্ষসেন চ।
হয়েন চ হয়ং কেচিৎ পিপিষু র্ধরণীতলে॥ ২৫ ॥

করিল (১৮) ভীম বিক্রম বানরগণ বজ্রসার বৃক্ষ ও পর্ব্বত শৃঙ্গের বৃষ্টি আরম্ভ করিল (১৯) পর্ব্বত শৃঙ্গাঘাতে পর্ব্বত শৃঙ্গ সঙ্কাশ রাক্ষস সেনানীদিগকে মর্দ্দন ও সাক্ষস সেনানীদিগকে সংহার করিতে লাগিল (২০) বানরগণ কেহ কেহ সহসা লম্ফ প্রদান করিয়া রথ-স্থিত অশ্বারোহী, ও গজারোহী (রাক্ষস) বীরদিগকে বিনাশ করিতে থাকিল (২১) তখন শৈলশৃঙ্গ সঙ্কাশ প্রধান প্রধান রাক্ষস বীরেরা কম্পিত হইতে থাকিল, পতিত হইতে লাগিল, শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। মুষ্ট্যাঘাতে তাহাদিগের চক্ষু বহির্গত হইয়া পড়িয়াছিল (২২)।

শূল ও বজ্র দ্বারা বিনষ্ট প্রধান প্রধান বানরগণেও পরিব্যাপ্ত হইয়া পৃথিবী ক্ষণকাল মধ্যেই রুধিরে প্লাবিত হইল (২৩) রাক্ষসগণ বিকর্ণ ও পর্ব্বত শৃঙ্গ দ্বারা মর্দ্দন করত বানরদিগকে আকর্ষণ ও ক্ষেপণ করিয়া প্রায় ভগ্ন শেষ করিয়া তুলিল (২৪) কেহ রথ দ্বারা রথী:ক কেহ রাক্ষস দ্বারা রাক্ষসকে, কেহ অশ্ব দ্বারা অশ্বকে, ধরাতলে পেষণ

বানরান্ বানরৈরেব জঘ্নু র্ঘোরা হি রাক্ষসাঃ।
রাক্ষসান্ রাক্ষসৈরেব পিপিষু র্ব্বানরা যুধি॥ ২৬ ॥
আক্ষিপ্য চ শিলা জঘ্নু রাক্ষসা বানরাংস্তথা।
তেষামাচ্ছিদ্য শস্ত্রাণি জঘ্নুস্তানপি বানরাঃ॥ ২৭ ॥
নিজঘ্নুঃ শৈলশিখরৈ র্ব্বিভিন্নাশ্চ পরস্পরম্।
সিংহনাদন্ বিনেদুশ্চ রণে বানররাক্ষসাঃ॥ ২৮ ॥
ছিন্নচর্ম্মতনুত্রাণা রাক্ষসা বানরৈঃ কৃতাঃ।
সুস্রাব রুধিরং তেভ্যঃ স্রবতঃ পর্ব্বতাদিব॥ ২৯ ॥

তস্মিংস্তদা সংযতি সম্প্রবৃত্তে,
কোলাহলে রাক্ষসরাজধান্যাম্
সংদৃশ্যমানেষু চ বানরেষু,
নিপাত্যমানেষু চ রাক্ষসেষু॥৩০॥
প্রভজ্যমানেষু মহাবলেষু,
মহর্ষয়ো ভূতগণাশ্চ নেদুঃ।

করিতে লাগিল (২৫) আর রাক্ষসগণ বানর দ্বারাই বীরদিগকে বিনাশ করিতে থাকিল। যুদ্ধে বানরেরাও রাক্ষস দ্বারাই রাক্ষসদিগকে পেষণ করিতে লাগিল। (২৬) রাক্ষসেরা শিলা উৎপাটন করিয়া বানরদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। বানরগণও অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইয়া রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে থাকিল (২৭) যুদ্ধস্থলে বানর ও রাক্ষসগণ পরস্পর শৈল প্রহার করিতে আরম্ভ করিল এবং পরস্পর ভগ্ন গাত্র হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল (২৮)।

বানরগণ রাক্ষসদিগের চর্ম্ম ও বর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন করিল। তাহারা প্রস্রবণ গিরির ন্যায় ক্ষত স্থান হইতে রুধির স্রাব করিতে থাকিল (২৯)

ঈদৃশ যুদ্ধে রাক্ষস-রাজধানীতে তুমুল কোলাহল, রাক্ষসগণের নিপাত, বানরগণের হর্ষ (৩০) ও বলাবলের ভঙ্গ হইতে থাকিলে

তেচাপি সর্ব্বে হরয়ঃ প্রহৃষ্টাঃ,
বিনেদুরাক্ষ্বেড়িত সিংহনাদৈঃ॥ ৩১॥
ইত্যার্ষ্যে শ্রীরামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অদ্ভুতোত্তরকাণ্ডে সঙ্কীর্ণযুদ্ধং নাম
বিংশতিতমঃ সর্গঃ।

একবিংশতিতমঃ সর্গঃ।

-:*:

ততো রথং মারুততুল্যবেগ-
মারুহ্য শক্তিং নিশিতাং প্রগৃহ্য।
স রাবণো রামবলং প্রহৃষ্টম্,
বিবেশ মীনো হি যথার্ণবৌঘম্॥ ১॥
স বানরান্ হীনবলান্ নিরীক্ষ্য,
প্রাণেন দীপ্তেন ররাজ রাজা।
একক্ষণেনেন্দ্ররিপুর্ম্মহাত্মা,
নিহন্তুমৈচ্ছন্নরবানরাংশ্চ॥ ২॥

মহর্ষি ও অন্যান্য ভূতগণ আনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিলেন, বানরগণও হৃষ্ট হইয়া আক্ষ্বেড়ন ধ্বনি ও সিংহনাদ আরম্ভ করিল (৩১)

অনন্তর শাণিত শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক বায়ুবেগরথে আরোহণ করিয়া রাবণ মীন যেমন সাগর তরঙ্গে প্রবেশ করে, সেইরূপ রামচন্দ্রের হৃষ্ট পুষ্ট সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল (১) সে বানরদিগকে ক্ষীণবল

মনসা চিন্তয়ামাস সহস্রস্কন্ধরঃ স্বরাট্ ।
এতে ক্ষুদ্রাঃ সমায়াতা প্রাণাং স্ত্যাক্ত্বা ধনানি চ ॥ ৩ ॥
দ্বীপান্তরং মহৎ প্রাপ্য মম যুদ্ধাভিকাঙ্ক্ষিণঃ ।
কিংস্যাম্মাম হতৈঃ ক্ষুদ্রৈ র্নররাক্ষসবানরৈঃ ॥ ৪ ॥
যস্মাদ্দেশাৎ সমায়াতা স্তং দেশং প্রাপয়াম্যহম্ ।
ক্ষুদ্রকেষু শরাঘাতং ন প্রশংসন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৫ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য ধনুষা বায়ব্যাস্ত্রং যুযোজহ ।
তেনাস্ত্রেণ নরা ঋক্ষা বানরা রাক্ষসা হি তে ॥ ৬ ॥
যস্মাৎ যস্মাৎ সমায়াত স্তং তং দেশং প্রয়াপিতাঃ ।
গলহস্তিকয়া বিপ্র চৌরানুাজভৃতা যথা ॥ ৭ ॥
তে সর্ব্বে স্বগৃহং প্রাপ্য অস্ত্রবেগেন বিস্মিতাঃ ।
ক স্থিতাঃ ক সমায়াতা মন্যন্তে স্বপ্নমেব তে ॥ ৮ ॥

দর্শন করিয়া তেজে জলিতে লাগিল। অনন্তর সেই ইন্দ্রশত্রু মহাত্মা ক্ষণ মাত্রেই নরবানর সংহার করিতে কল্পনা করিল (২) স্বয়ং ক্ষমতাশালী সহস্রস্কন্ধ মনোমধ্যে ভাবনা করিতে লাগিল, এই সকল ক্ষুদ্র প্রাণী ধন ও প্রাণের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক (৩) দ্বীপান্তরে আগমন করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এই সমস্ত ক্ষুদ্র নররাক্ষস ও বানরদিগকে বিনাশ করিয়া আমার কি লাভ হইবে (৪) ইহা যে দেশ হইতে আগমন করিয়াছে আমি ইহাদিগকে পুনর্ব্বার সেই দেশেই উপস্থিত করি। সাধুগণ ক্ষুদ্রের উপর শরাঘাতের প্রশংসা করেন না। ৫।

এইরূপ চিন্তা করিয়া সে শরাসনে বায়ব্যাস্ত্র যোজনা করিল। সেই অস্ত্র বলে ঐ সমস্ত নর বানর, ঋক্ষ ও রাক্ষসগণ (৬) যে যেদেশে হইতে আগমন করিয়াছিল, তাহাকে যেমন রাজ পুরুষগণ চোর দিগকে গল হস্ত দ্বারা বিদূরিত করে সেইরূপ সে সেই দেশেই উপস্থাপিত করিল (৭) তাহারা সকলে স্বস্বগৃহে উপস্থিত হইয়া

প্রলয়ানিলবেগেন অস্ত্রেণ বঞ্চিতা ভৃশম্।
ভরতো লক্ষ্মণশ্চাপি শত্রুঘ্নো হনূমানপি ॥ ৯ ॥
সুগ্রীবো নলনীলাদ্যা হরয়োঽনিলরংহসঃ।
বিভীষণপুরোগাশ্চ রাক্ষসাং ক্রূরবিক্রমাঃ ॥ ১০ ॥
বানরাশ্চ নরা ঋক্ষা রাক্ষসা অক্ষতা গৃহম্।
প্রাপ্যাতি বিস্মিতাঃ সর্ব্বে শোচন্তো রামমেব হি ॥১১॥
পুষ্করে পুষ্পকে তিষ্ঠন্ সসীতো রাঘবঃ পরম্।
আস্তে স্ম নাস্ত্রবেগোঽয়ং রামং চালয়িতুং ক্ষমঃ ॥১২॥
মহর্ষয়ো হি তত্রাসন্ কিমেতদিতি বিস্মিতা।
সাপি সীতা মহাভাগা তত্রাস্তে স্ম সুস্মিতাঃ ॥ ১৩ ॥
গন্ধর্ব্বনগরাকারং দৃষ্ট্বা রামং বলং মহৎ।
স্বস্তীতি বচনাঃ সৌম্য শান্তিং জেপুর্ম্মহর্ষয়ঃ ॥ ১৪ ॥

আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং আমরা কোথায় ছিলাম কোথায় আগমন করিলাম ভাবিয়া স্বপ্ন বোধ করিতে লাগিল (৮) ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও হনুমান্ (৯) অনিল বেগ সম্পন্ন সুগ্রীব নল ও নীলাদি বানরগণ দৃঢ় বিক্রম বিভীষণাদি রাক্ষসগণ প্রলয়ানিল সদৃশ বেগবান অস্ত্র দ্বারা বিমোহিত হইলেন (১০)।

নর, বানর ঋক্ষ ও রাক্ষসগণ (এইরূপে) অক্ষত শরীরে স্বগৃহে আগমন পূর্ব্বক অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রামের জন্যই শোক করিতে লাগিল (১১) রাঘব সীতা সমভিব্যাহারে পুষ্কর দ্বীপে পুষ্পকোপরি অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অস্ত্রবেগ রামকে চালিত করিতে পারে নাই (১২) মহর্ষিগণও একি? বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই স্থানেই রহিলেন, মহাভাগা সুবিস্মিত সীতাও সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন (১৩) সেই রামচন্দ্রের সৈন্য গন্ধর্ব্ব নগর * সদৃশ লোপ পাইল দেখিয়া মহর্ষিগণ স্বস্তি স্বস্তি

---

* গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক মায়া দ্বারা বিরচিতপুরী যেমন ক্ষণকালেই বিলুপ্ত হয় তদ্রূপ।

অন্তরীক্ষচরাঃ সর্ব্বে হাহাকারং প্রচক্রিরে।
দেবা অগ্নিমুখা বিপ্র কিঙ্কৃতং রাবণে হি॥ ১৫ ॥
গরুড়স্থো যদা বিষ্ণু রাবণং হন্তুমাগতঃ।
লীলয়া লবণাম্ভোধৌ ক্ষিপ্তো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥ ১৬॥
সাট্টহাসং বিনদ্যোচ্চৈঃ রাক্ষসা বামপাণিনা।
ততঃ প্রভৃতি দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরা নরাঃ॥ ১৭ ॥
গন্ধমস্য ন গৃহ্নন্তি শার্দ্দূলস্যেব জম্বুকাঃ।
সোঽয়ং বিষ্ণু র্দশরথাজ্জাতো দেবঃ সনাতনঃ॥ ১৮॥
অস্মাকং ভাগধেয়েন রামো জয়তু রাবণম্।
পরস্পরং সুরাঃ সর্ব্বে বদন্ত ইতি খে স্থিতাঃ॥ ১৯ ॥
ননর্ত্ত চ সহস্রাস্যঃ ক্ষুদ্রং মত্বা স রাঘবম্।
বিমৃশ্যাথ চ রামোপি তদ্দৃষ্ট্বা কর্ম্মদুষ্করং॥ ২০ ॥

বলিয়া মন্ত্র জপ আরম্ভ করিলেন (১৪) অন্তরীক্ষচারী ভূতগণ সকলে হাহাকার করিতে লাগিল। অগ্নিমুখ দেবগণ (বলিতে লাগিলেন) রাবণ একি আশ্চর্য্য কাণ্ড করিল? (১৫) বিষ্ণু যখন গরুড় পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাবণকে সংহার করিতে আগমন করিয়াছিলেন, তখন এই রাক্ষস অট্টহাস্য পূর্ব্বক অত্যুচ্চ সিংহনাদ করিয়া বামপাণি দ্বারা অবলীলা ক্রমে সনাতন বিষ্ণুকে লবণ সাগরে নিক্ষেপ করিয়াছিল। জম্বুক যেমন ব্যাঘ্রের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না, সেই অবধি দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, কি নরগণ কেহই ইহার গন্ধও সহ্য করিতে পারে না। সেই দেব সনাতন বিষ্ণুই দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন (১৬,১৭,১৭) আমাদিগেরই ভাগ্য বলে রাম রাবণকে জয় করুন। দেবগণ এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে আকাশতলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন (১৯) সহস্র কন্ধর রাঘবকে ক্ষুদ্র বোধ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাম সেই দুষ্কর কার্য্য দর্শন পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া (২০) রাবণের যথার্থ ক্রুদ্ধ হইয়া

ক্রোধমহারয়ামাস রাবণস্য বধং প্রতি।
ততঃ কিলকিলা শব্দং চক্রুঃ রাক্ষসপুঙ্গবাঃ॥ ২১॥
স রাঘবঃ পদ্মপলাশলোচনো
জজ্বাল কোপেন দ্বিষজ্জয়ৈষিণঃ।
রামং প্রকর্ত্তুং ন শশাক মেদিনী,
চকম্পিরে বারিধরা গ্রহা অপি॥ ২২॥
ইত্যার্ষে রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অদ্ভুতোত্তরকাণ্ডে রামসৈন্য বিক্ষেপণং
নামৈকবিংশতিতমঃ সর্গঃ॥

দ্বাবিংশতিতমঃ সর্গঃ।

—):*:(—

নৃত্যন্তঞ্চ রিপুং দৃষ্ট্বা রামঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
জজ্বাল চ স কোপেন রাক্ষসাং সহজো রিপুঃ॥ ১॥
বিচকর্ষ ধনুঃ শ্রেষ্ঠং প্রলয়ানলসন্নিভঃ।
বেগেন বাণাংশ্চিক্ষেপ রক্ষসাং মর্ম্মসু প্রভুঃ॥ ২॥

উঠিলেন। তখন রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ কিলকিলা শব্দ আরম্ভ করিল (২১)।

পদ্মপলাশ লোচন রামচন্দ্র শত্রু বিজয়েচ্ছায় কোপে জ্বলিয়া উঠিলেন। ধরণী রামকে ধারণ করিতে পারিলেন না, সাগর ও গ্রহ সকল কম্পিত হইতে লাগিল (২২)।

রাক্ষস জাতির সহজ শত্রু শত্রুনির্ব্বহণ রামচন্দ্র শত্রুকে নৃত্য করিতে দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। (১) প্রলয়ানল সঙ্কাশ

তিলশঃ খণ্ডয়ন্তিস্ম বাণা রাক্ষসপুঙ্গবান্।
কদা ধনুষি সন্ধত্তে কদা বিসৃজতি প্রভুঃ॥ ৩॥
নান্তরং দদৃশে কৈশ্চিচ্ছিন্নাঃ স্যুররয়ঃ পরম্।
জঘান রাক্ষসান্ রামো রুদ্রঃ পশুগণানিব॥ ৪॥
তদ্ দৃষ্ট্বা দুষ্করং কর্ম্ম কৃতং রামেণ রাবণঃ।
অনীকাগ্রং সমাসাদ্য যুযুধে রাঘবেণ হি॥ ৫॥
রে রে রাক্ষসসেনান্যং প্রেক্ষকা ইব তিষ্ঠত।
অহমেকো হনিষ্যামি নরমাকস্মিকং রিপুম্॥ ৬॥
অদ্য নির্ম্মানুষাং পৃথ্বীং নির্দ্দেবং ত্রিদিবং তথা।
করিষ্যাম্যহমেবৈকঃ শোষয়িষ্যামি বারিধীন্॥ ৭॥
পর্ব্বতাংশ্চূর্ণয়িষ্যামি পাতয়িষ্যামি বৈগ্রহান্।
ইত্যুক্ত্বা রাক্ষসশ্রেষ্ঠো রামং যোদ্ধুমিবাহ্বয়ৎ॥ ৮॥

(দাশরথি) উৎকৃষ্ট শরাসন আকর্ষণ ও মহাবেগে রাক্ষকদিগের মর্ম্মস্থলে বাণজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। (২) বাণ সকল রাক্ষসদিগকে তিল তিল করিয়া ছেদন করিতে লাগিল। প্রভু ধনুকে কখন বাণ সন্ধান কইনই বা নিক্ষেপ করেন (৩) তাহার অবসর লক্ষিত হয় না কিন্তু শত্রুগণ নিরন্তর নিহত হইতে থাকিল। রুদ্রদেব যেন পশুদিগকে সংহার করিয়াছিলেন, রামচন্দ্র ও তেমনি রাক্ষসদিগকে নিপাত করিতে লাগিলেন। (৪) রাম তাদৃশ দুষ্কর কার্য্য সাধন করিতেছেন দেখিয়া রাবণ সেনার অগ্রভাগে যাইয়া রামের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। (৫) (এবং কহিতে লাগিল) রে রে রাক্ষস সেনাধ্যক্ষ সকল, তোরা কেবল দণ্ডায়মান হইয়া দর্শন কর। আমি একাকীই এই সহসা সমাগত মানব শত্রুকে সংহার করিতেছি। (৬) আজ আমি একাকীই পৃথিবী মনুষ্য শূন্য করিব, স্বর্গলোক দেব শূন্য করিব, সাগর সকল শোষণ করিব। (৭) পর্ব্বত সমস্ত চূর্ণিত করিব, গ্রহগণ নিপাতিত করিব। এই কথা বলিয়া

ত্বামদ্য খড়্গেনাচ্ছিদ্য তর্পয়িষ্যামি চানুজান্।
নেয়ং লঙ্কাপুরী রাম নাহঞ্চ দশকন্ধরঃ॥ ৯॥
গদয়া প্রোথয়িষ্যামি শিরস্তে রঘুনন্দনঃ।
কপিত্থ মিব কাকুৎস্থ করীমদকলঃ কিল॥ ১০॥
ইত্যুক্ত্বা রাবণো যুদ্ধং রামেণ সহচারভৎ।
তদভূদ্দ্বৈরথং যুদ্ধং বলিবাসবয়োরিব॥ ১১॥
রাবণং প্রাপ্য রামোঽপি পরং হর্ষমুপাগমৎ।
তদভূদদ্ভুতং যুদ্ধং দ্বয়ো বৈ রোমহর্ষণম্॥ ১২॥
রামস্য চ মহাবাহোর্ব্বলিনো রাবণস্য চ।
গান্ধর্ব্বেণ চ গান্ধর্ব্বং দৈবং দৈবেন রাঘবঃ॥ ১৩॥
অস্ত্রং রাক্ষসরাজস্য জঘান পরমাস্ত্রবিৎ।
অস্ত্রযুদ্ধে চ পরমো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ॥ ১৪॥
সসর্জ্জ পরমঃ ক্রুদ্ধঃ পন্নগাস্ত্রং স রাঘবে।
তে রাবণধনুর্ম্মুক্তাঃ শরাঃ কাঞ্চনভূষিতাঃ॥ ১৫॥

রাক্ষসরাজ রামচন্দ্রকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। (৮) (কহিল) আজ তোকে খড়্গাঘাতে ছেদন করিয়া অনুজদিগের তৃপ্তি সাধন করিব। রাম! এ লঙ্কা নগরী নহে, আমিও দশকন্ধর নহি। (৯) রঘুনন্দন মদমত্ত হস্তী যেমন কপিত্থ চূর্ণ করে, আজ আমিও সেইরূপ পদাঘাতে তোর মস্তক চূর্ণ করিব। (১০) এই কথা বলিয়া রাবণ রামের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। বলি ও বাসবের ন্যায় সেই অদ্ভুত দ্বৈরথ যুদ্ধ হইতে লাগিল। (১১) রামও রাবণকে পাইয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। হে মহাবাহো! মহাবল রাম ও রাবণের অদ্ভুত লোমাঞ্চ জনক যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরমাস্ত্রবিৎ রাম গান্ধর্ব্বাস্ত্র দ্বারা রাবণের গান্ধর্ব্ব ও দৈবাস্ত্র দ্বারা দৈব অস্ত্র ছেদন করিতে লাগিলেন। সেই রাক্ষসেশ্বর রাবণও যুদ্ধে সুনিপুণ (১২—১৪) সে

অভ্যবর্ষন্ত কাকুৎস্থং সর্পাভূত্বা মহা বিষাঃ।
তে সর্পবদনা ঘোরা বমন্তোজ্বলনং মুখৈঃ ॥ ১৬ ॥
রামমেবাভ্যবর্ত্তন্ত ব্যাদিতাস্যা ভয়াবহাঃ।
তৈর্ব্বাসুকি সমস্পর্শৈ দীপ্তভোগৈর্ম্মহাবিষৈঃ ॥ ১৭ ॥
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব সমন্তাদাবৃতা ভূশম্।
রামঃ সম্পততো দৃষ্ট্বা পন্নগাংস্তান্ সহস্রশঃ ॥ ১৮ ॥
সৌপর্ণমস্ত্রং তদেবারং পুনঃ প্রাবর্ত্তয়দ্রণে।
রামেণ চ শরা মুক্তা রুক্মপুঙ্খাঃ শিলাশিতাঃ ॥ ১৯ ॥
সুপর্ণাঃ কাঞ্চনা ভূত্বা বিচেরুঃ সর্পশত্রবঃ।
তে তান্ সর্পান্ শরান্ জঘ্নুঃ সর্পরূপান্মহাবিষান্ ॥ ২০
সুপর্ণরূপা রামস্য বিশিখাঃ কামরূপপিণং।
অস্ত্রে প্রতিহতে ক্রুদ্ধো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥ ২১ ॥
অভ্যাবর্ষত্তদা রামং ঘোরাভিঃ শরবৃষ্টিভিঃ।
ততঃ শরসহস্রেণ রামমক্লিষ্টকারিণম্ ॥ ২২ ॥

নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাঘবের প্রতি পন্নগাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। রাবণের শরাসন বিনির্ম্মুক্ত ঐ সমস্ত সুবর্ণভূষিত শর (১৫) মহাবিষ সর্প হইয়া রামের উপর অভিবৃষ্ট হইল, সর্পবদন ঘোরসঙ্কাশ বাণ সকল মুখ দ্বারা অগ্নি বমন করিতে করিতে (১৬) ব্যাদিতাস্যে মহাভয়ঙ্কর ভাবে রামের প্রতি ধাবিত হইল। ঐ সমস্ত বাসুকিসমস্পর্শ প্রদীপ্ত-ফণ মহাবিষ বাণে (১৭) দিক্ বিদিক্ সমস্ত চারিদিকে সমাচ্ছন্ন হইল। রাম ঐ সহস্র সহস্র ভোগীকে সমাগত দর্শন করিয়া (১৮) রণে ভয়ঙ্কর গরুড়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। বাণ নিক্ষিপ্ত শিলাশাণিত সুবর্ণ পুঙ্খ বাণ সকল (১৯) কাঞ্চনময় সর্প শত্রু গরুড় হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। রামের কামরূপী বাণ সকল ঐ সমস্ত মহাবিষ সর্পরূপী সর্প বাণ সকল গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল। অস্ত্র বিফল হইলে রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া

রামবাণানভ্যহনৎ ঘোরাভিঃ শরবৃষ্টিভিঃ।
বিষেতুর্দ্দেবগন্ধর্ব্বাশ্চারণাঃ পিতরস্তথা ॥ ২৩ ॥
রামং চন্দ্রসমং দৃষ্ট্বা গ্রস্তং রাবণরাহুণা ॥ ২৪ ॥
প্রাজাপত্যঞ্চ তক্ষত্রং রোহিণীং শশিনঃ প্রিয়াম্।
সমাক্রম্য বুধস্তস্থৌ প্রজানামহিতে রতঃ ॥ ২৫ ॥
সধুমঃ পরিবৃত্তোর্ম্মিঃ প্রজ্বলন্নিব সাগরঃ।
উৎপপাত ততঃ ক্রুদ্ধঃ স্পৃশন্নিব দিবাকরম্ ॥ ২৬ ॥
নষ্টরূপশ্চ পরুষো মন্দরশ্মির্দ্দিবাকরঃ।
অদৃশ্যত কবন্ধাঙ্গঃ সমেতো ধূমকেতুনা ॥ ২৭ ॥
রামোপি বদ্ধা ভ্রুকুটীং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
ক্রোধঞ্চকার স ভৃশং নির্দ্দহন্নিব রাক্ষসম্ ॥ ২৮ ॥
তস্য ক্রুদ্ধস্য বদনং দৃষ্ট্বা রামস্য ধীমতঃ।
সর্ব্বভূতানি বিত্রেষু প্রাকম্পত মহী তদা ॥ ২৯ ॥

(২০, ২১) বাণজাল বিস্তার পূর্ব্বক অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিল (২২) ঘোর শরবৃষ্টিদ্বারা সে ক্রমে রামের সমস্ত বাণ নিবারণ করিল। রামকে কাতর ও চন্দ্র সম রাম-চন্দ্রকে রাবণরূপ রাহুগ্রস্ত দেখিয়া গন্ধর্ব্ব, চারণ পিতৃ এবং সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ বিষণ্ণ হইলেন (২৩, ২৪) প্রাজাপত্য নক্ষত্র অহিতকারী বুধ শশিপ্রিয়া রোহিণীকে আক্রমণ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল (২৫) সধুম আকুলতরঙ্গসাগর যেন ক্রুদ্ধ ও প্রজ্বলিত হইয়া সূর্য্যকে ধারণ করিবার নিমিত্ত স্ফীত হইল (২৬) দিবাকর মলিন ও কর্কশ দর্শন হইলেন, তাঁহার কিরণ মন্দ হইয়া আসিল। ধূমকেতুর সহিত কবন্ধ সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল (২৭) ক্রোধ সংযুক্ত লোচন রামচন্দ্রও ভ্রুকুটী বিরচন পূর্ব্বক যেন রাক্ষসকে দগ্ধ করিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন (২৮) ধীমান্ ক্রুদ্ধ রামচন্দ্রের মুখমণ্ডল নিরী-ক্ষণ করিয়া সর্ব্বপ্রাণী বিত্রস্ত হইয়া উঠিল, পৃথিবী কম্পিত হইতে

সিংহশার্দ্দূলবান্ শৈলঃ প্রজ্জ্বালাকুলক্রমঃ।
বভূব চাতিক্ষুভিতঃ সমুদ্র ইব পর্ব্বসু॥ ৩০॥
রুক্ষাশ্চ খরনির্ঘোষা গগনে পরুষা ঘনাঃ।
ঔৎপাতিকা নিনর্দ্দন্তঃ সমন্তাৎ পরিচক্রমুঃ॥ ৩১॥
লঙ্কায়াং রাবণবধে যং প্রাযুঙ্‌ক্ত শরং প্রভুঃ।
জগ্রাহ তং শরং দীপ্তং নিঃশ্বসন্তমিবোরগম্॥ ৩২॥
যমস্মৈ প্রথমং প্রাদাদগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ।
ব্রহ্মদত্তং মহাবাণং যমাহ যুধি তদ্ বধে॥ ৩৩॥
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পূর্ব্বমিন্দ্রায়ামিততেজসে।
দত্তং সুরপতেঃ পূর্ব্বং ত্রৈলোক্যজয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৩৪॥
যস্য কায়েষু পবনঃ ফলে পাবকভাস্করৌ।
শরীরমাকাশময়ং গৌরবে মেরুমন্দরৌ॥ ৩৫॥
পর্ব্বস্বপি চ বিন্যস্তা লোকপালা মহৌজসঃ।
ধনদো বরুণশ্চৈব পাশহস্তস্তথান্তকঃ॥ ৩৬॥

থাকিল (২৯) সিংহশার্দ্দূলসহিত পর্ব্বত প্রজ্বলিত ও আকুল হইয়া উঠিল। সমুদ্র পর্ব্ব সময়ের ন্যায় অতীব ক্ষুভিত হইল (৩০) তীক্ষ্ণ শব্দকারী রূপকঠোর উৎপাতিক মেঘ সকল আকাশের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে থাকিল (৩১) প্রভু রামচন্দ্র লঙ্কার রাবণ বধার্থ যে শর প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেই সর্প সদৃশ গর্জ্জমান প্রদীপ্ত শর গ্রহণ করিলেন (৩২) প্রথমে ভগবান্ অগস্ত্য মুনি তাঁহাকে বাণ প্রদান করিয়াছিলেন ঐ বাণ ব্রহ্ম প্রদত্ত, (অগস্ত্য) রাবণ বধার্থ ঐ বাণ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন (৩৩) প্রথমত স্বয়ং ব্রহ্মা ঐ বাণ নির্ম্মাণ করিয়া অমিততেজা পুরন্দরকে (প্রদান করিয়াছিলেন) সুরপতি ত্রিলোক বিজয় কামনা করিলে (তাঁহাকে ঐ বাণ প্রদত্ত হইয়াছিল (৩৪) উহার সর্ব্বাঙ্গে পবন, ফলকে অগ্নি ও সূর্য্য অবস্থিতি করিতেছেন। উহার শরীর আকাশ ময়। উহা

জাজ্বল্যমানং বপুষা সপুঙ্খহেমভূষিতম্।
তেজসা সর্ব্বভূতানাং হৃত ভাস্করবর্চ্চসা॥ ৩৭॥
সধূমমিব কালাগ্নিং দীপ্যমানং রবিং যথা।
রথানাগাশ্ববৃন্দানাং ভেদনং ক্ষিপ্রকারিণম্॥ ৩৮॥
পরিঘানাং সহস্রাণাং গিরীণাঞ্চৈব ভেদনম্।
নানারুধিরসিক্তাঙ্গং মেদোদিগ্ধং সুদারুণম্॥ ৩৯॥
কালাভন্তং মহানাদং নানাশক্তিবিনাশনম্।
শত্রূণাং ত্রাসজননং সুপর্ণমিব পন্নগম্॥ ৪০॥
কাকগৃধ্রবকানাঞ্চ গোমায়ুমৃগরক্ষসাম্।
নিত্যং ভক্ষ্যপ্রদং যুদ্ধে রাক্ষসানাং ভয়প্রদম্॥ ৪১॥
দ্বিষন্তাং কীর্ত্তিহরণং প্রকর্ষকরমাত্মনঃ।
অভিমন্ত্র্য ততো রাম স্তং মহেষুর্ম্মহাভুজঃ॥ ৪২॥

মেরু ও মন্দর সদৃশ গুরু (৩৫) মহাতেজস্বী কুবের পাশহস্ত বরুণ ও যম প্রভৃতি লোক পালগণ উহার পর্ব্ব সকলে অবস্থিত (৩৬) ঐ সুন্দর সুবর্ণ পুঙ্খবিশিষ্ট শরের সর্ব্বাঙ্গ যেন প্রজ্বলিত হইতেছে। উহার ভাস্কর তুল্য তেজে যেন সর্ব্ব ভূতের তেজ হরণ করিতেছে (৩৭) উহা যেন সধূম প্রলয়াগ্নি, যেন দীপ্যমান দিবাকর। ঐ ক্ষিপ্রকারী ও রথ হস্তী ও অশ্ব সৈন্য ধ্বংসকারী (৩৮) উহা সহস্র সহস্র পরিঘ ও শত শত পর্ব্বত বিদারণ করিতে পারে। উহা নিদারুণ ও উহার সর্ব্বাঙ্গ নানা প্রাণীর রুধিরে সিক্ত ও মেদদ্বারা অনুলিপ্ত (৩৯) উহা সাক্ষাৎ কাল সঙ্কাশ নানা শক্তির বিদারণ সমর্থ ঐ বাণ ঘোরতর গর্জ্জন করিতেছিল। সুপক্ষ সম্পন্ন পন্নগের ন্যায় উহা শত্রুদিগের ত্রাসোৎপাদন করে (৪০) যুদ্ধে নিয়ত কাক, গৃধ্র, বক, গোমায়ু ও অন্যান্য শ্বাপদ জন্তু এবং রাক্ষসদিগকে আহার প্রদান করিয়া থাকে। রাক্ষসেরা উহাকে দর্শন করিলেই ভয় পায় (৪১) উহারা শত্রুর যশ

বেদপ্রোক্তেন বিধিনা কুণ্ডলীকৃত্য কার্ম্মুকম্।
স রাবণায় তং যোগাচ্চিক্ষেপ শরমুত্তমম্ ॥ ৪৩ ॥
স সায়কো ধনুর্ম্মুক্তো হস্তং রামেণ রাবণম্।
ধূমপূর্ব্বং প্রজজ্বাল প্রাপ্য বায়ুপথং মহৎ ॥ ৪৪ ॥
তং বজ্রমিব দুর্দ্ধর্ষং বজ্রপাণিবিসর্জ্জিতম্।
কৃতান্তকমিবাবার্ষং রাবণো বীক্ষ্য তৎপুরঃ ॥ ৪৫ ॥
হুঙ্কৃত্য কিল জগ্রাহ বাণং বামেন পাণিনা।
তং শরং জানুনাকৃষ্য বভঞ্জ রাক্ষসাধিপঃ ॥ ৪৬ ॥
ভগ্নে তস্মিন্ শরে রামো বিমনা ইব তস্থিবান্।
সহস্রকন্ধরঃ ক্রুদ্ধঃ ক্ষুরপ্রং গৃহ্য শায়কম্ ॥ ৪৭ ॥
রামোরসি চ বিব্যাধ সর্ব্বপ্রাণেন রাক্ষসঃ।
বক্ষো নির্ভিদ্য স শরো রামস্য সুমহাত্মনঃ ॥ ৪৮ ॥
ভিত্ত্বা মহীঞ্চ সহসা পাতালতলমাবিশৎ।
ততো রামো মহাবাহুঃ পপাত পুষ্পকোপরি ॥ ৪৯ ॥

হর্ষণ এবং আপনার উৎকর্ষ সাধন করে। অনন্তর মহাবাহু রামচন্দ্র ঐ মহাবাণ মন্ত্রপূত করিয়া (৪২) ধনুর্ব্বেদ বিহিত বিধানানুসারে শরাসন কুণ্ডলীকরণ পূর্ব্বক রাবণের প্রতি যোগবলে ঐ অনুত্তম শর নিক্ষেপ করিলেন (৪৩) রাম নিক্ষিপ্ত ঐ শর রাবণ বধার্থ আকাশে উত্থিত হইয়া প্রধূমিত ও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল (৪৪) রাবণ সম্মুখে সেই পুরন্দর নিক্ষিপ্ত দুর্দ্ধর্ষ বজ্র ও অনিবার্য্য কৃতান্ত সদৃশ ঐ বাণ দর্শন করিয়া (৪৫) হুঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাম হস্ত দ্বারা ধারণ করিল, এবং রাক্ষসরাজ জানুতে আকর্ষণ করিয়া শর ভগ্ন করিয়া ফেলিল (৪৬) তাদৃশ শর ভগ্ন হইলে রাম উদ্বিগ্ন হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময় সহস্র স্কন্ধ রাবণ ক্ষুরপ্রাস্ত্র গ্রহণ করিয়া (৪৭) আপনার যত বল ছিল, সমস্ত বল সহকারে রামের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। ঐ অস্ত্র মহাত্মা রামচন্দ্রের বক্ষঃস্থল, (৪৮)

নিঃসংজ্ঞো নিশ্চলশ্চাসীৎ হাহা ভূতানি চক্রিরে।
প্রাকম্পত মহী সর্ব্বা স পর্ব্বতবনাব্ধিকা।
ঋষয়ঃ কান্দিশীকাস্তে হা রাম ইতি বাদিনঃ॥ ৫০ ॥

দশশতবদনো জিতারিরুগ্রো,
রণশিরসি প্রণনর্ত্ত সানুযাত্রঃ।
গগনতলগতা নিপেতুরুল্কাঃ,
প্রলয়মিবাপি চ মেনিরে জনৌঘাঃ॥ ৫১ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীরামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অদ্ভুতোত্তরকাণ্ডে রামস্বপ্নায়িতং
নাম দ্বাবিংশতিতমঃ সর্গঃ।

পরে পৃথিবী ভেদ করিয়া সহসা পাতাল তলে প্রবেশ করিল। অনন্তর মহাবাহু রামচন্দ্র পুষ্পকের উপর পতিত হইলেন (৪৯) তাহার আর সংজ্ঞা রহিল না তিনি নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন সর্ব্ব প্রাণী হাহাকার করিয়া উঠিল। পৃথিবী পর্ব্বত বন ও সাগর সকলের সহিত কম্পিত হইতে থাকিল। ঋষিগণ হা রাম! বলিয়া কে কোনদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন (৫০)।

এদিকে প্রচণ্ড প্রকৃতি সহস্র বদন রাবণ শত্রু জয় করিয়া কলরবের সহিত নৃত্য আরম্ভ করিল। আকাশ হইতে শত শত উল্কা পতিত হইতে লাগিল। লোক সমস্ত বোধ করিতে লাগিল যেন প্রলয় কাল উপস্থিত হইল (৫১)।

ত্রয়োবিংশতিতমঃ সর্গঃ।

-:*:-

রামং তথাবিধং দৃষ্ট্বা মুনয়ো ভয়বিহ্বলাঃ।
হাহাকারং প্রকুর্ব্বন্তঃ শান্তিং জেপুশ্চ কেচন ॥ ১ ॥
তদা সা মুনিভির্দৃষ্টা সীতা প্রাহ সিতাননা।
বশিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্ব্বে সীতাং প্রোচুর্ম্মহর্ষয়ঃ ॥ ২ ॥
সীতে কথং শ্রাবিতোয়ং রাবণো রাঘবং ত্বয়া।
সমুৎপন্নো বিপাকোয়ং ঘোরো জনকনন্দিনি ॥ ৩ ॥
ক্ব গতাঃ ভ্রাতরঃ সর্ব্বে গতা বানরর্ষভাঃ।
মন্ত্রিণঃ ক্ব গতা ভদ্রে রামস্য কিমুপস্থিতং ॥ ৪ ॥
শ্রুত্বৈতদ্বচনং তেষাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
রামং তথাবিধং দৃষ্ট্বা শয়ানং পুষ্পকোপরি ॥ ৫ ॥
পুণ্ডরীকনিভে নেত্রে নিমীল্য রণমূর্দ্ধনি।
আলিঙ্গ্য চোরসা সুপ্তং প্রিয়ামিব ধনুঃশরম্ ॥ ৬ ॥

রামচন্দ্রকে তদবস্থ দর্শন পূর্ব্বক ভয়ে বিহ্বল হইয়া ঋষিগণ কেহ কেহ হাহাকার কেহ কেহ বা শান্তি জপ করিতে লাগিলেন (১) অনন্তর মুনিগণ সীতার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলে শুভবদনা সীতা তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ সকলেই সীতাকে কহিলেন (২) সীতে! তুমি রাঘবকে সহস্র বদন রাবণের কথা কেন শ্রবণ করাইয়াছিলে। জনক নন্দিনি! দেখ কি শোচনীয় পরিণাম উপস্থিত হইল (৩) (ইহার) ভ্রাতৃগণ কোথায় গমন করিলেন। ভদ্রে বানর শ্রেষ্ঠগণ এবং মন্ত্রিগণই বা কোথায় রহিলেন। রামের একি দশা উপস্থিত হইল (৪) সিদ্ধ মহর্ষিগণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং রামচন্দ্র পদ্ম সঙ্কাশ নেত্রদ্বয় নিমীলন পূর্ব্বক প্রেয়সীর ন্যায় ধনুঃশর আলিঙ্গন করিয়া রণস্থলে পুষ্পকোপরি তাদৃশ

নদন্তং রাক্ষসঞ্চাপি মহাবলপরাক্রমম্।
সাট্টহাসং বিনদ্যোচ্চৈঃ সীতা জনকনন্দিনী ॥ ৭ ॥
স্বরূপং প্রজহৌ দেবী মহাবিকটরূপিণী।
ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী চ চক্রভ্রমিতলোচনা ॥ ৮ ॥
দীর্ঘজঙ্ঘা মহারাবা মুণ্ডমালাবিভূষণা।
অস্থিকিঙ্কিণিকা ভীমা ভীমবেগপরাক্রমা ॥ ৯ ॥
খরস্বরা মহাঘোরা বিকৃতা বিকৃতাননা।
চতুর্ভুজা দীর্ঘতুণ্ডা শিরোঽলঙ্কারণোজ্জ্বলা ॥ ১০ ॥
লোলজিহ্বা জটাজুটৈর্ম্মণ্ডিতা চণ্ডরোমিকা।
প্রলয়াম্ভোদককালাভা ঘণ্টাপাশবিধারিণী ॥ ১১ ॥
অবস্কন্দ্য রথাৎ তূর্ণং খড়্গখর্পরধারিণী।
শ্যেনীব রাবণরথে পপাত নিমিষান্তরে ॥ ১২ ॥

অবস্থায় শয়ান রহিয়াছেন ও মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষস ভীষণ সিংহ-নাদ করিতেছে, দর্শন করিয়া জনকনন্দিনী উচ্চৈঃরে অট্টহাস্য পূর্ব্বক (৫—৭) নিজরূপ পরিত্যাগ করত অতি ভীষণরূপ ধারণ করিলেন। দেবী ক্ষুধায় ক্ষীণাঙ্গী চক্ষুর্দ্বয় কোটরে নিমগ্ন হইয়া চক্রের ন্যায় ঘূর্ণিত হইতেছে (৮) তাঁহার জঙ্ঘা দ্বয় দীর্ঘ, রব অতি উচ্চ ভীম। মুণ্ডমালার বিভূষণ ও অস্থির কিঙ্কিণী জাল ধারণ করিয়াছিলেন। তাহার বেগ ও পরাক্রম অতীব প্রচণ্ড (৯) স্বয়ং উগ্র মূর্ত্তি বিকৃত ও বিভীষণ, মুখও বিকৃতাকার। তাহার চারিবাহু, তুণ্ড দীর্ঘ মস্তকে সমুজ্জ্বল অলঙ্কার শোভা পাইতেছে (১০) তাঁহার জিহ্বা লোল রোম সকল তীক্ষ্ণাগ্র। তিনি জটাজূটে বিভূষিত। তাঁহার বর্ণ প্রলয় পয়োদ সদৃশ। তিনি ঘণ্টা ও পাশ ধারণ করিয়াছিলেন (১১) দেবী এইরূপে খড়্গ ও খর্পর ধারণ পূর্ব্বক নিজ রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া শ্যেনীর ন্যায় নিমেষ মধ্যে রাবণের রথে পতিত হইলেন (১২)

শিরাংসি রাবণস্যাশু নিমিষান্তরমাত্রতঃ।
খড়্গেন তস্য চিচ্ছেদ সহস্রাণি হি লীলয়া॥ ১৩॥
অন্যেষাং রাক্ষসানাঞ্চ শিরাংসি নখরেণ হি।
ছিন্নানি পাতয়ামাস ভূমৌ তেষাং দুরাত্মনাং॥ ১৪॥
কেষাঞ্চিৎ পাতয়ামাস নখৈঃ কোষ্ঠানি জানকী।
খড়্গেন চাচ্ছিনৎকাংশ্চিদ্বাহূন্ পাদাংশ্চচিচ্ছিদে॥ ১৫॥
খণ্ডখণ্ডঞ্চকারান্যান্ তিলশঃ কাংশ্চিদেব হি।
অস্ত্রাণ্যন্যস্য চাকর্ষৎ পাদাঘাতেন কাশ্চন॥ ১৬॥
পার্শ্বেন নিজঘানান্যাম্ পার্ষ্ণিনান্যানপ্রোথয়ৎ।
কাংশ্চিৎ শরীরবাতেন দৃষ্ট্বাপন্যানপাতয়ৎ॥ ১৭॥
প্রলয়ং কুর্ব্বতী সীতা রাক্ষসানাং ভয়ঙ্করী।
নিজঘানাট্টহাসেন কাংশ্চিৎ পৃষ্ঠে দ্বিধাকরোৎ॥ ১৮॥

এবং নিমেষ মধ্যেই রাবণের মস্তক সকল অবলীলাক্রমে খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন (১৩) দেবী অন্যান্য দুরাত্মা রাক্ষসদিগের মস্তক সকলও নখর দ্বারাই ছেদন করিয়া ভূমিতলে পতিত করিতে লাগিলেন (১৪) জানকী নখ দ্বারা কাহারও কাহারও কোষ্ঠ বিপাটিত করিলেন। কাহাকে ও খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কাহারও বাহু, কাহারও পদ কর্ত্তন করিলেন (১৫) কাহাকেও তিল তিল করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কাহারও কাহারও অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইলেন। কাহাকেও পদাঘাতে (১৬) কাহাকেও পার্শ্বাঘাতে, কাহাকেও পার্ষ্ণি প্রহারে প্রোথিত করিলেন। কাহাকেও শরীর ঘাতে কাহাকে কাহাকে বা দৃষ্টি মাত্রেই পতিত করিলেন (১৭] ভয়ঙ্করী সীতা এইরূপে রাক্ষসদিগের মধ্যে প্রলয় কাল উপস্থাপিত করিলেন। কাহাকে কাহাকে অট্টহাসেই নিপতিত করিতে লাগিলেন। কাহারও পৃষ্ঠ দ্বিখণ্ড করিলেন (১৮) কতক-

কাংশ্চিৎ কেশান্ সমাকৃষ্য নিষ্পেপেষ মহীতলে।
সরথান্সগজান্সাশ্বান্সগদান্সহতোমরান্॥ ১৯॥
কাংশ্চিদ্যোধান্ সমাকৃষ্য মজ্জয়ামাস বারিধৌ।
গলে চোদ্বধ্য কেষাংশ্চিৎ প্রাণান্জগ্রাহ জানকী॥২০॥
কেষাঞ্চিৎ স্কন্ধ আরুহ্য শিরাংস্যুৎপাটিতানি হি।
হুঙ্কারেণাট্টহাসেন কাংশ্চিৎ প্রাণানহাপয়ৎ॥ ২১।
কাংশ্চিৎ প্রচূর্ণ্য বদনং পশুমারমমারয়ৎ।
তান্ সর্ব্বান্ নিমিষেনৈব নিহত্য জনকাত্মজা॥ ২২॥
তেষামস্ত্রেণ শিরসাং মালাভিঃ কৃতভূষণা।
রাবণস্য শিরাংস্যগ্রাণ্যাদায় রণমূর্দ্ধনি॥ ২৩॥
কন্দকক্রীড়নং কর্ত্তুং মনশ্চক্রে মনস্বিনী।
এতস্মিন্নন্তরে তস্যা রোমকূপেভ্যঃ উদ্গতাঃ॥ ২৪॥

গুলার কেশাকর্ষণ করিয়া পৃথিবীতলে নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন। জানকী রথ, অশ্ব, গজ, গদা ও তোমরের সহিত কত কত যোদ্ধাকে আকর্ষণ করিয়া সাগরের জলে নিমজ্জিত করিলেন কাহাকেও বা গলে বন্ধন করিয়া প্রাণ হরণ করিলেন (১৯, ২০) কাহারও কাহারও স্কন্ধে আরোহণ করিয়া মস্তক উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। কাহার কাহারও বা হুঙ্কার দ্বারাই প্রাণ হরণ করিলেন (২১) যেরূপ পশুকে সংহার করে, সেইরূপ কাহারও কাহারও বদন বিচূর্ণিত করিয়া ফেলিলেন। জনকনন্দিনী নিমেষ মধ্যেই ঐ সমস্ত রাক্ষস সৈন্য সংহার করিলেন (২২)।

অনন্তর মনস্বিনী তাহাদিগের অস্ত্র ও মুণ্ডমালা দ্বারা বিভূষণ করিয়া রাবণের বিকট মুণ্ড সকল গ্রহণ করিয়া কন্দুক ক্রীড়া করিতে অভিপ্রায় করিলেন। এই সময় তাঁহার রোমকূপ হইতে উৎপন্ন হইয়া সহস্র সহস্র বিকৃতাকার মাতৃকাগণ তাহার সহিত কন্দুক ক্রীড়া

মাতরো বিকৃতাকারঃ সাট্টহাসাঃ সমাযযুঃ।
সহ কন্দুকলীলার্থং সীতয়া তাঃ সহস্রশঃ ॥ ২৫ ॥
তাসাং কাসাঞ্চিদাখ্যাস্যে নামানি শৃণু সুব্রত।
যাভির্ব্যাপ্তাস্ত্রয়ো লোকাঃ কল্যাণীভিশ্চরাচরাঃ ॥ ২৬ ॥
প্রভাবতী বিশালাক্ষী পালিতা গোনসী তথা
শ্রীমতী বহুলা চৈব তথৈব বহুপুত্রিকা ॥ ২৭ ॥
অপ্সুজাতা চ গোপালী বৃহদম্বালিকা তথা।
জয়াবতী মালতিকা ধ্রুবরত্না ভয়ঙ্করী ॥ ২৮ ॥
বসুদামা সুদামা চ বিশোকা নন্দিনী তথা।
একচূড়া মহাচূড়া চক্রনেমিশ্চটোত্তমা ॥ ২৯ ॥
উত্তেজনী জয়া সেনা কমলাক্ষ্যথ শোভনা।
শক্রঞ্জয়া তথা চৈব ক্রোধনা শলভী খরী ॥ ৩০ ॥
মাধবী শুভ্রবস্ত্রা চ তীর্থসেনী জটোজ্জ্বলা।
গীতপ্রিয়া চ কল্যাণী রুদ্ররোমা সিতাননা ॥ ৩১ ॥
মেঘস্বনা ভোগবতী সুভ্রুশ্চ কনকাবতী।
অলাতাক্ষী বেগবতী বিদ্যুজ্জিহ্বা চ ভারতী ॥ ৩২ ॥

করিবার জন্য সমাগত হইলেন (২৩, ২৪, ২৫) হে সুব্রত! তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলির নাম করিতেছি শ্রবণ কর। সেই সকল কল্যাণী এই চরাচর লোকত্রয় ব্যাপিয়া রহিয়াছেন (২৬)।

প্রভাবতী, বিশলাক্ষী, পালিতা, গোনসী, শ্রীমতী, বহুলা, বহুপুত্রিকা (২৭) অপসুজাতা, গোপালী, বৃহদম্বালিকা, জয়াবতী, মালতিকা, ধ্রুবরত্না, ভয়ঙ্করী (২৮) বসুদামা সুদামা, বিশোকা, নন্দিনী, একচূড়া, মহাচূড়া, চক্রনেমি, চটোত্তমা (২৯) উত্তেজনী, জয়া, সেনা কমলাক্ষী, শোভনা, শক্রঞ্জয়া, ক্রোধনা, শলভী, খরী (৩০) মাধবী, শুভ্রবস্ত্রা, তীর্থসেনী, জটোজ্জ্বলা, গীতপ্রিয়া, কল্যাণী, রুদ্ররোমা,

পদ্মাবতী সুনেত্রা চ গন্ধরা বহুযোজনা।
সন্তালিকা মহাকালী কমলা চ মহাবলা॥ ৩৩॥
সুদামা বহুদামা চ সুপ্রভা চ যশস্বিনী।
নৃত্যপ্রিয়া পরানন্দা শতোলূখলমেখলা॥ ৩৪॥
শতঘণ্টা শতনন্দা ভগনন্দা চ তারিণী।
বপুষ্মতী চন্দ্রসীতা ভদ্রকালী সটামলা॥ ৩৫॥
ঝঙ্কারিকা নিষ্কুটিকা রামা চত্বরবাসিনী।
সুমঙ্গলা স্বনবতী বৃদ্ধিকামা জয়প্রিয়া॥ ৩৬॥
ধনদা সুপ্রসাদা চ ভবদা চ জনেশ্বরী।
এড়ী ভেড়ী সমেড়ী চ বেতালজননী তথা॥ ৩৭॥
কণ্ডূতিঃ কালকা চৈব দেবমিত্রা সুদেবিকা।
লম্বাস্যা কেতকী চৈব চিত্রসেনা তথাচলা॥ ৩৮॥
কুক্কুটিকা শৃঙ্খলিকা তথা শঙ্কুলিকা হড়া।
কান্দালিকা কাকলিকা কুম্ভিকাথ শতোদরী॥ ৩৯॥

সিতাননা (৩১) মেঘস্বনা, ভোগবতী, সুভ্রু, কনকাবতী, [illegible]তাক্ষী, বেগবতী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, ভারতী (৩২) পদ্মাবতী, সুনেত্রা, গন্ধরা, বহুযোজনা, সন্তালিকা, মহাকালী, কমলা, মহাবলা, (৩৩) সুদামা, বহুদামা, সুপ্রভা, যশস্বিনী, নৃত্যপ্রিয়া, পরানন্দা, শতোলূখলমেখলা, (৩৪) শতঘণ্টা, শতানন্দা, ভগনন্দা, তারিণী, বপুষ্মতা, চন্দ্রসীতা, ভদ্রকালী, সটামলা (৩৫) ঝঙ্কারিকা, নিষ্কুটিকা, রামা, চত্বরবাসিনী, সুমঙ্গলা, স্বনবতী, বৃদ্ধিকামা, জয়প্রিয়া, (৩৬) ধনদা, সুপ্রসাদা, ভবদা, জনেশ্বরী, এড়ী, ভেড়ী, সমেড়ী, বেতালজননী, (৩৭) কণ্ডূতি, কালকা, দেবমিত্রা, সুদেবিকা, লম্বাস্যা, কেতকী, চিত্রসেনা অচলা, (৩৮) কুক্কুটিকা, শৃঙ্খলিকা, শঙ্কুলিকা, হড়া, কান্দালিকা, কাকলিকা, কুম্ভিকা, শতোদরী, (৩৯) উৎক্রাথিনী, জবেলা, মহা-

উৎক্রাথিনী জবেলা চ মহাবেগা চ কঙ্কিনী।
মনোজবা কটকিনী প্রঘসা পূতনা তথা॥ ৪০॥
খেশয়ন্তী কুটীরাভা ক্রোশগাথ তড়িৎপ্রভা।
মন্দোদরী চ তুণ্ডী চ কোটরা মেঘবাহিনী॥ ৪১॥
সুভগা লম্বিনী লম্বা বহুচূড়া বিকত্থিনী।
ঊর্দ্ধবেণীধরা চৈব পিঙ্গাক্ষী লোহমেখলা॥ ৪২॥
পৃথুবক্ত্রা মধুলিহা মধুকুম্ভা তথৈব চ।
যক্ষানিকা মৎস্যরিকা জরায়ুর্জর্জ্জরাননা॥ ৪৩॥
খ্যাতা দহদহা চৈব তথাধমাধমা দ্বিজ।
খণ্ডখণ্ডা পৃথুশ্রোণী পূষণা মণিকুট্টিকা॥ ৪৪॥
অম্লোচা চৈব নিম্লোচা তথা লম্বপয়োধরা।
রেণুবীণাধরাচৈব পিঙ্গাক্ষী লোহমেখলা॥ ৪৫॥
শশোলূকমুখী হৃষ্টা খরজঙ্ঘা মহাজরা।
শিশুমারমুখী শ্বেতা লোহিতাক্ষী বিভীষণা॥ ৪৬
জটালিকা কামচারী দীর্ঘজিহ্বা বলোৎকটা।
কাল[illegible]কা যামলিকা মুকুটা মুকুটেশ্বরী॥ ৪৭॥

বেলা, কঙ্কিনী, মনোজবা, কটকিনী, প্রঘসা, পূতনা, (৪০) খেশ-য়ন্তী, কুটীরাভা, ক্রোশগা, তড়িৎপ্রভা, মন্দোদরী, তুণ্ডী, কোটরা, মেঘবাহিনী (৪১) সুভগা, লম্বিনী, লম্বা, বহুচূড়া, বিকত্থিনী, ঊর্দ্ধবেণীধরা, পিঙ্গাক্ষী, লোহমেখলা (৪৩) পৃথুবক্ত্রা, মধুলিহা, মধুকুম্ভা, যক্ষানিকা, মৎস্যরিকা, জরায়ু, জর্জ্জরাননা, (৪৩) খ্যাতা, দহদহা, অধমাধমা, খণ্ডখণ্ডা, পৃথুশ্রোণী, পূষণা, মণিকুট্টিকা (৪৪) অম্লোচা, নিম্লোচা, লম্বপয়োধরা, বেণুবীণাধরা, পিঙ্গাক্ষী লোহমেখলা, (৪৫) শশমুখী, উলূকমুখী, হৃষ্টা, খরজঙ্ঘা, মহাজরা, শিশুমারমুখী, শ্বেতা, লোহিতাক্ষী, বিভীষণা (৪৬) জটা-

লোহিতাক্ষী মহাকায়া হরিপিণ্ডী চ পিণ্ডিকা।
একত্বচা সকুসুমা কৃষ্ণাকর্ণী চ কর্ণিকা॥ ৪৮॥
ক্ষুরকর্ণী চতুষ্কর্ণী কর্ণপ্রাবরণা তথা।
চতুষ্পথনিকেতা চ গোকর্ণী মহিষাননা॥ ৪৯॥
খরকর্ণী মহাকর্ণী ভেরীস্বনমহাস্বনা।
শঙ্খকুম্ভশ্রবা চৈব ভঙ্গদা চ মহাবলা॥ ৫০॥
গণা চ সুগণা চৈব কামদাপ্যথ কন্যকা।
চতুষ্পথরতা চৈব ভূতিতীর্থান্যগোচরা॥ ৫১॥
পশুদা বিত্তদা চৈব সুখদা চ মহাযশাঃ।
পয়োদা গোমহিষদা সুবিশালা চতুর্ভুজা॥ ৫২॥
প্রতিষ্ঠা সুপ্রতিষ্ঠা চ রোচমানা সুরোচনা।
নৌকর্ণী মুখকর্ণী চ বিশিরা মন্থিনী তথা॥ ৫৩॥
একবক্ত্রা মেঘরবা মেঘরোমা বিরোচনা।
এতাশ্চান্যাশ্চ বহবো মাতরঃ কোটি কোটিশঃ॥ ৫৪॥
অসঙ্খ্যাতাঃ সমাজগ্মুঃ ক্রীড়িতুং সীতয়া সহ।
দীর্ঘনখ্যো দীর্ঘদন্ত্যো দীর্ঘতুণ্ড্যো দ্বিজোত্তম॥ ৫৫॥

লিকা, কামচারী, দীর্ঘজিহ্বা, বলোৎকটা, কালাহিকা, যামালিকা, মুকটা, মুকুটেশ্বরী, (৪৭) লোহিতাঙ্গী, মহাকায়া, হরিপিণ্ডী, পিণ্ডিকা, একত্বচা, সুকুসুমা, কৃষ্ণকর্ণী, (৪৮) ক্ষুরকর্ণী, চতুষ্কর্ণী, কর্ণপ্রাবরণা, নিকেতা, গোকর্ণী, মহিষাননা, (৪৯) খরকর্ণী, মহাকর্ণী, ভেরীস্বনা, মহাস্বনা, শঙ্খকুম্ভশ্রবা, ভগদা, মহাবলা, (৫০) গণা, সুগণা, কামদা, কন্যকা, চতুষ্পথরতা, ভূতিতীর্থা, অন্যগোচরা, (৫১) পশুদা, বিত্তদা, সুখদা, মহাযশা, পয়োদা, গোদা, মহিষদা, সুবিশালা, চতুর্ভুজা (৫২) প্রতিষ্ঠা, সুপ্রতিষ্ঠা, রোচমানা, সুরোচনা, নৌকর্ণী, মুখকর্ণী, বিশিরা, মন্থিনী, (৫৩) একবক্ত্রা, মেঘরবা, মেঘরোমা ও বিরোচনা,

সরসা মধুরাশ্চৈব যৌবনস্থাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
মহাত্ম্যেন চ সংযুক্তাঃ কামরূপধরাস্তথা ॥ ৫৬ ॥
নির্ম্মাংসগাত্র্যং শ্বেতাশ্চ তথা কাঞ্চনসন্নিভাঃ।
কৃষ্ণমেঘনিভাশ্চান্যা ধূম্রাশ্চ দ্বিজপুঙ্গব ॥ ৫৭ ॥
অরুণাভা মহাভাগা দীর্ঘকেশ্যঃ সিতাম্বরাঃ।
ঊর্দ্ধবেণীধরাশ্চৈব পিঙ্গাক্ষ্যা লম্বমেখলাঃ ॥ ৫৮ ॥
লম্বোদর্যো লম্বকর্ণাস্তথা লম্বপয়োধরাঃ।
তাম্রাক্ষ্যস্তাম্রবর্ণাশ্চ হর্য্যক্ষশ্চ তথাপরাঃ ॥ ৫৯ ॥
শত্রূণাং বিগ্রহে নিত্যং ভয়দাস্তা ভবন্ত্যপি।
কামরূপধরাশ্চৈব জবে বায়ুসমাস্তথা ॥ ৬০ ॥
শিরাং সি রাক্ষসাং গৃহ্য গণ্ডশৈলোপমান্যথা।
চিক্রীড়ুঃ সীতয়া সার্দ্ধং তস্মিন্ রণধরাতলে ॥ ৬১ ॥

হে ভরদ্বাজ! এই সমস্ত ও অন্যান্য কোটি কোটী (৫৪) অসংখ্য মাতৃকাগণ সীতার সহিত ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। কাহারও নখ দীর্ঘ কাহারও দন্তদীর্ঘ কাহারও তুণ্ডদীর্ঘ (৫৫) সকলেই রসিকা, মধুরভাষিণী, যুবতী ও সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিতা সকলে মাহাত্ম্যবতী, এবং সকলেই ইচ্ছানুসারে নানারূপ ধারণ করিতে পারেন (৫৬) কাহার ও গাত্রে মাংস নাই, কেহ শ্বেতবর্ণা। কেহ কাঞ্চনবর্ণ কেহ কৃষ্ণমেঘসঙ্কাশ। কেহ কেহ ধূম্রবর্ণা, (৫৭) কেহ কেহ অরুণবর্ণা। কেহ কেহ দীর্ঘ কেশী। কেহ কেহ শুভ্র বসনা। কেহ ঊর্দ্ধবেণী ধারণ করিয়াছে। কাহারও লোচন পিঙ্গল বর্ণ, কাহারও কাঞ্চীদাম বিলম্বিত হইতেছে (৫৮) কেহ লম্বোদরী, কেহ লম্বকর্ণা; কাহারও পয়োধর লম্বমান কেহ তাম্রলোচন, কেহ তাম্রবর্ণা; কেহ মর্কটলোচনা (৫৯) সকলেই শত্রুর ভয়োৎপাদন ও শত্রু নিগ্রহ এবং ইচ্ছানুসারে নানারূপ ধারণ করিতে পারেন; সকলেই বায়ুর ন্যায় বেগবতী (৬০) সেই রণ স্থলে ঘোর রাক্ষস দিগের গণ্ডশৈলসঙ্কাশ মুণ্ড সকল গ্রহণ করিয়া সীতার সহিত ক্রীড়া

মুণ্ডমালাধরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ মুণ্ডবিভূষিতাঃ।
রণাঙ্গণে মহাঘোরে গৃধ্রকঙ্কশিবান্বিতে॥ ৬২॥
মাংসাসৃকপঙ্কিলে ঘোরে তত্র প্রেতপুরোপমে।
ননর্ত্ত জানকী দেবী ঘোরকালী মহাবলা॥ ৬৩॥
তদা চকম্পে পৃথিবী নৌরিবানিলচালিতা।
চেলুশ্চ ভূধরাঃ সর্ব্বে সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে॥ ৬৪॥
স্বর্গিণাঞ্চ বিমানানি খাৎ পেতুর্ভয়তো দ্বিজ।
সূর্য্যস্য দুদ্রুবু র্ভীতা বাজিনো মুক্তরশ্ময়ঃ॥ ৬৫॥
যদা ন সেহে জানক্যা ভারং বোঢুং বসুন্ধরা।
গন্তুমৈচ্ছচ্চ পাতালং সীতা পাদাগ্রপীড়িতা॥ ৬৬॥
অট্টহাসেন সীতায়া মাতৃণাং হুঙ্কৃতেন চ।
প্রলয়ং মেনিরে লোকাঃ কিমেতদিতি বিস্মিতাঃ॥ ৬৭॥

করিতে লাগিলেন (৬১) কেহ মুণ্ডমালা ধারিণী; কেহ কেহ মুণ্ডে বিভূষিতা। সেই গৃধ্র কঙ্ক ও গোমায়ু সঙ্কুল, মাংস ও রক্ত দ্বারা পঙ্কীভূত প্রেত নগর সদৃশ মহা ভীষণ রণ স্থলে মহাবলা মহাকালী জানকী নৃত্য করিতে লাগিল, ভূধর সাগরও সকল বিচলিত হইয়া উঠিল (৬৪) দ্বিজবর! স্বর্গবাসী দিগের বিমান সকল স্খলিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। সূর্য্যের বাজিসকল ভীত হইয়া রশ্মি ছেদন পূর্ব্বক বেগে পলায়ন করিল (৬৫)।

এইরূপে বসুন্ধরা যখন জানকীর ভার সহ্য করিতে পারিলেন না; প্রত্যুত জানকীর পদ নিপীড়িত হইয়া পাতালতলে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিলেন (৬৬) অথচ সর্ব্বলোক সীতার অট্ট হাসে ও মাতৃকাগণের হুঙ্কারে বিমোহিত হইয়া মনে করিতে লাগিল যে প্রলয় কাল উপস্থিত (৬৭) তখন দেবশ্রেষ্ঠগণ পৃথিবীর পাতাল প্রবেশ

ধরাপাতাল গমনং বিতর্ক্য সুরসত্তমৈঃ।
সম্প্রার্থিতো মহাদেবঃ স্বয়মায়াদ্রণাজিরে ॥ ৬৮ ॥
জানক্যাঃ পদবিন্যাসে শবরূপধরো হরঃ।
আত্মানং স্তম্ভয়ামাস ধরণীধৃতিহেতবে ॥ ৬৯ ॥
সর্ব্বভারসহো দেবঃ সীতাপাদতলে স্থিতঃ।
শবরূপো বিরূপাক্ষঃ সুস্থিতাভূদ্ধরা তদা ॥ ৭০ ॥
তথাপ্যুপরিগা লোকা ন স্থাতুং সেহিরে ক্ষণম্।
সীতায়াঃ পাদশব্দেন শিরসা হুঙ্কৃতেন চ।
নিঃশ্বাসবাতসঙ্ঘাতৈর্দুঃস্থিতা ভূর্ভুবাদয়ঃ ॥ ৭১ ॥
ধরণিতনয়য়া যদ্ভীমনৃত্যং ধরণ্যাং
কৃতমিহ মনসা তচ্চিন্তয়ন্তো দ্বিজেন্দ্রাঃ।
জয়তি জয়তি সীতেত্যাহুরিন্দ্রাদিদেবাঃ
সপদি ভুবনভঙ্গং মন্যমানা বিষেদুঃ ॥ ৭২ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে আদিকাব্যে বাল্মীকীয়ে
অদ্ভুতোত্তরকাণ্ডে সহস্রবদনরাবণবধোনাম
ত্রয়োবিংশতিতমঃ সর্গঃ।

আশঙ্কা করিয়া প্রার্থনা করিলে, স্বয়ং মহাদেব রণস্থলে আগমন করিলেন। (৬৮) হর পৃথিবীকে সুস্থির রাখিবার নিমিত্ত শবরূপ ধারণ করিয়া সীতার পাদ বিক্ষেপ স্থলে আপনাকে নিশ্চল করিয়া রাখিলেন (৬৯) সর্ব্ব ভার সহ দেব দেব ত্রিলোচন মাতার পদতলে অবস্থিতি করিলেন; পৃথিবী সুস্থির হইল। (৭০)

দ্বিজবর তৎকালে উপস্থিত (স্বর্গাদি) লোক সকলও ক্ষণ মাত্র সুস্থির হইতে পারে নাই। সীতার পাদ শব্দ মস্তক ঘর্ষণ, হুঙ্কার ও নিশ্বাস মারুতে ভূর্ভুবাদি সমস্ত লোকই ব্যাকুল হইয়াছিল। (৭১)

চতুর্ব্বিংশতিতমঃ সর্গঃ।

—:০:—

সংরম্ভবেগং সীতায়া বীক্ষ্য ব্রহ্মপুরোগমাঃ।
সলোকপালাস্ত্রিদশা ঋষিভিঃ পিতৃভিঃ সহ ॥ ১ ॥
প্রসাদয়িতুমুদ্যুক্তাঃ সীতাং তে তুষ্টুবুঃ সুরাঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটা দেবাঃ প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ২ ॥
ব্রহ্মাদ্যাঃ স্তোতুমারব্ধাঃ সীতাং রাক্ষসনাশিনীম্।
যা সা মাহেশ্বরী শক্তির্জ্ঞানরূপাতিলালসা ॥ ৩ ॥
অনন্যা নিষ্কলে তত্ত্বে সংস্থিতা রামবল্লভা।
স্বাভাবিকী চ ত্বন্মূলা প্রভা ভানোস্তথামলা ॥ ৪ ॥
একা সা বৈষ্ণবী শক্তিরনেকোপাধিযোগতঃ।
পরাপরেণ রূপেণ ক্রীড়ন্তী রামসন্নিধৌ ॥ ৫ ॥

ধরণীসুতা ধরণীতলে যে ভয়ঙ্কর নৃত্য আরম্ভ করিয়া ছিলেন, মহা ব্রাহ্মণ সকল মনোমধ্যে তাহা ধ্যান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ত্রিভুবন বিনষ্ট হইল ভাবিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন, এবং বলিতে লাগিলেন সীতার জয় হউক্। সীতার জয় হউক্। (৭২)

জানকীর ক্রোধ বেগ প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রহ্মা ও লোকপাল সহিত দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণ (১) সীতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য স্তব আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ কৃতাঞ্জলি পুটে বার বার প্রণাম করিয়া রাক্ষসনাশিনী সীতার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, (তাহারা কহিতে লাগিলেন) সেই জ্ঞানরূপে লালসাবতী মাহেশ্বরী শক্তি (২,৩) যিনি অদ্বিতীয়া, যিনি অখণ্ড তত্ত্বে অবস্থিতি করিতেছেন, রাম প্রিয়া আপনিই (শক্তি) সূর্য্যের স্বাভাবিক বিমল প্রভা আপনা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে (৪) সেই বৈষ্ণবী শক্তি অদ্বিতীয়া, কিন্তু বিবিধ

সেয়ং করোতি সকলং তস্যাঃ কার্য্যমিদং জগৎ।
ন কার্য্যং চাপি করণমীশ্বরশ্চেতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৬ ॥
চতস্রঃ শক্তয়ো দেব্যাঃ স্বরূপত্বেন সংস্থিতাঃ।
অধিষ্ঠানবশাদস্যা জানক্যা রামযোষিতঃ ॥ ৭ ॥
শান্তির্বিদ্যা প্রতিষ্ঠা চ নিবৃত্তিশ্চেতি তাঃ স্মৃতাঃ।
চতুর্ব্ব্যূহস্ততো দেবঃ প্রোচ্যতে পরমেশ্বরঃ ॥ ৮ ॥
অনয়া পরয়া দেবঃ স্বাত্মানন্দং সমশ্নুতে।
যত্ত্বস্ত্যনাদিসংসিদ্ধমৈশ্বর্য্যমতুলং মহৎ ॥ ৯ ॥
ত্বৎসম্বন্ধাদবাপ্তং তদ্রামেণ পরমাত্মনা।
সৈষা সর্ব্বেশ্বরী দেবী সর্ব্বভূতপ্রবর্ত্তিকা ॥ ১০ ॥
ত্বয়েদং ভ্রাময়েদীশো মায়াবী পুরুষোত্তমঃ।
সৈষা মায়াত্মিকা শক্তিঃ সর্ব্বাকারা সনাতনী ॥ ১১ ॥
বৈশ্বরূপ্যং মহেশস্য সর্ব্বদা সংপ্রকাশয়েৎ।
অন্যাশ্চ শক্তয়ো মুখ্যাস্ত্বয়া দেবি বিনির্ম্মিতাঃ ॥ ১২ ॥

উপাধি যোগে বিবিধ উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট রূপ ধারণ করিয়া রামের সমীপে ক্রীড়া করিতেছেন (৫) তিনিই এই সমস্ত করিতেছেন, জগৎ তাহারই কার্য্য। স্বয়ং ঈশ্বরের কার্য্যও নাই কারণও নাই (৬) অধিষ্ঠান বশতঃ রাম প্রিয়া দেবী জানকীর চারি শক্তি উহাই তাঁহার স্বরূপ। (৭) শান্তি, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা ও নিবৃত্তি (এই চারি শক্তি)। এই জন্যই ভগবান্ পরমেশ্বরকে চতুর্মূর্ত্তি কহিয়া থাকে। (৮) দেব এই পরম শক্তি যোগেই স্বাত্মানন্দ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। দেবি! যাহাকে অতুল অনাদি নিধন মহৎ ঐশ্বর্য্য কহিয়া থাকে (৯) পরমাত্মরূপী রামচন্দ্র আপনার সহযোগেই উহা লাভ করিয়াছেন। আপনিই সেই সর্ব্বেশ্বরী দেবী, আপনিই সর্ব্ব ভূতকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। (১০) মায়াবী পুরুষোত্তম পরমেশ্বর আপনা দ্বারাই এই বিশ্বকে ভ্রামিত করিতেছেন। আপনিই সেই সর্ব্ব স্বরূপ সনাতনী

জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ প্রাণশক্তিরিতি ত্রয়ম্।
সর্ব্বাসামেব শক্তীনাং শক্তিমন্তো বিনির্ম্মিতাঃ ॥১৩॥
একা শক্তিঃ শিবোঽপ্যেকঃ শক্তিমানুচ্যতে শিবঃ।
অভেদশ্চানুপশ্যন্তি যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ১৪ ॥
শক্তয়ো জানকী দেবী শক্তিমন্তো হি রাঘবঃ।
বিশেষঃ কথ্যতে চায়ং পুরাণে তত্ত্ববাদিভিঃ ॥
ভোগ্যা বিশ্বেশ্বরী দেবী রঘূত্তমপতিব্রতা।
প্রোচ্যতে ভগবান্ ভোক্তা রঘুবংশবিবর্দ্ধনঃ॥ ১৬ ॥
মন্তা রামো মতিঃ সীতা মন্তব্যা চ বিচারতঃ।
একং সর্ব্বগতং সূক্ষ্মং কূটস্থসচলং ধ্রুবম্ ॥ ১৭ ॥
যোগিনস্তৎ প্রপশ্যন্তি তব দেব্যাঃ পরং পদম্।
অনন্তমজরং ব্রহ্ম কেবলং নিষ্কলং পরম্ ॥ ১৮ ॥

মায়া দেবী (১১) নিয়ত আপনিই মহেশ্বরের বিশ্বরূপ প্রকাশিত করিয়া থাকেন। দেবি! আপনিই অন্যান্য প্রধান শক্তি সকলও নির্ম্মাণ করিয়াছেন (১২) জ্ঞান শক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও প্রাণ শক্তি এই তিন আপনারই শক্তি। শক্তি সকল সৃজন করিয়া আপনি প্রত্যেকের এক এক ধারণ কর্ত্তাকেও নির্ম্মাণ করিয়াছেন। (১৩) শক্তি এক, শক্তি ধারক শিব এক। তত্ত্বদর্শী যোগিগণ এই উভয়কে অভিন্ন স্বরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। (১৪) সমুদায় শক্তিশালীই রাঘব। তত্ত্বদর্শীগণ পুরাণে এই বিশেষতত্ত্ব উল্লেখ করিয়াছেন (১৫) বিশ্বেশ্বরী দেবী রঘুত্তমকামিনীই ভোগ্যা আর রঘুবংশবিবর্দ্ধন ভগবান্ রামচন্দ্রই ভোক্তা। (১৬) রাম বোদ্ধা আর সীতা বুদ্ধি, তত্ত্ব বিচার দ্বারাই দেবীকে বুঝিতে হয়। যাহা অদ্বিতীয়, যাহা সর্ব্ব গত, যাহা সাক্ষী স্বরূপ, যাহা স্থির ও অবিনশ্বর (১৭) যোগিগণ তাহাকে আপনারই পরমরূপ বলিয়া থাকেন। যাহা অনন্ত অজয় অদ্বিতীয় অখণ্ড পরমব্রহ্ম (১৮) যোগিগণ তাহাকে আপনারই পরম পদ স্বরূপে দর্শন

যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি তব দেব্যাঃ পরং পদম্।
সা ত্বং ধাত্রীব পরমা যানন্দনিধিমিচ্ছতাম্ ॥ ১৯ ॥
সংসারতাপানখিলান্ হরসীশ্বরসংশ্রয়াৎ।
নেদানীং ভূতসংহারস্ত্বয়া কার্য্যো মহেশ্বরি ॥ ২০ ॥
রাবণং সগণং হত্বা জগতাং সুখমাহিতম্।
কিং পুনর্নৃত্যকলয়া জগৎ সংহ্রিয়তে ত্বয়া ॥ ২১ ॥
এতৎ শ্রুত্বা বিশালাক্ষী ব্রহ্মণোঽভ্যর্থনং বচঃ।
প্রীতা সীতা তদা প্রাহ ব্রহ্মাণং সহ দৈবতম্ ॥ ২২ ॥
পতির্ম্মে পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুষ্পকোপরি রাঘবঃ।
বিদ্ধঃ ক্ষুরপ্রেণ হৃদি শেতে মৃতকবৎ প্রভুঃ ॥ ২৩ ॥
তস্মিন্নেবং স্থিতে দেবাঃ কিমিচ্ছামি জগদ্ধিতম্।
গ্রাসমেকং করিষ্যামি জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ২৪ ॥
শ্রুত্বৈতৈদ্বচনং দেব্যাঃ সংরম্ভসহিতং সুরাঃ।
হাহাকারং প্রচক্রুস্তে সঞ্চাল চ মেদিনী ॥ ২৫ ॥

করিয়া থাকেন। যাহারা স্বাত্মানন্দ লাভে যত্ন করেন, আপনি পরম ধাতার ন্যায় (১৯) ঈশ্বর সম্পর্ক দ্বারা তাহাদিগের সমস্ত সংসার তাপ নিবারণ করিয়া থাকেন। হে মহেশ্বরি! এক্ষণে সর্ব্বভূত সংহার করা আপনার উচিত হইতেছে না (২০) সগণে রাবণকে সংহার করিয়া আপনি জগতের হিত সাধন করিলেন। তবে আবার কেন নৃত্য লীলায় জগৎ সংহার করিতেছেন (২১)।

ব্রহ্মার ঈদৃশ অভ্যর্থনা বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশালাক্ষী সীতা প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাদিগকে কহিলেন (২২) আমার পতি প্রভু রামচন্দ্র ক্ষুরপ্রদ্বারা বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইয়া মৃতের ন্যায় পুষ্পকো-পরি শয়ন করিয়াছেন (২৩) দেবগণ! তিনি যখন ঈদৃশ অবস্থায় পতিত, তখন আমি কি করিয়া জগতের হিত সাধন করিব। আর

ততো ব্রহ্মা সুরৈঃ সার্দ্ধং পুষ্পকং রথমাস্থিতম্।
শ্রীরামং গ্রাহয়ামাস স্মৃতিং স্পৃষ্ট্বা স্বপাণিনা॥ ২৬॥
উত্তস্থৌ চ মহাবাহু রামঃ কমললোচনঃ।
রে রাবণ সুদুষ্টস্ত্বমদ্য মদ্বাণভেদিতঃ॥ ২৭॥
দ্রক্ষ্যসাশু যমস্যাস্যং ভ্রূকুটীভীষণাকৃতি।
ব্রুবন্নেবং ধনুর্গৃহ্য হ্যপশ্যৎ ত্রিদশান্ পুরঃ॥ ২৮॥
নাপশ্যজ্জানকীং তত্র প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।
নৃত্যন্তীং চাপরং কালীমপশ্যচ্চ রণাঙ্গনে॥ ২৯॥
চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং খড়্গখর্পরধারিণীম্।
শবরূপমহাদেবহৃৎসংস্থাং চ দিগম্বরাম্॥ ৩০॥
পিবন্তীং রুধিরং ভীমাং কোটরাক্ষীং ক্ষুধাতুরাম্।
জগদ্গ্রাসে কৃতোৎসাহাং মুণ্ডমালাবিভূষণাম্॥ ৩১॥

আমি চরাচর ত্রিভুবন এক গ্রাসেই ভক্ষণ করিব (২৪) দেবীর এই ক্রোধ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন, মেদিনী কম্পিত হইতে থাকিল (২৫)।

তখন সুরগণ সমভিব্যাহারে (অগ্রসর হইয়া) ব্রহ্মা স্বহস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া পুষ্পকেপতিত রামচন্দ্রের চেতনা সঞ্চার করিলেন (২৬) অমনি কমললোচন মহাবাহু রামচন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন এবং রে রাবণ! তুই অতীব দুষ্ট আজ তুই আমার বাণে বিদ্ধ হইয়া (২৭) যমের ভ্রূকুটী ভীষণ মুখ মণ্ডল দর্শন করিবি, এই কথা বলিয়া ধনুর্দ্ধারণ করিয়াই সম্মুখে দেবতাদিগকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তরা জানকীকে দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন, রণস্থলে এক কালী নৃত্য করিতেছেন (২৮, ২৯) তিনি চতুর্ভুজা, লোল জিহ্বা, খড়্গ ও খর্পর ধারণ করিয়া দিগম্বরী বেশে শবরূপী মহাদেবের বক্ষঃস্থলে অবস্থিতি করিতেছেন (৩০) তিনি ক্ষুধায় কাতরা তাহার চক্ষুর্দ্বয় কোটরে প্রবেশ করিয়াছে। সেই ভীমরূপিণী রুধির

ভীমাকারাভিরন্যাভিং ক্রীড়ন্তীং রণমূর্দ্ধনি।
মুণ্ডৈ রাক্ষসরাজস্য খেলন্তীং কন্দুকং মুদা ॥ ৩২ ॥
প্রলয়ধ্বান্তধারাভাং সদা ঘোরনিনাদিনীম্।
অস্ত্রমুণ্ডকরোট্যক্ষকৃতমালাং চলৎপদাম্ ॥ ৩৩ ॥
কবন্ধান্ রাক্ষসানাঞ্চ তয়া সহ নিনৃত্যতঃ।
রথবাজিগজানাঞ্চ শকলানি ব্যলোকয়ৎ ॥ ৩৪ ॥
নৈকোঽপি রাক্ষসো যত্র করপাদশিরোযুতঃ।
কবন্ধা যে চ নৃত্যন্তি তেষাং পাদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৩৫ ॥
কবন্ধঃ রাবণস্যাপি নৃত্যন্তং চ ব্যলোকয়ৎ।
তদ্দৃষ্ট্বা সুমহাঘোরং প্রেতরাজপুরোপমম্ ॥ ৩৬ ॥
কালীং চ বীক্ষ্য নৃত্যন্তীং মাতৃভিঃ সহিতাং দ্বিজ।
পপাত হস্তাদ্রামস্য বেপতঃ সশরং ধনুঃ ॥ ৩৭ ॥

পান করিতেছেন, যেন জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। মুণ্ড মালার ভূষণ ধারণ করিয়াছেন (৩১) রণস্থলে ভীমরূপিণী অন্যান্য নারীগণ সমভিব্যাহারে নৃত্য করিতেছেন, রাক্ষসরাজের মুণ্ড সকল লইয়া কন্দুক ক্রীড়া করিতেছেন (৩২) তাঁহার আভা প্রলয় পয়োধির সদৃশ, তিনি ঘন ঘন ঘর্ঘর রব করিতেছেন। অস্ত্র, মুণ্ড করোটি ও অক্ষিদ্বারা মালা রচনা করিয়াছেন, তাঁহার পদ চালিত হইতেছে (৩৩)।

(তিনি আরও দেখিলেন) রাক্ষসদিগের কবন্ধ * সকল তাঁহার সহিত নৃত্য করিতেছে। রথ অশ্ব ও হস্তী সকলের কর্ত্তিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্তূপাকার হইয়া আছে (৩৩) তথায় এমন এক জনও রাক্ষস নাই যাহার বাহু, পদ কি মস্তক আছে। তবে যে সকল কবন্ধ নৃত্য করিতেছিল তাহাদিগের পদ ছিল (৩৫) তিনি দেখিলেন রাবণেরও কবন্ধ নৃত্য করিতেছে। এই প্রকার যমপুরী সদৃশ সেই সুভীষণ (৩৬)

* রণে নর্ত্তন শীল মস্তক হীন কলেবর।

ভয়াচ্চ নিমিমীলাশু রামঃ পদ্মবিলোচনে।
ইত্যেবং বিস্মৃতং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মোবাচ রঘূত্তমম্ ॥ ৩৮ ॥
ত্বাং দৃষ্ট্বা বিহ্বলং সীতা ক্রুদ্ধং চাপি চ রাবণম্।
রথাদবস্কন্দ্য সতী পপাত রণমূর্দ্ধনি ॥ ৩৯ ॥
ভীমাং চ মূর্ত্তিমালম্ব্য রোমকূপাচ্চ মাতৃকাঃ।
নির্ম্মায় তাভিঃ সহিতা হত্বা রাবণমগ্রতঃ ॥ ৪০ ॥
রক্ষসাং নিধনং কৃত্বা নৃত্যন্তীয়ং ব্যবস্থিতা।
অনয়া সহিতো রাম সৃজস্যবসি হংসি চ ॥ ৪১ ॥
নানয়া রহিতো রাম কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমপি ক্ষমঃ।
ইতি বোধয়িতুং সীতা চকার তদনিন্দিতা ॥ ৪২ ॥
পশ্যৈতাং জানকীং রাম ত্যজ ভীতিং মহাভুজ।
নির্গুণাং সগুণাং সাক্ষাৎ সদসদ্ব্যক্তিবর্জ্জিতাম্ ॥ ৪৩॥

রণস্থল এবং কালীকে মাতৃকাগণের সহিত নৃত্য করিতে দেখিয়া, হে দ্বিজ! রাম কম্পিত হইতে লাগিলেন, তাঁহার হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ পতিত হইল (৩৭) রাবব ভীতি বশতঃ পদ্ম নয়ন নিমীলন করিলেন। রঘুবরকে ঈদৃশ বিমোহিত দর্শন করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন (৩৮) তুমি বিচেনন হইলে, রাবণ ক্রোধে আস্ফালন করিতে লাগিল দেখিয়া সীতা রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রণস্থলে পতিত হইলেন (৩৯) ভীষণমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে রাবণকে সংহার করিলেন, পরে নিজ রোমকূপ হইতে মাতৃকাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদিগের সহিত (৪০) রাক্ষস নিধনান্তে নৃত্য করিতেছেন। রাম তুমি ইহার সাহায্যেই সৃষ্টি পালন ও সংহার কর (৪১) ইহার সাহায্যে না থাকিলে, তুমি কিছুই করিতে পার না ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত অনিন্দিতা জানকী এই কার্য্য করিয়াছেন (৪২) রাম! এক্ষণে ঐ জানকীকে দর্শন কর হে মহাবাহো! আর ভয় করিও না। নির্গুণা অথচ

ইত্যেতদ্দ্রুহিণবচো নিশম্য রামঃ
শ্রুতিসুখমাত্মহিতং পরাভিমর্দ্দি।
শুচমনুবিজহৌ বিরার্য্য কিঞ্চি-
জ্জনকসুতামনুপশ্যতি স্ম পশ্চাৎ॥ ৪৪ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অদ্ভুতোত্তরকাণ্ডে রামাশ্বাসনং নাম
চতুর্ব্বিংশতিতমঃ সর্গঃ॥

পঞ্চবিংশতিতমঃ সর্গঃ।

-:*:-

ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা রামঃ কমললোচনঃ।
প্রোন্মীল্য শনকৈরক্ষি বেপমানো মহাভুজঃ॥ ১ ॥

সগুণা সদসদ্ ব্যক্তি বিরহিতা * (জানকী) ঐ অবস্থিতি করিতেছেন (৪৩)।

রামচন্দ্র ব্রহ্মার ঈদৃশ শ্রুতি মনোহর, আত্মহিত কর শত্রু বিনাশক বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎকাল ভাবনা পূর্ব্বক ভয় ত্যাগ করিলেন, পরেই জানকীকে দেখিতে পাইলেন (৪৪).

কমল লোচন মহাবাহু রামচন্দ্র ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কম্পিত কলেবরে অল্পে অল্পে চক্ষু উন্মীলন করিলেন (১), এবং ভীত ও জান-

---

* কার্য্য কারণ প্রকাশ রহিতা!

প্রণম্য শিরসা ভূমৌ তেজসা চাপি বিহ্বলঃ।
ভীতঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ প্রোবাচ পরমেশ্বরীম্ ॥ ২ ॥
কা ত্বং দেবিবিশালাক্ষী শশাঙ্কাবয়বাঙ্কিতে।
ন জানে ত্বাং মহাদেবি যথাবদ্ ব্রুহি পৃচ্ছতে ॥
রামস্য বচনং শ্রুত্বা ততঃ সা পরমেশ্বরী।
ব্যাজহার রঘুব্যাঘ্রং যোগিনামভয়প্রদা ॥ ৪ ॥
মাং বিদ্ধি পরমাং শক্তিং মহেশ্বরসমাশ্রয়াম্।
অনন্যামব্যয়ামেকাং যাং পশ্যন্তি মুমুক্ষবঃ ॥ ৫ ॥
অহং বৈ সর্ব্বভাবানামাত্মা সর্ব্বান্তরা শিবা।
শাশ্বতী সর্ব্ববিজ্ঞানা সর্ব্বমূর্ত্তিপ্রবর্ত্তিকা ॥ ৬ ॥
অনন্তানন্তমহিমা সংসারার্ণবতারিণী।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে পদমৈশ্বরম্ ॥ ৭ ॥

কীর তেজে বিমোহিত হইয়া অবনত মস্তকে ভূমিতে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পরমেশ্বরীকে কহিলেন (১) হে বিশাললোচনে! হে চন্দ্রকলাঙ্কিতে! হে দেবি! আপনি কে? হে মহাদেবি! আমি আপনাকে জ্ঞাত নহি। অতএব আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি যথার্থ পরিচয় প্রদান করুন (৩)।

যোগিগণের অভয় দাত্রী জানকী, রঘুব্যাঘ্র রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, (৪) মুমুক্ষুগণ যাঁহাকে অভিন্ন অদ্বিতীয়া অব্যয় শক্তি কহিয়া থাকে, জানিবে আমিই সেই মাহেশ্বরী পরম শক্তি (৫) আমিই সকলের আত্মা ও অন্তর্যামিনী এবং সকলেরই মঙ্গল বিধান করিয়া থাকি। আমি নিত্যা ও সর্ব্বজ্ঞানময়ী, সর্ব্বরূপ আমিই প্রকাশ করিয়া থাকি (৬) আমার অন্ত নাই আমার মহিমারও অন্ত নাই। আমি সংসার সাগরের পারকর্ত্রী, আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দান করিতেছি। তুমি আমার ঐশ্বররূপ দর্শন কর (৭) এই কথা বলিয়া জানকী বিরত হইলেন, রামচন্দ্রও তাহার স্বরূপ দেখিতে পাইলেন।

ইত্যুক্ত্বা বিররামৈষা রামোঽপশ্যচ্চ তৎপদম্।
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং বিশ্বক্ তেজো নিরাকুলম্॥ ৮॥
জ্বালাবলিসহস্রাঢ্যং কালানলশতোপমম্।
দংষ্ট্রাকরালং দুর্দ্ধর্ষং জটামণ্ডলমণ্ডিতম্॥ ৯॥
ত্রিশূলবরহস্তঞ্চ ঘোররূপং ভয়াবহম্।
প্রশাম্যৎ সৌম্যবদনমনন্তৈশ্বর্য্যসংযুতম্॥ ১০॥
চন্দ্রাবয়বলক্ষ্মাঢ্যং চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্।
কিরীটিনং গদাহস্তং নূপুরৈরূপশোভিতম্॥ ১১॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
শঙ্খচক্রকরং কাম্যং ত্রিনেত্রং কৃত্তিবাসসম্॥ ১২॥
অন্তঃস্থং চাণ্ডবাহ্যস্থং বাহ্যাভ্যন্তরতঃ পরম্।
সর্ব্বশক্তিময়ং শান্তং সর্ব্বকারং সনাতনম্॥ ১৩॥
ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্রযোগীন্দ্রৈরীড্যমানপদাম্বুজম্।
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎসর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্॥ ১৪॥

উহা কোটি সূর্য্য সঙ্কাশ ও সুস্থির, উহার তেজ সর্ব্বদিকেই প্রসারিত হইয়াছে (৮) সাক্ষাৎ প্রলয়াগ্নির ন্যায় সহস্র সহস্র জ্বালা ঐরূপ হইতে নির্গত হইতেছে। উহা জটা জালে বিভূষিত, সুদুর্দ্ধর্ষ ও ভীষণ দংষ্ট্রা সম্পন্ন (৯) ঐ ঘোররূপ ভয়ঙ্কর মুর্ত্তির হস্তে ত্রিশূল বদন। সুপ্রসন্ন ও প্রশান্ত মহিমা অনন্ত (১০) এই চন্দ্রকলায় বিভূষিত এবং দেখিতে কোটি চন্দ্র সঙ্কাশ, মস্তকে কিরীট, হস্তে গদা, চরণ নূপুরে উপশোভিত। (১১) কণ্ঠে দিব্য মালা, অঙ্গে দিব্য গন্ধশালী অনুলেপন। হস্তে শঙ্খ ও চক্র, লোচন তিন, পরিধান চর্ম্ম, কান্তি রমনীয় (১২) ঐ সর্ব্বশক্তিমান্ প্রশান্ত, সর্ব্বময় সনাতনরূপ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃস্থ ও বাহ্যস্থ অথচ বাহ্য ও অভ্যন্তরের দুরবর্ত্তী (১৩) ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও উপেন্দ্র উঁহার চরণ আরাধনা করিতেছেন। সর্ব্বদিকেই উঁহার পদ, সর্ব্বদিকেই চক্ষু, সর্ব্বদিকেই মস্তক ও সর্ব্বদিকেই মুখ (১৪)

সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠন্তং দদর্শ পদমৈশ্বরম্।
দৃষ্ট্বা চ তাদৃশং রূপং দিব্যং মাহেশ্বরং পদম্ ॥ ১৫ ॥
তয়ৈব চ সমাবিষ্টঃ স রামো হৃতমানসঃ।
আত্মন্যাধায় চাত্মানমোঙ্কারং সমনুস্মরন্ ॥ ১৬ ॥
নাম্নামষ্টসহস্রেণ তুষ্টাব পরমেশ্বরীম্।
ওং সীতা মা পরমা শক্তিরনন্তা নিষ্কলামলা ॥ ১৭ ॥
শান্তা মাহেশ্বরী নিত্যা শাশ্বতী পরমাক্ষরা।
অচিন্ত্যা কেবলানন্তা শিবাত্মা পরমাত্মিকা ॥ ১৮ ॥
অনাদিরব্যয়া শুদ্ধা দেবাত্মা সর্ব্বগোচরা।
একানেকবিভাগস্থা মায়াতীতা সুনির্ম্মলা ॥ ১৯ ॥
মহামাহেশ্বরী সত্যা মহাদেবী নিরঞ্জনা।
কাষ্ঠা সর্ব্বান্তরস্থা চ চিচ্ছক্তিরতিলালসা ॥ ২০ ॥
জানকী মিথিলানন্দা রাক্ষসান্তবিধায়িনী।
রাবণান্তকরী রম্যা রামবক্ষঃস্থলালয়া ॥ ২১ ॥
উমা সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যা জ্যোতীরূপাঽমৃতাক্ষরী।
শান্তিঃ প্রতিষ্ঠা সর্ব্বেষাং নিবৃত্তিরমৃতপ্রদা ॥ ২২ ॥

(রাম দেখিলেন) ঐ পরম রূপ বিশ্বব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। ঈদৃশ দিব্য মাহেশ্বর রূপ দর্শন করিয়া (১৫) এবং ঐরূপ দ্বারা আবিষ্ট ও বিমুগ্ধ হইয়া আত্মাতে আত্মাস্থির করণ পূর্ব্বক ওঙ্কার স্মরণ করিয়া (১৬) (রামচন্দ্র) অষ্টাধিক সহস্র নাম দ্বারা পরমেশ্বরীর স্তব আরম্ভ করিলেন। সীতা, মা, পরমাশক্তি, অনন্তা, নিষ্কলা, অমলা, (১৭) শান্তা, মাহেশ্বরী, নিত্যা, শাশ্বতী, পরমা, অক্ষরা, অচিন্ত্যা, কেবলা, অনন্তা, শিবাত্মা, পরমাত্মিকা, (১৮) অনাদি, অব্যয়া, শুদ্ধা, দেবাত্মা, সর্ব্বগোচরা, একা; অনেকবিভাগস্থা, মায়াতীতা, সুনির্ম্মলা, (১৯) মহামাহেশ্বরী, সত্যা, মহাদেবী, নিরঞ্জনা; কাষ্ঠা, সর্ব্বান্তরস্থা, চিতশক্তি, অতিলালসা, (২০) জানকী, মিথিলানন্দা, রাক্ষসান্ত

ব্যোমমূর্ত্তির্ব্ব্যোমময়ী ব্যোমাধারাঽচ্যুতা লতা ।
অনাদিনিধনা যোষা কারণাত্মা কলাকুলা ॥ ২৩ ॥
নন্দপ্রথমজা নাভিরমৃতস্যান্তসংশ্রয়া ।
প্রাণেশ্বরপ্রিয়া মাতা মহামহিষবাহনা ॥ ২৪ ॥
প্রাণেশ্বরা প্রাণরূপা প্রধানপুরুষেশ্বরী ।
সর্ব্বশক্তিঃ কলা কাষ্ঠা জ্যোৎস্নেন্দো র্মহিমাস্পদা ॥২৫॥
সর্ব্বকার্য্যনিয়ন্ত্রী চ সর্ব্বভূতেশ্বরেশ্বরী ।
অনাদিরব্যক্তগুণা মহানন্দা সনাতনী ॥ ২৬ ॥
আকাশয়োনির্যোগস্থা মহাযোগেশ্বরেশ্বরী ।
শবাসনা চিত্তান্তঃস্থা মহেশী বৃষবাহনা ॥ ২৭ ॥
বালিকা তরুণী বৃদ্ধা বৃদ্ধমাতা জরাতুরা ।
মহামায়া সুদুষ্পূরা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ২৮ ॥
সংসারযোনিঃ সকলা সর্ব্বশক্তিসমুদ্ভবা ।
সংসারসারা দুর্ব্বারা দুর্নিরীক্ষ্যা দুরাসদা ॥ ২৯ ॥

বিধায়িনী, রাবণান্ত-কারী, রম্যা, রামবক্ষঃস্থলালয়া (২১) উমা, সর্ব্বাত্মিকা, বিদ্যা, জ্যোতিরূপা, অমৃতা, অক্ষরা, শান্তি, প্রতিষ্ঠা, সর্ব্বনিবৃত্তি, অমৃতপ্রদা, (২২) ব্যোমমূর্ত্তি, ব্যোমময়ী, ব্যোমাধারা, অচ্যুতা, লতা, অনাদিনিধনা, ঘোষা, কারণাত্মা, কলাকুলা (২৩) নন্দপ্রথমজা, নাভি, অমৃতান্তশ্রয়া। প্রাণেশ্বর-প্রিয়া, মাতা,-মহামহিষবাহনা, (২৪) প্রাণেশ্বরী, প্রাণরূপা, প্রধানা, পুরুষেশ্বরী, সর্ব্বশক্তি, কলা, কাষ্ঠা জ্যোৎস্না, চন্দ্র-মহিমাস্পদা, (২৫) সর্ব্বকার্য্যনিয়ন্ত্রী, সর্ব্বভূতেশ্বরেশ্বরী, অনাদি, অব্যক্তগুণা * মহানন্দা, সনাতনী, (২৬) আকাশযোনি, যোগস্থা, মহাযোগেশ্বরেশ্বরী, শবাসনা, চিত্তান্তঃস্থা, মহেশী বৃষবাহনা (২৭) বালিকা তরুণী বৃদ্ধা বৃদ্ধমাতা জরাতুরা মহামায়া, সুদুষ্পূরা, মূল-প্রকৃতি, ঈশ্বরী, (২৮) সংসারযোনি,

---

* যাঁহার বেগ ব্যক্ত নহে।

প্রাণশক্তিঃ প্রাণবিদ্যাযোগিনী পরমাকলা।
মহাবিভূতির্দ্দর্দ্ধষা মূলপ্রকৃতিসম্ভবা ॥ ৩০ ॥
অনাদ্যনন্তবিভবা পরাত্মা পুরুষারণিঃ।
সর্গস্থিত্যন্তকরণী সুদুর্ব্বাচ্যা দুরত্যয়া ॥ ৩১ ॥
শব্দয়োনিঃ শব্দময়ী নাদাখ্যা নাদবিগ্রহা।
প্রধানপুরুষাতীতা প্রধানপুরুষাত্মিকা ॥ ৩২ ॥
পুরাণী চিন্ময়ী পুংসামাদিঃ পুরুষরূপিণী।
ভূতান্তরাত্মা কূটস্থমহাপুরুষসংজ্ঞিতা ॥ ৩৩ ॥
জন্মমৃত্যুজরাতীতা সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা।
ব্যাপিনী চানবচ্ছিন্না প্রধানা সুপ্রবেশিনী ॥ ৩৪ ॥
ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তিরব্যক্তলক্ষণা মলবর্জ্জিতা।
অনাদিমায়াসম্ভিন্না ত্রিতত্ত্বা প্রকৃতির্ম্মতা ॥ ৩৫ ॥
মহামায়াসমুৎপন্না তামসী পৌরুষী ধ্রুবা।
ব্যক্তাব্যক্তাত্মিকা কৃষ্ণা রক্তা শুক্লা প্রসূতিকা ॥ ৩৬ ॥

সকলা, সর্ব্বশক্তিসমুদ্ভবা সংসারসারা, দুর্ব্বারা দুর্নিরীক্ষ্যা, দুরাসদা, (২৯) প্রাণশক্তি, প্রাণবিদ্যা, যোগিনী, পরমা কলা মহাবিভূতি-দুর্দ্ধষা মূলপ্রকৃতিসম্ভবা, (৩০) অনাদ্য-অনন্ত-বিভবা, পরমাত্মা, পুরুষারণি * সর্গ স্থিত্য ন্তকরণী, সুদুর্ব্বাচ্যা, দুরত্যয়া (৩১) শব্দযোনি, শব্দময়ী, নাদাখ্যা, নাদবিগ্রহা, † প্রধানপুরুষাতীতা. প্রধানপুরুষাত্মিকা, (৩২) পুরাণী, চিন্ময়ী পুরুষগণের আদিপুরুষরূপিনী, ভূতান্তরা, কূটস্থা, মহা-পুরুষ সংস্থিতা, (৩৩) জন্ম মৃত্যু জরাতীতা সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা, ব্যাপিনী, অনবচ্ছিন্না, প্রধামানুপ্রবেশিনী, (৩৪) ক্ষেত্রজ্ঞা, শক্তি, অব্যক্তলক্ষণা, মলবর্জ্জিত্রা, অনাদি মায়াসম্ভিন্না, ত্রিতত্ত্বা, প্রকৃতি, (৩৫) মহামায়াসমুৎপন্ন, তামসী, পৌরুষী, ধ্রুবা, ব্যক্তাব্যক্তাত্মিকা,

---

* অর্থাৎ সংসারের সূর্য্য স্বরূপ, অর্থাৎ সৎপথ প্রদর্শিকা।

† শব্দ ব্রহ্ম স্বরূপিণী।

স্বকার্য্যা কার্য্যজননী ব্রহ্মাখ্যা ব্রহ্মসংশ্রয়া।
ব্যক্তা প্রথমজা ব্রাহ্মী মহতী জ্ঞানরূপিণী ॥ ৩৭ ॥
বৈরাগৈশ্বর্য্যধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মমূর্ত্তি র্হৃদি স্থিতা।
জয়দা জিত্বরী জৈত্রী জয়শ্রীর্জয়শালিনী ॥ ৩৮ ॥
সুখদা শুভদা সত্যা শুভা সংক্ষোভকারিণী।
অপাং যোনিঃ স্বয়ম্ভূতির্ম্মানসী তত্ত্বসম্ভবা ॥ ৩৯ ॥
ঈশ্বরাণী চ শর্ব্বাণী শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী।
ভবানী চৈব রুদ্রাণী মহালক্ষ্মীরথাম্বিকা ॥ ৪০ ॥
মাহেশ্বরীসমুৎপন্না ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা।
সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্ববর্ণা নিত্যা মুদিতমানসা ॥ ৪১ ॥
ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্রনমিতা শঙ্করেচ্ছানুবর্ত্তিনী।
ঈশ্বরার্দ্ধাসনাগতা রঘূত্তমপতিব্রতা ॥ ৪২ ॥
সকৃদ্বিভাবিতা সর্ব্বা সমুদ্রপরিশোষিণী।
পার্ব্বতী হিমবৎপুত্রী পরমানন্দদায়িনী ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণা, রক্তা, শুক্লা প্রসূতিকা, (৩৬) স্বকার্য্যা, কার্য্যজননী, ব্রহ্মাখ্যা, ব্রহ্মসংশ্রয়া, ব্যক্তা, প্রথমজা, ব্রাহ্মী, মহতী, জ্ঞানরূপিণী, (৩৭) বৈরাগৈশ্বর্য্য ধর্ম্মাত্মা, ব্রহ্মমূর্ত্তি, হৃদিস্থিতা, জয়দা, জিত্বরী, জৈত্রী, জয়শ্রী, জশালিনী (৩৮) সুখদা শুভদা সত্যা শুভা, সংক্ষোভকারিণী জলের উৎপত্তিস্থান, স্বয়ংভূতি, মানসী, তত্ত্বসম্ভবা, (৩৯) ঈশ্বরাণী, সর্ব্বাণী, শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী, ভবানী, রুদ্রাণী, মহালক্ষ্মী, অম্বিকা (৪০ মাহেশ্বরী-সমুৎপন্না, ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা, সর্ব্বেশ্বরী, সর্ব্ববর্ণা নিত্যমুদ্রিত-মানসা, (৪১) ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্রনমিতা, শঙ্করেচ্ছানুবর্ত্তিনী, ঈশ্বরার্দ্ধাসন-গতা, রঘুত্তমপতিব্রতা, (৪২) সকৃদ্বিভাবিতা, * সর্ব্বা, সমুদ্রপরি-

* নিত্যপ্রকাশিতা।

গুণাত্মা যোগদা যোগ্যা জ্ঞানমূর্ত্তির্বিকাশিনী।
সাবিত্রী কমলা লক্ষ্মীঃ শ্রীরনন্তোরসি স্থিতা ॥ ৪৪ ॥
সরোজনিলয়া মুদ্রা যোগনিদ্রাঽসুরার্দ্দিনী।
সরস্বতী সর্ব্ববিদ্যা জগজ্জ্যেষ্ঠা সুমঙ্গলা ॥ ৪৫ ॥
বাসবী বরদা বাচ্যা কীর্ত্তিঃ সর্ব্বার্থসাধিকা।
বাগীশ্বরী সর্ব্ববিদ্যা মহাবিদ্যা সুশোভনা ॥ ৪৬ ॥
গুহ্যবিদ্যাত্মবিদ্যা চ সর্ব্ববিদ্যাসুভাবিতা।
স্বাহা বিশ্বম্ভরী সিদ্ধিঃ স্বধা মেধা ধৃতিঃ শ্রুতিঃ ॥ ৪৭ ॥
নাভিঃ সুনাভিঃ সুকৃতির্মাধবী নরবাহিনী।
পূজা বিভাবরী সৌম্যা ভগিনী ভোগদায়িনী ॥ ৪৮ ॥
শোভা বংশকরী লোলা মালিনী পরমেষ্ঠিনী।
ত্রৈলোক্যসুন্দরী রম্যা সুন্দরী কামচারিণী ॥ ৪৯ ॥
মহানুভাবমধ্যস্থা মহামহিষমর্দ্দিনী।
পদ্মমালা পাপহরা বিচিত্রমুকুটাননা ॥ ৫০ ॥

শোবিণী, পার্ব্বতী, হিমবৎপুত্রী, পরমানন্দদায়িনী (৪২) গুণাত্মা, যোগদা, যোগ্যা, জ্ঞানমূর্ত্তিপ্রকাশিনী, সাবিত্রী, কমলা, লক্ষ্মী, শ্রী, অনন্তবক্ষঃ স্থিতা (৪৪) সরোজনিলয়া, মুদ্রা, যোগ-নিদ্রা, অসুরার্দ্দিনী, সরস্বতী, সর্ব্ববিদ্যা, জগৎশ্রেষ্ঠা, সুমঙ্গলা (৪৫) বাসবী, বরদা, বাচ্যা কীর্ত্তি, সর্ব্বার্থসাধিকা, বাগীশ্বরী, সর্ব্ববিদ্যা, মহাবিদ্যা, সুশোভনা (৪৬) গুহ্যবিদ্যা, আত্মবিদ্যা, সর্ব্ববিদ্যা, সুভাবিতা, স্বাহা, বিশ্বম্ভরা সিদ্ধি, স্বধা, মেধা, ধৃতি, শ্রুতি (৪৭) নাভি, সুনাভি, সুকৃতি, মাধবী, নরবাহিনী, পূজ্যা, বিভাবিনী, সৌম্যা ভোগিনী, ভোগদায়িনী, (৪৮) শোভা, বংশকরী, লোলা, মালিনী, পরমেষ্ঠিনী, ত্রৈলোক্য সুন্দরী, রম্যা, সুন্দরী, কামচারিণী (৪৯) মহানুভাবমধ্যস্থা, মহামহিষমর্দ্দিনী, পদ্মমালা, পাপহরা, বিচিত্রমুকুটা, বিচিত্রাননা (৫০)

কান্তা চিত্রাম্বরধরা দিব্যাভরণভূষিতা।
হংসাখ্যা ব্যোমনিলয়া জগৎস্বষ্টিবিবর্দ্ধিনী ॥ ৫১ ॥
নিয়ন্ত্রী যন্ত্রবাহস্থা নন্দিনী ভদ্রকালিকা।
আদিত্যবর্ণা কৌমারী ময়ূরবরবাহিনী ॥ ৫২ ॥
বৃষাসনগতা গৌরী মহাকালী সুরার্চ্চিতা।
অদিতির্নিয়তা রৌদ্রী পদ্মগর্ভা বিবাহনা ॥ ৫৩ ॥
বিরূপাক্ষী লেলিহানা মহাসুরবিনাশিনী।
মহাফলানবদ্যাঙ্গী কামপূরা বিভাবরী ॥ ৫৪ ॥
বিচিত্ররত্নমুকুটা প্রণতার্ত্তিবিমর্দ্দিনী।
কৌশিকী কর্ষিণী রাত্রিস্ত্রিদশার্ত্তিবিনাশিনী ॥ ৫৫ ॥
বিরূপা চ সুরূপা চ ভীমা মোক্ষপ্রদায়িনী।
ভক্তার্ত্তিনাশিনী ভব্যা ভবভাববিনাশিনী ॥ ৫৬ ॥
নির্গুণা নিত্যবিভবা নিঃসারা নিরপত্রপা।
যশস্বিনী সামগীতির্ভবাঙ্গনিলয়ালয়া ॥ ৫৭ ॥

কান্তা, চিত্রাম্বরধরা, দিব্যাভরণভূষিতা, হংসাখ্যা, ব্যোমনিলয়া, জগৎ স্বষ্টিবিবর্দ্ধিনী, (৫১) নিয়ন্ত্রী, যন্ত্রবাহস্থা, নন্দিনী, ভদ্রকালিকা, আদিত্যবর্ণা কৌমারী, ময়ূরবাহিনী, (৫২) বৃষাসনগতা,, গৌরী, মহাকালী, সুরার্চ্চিতা, অদিতি, নিয়তা, রৌদ্রী, পদ্মগর্ভা, বিবাহনা, (৫৩) বিরূপাক্ষী, লেলিহানা, মহাসুরবিনাশিনী, মহাফলা, অনবদ্যাঙ্গী, কামপূরা, বিভাবরী, (৫৪) বিচিত্র-রত্নমুকুটা. প্রণতার্ত্তিবিমর্দ্দিনী, কৌষিকী, কর্ষণী, রাত্রি, ত্রিদশার্ত্তিনাশিনী (৫৫) বিরূপা, সুরূপা, ভীমা, মোক্ষপ্রদায়িনী, ভক্তার্ত্তিনাশিনী ভব্যা, ভব্যা, ভবভয়বিনাশিনী, (৫৫) নির্গুণা নিত্যবির্ভবা, নিঃসারা, নিরপত্রপা, যশস্বিনী, সামগীতি, ভবাঙ্গনিলয়া_লয়া, (৫৭) দীক্ষা, বিদ্যাধরী, দীপ্তা মহেন্দ্রবিনিপাতিনী,

দীক্ষা বিদ্যাধরী দীপ্তা মহেন্দ্রবিনিপাতিনী।
সর্ব্বাতিশায়িনী বিদ্যা সর্ব্বশক্তিপ্রদায়িনী ॥ ৫৮ ॥
সর্ব্বেশ্বরপ্রিয়া তার্ক্ষী সমুদ্রান্তরবাসিনী।
অকলঙ্কা নিরাধারা নিত্যসিদ্ধা নিরাময়া ॥ ৫৯ ॥
কামধেনুর্ব্বেদগর্ভা ধীমতী মোহনাশিনী।
নিঃশঙ্কা চ নিরাতঙ্কা বিনয়া বিনয়প্রদা ॥ ৬০ ॥
জ্বালামালাসহস্রাঢ্যা দেবদেবী মনোন্মনী।
উর্বী গুর্বী গুরুঃ শ্রেষ্ঠা সগুণা ষড়্‌গুণাত্মিকা ॥ ৬১ ॥
মহাভোগবতী ভাগ্যা বাসুদেবসমুদ্ভবা।
মহেন্দ্রোপেন্দ্রভগিনী ভক্তিগম্যা পরায়ণা ॥ ৬২ ॥
জ্ঞানজ্ঞেয়া জরাতীতা বেদান্তবিষয়া গতিঃ।
দক্ষিণা দহনা বাহ্যা সর্ব্বভূতনমস্কৃতা ॥ ৬৩ ॥
যোগমায়া বিভাবজ্ঞা মহামোহা মহীয়সি।
শব্দা সর্ব্বসমুদ্ভূতির্ব্রহ্মবৃক্ষাশ্রয়া মতিঃ ॥ ৬৪ ॥
বীজাঙ্কুরসমুদ্ভূতির্ম্মহাশক্তির্ম্মহামতিঃ।
খ্যাতিঃ প্রতিজ্ঞা চিৎ সম্বিন্মহাযোগেন্দ্রশায়িনী ॥ ৬৫ ॥

সর্ব্বাতিশায়িনী, বিদ্যা, সর্ব্বশক্তিপ্রদায়িনী, (৫৮) সর্ব্বেশ্বরপ্রিয়া, তার্ক্ষী, সমুদ্রান্তরবাসিনী, অকলঙ্কা, নিরাধারা, নিত্যসিদ্ধা, নিরাময়া, (৫৯) কামধেনু, বেদগর্ভা, ধীমতী, মোহনাশিনী, নিঃশঙ্কা, নিরাতঙ্কা, বিনয়া, বিনয়প্রদা, (৬০) জ্বালামালা-সহস্রাঢ্যা, দেবদেবী মনোন্মনী, উর্ব্বী গুর্ব্বী গুরু শ্রেষ্ঠা সগুণা ষড়্‌গুণাত্মিকা, (৬১) মহাভোগবতী, ভাগ্যা, বাসুদেবসমুদ্ভবা, মাহেন্দ্রোপেন্দ্রভগিনী, ভক্তিগম্যা পরায়ণা (৬২) জ্ঞানজ্ঞেয়া, জরাতীতা, বেদান্তবিষয়াগতি, দক্ষিণা, দহনা, দাহ্য, সর্ব্বভূতনমস্কৃতা, (৬৩) যোগমায়াবিভাবজ্ঞা, মহামোহা, মহীয়সী, শব্দা, সর্ব্বসমুদ্ভূতি, ব্রহ্মবৃক্ষাশ্রয়া, মতি, (৬৪) বীজাঙ্কুর-সমুদ্ভূতি, মহাশক্তি, মহাদ্যুতি, খ্যাতিপ্রতিষ্ঠা, চিৎ, সম্বিৎ, মহা-

বিকৃতিঃ শঙ্করী শাস্ত্রী গন্ধর্ব্বযক্ষসেবিতা।
বৈশ্বানরী মহাশালা দেবসেনা গুহপ্রিয়া॥ ৬৬॥
মহারাত্রী শিবানন্দা শচী দুঃস্বপ্ননাশিনী।
পূজ্যাঽপূজ্যা জগদ্ধাত্রী দুর্ব্বিজ্ঞেয়স্বরূপিণী॥ ৬৭॥
গুহাম্বিকা গুহোৎপত্তির্ম্মহাপীঠা মরুৎসুতা।
হব্যবাহান্তরা গার্গী হব্যবাহসমুদ্ভবা॥ ৬৮॥
জগদ্যোনির্জ্জগন্মতা জগন্মৃত্যুর্জ্জরাতিগা।
বুদ্ধির্ম্মাতা বুদ্ধিমতী পুরুষান্তরবাসিনী॥ ৬৯॥
তপস্বিনী সমাধিস্থা ত্রিনেত্রা দিবি সংস্থিতা।
সর্ব্বেন্দ্রিয়মনোমাতা সর্ব্বভূতহৃদি স্থিতা॥ ৭০॥
সংসারবারিণী বিদ্যা ব্রহ্মবাদিমনোলয়া।
ব্রহ্মাণী বৃহতী ব্রাহ্মী ব্রহ্মভূতা ভবারণিঃ॥ ৭১॥
হিরণ্ময়ী মহারাত্রিঃ সংসারপরিবর্ত্তিকা।
সুমালিনী সুরূপা চ তারিণী ভাবিনী প্রভা॥ ৭২॥
উন্মীলনী সর্ব্বসহা সর্ব্বপ্রত্যয়সাক্ষিণী।
তপিনী তাপিনী বিশ্বা ভোগদা ধারিণী ধরা॥ ৭৩॥

যোগীন্দ্র শায়িনী (৬৫) বিকৃতি, শঙ্করী, শাস্ত্রী, গন্ধর্ব্বযক্ষসেবিতা, বৈশ্বানরী; মহাশাপা, দেবসেনা, গুহপ্রিয়া, (৬৬) মহারাত্রি, শিবানন্দা, শচী, দুঃস্বপ্ননাশিনী, পূজ্যা, অপূজ্যা, জগদ্ধাত্রী, দুর্ব্বিনেয়স্বরূপিণী (৬৭) গুহাম্বিতা, গুহোৎপত্তি, মহাপীঠা মরুৎসুতা, হব্যবাহান্তরা, গার্গী, হব্যবাহসমুদ্ভবা (৬৮) জগদ্যোনি জগন্মাতা জগন্মৃত্যু, জরাতিগা বুদ্ধি, মাতা, বুদ্ধিমতী, পুরুষান্তরবাসিনী, (৬৯) তপস্বিনী সমাধিস্থা, ত্রিনেত্রাদিবিসংস্থিতা, সর্ব্বেন্দ্রিয় মনোমাতা, সর্ব্বভূত হৃদয়াস্থিতা, (৭০) সংসারবারিণী, বিদ্যা, ব্রহ্মবাদিমনোলয়া, ব্রহ্মাণী, বৃহতী, ব্রাহ্মী, ব্রহ্মভূমা, ভবারণি, (৭১) হিরণ্ময়া, মহারাত্রি, সংসারপরি-

সুসৌম্যা চন্দ্রবদনা তাণ্ডবাসক্তমানসা।
সত্ত্বশুদ্ধিকরী শুদ্ধির্ম্মলত্রয়বিনাশিনী॥ ৭৪॥
জগৎপ্রিয় জগন্মূর্ত্তিস্ত্রিমূর্ত্তিরমৃতাশ্রয়া।
নিরাশ্রয়া নিরাহারা নিরঙ্কুশাবনীভবা॥ ৭৫॥
চক্রহস্তা বিচিত্রাঙ্গী স্রগ্বিণী পদ্মধারিণী।
পরাপরবিধানজ্ঞা মহাপুরুষপূর্ব্বজা॥ ৭৬॥
বিদ্যেশ্বরপ্রিয়া হবিদ্যা বিদ্যুজ্জিহ্বা জিতশ্রমা।
বিদ্যাময়ী সহস্রাক্ষী সহস্রবদনাত্মজা॥ ৭৭॥
সহস্ররশ্মিমধ্যস্থা মহেশ্বরপদাশ্রয়া।
জ্বালিনী সন্মনাব্যাপ্তা তৈজসী পদ্মবোধিকা॥ ৭৮॥
মহামায়াশ্রয়া মান্যা মহাদেবমনোরমা।
ব্যোমলক্ষ্মীঃ সিংহরথা চেকিতান্যমিতপ্রভা॥ ৭৯॥
বিশ্বেশ্বরী বিমানস্থা বিশোকা শোকনাশিনী।
অনাহতা কুণ্ডলিনী নলিনী পদ্মবাসিনী॥ ৮০॥

বর্ত্তিকা, সুমালিনী, সুরূপা, তায়িণী, ভাবিনী, প্রভা, (৭২) উন্মীলনী, সর্ব্বসহা, সর্ব্বপ্রত্যয়সাক্ষিণী, তপিনী, তাপিনী, বিশ্বা, ভোগদা, ধারিণী, ধরা, (৭৩) সুসৌম্যা. চন্দ্রবদনা, তাণ্ডবাসক্তমানসা, সত্ত্বশুদ্ধিকরী, শুদ্ধি, মলত্রয়বিনাশিনী, (৭৪) জগৎপ্রিয়া, জগন্মূর্ত্তি, স্ত্রীমূর্ত্তি, অমৃতাশ্রয়া নিরাশ্রয়া-নিরাহারা নিরাঙ্কুশা, অবনীভবা (৭৫) চক্রহস্তা, বিচিত্রাঙ্গী, স্রগ্বিনী, পদ্মধারিণী, পরাপরবিধানজ্ঞা, মহাপুরুষপূর্ব্বজা. (৭৬) বিদ্যেশ্বর, প্রিয়া, বিদ্যা, বিদ্যুজ্জিহ্বা, জিতশ্রমা, বিদ্যাময়ী, সহস্রাক্ষী, সহস্রবদনাত্মজা, (৭৭) সহস্ররশ্মিমধ্যস্থা. মহেশ্বরপদাশ্রয়া ; জ্বালিনী, সন্মনা, ব্যাপ্তা, তৈজসী, পদ্মবোধিকা, (৭৮) মহামায়াশ্রয়া, মান্যা, মহাদেবমনোরমা, ব্যোমলক্ষ্মী, সিংহরথা, চকিতানী, অমিতপ্রভা, (৭৯) বিশ্বেশ্বরী, বিমানস্থা, বিশোকা, শোকনাশিনী, অনাহতা, কুণ্ডলিনী, ললিনী, পদ্মবাসিনী, (৮০)

শতানন্দা সতাং কীর্ত্তিঃ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতা ।
বাগ্দেবতা ব্রহ্মকলা কলাতীতা কলাবতী ॥ ৮১ ॥
ব্রহ্মর্ষির্ব্রহ্মহৃদয়া ব্রহ্মবিষ্ণুশিবপ্রজা ।
ব্যোমশক্তিঃক্রিয়াশক্তি জ্ঞানশক্তিঃ পরাগতিঃ ॥ ৮২ ॥
ক্ষোভিকা রৌদ্রিকা ভেদ্যা ভেদাভেদবিবর্জ্জিতা ।
অভিন্না ভিন্নসংস্থানা বংশিনী বংশনাশিনী ॥ ৮৩ ॥
গুহ্যশক্তির্গুণাতীতা সর্ব্বদা সর্ব্বতোমুখী ।
ভগিনী ভগবৎপত্নী সকলা কালকারিণী ॥ ৮৪ ॥
সর্ব্ববিৎ সর্ব্বতোভদ্রা গুহ্যাতীতা গুহারণিঃ ।
প্রক্রিয়া যোগমাতা চ গঙ্গা বিশ্বেশ্বরেশ্বরী ॥ ৮৫ ॥
কপিলা কপিলাকান্তা কলাকান্তা কলান্তরা ।
পুণ্যা পুষ্করিণী ভোক্ত্রী পুরন্দরপুরঃসরা ॥ ৮৬ ॥
পোষণী পরমৈশ্বর্য্যভূতিদা ভূতিভূষণা ।
পঞ্চব্রহ্মসমুৎপত্তিঃ পরমাত্মাত্মবিগ্রহা ॥ ৮৭ ॥
নর্ম্মোদরা ভানুমতী যোগিজ্ঞেয়া মনোজবা ।
বীজরূপা রজোরূপা বশিনী যোগরূপিণী ॥ ৮৮ ॥

শতানন্দা, শতকীর্ত্তি, সর্ব্বভূতাশয়স্থিতা, বাগ্দেবতা, ব্রহ্মকলা, কলাতীতা, কলাবতী, (৮১) ব্রহ্মার্য, ব্রহ্মহৃদয়া, ব্রহ্মবিষ্ণুশিবপ্রজা, ব্যোমশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি, পরাগতি, (৮২) ক্ষোভিতা, রৌদ্রিকা;ভেদ্যা, ভেদাভেদবিবর্জ্জিতা, অভিন্না, ভিন্নসংস্থানা, বংশিনী, বংশনাশিনী, (৮৩) গুহ্যশক্তি, গুণাতীতা, সর্ব্বদা, সর্ব্বতোমুখী, ভগিনী, ভগবৎপত্নী, সকলা, কালকারিণী, (৮৪) সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বতোভদ্রা, গুহ্যতীতা, গুহারণি, প্রক্রিয়া, যোগমাতা, গঙ্গা, বিশ্বেশ্বরেশ্বরী, (৮৫) কপিলা, কপিলাকান্তা, কলাকান্তা, কলান্তরা, পুণ্যা, পুষ্করিণী, ভোক্ত্রী, পুরন্দরপুরঃসরা, (৮৬) পোষণী, পরমৈশ্বর্য্যভূতিদা, ভূতিভূষণা, পঞ্চব্রহ্মসমুৎপত্তি, পরমাত্মা,

সুমন্ত্রা মন্ত্রিণী পূর্ণা হ্লাদিনী ক্লেশনাশিনী।
মনোহরী মনোরক্ষী তাপসী বেদরূপিণী ॥ ৮৯ ॥
বেদশক্তির্ব্বেদমাতা বেদবিদ্যাপ্রকাশিনী।
যোগেশ্বরেশ্বরী মালা মহাশক্তির্ম্মনোময়ী ॥ ৯০ ॥
বিশ্বাধঃস্থা বিয়ন্মূর্ত্তির্ব্বিদ্যুন্মালা বিহায়সী।
পীবরী সুরভী বন্দ্যা নন্দিনী নন্দবল্লভা ॥ ৯১ ॥
ভারতী পরমানন্দা পরাপরবিভেদিকা।
সর্ব্বপ্রহরণোপেতা কাম্যা কামেশ্বরেশ্বরী ॥ ৯২ ॥
অচিন্ত্যাঽচিন্ত্যবিভবা হৃল্লেখা কনকপ্রভা।
কুষ্মাণ্ডী ধনরত্নাঢ্যা সুগন্ধাগন্ধদায়িনী ॥ ৯৩ ॥
ত্রিবিক্রমপদোদ্ভূতা ধনুষ্পাণিঃ শিবোদরা।
সুদুর্লভা ধনাধ্যক্ষা ধন্যা পিঙ্গললোচনা ॥ ৯৪ ॥
ভান্তিঃ প্রভাবতী দীপ্তিঃ পঙ্কজায়তলোচনা।
আদ্যা হৃৎকমলোদ্ভূতা গোমাতা চ রণপ্রিয়া ॥ ৯৫ ॥

আত্মবিগ্রহা, (৮৭) ধর্ম্মোদরা, ভানুমতী, যোগিজ্ঞেয়া, মনোজবা, বীজরূপা, রজোরূপা, বশিণী, যোগরূপিণী (৮৮) সুমন্ত্রা, মন্ত্রিণী, পূর্ণা, হলাদিনী, ক্লেশনাশিনী, মনোহরী, মনোরক্ষী, তাপসী, বেদরূপিণী, (৮৯) বেদশক্তি, বেদমাতা, বেদবিদ্যাপ্রকাশিনী, যোগেশ্বরেশ্বরী, মালা, মহাশক্তি, মনোময়ী, বিশ্বাধঃস্থা, বিষয়মূর্ত্তি, বিদ্যুন্মালা, বিহায়সী, কিন্নরী, সুরভিবন্দ্যা, নন্দিনী, নন্দিবল্লভা; (৯১) ভারতি, পরমানন্দা, পরাপরবিভেদিকা, সর্ব্বপ্রহরণোপেতা, কাম্যা, কাম্যেশ্বরেশ্বরী, (৯২) অচিন্ত্যা, অচিন্ত্যবিভবা, হৃল্লেখা, কনকপ্রভা, কুষ্মাণ্ডী, ধনরত্নাঢ্যা, সুগন্ধা, গন্ধদায়িনী, (৯৩) ত্রিবিক্রমপদোদ্ভূতা, ধনুষ্পাণি, শিবোদরা, সুদুর্ল্লভা, ধনাধ্যক্ষা, ধন্যা, পিঙ্গললোচনা, (৯৪) ভান্তী, প্রভাবতী, দীপ্তি, পঙ্কজায়তলোচনা, আদ্যা, হৃৎকমলোদ্ভূতা, গোগণেরমাতা, রণপ্রিয়া, (৯৫) সৎক্রিয়া, গিরিজা, শুদ্ধা, নিত্যপুষ্পা,

সৎক্রিয়া গিরিজা শুদ্ধা নিত্যপুষ্পা নিরন্তরা।
দুর্গা কাত্যয়নী চণ্ডী চর্ব্বিকা শান্তবিগ্রহা॥ ৯৬॥
হিরণ্যবর্ণা রজনী জগন্মন্ত্রপ্রবর্ত্তিকা।
মন্দরাদ্রিনিবাসা চ শারদা স্বর্ণমালিনী॥ ৯৭॥
রত্নমালা রত্নগর্ভা পৃথ্বী বিশ্বপ্রমাথিনী।
পদ্মাসনা পদ্মনিভা নিত্যতুষ্টাঽমৃতোদ্ভবা॥ ৯৮॥
ধুন্বতী দুষ্প্রকম্পা চ সূর্য্যমাতা দৃষদ্বতী।
মহেন্দ্রভগিনী মায়া বরেণ্যা বরদর্পিতা॥ ৯৯॥
কল্যাণী কমলা রামা পঞ্চভূতবরপ্রদা।
বাচ্যা বরেশ্বরী কন্যা দুর্জয়া দুরতিক্রমা॥ ১০০॥
কালরাত্রির্ম্মহাবেগা বীরভদ্রহিতপ্রিয়া।
ভদ্রকালী জগন্মাতা ভক্তানাং ভদ্রদায়িনী॥ ১০১॥
করালা পিঙ্গলাকারা নামবেদা মহানদা।
তপস্বিনী যশোদা চ ষড়ধ্বপরিবর্ত্তিনী॥ ১০২॥

নিরন্তরা, দুর্গা, কাত্যায়নী, চণ্ডী, চর্ব্বিকা, শান্তবিগ্রহা, (৯৬) হিরণ্যবর্ণা, রজনী, জগন্মন্ত্রপ্রবর্ত্তিকা, মন্দরাদ্রি-নিবাসা, শারদা, স্বর্ণমালিনা, (৯৭) রত্নমালা, রত্নগর্ভা, পৃথ্বী, বিশ্বপ্রমাথিনী, পদ্মাসনা, পদ্মনিভা, নিত্যতুষ্টা, অমৃতোদ্ভবা. (৯১) ধুন্বীত, দুষ্প্রকম্পা, সূর্য্যমাতা, দৃষদ্বতী, মহেন্দ্রভগিনী, মায়া বরেণ্যা, বরদর্পিতা, (৯৯) কল্যাণী. কমলা, রামা, পঞ্চভূতবরপ্রদা, বাচ্যা,বরেশ্বরী, কন্যা, দুর্জ্জয়া, দুরতিক্রমা, (১০০) কাল রাত্রি,মহাবেগা, বিরভদ্রহিতা,প্রিয়া, ভদ্রকালী, জগন্মাতা, ভক্তজনের, ভবদায়িণী, (১০১) করালী, পিঙ্গলাকারা,। নামভেদা, মহানদা, তপস্বিনী, যশোদা, ষড়ধ্বপরিবর্ত্তিনী *

---

*। অর্থাৎ নাসা, কণ্ঠ, বক্ষঃ, তালু, জিহ্বা ও দন্ত এই ষট্ স্থান জাত ষড়্‌জস্বররূপিণী।

শংখিনী পদ্মিনী সাংখ্যা সংখ্যযোগপ্রবর্ত্তিকা।
চৈত্রী সম্বৎসরা রুদ্রা জগৎসম্পূরণীন্দ্রজা॥ ১০৩॥
শুম্ভারিঃ খেচরী খর্ব্বা কম্বুগ্রীবা কলিপ্রিয়া।
খরধ্বজা খরারূঢ়া পরস্থ্যা পরমালিনী॥ ১০৪॥
ঐশ্বর্য্যরত্ননিলয়া বিরক্তা গরুড়াসনা।
জয়ন্তী হৃদগুহারম্যা সত্ত্ববেগা গণাগ্রণীঃ॥ ১০৫॥
সঙ্কল্পসিদ্ধা সাম্যস্থা সর্ব্ববিজ্ঞানদায়িনী।
কলিকল্মষহন্ত্রী চ গুহ্যোপনিষদুত্তমা॥ ১০৬॥
নিত্যদৃষ্টিঃ স্মৃতির্ব্ব্যাপ্তিঃ পুষ্টিস্তুষ্টিঃ ক্রিয়াবতী।
বিশ্বামরেশ্বরেশানা ভুক্তির্ম্মুক্তিঃ শিবামৃতা॥ ১০৭॥
লোহিতা সর্ব্বমাতা চ ভীষণা বনমালিনী।
অনন্তশয়নাহনাদ্যা নরনারায়ণোদ্ভবা॥ ১০৮॥
নৃসিংহী দৈত্যমথিনী শংখচক্রগদাধরা।
সঙ্কর্ষণসমুৎপত্তিরম্বিকোপান্তসংশ্রয়া॥ ১০৯॥
মহাজ্বালা মহামূর্ত্তিঃ সুমূর্ত্তিঃ সর্ব্বকামধুক্।
সুপ্রভা সুতরা গৌরী ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদা॥ ১১০॥

---

(১০২) শঙ্খিনী, পদ্মিনী, পদ্মসংখ্যা, যাগপ্রবর্ত্তিকা, চৈত্রী, সরা, রুদ্রা, জগৎসম্পূরণী, ইন্দ্রজা, (১০৩) শুম্ভারি, খেচরী, খর্ব্বা, কম্বুগ্রীবা, কলিপ্রিয়া, খড়্গাধ্বজা, খগারূঢ়া, পরাত্মা, পরমালিনী, (১০৪) ঐশ্বর্য্যরত্ননিলয়া, বিরক্তা, গরুড়াসনা, জয়ন্তী-হৃদগুহারম্যা, সত্যবেগাগুণা, গুণা, (১০৫) সঙ্কল্পসিদ্ধা, সাম্যস্থা, সর্ব্ববিজ্ঞানদায়িনী, কলিকল্মষহন্ত্রী, গুহ্যোপনিষদুত্তমা, (১০৬) নিত্য দৃষ্টি, স্মৃতি, ব্যাপ্তি, পুষ্টি, তুষ্টি, ক্রিয়াবতী, বিশ্বা, রমেশ্বরা, ঈশাণা, ভক্তি, মুক্তি, শিবামৃতা, (১০৭) লোহিতা, সর্ব্বমতা, ভীষণা, বনমালিনী, অনন্তশয়না, অনন্তা, নরনারায়ণোদ্ভবা, (১০৮) নৃসিংহী, দৈত্যমথনী, শঙ্খচক্রগদাধরা, সঙ্কর্ষণসমুৎপত্তি, অম্বিকা, পাতসংশ্রয়া,

ভ্রূমধ্যনিলয়াঽপূর্ব্বা প্রধানপুরুষাবলী।
মহাবিভূতিদা মধ্যা সরোজনয়নাঽসনা ॥ ১১১ ॥
অষ্টাদশভুজানাদ্যা নীলোৎপলদলপ্রভা।
সর্ব্বশক্ত্যা সমারূঢ়া ধর্ম্মাধর্ম্মানুবর্জ্জিতা ॥ ১১২ ॥
বৈরাগ্যজ্ঞাননিরতা নিরালোকা নিরিন্দ্রিয়া।
বিচিত্রগমনা বীরা শাশ্বতস্থানবাসিনী। ১১৩॥
স্থানেশ্বরী নিরানন্দা ত্রিশূলবরধারিণী।
অশেষদেবতামূর্ত্তির্দ্দেবতা পরদেবতা ॥ ১৪ ॥
গণাত্মিকা গিরেঃ পুত্রী নিশুম্ভবিনিপাতিনী।
অবর্ণা বর্ণরহিতা নির্ব্বর্ণা বীজসম্ভবা ॥ ১১৫ ॥
অনন্তবর্ণাঽনন্যস্থা শঙ্করী শান্তমানসা।
অগোত্রা গোমতী গোপ্ত্রী গুহ্যরূপা গুণান্তরা ॥ ১১৬ ॥

* (১০৯) মহাজ্বালা, মহামূর্ত্তি, সুমূর্ত্তি,সর্ব্বকামধুক্, সুপ্রভা, সুস্তনা, গৌরী, ধর্ম্মকামার্থ-মোক্ষদা, (১১০) ভ্রূমধ্যনিলয়া, সর্ব্বা, প্রধান-পুরুষারণি, † মহাবিভূতিদা, মধ্যা, সরোজনয়না, সরোজাসনা, (১১১) অষ্টাদশভূজা, অনাদ্যা, নীলোৎপলদলপ্রভা, সর্ব্বশক্তিসমারূঢ়া, ধর্ম্মাধর্ম্মানুবর্জ্জিতা, (১১২) বৈরাগ্যজ্ঞাননিরতা ; নিরালোকা, নিরিন্দ্রিয়া, বিচিত্র গমনা, ধীরা, শাশ্বতস্থানবাসিনী (১১৩) স্থানেশ্বরী, নিরানন্দা, ত্রিশূলবর-ধারিণী, অশেষদেবতামূর্ত্তি, দেবতাবরদেবতা, ‡ (১১৪) গণাত্মিকা, গিরিপুত্রী ; নিশুম্ভবিনিপাতিনী, অবর্ণা, বর্ণরহিতা, নির্ব্বণা, বীজ-সম্ভবা, (১২৫) অনন্তবর্ণা, অনন্যস্থা শঙ্করী, শান্তমানসা,

---

* অর্থাৎ পতমান পাপী আপনাকে আশ্রয় করিলে আর পতিত হয় না।

† অর্থাৎ প্রধান ও পুরুষে কার্য্যপ্রদর্শিকা।

‡ দেবতার শ্রেষ্ঠ দেবতা।

গোশ্রীর্গব্যপ্রিয়া গোরী গণেশ্বরনমস্কৃতা।
সত্যমাত্রা সত্যসন্ধ্যা ত্রিসন্ধ্যা সন্ধিবর্জ্জিতা ॥ ১১৭ ॥
সর্ব্ববাদাশ্রয়া সংখ্যা সাংখ্যযোগসমুদ্ভবা।
অসংখ্যেয়াঽপ্রমেয়াখ্যা শূন্যা শুদ্ধকুলোদ্ভবা ॥ ১১৮ ॥
বিন্দুনাদসমুৎপত্তিঃ শম্ভুবামা শশিপ্রভা।
বিষঙ্গা ভেদরহিতা মনোজ্ঞা মধুসূদনী ॥ ১১৯ ॥
মহাশ্রীঃ শ্রীসমুৎপত্তিস্তমঃপারে প্রতিষ্ঠিতা।
ত্রিতত্ত্বমাতা ত্রিবিধা সুসূক্ষ্মপদসংশ্রয়া ॥ ১২০ ॥
শান্ত্যতীতা মলাতীতা নির্ব্বিকারা নিরাশ্রয়া।
শিবাখ্যা চিত্রনিলয়া শিবজ্ঞানস্বরূপিণী ॥ ১২১ ॥
দৈত্যদানবনির্ম্মাত্রী কাশ্যপী কালকর্ণিকা।
শাস্ত্রযোনিঃ ক্রিয়ামূর্ত্তিশ্চতুর্ব্বর্গপ্রদর্শিতা ॥ ১২২ ॥

সগোত্রা, গোমতী, * গোপ্ত্রী, গুহ্যরূপা গুণান্তরা ; (১১৬) গো, স্ত্রী, গব্যপ্রিয়া গৌণী, গণেশ্বরনমস্কৃতা, সত্যমাতা ; † সত্যসন্ধা, ত্রিসন্ধ্যা, সিদ্ধবর্জ্জিতা, (১১৭) সর্ব্ববাদাশ্রয়া, সংখ্যা, সাংখযোগসমুদ্ভবা, অসংখ্যেয়া, অপ্রমেয়াখ্যা, শূন্যা, শুদ্ধকুলোদ্ভবা ; (১১৮) বিন্দুনাদসমুৎপত্তি, ‡ শম্ভুবামা, শশিপ্রভা, বিষঙ্গা, ভেদরহিতা, মনোজ্ঞা, মধুসূদনী, (১১৯) মহাশ্রী, শ্রীসমুৎপত্তি, অন্ধকারের পারে প্রতিষ্ঠিতা, ত্রিতত্ত্বমালা, ত্রিবিধা, সুসূক্ষ্মপদসংশ্রয়া, (১২০) শান্ত্যতীতা ; মনোতীতা, নির্ব্বিকারা, নিরাশ্রয়া, শিবাখ্যা, নিত্যনিলয়া, শিবজ্ঞানস্বরূপিণী, (১২১) দৈত্যদানবনির্ম্মাত্রী ; কাশ্যপী, কালকলিকা শাস্ত্রযোনি, ক্রিয়ামূর্ত্তি, চতুর্ব্বর্গপ্রদর্শিতা (১২২) নারায়ণী ; নবোদ্ভূতা,

---

* বেদমন্ত্র-বিশেষ-স্বরূপিণী

† নিরবচ্ছিন্ন-সত্য স্বরূপিণী।

‡ "বিন্দু" অর্থাৎ (.) ইত্যাকার চিহ্ন ; নাদ অর্থাৎ (') ইত্যাকার চিহ্ন। অর্থাৎ ওঁকারের উৎপত্তি স্থান।

নারায়ণী নবোদ্ভূতা কৌমুদী লিঙ্গধারিণী।
কামুকী ললিতা তারা পরাপরবিভূতিদা॥ ২৩॥
পরান্তজাতমহিমা বড়বা বামলোচনা।
সুভদ্রা দেবকী সীতা বেদবেদাঙ্গপারগা॥ ২৪॥
মনস্বিনী মন্যুমাতা মহামন্যুসমুদ্ভবা।
অমৃত্যুরমৃতাস্বাদা পুরুহূতা পুরুষ্টুতা॥ ১২৫॥
অশোচ্যা ভিন্নবিষয়া হিরণ্যরজতপ্রিয়া।
হিরণ্যা রাজতী হৈমী হেমাভরণভূষিতা॥ ১২৬॥
বিভ্রাজমানা দুর্জ্ঞেয়া জ্যোতিষ্টোমফলপ্রদা।
মহানিদ্রা সমুদ্ভূতির্ব্বলীন্দ্রা সত্যদেবতা॥ ১২৭॥
দীর্ঘা ককুদ্মিনী বিদ্যা শান্তিদা শান্তিবর্দ্ধিনী।
লক্ষ্যাদিশক্তিজননী শক্তিচক্রপ্রবর্ত্তিকা॥ ১২৮॥

কৌমুদী, লিঙ্গবারিণী, * কামুকী, ললিতা, ভাবা, পরাবরবিভূতিদা, (১২৩) পরান্তজাতমহিমা, † বড়বা, বামলোচনা, সুপ্রভা, দেবকী, সীতা, বেদবেদাঙ্গপারগা, (১২৪) মনস্বিনী, মন্যুমাতা, মহামন্যু-সমুদ্ভবা অমৃত্যু অমৃতা, স্বাহা, পুরুহূতা, ‡ পুরুষ্টুতা ¶ (১২৫) অশোচ্যা, ভিন্নবিষয়া, হিরণ্যরজতপ্রিয়া, হিরণ্যা, রাজতী, হৈমী, হেমাভরণভূষিতা, (১২৬) বিভ্রাজমানা, দুর্জ্ঞেয়া, জ্যোতিষ্টোমফল-প্রদা, মহানিদ্রাসমুদ্ভূতি, অনিত্যা সত্যদেবতা, (১২৭) দীর্ঘা, ককুদ্মিনী, কৃত্যা, শান্তিদা, শান্তিবর্দ্ধিনী, লক্ষ্যাদি, § সর্ব্বশক্ত্যাঢ্যা, ‖ শক্তিচক্রপ্রবর্ত্তিকা, (১২৮) ত্রিশক্তিজননী $ জন্যা, ষড়ূর্ম্মিপরি-

* লিঙ্গ শরীর, অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীর নিবারণী। অর্থাৎ জন্ম-নিবারণী।
† অর্থাৎ শত্রুনাশকরণ জন্য যাঁহার মহিমা জাত হইয়াছে।
‡ অর্থাৎ অসংখ্যনাম্নী।
¶ অর্থাৎ বিবিধ-পদ-প্রদায়িনী।
§ যিনি জ্ঞেয় বস্তুর আদি।
‖ অর্থাৎ সর্ব্ব শক্তিতে করিয়া বর্দ্ধিত বা পূজ্যা।
$ উৎপাদন, পালন ও নাশ করণ।

ত্রিশক্তিজননী জন্যা ষড়ূর্ম্মিপরিবর্জ্জিতা।
স্বাহা চ কর্ম্মকরণী যুগান্তদলনাত্মিকা॥ ১২৯॥
সঙ্কর্ষণা জগদ্ধাত্রী কামযোনিঃ কিরিটিনী।
ঐন্দ্রী ত্রৈলোক্যনমিতা বৈষ্ণবী পরমেশ্বরী॥ ১৩০॥
প্রদ্যুম্নদয়িতা দান্তা যুগ্মদৃষ্টিস্ত্রিলোচনা।
মহোৎকটা হংসগতিঃ প্রচণ্ডা চণ্ডবিক্রমা॥ ১৩১॥
বৃষাবেশা বিযন্মাত্রা বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসিনী।
হিমবন্মেরুনিলয়া কৈলাসগিরিবাসিনী॥ ১৩২॥
চাণূরহন্ত্রী তনয়া নীতিজ্ঞা কামরূপিণী।
বেদবিদ্যাব্রতরতা ধর্ম্মশীলাঽনিলাসনা॥ ১৩৩॥
অযোধ্যানিলয়া বীরা মহাকালসমুদ্ভবা।
বিদ্যাধরপ্রিয়া সিদ্ধা বিদ্যাধরনিরাকৃতিঃ॥ ১৩৪॥

বর্জ্জিতা, * সুধামা, কর্ম্মকরণী, যুগান্তদহনান্তিকা, (১২৯) সঙ্কর্ষণা, জগদ্ধাত্রী, কামযোনি, কিরীটিনী, ঐন্দ্রী, ত্রৈলোক্যনমিতা, বৈষ্ণবী, পরমেশ্বরী, (১৩০) প্রদ্যুম্নদয়িতা, দান্তা, যুগ্মদৃষ্টি, ত্রিলোচনা, মহোৎসকটা, হংসগতি, প্রচণ্ডা, চণ্ডবিক্রমা, (১৩১) বৃষাবেশা † বিয়ন্মাত্রা ‡ বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসিনী, হিমবন্নিলয়া, মেরুনিলয়া, কৈলাসগিরিবাসিনী, (১৩২) চানূরহন্ত্রী, তনয়া, নাতিজ্ঞা কামরূপিণী, বেদবিদ্যা, ব্রতস্নাতা, ধর্ম্মশীলা, অনিলাশনা, (১৩৩) অযোধ্যানিলয়া, বীরা, মহাকামসমুদ্ভবা, বিদ্যাধরপ্রিয়া, সিদ্ধা, বিদ্যাধরনিরাকৃতি ¶ (১৩৪) অপ্যায়ন্তী, হরন্তী, পাবনী, পোষণী,

---

* অণিমাদি ষট্‌ ঐশ্বর্য্য বিহীনা।
† অর্থাৎ বৃষবাহনা।
‡ অর্থাৎ আকাশ-তন্মাত্র স্বরূপিণী।
¶ অর্থাৎ, যাঁহারা রূপে বিদ্যাধরেরা তিরস্কৃত হইয়াছে।

আপ্যায়ন্তী বহন্তী চ পাবনী পোষণী খিলা।
মাতৃকা মন্মথোদ্ভূতা বারিজা বাহনপ্রিয়া ॥১৩৫॥
করীশানা স্বধা বাণী বীণাবাদনতৎপরা।
সেবিতা সেবিকা সেব্যা সিনীবালী গরুত্মতী ॥ ১৩৬ ॥
অরুন্ধতী হিরণ্যাক্ষী মণিদা শ্রীবসুপ্রদা।
বসুমতী বসোর্ধারা বসুন্ধরা বরাননা ॥ ১৩৭ ॥
বরারোহা বরার্হা চ বপুঃসঙ্গসমুদ্ভবা।
শ্রীফলী শ্রীমতী শ্রীশা শ্রীনিবাসা হরিপ্রিয়া ১৩৮ ॥
শ্রীধরী শ্রীকরী কল্পা শ্রীধরার্দ্ধশরীরিণী।
অনন্তদৃষ্টিরক্ষুদ্রা ধাত্রীশা ধনদপ্রিয়া ॥ ১৩৯ ॥
নিহন্ত্রী দৈত্যসিংহানাং সিংহিকা সিংহবাহিনী।
সুসেনা চন্দ্রনিলয়া সুকীর্ত্তিশ্ছিন্নসংশয়া ॥ ১৪০ ॥
বলজ্ঞা বলদা বামা লেলিহানাঽমৃতাশ্রবা।
নিত্যোদিতা স্বয়ং জ্যোতিরুৎসুকামৃতজীবিনী ॥ ১৪১॥

খিলা,* মাতৃকা, মন্মথোদ্ভূতা, বারিজা, বাহনপ্রিয়া, (১৩৫) করী† ঈশানী, স্বধা, বীণাবাদনতৎপরা, সেবিতা, সেবিকা, সেব্যা, সিনীবালী, গরুত্মতী, (১৩৬) অরুন্ধতী, হিরণ্যাক্ষী, মৃগাক্ষী, মানদায়িনী, বসুপ্রদা, বসুমতী, বসুধারা, বসুন্ধরা, বরাননা, (১৩৭) বরারোহা, বপুঃসঙ্গসমুদ্ভবা, শ্রীমতী, শ্রীফলা, শ্রীশা শ্রীনিবাস, হরিপ্রিয়া, (১৩৮) শ্রীধরা, শ্রীকরী, কল্পা, শ্রীধরার্দ্ধ শরীরিণী, অনন্তদৃষ্টি, অক্ষুদ্রা, ধাত্রীশা, ধনদপ্রিয়া, (১৩৯) দৈত্যসঙ্ঘ নিহন্ত্রী, সিংহিকা, সিংহবাহিনী, সুসেনা, চন্দ্রনিলয়া, সুকীর্ত্তি, ছিন্ন-সংশয়া, (১৪০) বলজ্ঞা, বলদা, বামা, লেলিহানা, অমৃতশ্রবা

*খিলা, অর্থাৎ নারায়ণ স্বরূপিণী।
† অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপিণী।
‡ অর্থাৎ শিব-রূপিণী।

বজ্রদংষ্ট্রা বজ্রজিহ্বা বৈদেহী বজ্রবিগ্রহা।
মঙ্গল্যা মঙ্গলা মালা মলিনা মলহারিণী ॥ ১৪২ ॥
গান্ধর্ব্বী গারুড়ী চান্দ্রী কম্বলাশ্বতরপ্রিয়া।
সৌদামিনী জনানন্দা ভ্রূকুটীকুটিলাননা ॥ ১৪৩ ॥
কর্ণিকাররা কক্ষা কংসপ্রাণাপহারিণী।
যুগন্ধরা যুগবার্ত্তা ত্রিসন্ধ্যা হর্ষবর্দ্ধিনী ॥ ১৪৪ ॥
প্রত্যক্ষদেবতা দিব্যা দিব্যগন্ধা দিবাপরা।
শক্রাসনগতা শাক্রী সাধ্বী নারী শবাসনা ॥ ১৪৫ ॥
ইষ্টা বিশিষ্টা শিষ্টেষ্টা শিষ্টা শিষ্টপ্রপূজিতা।
শতরূপা শতাবর্ত্তা বিনীতা সুরভিঃ সুরা ॥ ১৪৬ ॥
সুরেন্দ্রমাতা সুদ্যুম্না সুষুম্না সূর্য্যসংস্থিতা।
সমীক্ষা সৎপ্রতিষ্ঠা চ নিবৃত্তির্জ্ঞানপারগা ॥ ১৪৭ ॥
ধর্ম্মশাস্ত্রার্থকুশলা ধর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্মবাহনা।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিনির্ম্মাত্রী ধার্ম্মিকাণাং শিবপ্রদা ॥ ১৪৮ ॥
ধর্ম্মশক্তির্ধর্ম্মময়ী বিধর্ম্মা বিশ্বধর্ম্মিণী।
ধর্ম্মান্তরা ধর্ম্মমধ্যা ধর্ম্মপূর্ব্বা ধনপ্রিয়া ॥ ১৪৯ ॥

নিত্যোদিতা, স্বয়ং জ্যোতিঃ, উৎসুকা, মৃতজীবনী, (১৪১) বজ্রদন্তা, বজ্রজিহ্বা, বৈদেহী, বজ্রবিগ্রহা, মঙ্গল্যা, মঙ্গলা, মালা, মলিনী, মলহারিণী, (১৪২) গন্ধর্ব্বা, গারুড়ী, চান্দ্রী, কম্বলাশ্বতপ্রিয়া, সৌদামিনী, জনানন্দা ভ্রূকুটীকুটিলাননা, (১৪৩) কর্ণিকার করা, কক্ষা, কংস-প্রাণাপহারিণী, যুগন্ধরা যুগাবর্ত্তা, ত্রিসন্ধ্যা, হর্ষবর্দ্ধিনী, (১৪৪) প্রত্যক্ষদেবতা, দিব্যা, দিব্যগন্ধা, দিবঃপরা, শক্রাশনগতা, শাক্রী, সাধ্বী, নারী, শবাসনা, (১৪৫) ইষ্টা, বিশিষ্টা, শিষ্টস্থা, শিষ্টা, শিষ্টপ্রপূজিতা, শতরূপা, শতাবর্ত্তা, বিনতা, সুরভি, সুরা, (১৪৬) সুরেন্দ্রমাতা, সুদ্যুম্না, সুষুম্না, সূর্য্যসংস্থিতা, সমীক্ষা, সৎপ্রতিষ্ঠা, নিবৃত্তি, জ্ঞানপারগা, (১৪৭)

ধর্ম্মোপদেশা ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মলভ্যা ধরাধরা।
কপালী শাকলা ভূতিঃ কলাকলিতবিগ্রহা ॥ ১৫০ ॥
সর্ব্বশক্তিবিনির্ম্মুক্তা সর্ব্বশক্ত্যাশ্রয়াশ্রয়া।
সর্ব্বা সর্ব্বেশ্বরী সূক্ষ্মা সুসূক্ষ্মজ্ঞানরূপিণী ॥ ১৫১ ॥
প্রধানপুরুষেশানা মহাপুরুষসাক্ষিণী।
সদাশিবা বিয়ন্মূর্ত্তির্দ্দেবমূর্ত্তিরমূর্ত্তিকা ॥ ১৫২ ॥
এবং নাম্নাং সহস্রেণ তুষ্টাব রঘুনন্দনঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা সীতাং হৃষ্টতনূরুহাম্‌ ॥ ১৫৩ ॥
ভারদ্বাজ মহাভাগ যশ্চৈতৎ স্তোত্রমদ্ভুতম্‌।
পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি স যাতি পরমং পদম্‌॥ ১৫৪ ॥
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিড্যোনির্ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি শাশ্বতম্‌।
শূদ্রঃ সদ্গতিমাপ্নোতি ধনধান্যবিভূতয়ঃ ॥ ১৫৫ ॥

ধর্ম্মশাস্ত্রার্থকুশলা, ধর্ম্মজ্ঞা, ধর্ম্মবাহনা, ধর্ম্মাধর্ম্মবিনির্ম্মাত্রী, ধর্ম্মিকুলগণের মঙ্গলপ্রদা, (১৪৮) ধর্ম্মশক্তি; ধর্ম্মময়ী, বিধর্ম্মা, বিশ্বধর্ম্মিনী, ধর্ম্মান্তরা, ধর্ম্মমেধ্যা, ধর্ম্মপূর্ব্বা, ধনপ্রিয়া, (১৪৯) ধর্ম্মোপদেষ্ট্রী, ধর্ম্মাত্মা, ধর্ম্মগম্যা, ধরাধরা, কপালী, শাকলাভূতি, কলাকলিতবিগ্রহা, (১৫০) সর্ব্বশক্তি বিনির্ম্মুক্তা, সর্ব্বশক্ত্যাশ্রয়া, আশ্রয়া, সর্ব্বা, সর্ব্বেশ্বরী, সূক্ষ্মা, সুসূক্ষ্মা, জ্ঞানরূপিণী, (১৫১) প্রধানপুরুষেশানা, মহাপুরুষসাক্ষিণী, সদাশিবা, বিয়ন্মূর্ত্তি, দেবমূর্ত্তি, অমূর্ত্তিকা (১৫২)।

রঘুনন্দন কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রকার সহস্র নাম দ্বারা সীতার স্তব করিলেন; আনন্দে সীতার লোমাঞ্চ হইল (১৫৩) হে মহাভাগ ভারদ্বাজ! যে ব্যক্তি এই অদ্ভুত স্তব পাঠ করিবেন বা করাইবেন, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হইবেন (১৫৪) এই স্তোত্রের মাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শাশ্বত ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিবেন, শূদ্রও ধন ধান্য সম্পন্ন হইয়া চরমে সদ্গতি প্রাপ্ত হইবেন। ইহা পরম স্বস্ত্যয়ন স্বরূপ।

ভবন্তি স্তোত্রমাহাত্ম্যাদেতৎ স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চোরাগ্নিজে ভয়ে॥ ১৫৬॥
ব্যাধীনাং প্রভবে ঘোরে শত্রুস্থানে চ সঙ্কটে।
অনাবৃষ্টিভয়ে বিপ্র সর্ব্বেশান্তিকরং পরম্॥ ১৫৭॥
যদ্যদিষ্টতমং যস্য তৎসর্ব্বং স্তোত্রতো ভবেৎ।
যত্রৈতৎ পঠ্যতে সম্যক্ সীতানামসহস্রকম্॥ ১৫৮॥
রামেণ সহিতা দেবী তত্র তিষ্ঠত্যসংশয়ম্।
মহাপাপাতিপাপানি বিলয়ং যান্তি সুব্রত॥ ১৫৯॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অদ্ভু-
তোত্তরকাণ্ডে সীতাসহস্রনামস্তোত্রকথনং নাম
পঞ্চবিংশতিতমঃ সর্গঃ॥

মারী ভয়, রাজ ভয়, চোর ভয়, অগ্নিভয় (১৫৫,১৫৬) ব্যাধি ভয়, ভীষণ শত্রুভয়, বিবিধ বিপদ ও অনাবৃষ্টি ভয়, বিপ্র! ইহা সর্ব্ব ভয়েরই পরম শান্তিকর (১৫৭) যাহার যাহা অভিলাষ, এই স্তোত্র হইতে সমস্তই সিদ্ধ হইবে। সীতার এই সহস্র নাম যে স্থানে পঠিত হয়, (১৫৮) নিশ্চয়ই দেবী রামচন্দ্র সমভিব্যাহারে সেই স্থানে অবস্থিতি করেন। হে সুব্রত! এই স্তোত্র মাহাত্ম্যে সমস্ত মহাপাতক ও অতিপাতক বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

ষড়্‌বিংশতিতমঃ সর্গঃ।

-:*:-

এবং নাম সহস্রেণ স্তুত্বাসৌ রঘুনন্দনঃ।
ভূয়ঃ প্রণম্য প্রীতাত্মা প্রোবাচেদং কৃতাঞ্জলিঃ॥ ১॥
যদেতদৈশ্বরং রূপং ঘোরং তে পরমেশ্বরী।
ভীতোঽস্মি সাম্প্রতং দৃষ্ট্বা রূপমন্যৎ প্রদর্শয়॥ ২॥
এবমুক্তাথ সা দেবী তেন রামেণ মৈথিলী।
সংহৃত্য দর্শয়ামাস স্বং রূপং পরমং পুনঃ॥ ৩॥
কাঞ্চনাম্বুরুহপ্রখ্যং পদ্মোৎপলসুগন্ধিকম্।
সুনেত্রং দ্বিভুজং সৌম্যং নীলালকবিভূষিতম্॥ ৪॥
রক্তপাদাম্বুজতলং সুরক্তকরপল্লবম্।
শ্রীমদ্বিশালসদ্বৃত্তললাটতিলকোজ্জ্বলম্॥ ৫॥
ভূষিতং চারুসর্ব্বাঙ্গং ভূষণৈরভিশোভিতম্।
দধানং সুরসাং মালাং বিশালাং হেমনির্ম্মিতাম্॥ ৬॥

রঘুনন্দন এইপ্রকার সহস্র নাম দ্বারা স্তব করতঃ পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রীতচিত্তে পুনর্ব্বার কহিলেন (১) হে পরমেশ্বরি! তোমার এই ঘোরতর ঐশ্বররূপ দর্শন করিয়া আমি ভীত হইয়াছি, সম্প্রতি অন্যরূপ প্রদর্শন কর (২)।

রামচন্দ্র কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দেবী মৈথিলী, (রূপ) সংহার করিয়া পুনর্ব্বার নিজের পরম রূপ প্রদর্শন করিলেন (৩) উহা দেখিতে কাঞ্চন পদ্মের তুল্য; পদ্ম ও উৎপলের ন্যায় সুগন্ধ-সম্পন্ন; সুন্দর-নেত্রসন্নিভ; দ্বিভুজ; মনোহর; নীলবর্ণ অলকে বিভূষিত (৪) পাদতল রক্তপদ্ম সদৃশ; করপল্লব সাতিশয় রক্ত। শ্রীসম্পন্ন। বিশাল ললাট দেশ তিলক দ্বারা উজ্জ্বল (৫) ভূষণসমূহ দ্বারা মনোহর।

ঈষৎ স্মিতং সুবিম্বোষ্ঠং নূপূরস্বরসংযুতম্ ।
প্রসন্নবদনং দিব্যমনন্তমহিমাস্পদম্ ॥ ৭ ॥
তদীদৃশং সমালোক্য রূপং রঘুকুলোত্তমঃ ।
ভীতিং সন্ত্যজ্য হৃষ্টাত্মা বভাষে পরমেশ্বরীম্ ॥ ৮ ॥
অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ ।
যন্মে সাক্ষাত্ত্বমব্যক্তা প্রসন্না দৃষ্টিগোচরা ॥ ৯ ॥
ত্বয়া সৃষ্টং জগৎসর্ব্বং প্রাধানাদ্যং ত্বয়ি স্থিতম্ ।
ত্বয্যেব লীয়তে দেবি ত্বমেব চ পরা গতিঃ ॥ ১০ ॥
বদন্তি কেচিত্ত্বামেব প্রকৃতিং বিকৃতেঃ পরাম্ ।
অপরে পরমাত্মজ্ঞাঃ শিবেতি শিবসংশ্রয়ে ॥ ১১ ॥
ত্বয়ি প্রধানঃ পুরুষো মহান্ ব্রহ্মা তথেশ্বরঃ ।
অবিদ্যা নিয়তির্ম্মায়া কালাদ্যাঃ শতশোঽভবন্ ॥ ১২
ত্বং হি সা পরমা শক্তিরনন্তা পরমেষ্ঠিনী ।
সর্ব্বেভেদবিনির্মুক্তা সর্ব্বভেদাশ্রয়া নিজা ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত। বক্ষস্থলে সুবর্ণ নির্ম্মিত বিশাল মালা (৬) ঈষৎ-হাস্যশোভিত। সুন্দরবিম্বোষ্ঠশালী। নূপুর-শব্দ-সংযুক্ত প্রসন্নবদন। দিব্য। অনন্ত মহিমার আধার স্থল।

রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র এই প্রকার সেইরূপ দর্শন করতঃ ভয় পরি-ত্যাগপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্ত হইয়া পরমেশ্বরীকে কহিলেন (৮) হে অব্যক্তে! অদ্য আমার জন্ম সফল; তপস্যা সফল হইল, যেহেতু, তুমি প্রসন্না হইয়া অদ্য আমার দৃষ্টি-গোচর হইলে (৯) সমুদায় জগৎ তুমি সৃষ্টি করিয়াছ; হে দেবি! প্রধানাদি তোমাতে অবস্থিত; আবার তোমাতেই লয় পায়; তুমিই পরমা গতি (১০) কেহ কেহ তোমা-কেই পুরুষ ও পরমা প্রকৃতি কহিয়া থাকেন; হে শিবসংশ্রয়ে! আর কতকগুলিন পরমাত্মা বলেন (১১) তোমাতেই প্রধান, পুরুষ, মহৎ তত্ত্ব, ব্রহ্মা, ঈশ্বর, অবিদ্যা, অদৃষ্ট, মায়া ও কাল প্রভৃতি শত শত

ত্বামধিষ্ঠায় যোগেশি পুরুষঃ পরমেশ্বরীম্।
প্রধানাদ্যং জগৎ কৃৎস্নং করোতি বিকরোতি চ॥ ১৪॥
ত্বয়ৈব সঙ্গতো দেবঃ স্বমানন্দং সমশ্নুতে।
ত্বমেব পরমানন্দস্ত্বমেবানন্দদায়িনী॥ ১৫॥
ত্বমেব পরমং ব্যোম মহাজ্যোতির্নিরঞ্জনম্।
শিবং সর্ব্বগতং সূক্ষ্মং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ১৬॥
ত্বং শক্রঃ সর্ব্বদেবানাং ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদামপি।
সাঙ্খ্যানাং কপিলো দেবো রুদ্রাণামসি শঙ্করঃ॥ ১৭॥
আদিত্যানামুপেন্দ্রস্ত্বং বসূনাঞ্চৈব পাবকঃ।
বেদানাং সামবেদস্ত্বং গায়ত্রীচ্ছন্দসামপি॥ ১৮॥
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং গতীনাং পরমা গতি।
মায়া ত্বং সর্ব্বশক্তিনাং কালঃকলয়তামপি॥ ১৯॥

বার উৎপন্ন হইতেছে। (১২) তুমিই সেই অতন্তা, পরমেষ্ঠিনী, সর্ব্বভেদ বিনির্ম্মুক্তা, সর্ব্বভেদাশ্রয়া, নিজা, পরমা শক্তি (১৩) হে যোগেশ্বরি! হে পরমেশ্বরি! পুরুষ তোমাকে আশ্রয় করিয়া প্রধানাদি সমুদায় জগৎ সৃজন ও নাশ করিয়া থাকেন। (১৪) দেব তোমারই সহিত সঙ্গত হইয়া স্বাত্মানন্দ সম্ভোগ করেন। তুমিই পরমানন্দ, তুমিই পরমানন্দদায়িনী (১৫) তুমিই পরম ব্যোম, তুমিই নিরঞ্জন মহাজ্যোতি, এবং (তুমিই) মঙ্গলময়, সর্ব্বগত, সূক্ষ্ম, সনাতন, পরমব্রহ্ম (১৬) তুমি সকল দেবতার ইন্দ্র, ব্রহ্মবেত্তাদিগের ব্রহ্মা, বলবানদিগের বায়ু এবং যোগীদিগের সনৎকুমার (১৭) তুমি ঋষিদিগের বশিষ্ঠ; শস্ত্রধারীদিগের রাম; সাংখ্যদিগের কপিল দেব; রুদ্রগণের শঙ্কর (১৮) আদিত্যগণের উপেন্দ্র; বসুদিগের অগ্নি বেদত্রয়ের সামবেদ, ছন্দঃ সকলের গায়ত্রী এবং অধ্যাত্মবিদ্যাবেদীগের পরমা গতি; তুমি সর্ব্বশক্তির মধ্যে মায়া; এবং সংহার-

ওঙ্কারঃ সর্ব্বগুহ্যানাং বর্ণনাং চ দ্বিজোত্তমঃ।
আশ্রমাণাং গৃহস্থস্ত্বমীশ্বরণাং মহেশ্বরঃ ॥ ২০ ॥
পুংসাং ত্বমেব পুরুষঃ সর্ব্বভূতহৃদি স্থিতঃ।
সর্ব্বোপনিষদাং দেবি গুহ্যোপনিষদুচ্যসে ॥ ২১ ॥
ঈশানশ্চাসি ভূপানাং যুগানাং কৃতমেব চ।
আদিত্যঃ সর্ব্বমার্গাণাং বাচাং দেবী সরস্বতী ॥ ২২ ॥
ত্বং লক্ষ্মীশ্চারুরূপাণাং বিষ্ণুর্ম্মায়াবিনামপি।
অরুন্ধতী সতীনাং ত্বং সুপর্ণঃ পততামসি ॥ ২৩ ॥
সূক্তানাং পৌরুষং সূক্তং জ্যেষ্ঠং সাম চ সামসু।
সাবিত্রী হ্যসি জপ্যানাং জজুষাং শতরুদ্রিয়ম্ ॥ ২৪ ॥
পর্ব্বতানাং মহামেরুরনন্তো ভোগিনামসি।
সর্ব্বেষাঃ ত্বংপরং ব্রহ্ম ত্বন্ময়ং সর্ব্বমেব হি ॥ ২৫ ॥

রূপং তবাশেষকলাবিহীন-
মগোচরং নির্ম্মলমেকরূপম্।

কাল্রীদিগের মধ্যে কাল (১৯) (তুমি) সর্ব্ব গোপনীয়ের ম. ওঁকার; বর্ণ সকলের মধ্যে ব্রাহ্মণ, আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থ, ঈশ্বরগণের মধ্যে মহেশ্বর (২০) পুরুষগণের মধ্যে সর্ব্বভূত-হৃদিস্থিত অদ্বিতীয় পুরুষ। হে দেবি! (তুমি) সমুদায় উপনিষদের গুহ্য উপনিষৎ কথিত হইয়া থাক (২১) তুমি সমুদায় ভূতের ঈশান, যুগ সকলের কৃতযুগ, সর্ব্ব মার্গের সূর্য্য, এবং বাণী সকলের দেবী সরস্বতী (২২) তুমি সুন্দররূপীদিগের লক্ষ্মী এবং মায়াবীদিগের বিষ্ণু। তুমি সতীদিগের অরুন্ধতী; এবং পক্ষীদিগের গরুড় (২৩) তুমি সূক্ত সকলের পুরুষ সূক্ত; এবং সাম সকলের জ্যেষ্ঠ সাম। তুমি জপ্য সকলের গায়ত্রী, এবং যজু সকলের শতরুদ্রিয় (২৪) তুমি পর্ব্বত সকলের সুমেরু, সর্পগণের অনন্ত, এবং সকলের পরমব্রহ্ম। সমুদায়ই ত্বন্ময় (২৫) অশেষ কলা-বিহীন, অগোচর, নির্ম্মল, একরূপ, অনাদি, অমধ্য, অনন্ত

অনাদিমধ্যান্তমনন্তমাদ্যং
নমামি সত্যং তমসঃ পরাস্তাৎ ॥ ২৬ ॥
যদেব পশ্যন্তি জগৎপ্রসূতিং
বেদান্তবিজ্ঞানবিনিশ্চিতার্থাঃ।
আনন্দমাত্রং পরমাভিধানং
তদেব রূপং প্রণতোঽস্মি নিত্যম্ ॥ ২৭ ॥
অশেষসূত্রান্তরসন্নিবিষ্টং
প্রধানসংযোগবিয়োগহেতুং।
তেজোময়ং জন্মবিনাশ হীনং
প্রাণাভিধানং প্রণতোঽস্মি রূপম্ ॥ ২৮ ॥
আদ্যন্তহীনং জগদাত্মরূপং
বিভিন্নসংস্থং প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ।
কূটস্থমব্যক্তবপুস্তবৈব
নমামি রূপং পুরুষাভিধানম্ ॥ ২৯ ॥
সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্বজগন্নিধানং
সর্ব্বত্রগঞ্জন্মবিনাশহীনম্।

আদ্য, অন্ধকারের পরবর্ত্তি সত্যস্বরূপ ত্বদীয়রূপকে আমি নমস্কার করি (২৬) যাঁহারা বেদান্ত ও বিজ্ঞানের নিশ্চয় অর্থ করিয়াছেন, তাঁহারা জগতের উৎপত্তি কারণ, আনন্দমাত্র, 'পরম' এই আখ্যা-সম্পন্ন যে রূপকে দর্শন করিয়া থাকেন, আমি সেই রূপকে নিত্য নমস্কার করি (২৭) অশেষ কারণের অন্তর্নিবিষ্ট, প্রধানের সহিত সংযোগ ও বিয়োগের কারণীভূত, তেজোময়, জন্মবিনাশ-হীন, প্রাণ নামক রূপকে নমস্কার করি (২৮) আদ্যন্তহীন, জগদাত্মস্বরূপ, বিভিন্নসংস্থ, প্রকৃতির পরবর্ত্তি, কূটস্থ, অব্যক্ত, তোমারই শরীর যে পুরুষ নামক রূপ, তাহাকে নমস্কার করি। (২৯) সকলের আশ্রয়ভূত, জগৎকারণ, সর্ব্বত্রগামী, জন্মবিনাশহীন, মহৎ তত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট, পুরুষা-

নতোঽস্মি তে রূপমণুপ্রভেদ-
মাদ্যং মহত্ত্বে পুরুষানুরূপম্ ॥ ৩০ ॥
প্রকৃত্যবস্থং ত্রিগুণাত্মবীজ
মৈশ্বর্য্যবিজ্ঞানবিরাগধর্ম্মৈঃ।
সমন্বিতং দেবি নতোঽস্মি রূপং
দ্বিসপ্তলোকাত্মকমম্বুসংস্থম্ ॥ ৩১ ॥
বিচিত্রভেদং পুরুষৈকনাথ-
মনন্তভূতৈর্ব্বিনিবাসিতং তে।
নতোঽস্মি রূপং জগদণ্ড সংজ্ঞ-
মশেষবেদাত্মকমেকমাদ্যম্ ॥ ৩২ ॥
স্বতেজসা পূরিতলোকভেদং
নমামি রূপং রবিমণ্ডলস্থম্।
সহস্রমূর্দ্ধানমনন্তশক্তিং
সহস্রবাহুং পুরুষং পুরাণম্।
শয়ানমন্তঃসলিলে তবৈব
নারায়ণাখ্যং প্রণতোঽস্মি রূপম্ ॥ ৩৩

অনুরূপ যে রূপ তাহাকে নমস্কার করি। (৩০) হে দেবি! তোমার যে প্রকৃতিতে অবস্থিত ত্রিগুণাত্মক বীজরূপ, ঐশ্বর্য্যবিজ্ঞান-ধর্ম্ম-সমন্বিত, দ্বিসপ্ত-লোকাত্মক, পয়োবস্থিত রূপ, তাহাকে নমস্কার করি (৩১). তোমার যে বিচিত্রভেদসম্পন্ন ব্রহ্মাণ্ডনামক রূপ, একমাত্র পুরুষই যাহার অধিষ্ঠাতা; যাহা অনন্ত. প্রাণিগণ কর্ত্তৃক অধিবাসিত, অশেষদেবাত্মক, এক, ও আদ্য আমি তাহাকে নমস্কার করি (৩২) নিজ তেজ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন লোক ব্যাপ্তকারি, যে রবিমণ্ডলস্থ রূপ, তাহাকে নমস্কার করি। সহস্রশিরা, অনন্তশক্তিসম্পন্ন, সহস্র-বাহু-যুক্ত, পুরাণ পুরুষ অনন্তের ফণাসমূহে শয়ান নারায়ণ নামক রূপকে নমস্কার করি (৩৩)

দংষ্ট্রাকরালং ত্রিদশাভিবন্দ্যং
যুগান্তকালানলকল্পরূপম্।
অশেষভূতাণ্ডবিনাশহেতুং
নমামি রূপং তব কালসংজ্ঞম্॥ ৩৪ ॥
ফণাসহস্রেণ বিরাজমানং
ভুবস্তলেঽধিষ্ঠিতমপ্রমেয়ম্।
অশেষভারোদ্বহনে সমর্থং
নমামি তে রূপমনন্তসংজ্ঞম্॥ ৩৫ ॥
অব্যাহতৈশ্বর্য্যময়ুগ্মনেত্রং
ব্রহ্মামৃতানন্দরসজ্ঞমেকম্।
যুগান্তশেষং দিবি নৃত্যমানং
নতোঽস্মি রূপং তব রুদ্রসংজ্ঞম্॥ ৩৬ ॥
প্রহীণশোকং বিমলং পবিত্রং
সুরাসুরৈরর্চ্চিতপাদযুগ্মম্।
সুকোমলং দেবি বিশালশুভ্রং
নমামি তে রূপমিদং নমামি॥ ৩৭ ॥

দংষ্ট্রা দ্বারা ভীষণ দেবগণের বন্দনীয়, যুগান্তকালীন অনলসংপ্রেক্ষ্য অশেষ প্রাণীও ব্রহ্মাণ্ডবিনাশের কারণীভূত যে তদীয় কালনামক রূপ, তহাকে নমস্কার করি (৩৪) তোমার শেষ নামক রূপ ফণাসহস্র দ্বারা বিরাজমান; প্রধান প্রধান ভোগীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান, প্রশস্ত, এবং জনার্দ্দন উহার তনুতে অধিরূঢ়, আমি তাহাকে নমস্কার করি (৩৫) তোমার যে অব্যাহত ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন, ত্রিনেত্র, ব্রহ্মানন্দ ও অমৃতানন্দ-রসজ্ঞ, অদ্বিতীয় এবং যুগান্তের শেষে স্বর্গে নৃত্যমান রুদ্র-নামক রূপ, আমি তাহাকে নমস্কার করি (৩৬) দেবি! তোমার এই শোক-বিহীন, বিমল পবিত্র, সুরাসুর-বন্দিত-পাদযুগ্ম, সুকোমল বিশ্বের আদিকারণ পুরাণ রূপকে নমস্কার করি (৩৭)।

এতাবদুক্ত্বা বচনং রঘুরাজকুলোদ্বহঃ।
সম্প্রেক্ষমাণো বৈদেহীং প্রাঞ্জলিঃ পার্শ্বতোঽভবৎ ॥৩৮॥
অথ সা তস্য বচনং নিশম্য জগতীপতেঃ।
সস্মিতং প্রাহ ভর্ত্তারং শৃণুষ্বৈকং বচো মম ॥ ৩৯ ॥
গৃহীতং যন্ময়া রূপং রাবণস্য বধায় হি।
তেন রূপেণ রাজেন্দ্র বসামি মানসোত্তরে ॥ ৪০ ॥
প্রকৃত্যা নীলরূপস্ত্বং লোহিতো রাবণার্দ্দিতঃ।
নীললোহিতরূপেণ ত্বয়া সহ বসাম্যহম্ ॥ ৪১ ॥
গৃহাণ চ বরং রাম মত্তো যদভিকাঙ্ক্ষিতম্।
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবো বীরঃ প্রতিশ্রুত্য গিরৌ স্থিতম্ ॥ ৪২ ॥
ভারদ্বাজাংশভাগেন যযাচে পরমেশ্বরীম্।
দেবি সীতে মহাভাগে দর্শিতং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৪৩ ॥
হৃদয়ান্নাপগচ্ছেত্তদিতি মে দীয়তাং বরঃ।
ভ্রাতরো মম কল্যাণি বানরাঃ সবিভীষণাঃ ॥ ৪৪ ॥

রঘুকুলশ্রেষ্ঠ এই মাত্র কহিয়া সীতাকে দর্শন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন (৩৮) অনন্তর সীতা জগন্নাথের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য পূর্ব্বক ভর্ত্তাকে কহিলেন, আমার বাক্য শ্রবণ কর (৩৯) আমি রাবণের বধের নিমিত্ত যে রূপ গ্রহণ করিয়াছিলাম, হে রাজেন্দ্র! সেই রূপে মানসের উত্তর শৈলে বাস করিয়া থাকি (৪০) তুমি স্বভাবতঃ নীলরূপী রাবণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া লোহিত হইয়াছিলে; সেই অবধি আমি নীল-লোহিতরূপী তোমার সহিত (তথায়) বাস করিব (৪১) আর রাম! যে বর ইচ্ছা হয় আমার নিকট গ্রহণ কর। হে ভারদ্বাজ! মহাবীর রাঘব তাহা শ্রবণ করত অংশভাগ দ্বারা শৈলে অবস্থিতি প্রতিজ্ঞা করিয়া, পরম বর যাচ্ঞা কবিলেন;—হে মহাভাগে দেবি সীতে! তুমি আমাকে যে ঐশ্বর রূপ প্রদর্শন করিলে (৪২-৪৩) তাহা আমার হৃদয় হইতে

সেনান্যো মম বৈদেহি অযোধ্যায়োধমুখ্যকাঃ।
পুনস্তে সঙ্গতাঃ সন্তু ময়া রাবণতর্জ্জিতাঃ॥ ৪৫॥
এতস্মিন্নন্তরে চাভূদাকাশে দুন্দুভিস্বনঃ।
পপাত পুষ্পবৃষ্টিশ্চ রামসীতোপরি দ্বিজ॥ ৪৬॥
প্রহস্য সীতা পুনরাহ রামং
তথেতি রামোঽপি বিরিঞ্চিমুখ্যান্।
স তান্ বিসৃজ্য প্রতিগৃহ্য সীতাং
গন্তুং স্বকং দেশমসাবিয়েষ॥ ৪৭॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অদ্ভুতোত্তরকাণ্ডে শ্রীরামমবিজয়ো নাম
ষড়্বিংশতিতমঃ সর্গঃ।

অপস্থত না হয়, আমাকে এই বর দান কর। হে কল্যাণি বৈদেহি! রাবণ কর্ত্তৃক তর্জ্জিত মদীয় ভ্রাতৃগণ বানরগণ, বিভীষণ, সেনাগণ এবং অযোধ্যার যোধগণ পুনর্ব্বার আমার সহিত মিলিত হউক (৪৪। ৪৫)

হে দ্বিজ! এই সময় আকাশে দুন্দুভিধ্বনি হইয়া উঠিল; এবং রামও সীতার উপর পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল (৪৬) সীতা হাস্য করিয়া রামকে পুনর্ব্বার কহিলেন, "তাহাই হইবে।" রামও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাকে বিদায় করিয়া পরে সীতাকে লইয়া নিজ দেশে গমন করিতে ইচ্ছুক হইলেন (৪৭)।

সপ্তবিংশতিতমঃ সর্গঃ।

—:*:—

রামস্তু পুষ্করারূঢ়ঃ সীতামালিঙ্গ্য বাহুনা।
অযোধ্যামগমদ্বীরঃ কাকুৎস্থকুলনন্দনঃ॥ ১॥
রথনেমিস্বনং শ্রুত্বা রামদর্শনলালসাঃ।
ভ্রাতরো ভরতাদ্যাস্তু যোধমুখ্যাশ্চ তে তথা॥ ২॥
রামমাগতমাজ্ঞায় সসীতং সঋষিব্রজম্।
প্রণেমুঃ সহসাগত্য আনন্দাশ্রুকণাকুলাঃ॥ ৩॥
বানরান্ রাক্ষসান্ সর্ব্বানানয্য স্বপুরং হি সঃ।
সর্ব্বং তৎ কথয়ামাস রামঃ কমললোচনঃ॥ ৪॥
তচ্ছ্রুত্বা বিস্মিতাঃ সর্ব্বে সাধু সাধ্বিতি বাদিনঃ।
সীতাং তত্ত্বেন বিজ্ঞায় রামং চ মধুসূদনম্॥ ৫॥
তদেবং চিন্তয়ন্তস্তে স্বং স্বং স্থানং যযুর্মুদা।
বিসৃষ্টা রামভদ্রেণ সান্ত্বপূর্ব্বং মহাত্মনা॥ ৬॥

কাকুৎস্থকুল-নন্দন মহবীর শ্রীরাম বাহু দ্বারা সীতাকে আলিঙ্গন করত পুষ্পকে আরোহণ করিয়া অযোধ্যায় গমন করিলেন (১) রামদর্শনলালস ভরত প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ও যোদ্ধাগণ রথচক্রের শব্দ শ্রবণ করত সীতা ও মুনিগণের সমভিব্যাহারে রাম আগমন করিলেন জানিতে পারিয়া আস্তেব্যস্তে, আগমন পূর্ব্বক আনন্দ জনিত অশ্রু-বারিতে আকুল হইয়া প্রণাম করিলেন (২, ৩) কমললোচন রামচন্দ্র সমস্ত বানর ও রাক্ষসকে নিজ নগরে আনাইয়া সেই সমুদায় বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন (৪) শ্রবণ পূর্ব্বক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সকলে সাধু সাধু বলিতে লাগিল। তাহারা সীতাকে এবং মধুসূদন রাম-চন্দ্রকে যথার্থরূপে জানিতে পারিয়া, তাহাই চিন্তা করিতে করিতে সানন্দে নিজ নিজ ধামে গমন করিল (৫, ৬) মহাত্মা রাম সান্ত্বনা

ঋষয়শ্চাভিনন্দ্যৈনং সসীতং রঘুনন্দনম্।
আশীর্ভির্ব্বর্ধয়ামাসুর্যযুশ্চাপি যথাগতম্॥ ৭॥
রামোঽপি সীতয়া সার্দ্ধং ভ্রাতৃভিশ্চ মহাত্মভিঃ।
চক্রে নিষ্কণ্টকাং পৃথ্বীং দেবানাঞ্চ মহদ্ধিতম্॥ ৮॥
যজ্ঞান্ বহুবিধাংশ্চক্রে সরযূতীর উত্তমে।
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
কিঞ্চিদভ্যধিকং চৈব রামো রাজ্যমকারয়ৎ॥ ৯॥
দেবকিন্নরগন্ধর্ব্বা বিদ্যাধরমহোরগাঃ।
রামং নমন্তি সততং গুণারামং রমাপতিম্॥ ১০॥
এতত্তে কথিতং ভদ্র ভারদ্বাজ মহামতে।
তেষু কিঞ্চিদিহাশ্চর্য্যমুক্তং রামকথাশ্রয়ম্॥ ১১॥
সর্ব্বং ন বক্তুমিচ্ছামি পুনরুক্তিভয়াদ্ দ্বিজ।
ব্রহ্মণা গোপিতং তচ্চ অতোঽপি ন তদুক্তবান্॥ ১২॥

পূর্ব্বক বিদায় করিলে পর, ঋষিগণ সীতার সহিত রঘুনন্দনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন (৭) সীতা সহিত রামচন্দ্র মহাত্মা ভ্রাতৃগণের সাহায্যে পৃথিবী নিষ্কণ্টক এবং দেবতাদিগের মহৎ হিত সাধন করিলেন (৮) সরযূর উত্তর তীরে একাদশ সহস্র বৎসর ধরিয়া বিবিধ যজ্ঞ করিলেন। রাম ইহা অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ অধিকতর বৎসর রাজ্য করিয়া ছিলেন (৯) দেবতা, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর এবং মহোরগগণ গুণাভিরাম রমাপতি, রামচন্দ্রকে সতত নমস্কার করিয়া থাকেন (১০) হে ভদ্র মহামতে ভারদ্বাজ! আমি এই তোমাকে সমস্ত কহিলাম। কিন্তু রামচরিত সম্বন্ধে যত আশ্চর্য্য কথা আছে, আমি যাহা কহিলাম ইহা তাহার কিঞ্চিন্মাত্র (১১) দ্বিজ! পুনরুক্তি হয় এই ভয়ে সমস্ত বলিতে ইচ্ছা করি না। ব্রহ্মা উহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, সেই জন্যও কহিলাম না (১২)

অদ্ভুতোত্তরকাণ্ডে তৎ কথিতং বেদসম্মিতম্।
শৃণোত ধীতে যশ্চৈতৎ স ব্রহ্ম পরমাপ্নুয়াৎ॥ ১৩॥
শ্লোকমেকং তদর্দ্ধং বা শৃণুয়াদ্যশ্চ মানবঃ।
প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নযোগে বা স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৪॥
পঞ্চবিংশতিসাহস্রং রামায়ণমধীত্য যৎ।
ফলমাপ্নোতি পুরুষস্তদস্য শ্লোকমাত্রতঃ॥ ১৫॥
ন শ্রুতং নাপ্যধীতং বা যেনাদ্ভুতমিদং দ্বিজ।
সগর্ভান্নিঃসৃতো নৈব যথা ভ্রূণস্তথৈব সঃ॥ ১৬॥
রামায়ণমিদং শ্রুত্বা ন মাতুর্জঠরে বিশেৎ।
বেদাশ্চত্বার একত্র তুলয়া চেদমেকতঃ॥ ১৭॥
বিধাত্রা তুলিতং শাস্ত্রং সর্ব্বং দেবাগ্রতো দ্বিজ।
ইদং তু সর্ব্ববেদেভ্যো গৌরবাদতিরিচ্যতে॥ ১৮॥
শক্রায় স্বর্ণদীতীরে পুরা পৃষ্টোহমব্রুবম্।

অদ্ভুত নামক উত্তর কাণ্ডে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা বেদ সম্মত। যিনি ইহা শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (১৩) যে ব্যক্তি প্রাতঃ বা মধ্যাহ্ন সময়ে একটী শ্লোক বা তাহার অর্দ্ধেক শ্রবণ করেন, তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হন (১৪) পুরুষ পঞ্চবিংশতি সহস্র কবিতায় গ্রথিত রামায়ণ পাঠ করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হন, ইহার একমাত্র শ্লোক পাঠ করিয়া সেই ফল লাভ করেন (১৫) হে দ্বিজ! যিনি এই অদ্ভুতরামায়ণ শ্রবণ বা পাঠ করেন নাই, তিনি গর্ভ হইতে বহির্গত হন নাই; ভ্রূণাবস্থাতেই রহিয়াছেন (১৬) এই রামায়ণ শ্রবণ করিলে আর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না। হে দ্বিজ! ব্রহ্মা চারি বেদ এবং সমুদায় শাস্ত্র এক দিকে, আর এই রামায়ণ অন্য দিকে রাখিয়া সমুদায় দেবগণের সমক্ষে তুলাদণ্ডে তুলনা করিয়াছিলেন, গুরুতা হেতু ইহাই সর্ব্ববেদ হইতে অতিরিক্ত হইয়াছিল (১৭, ১৮)

তদেব তব চাখ্যাতমদ্ভুতোত্তরকাণ্ডম্ ॥ ১৯ ॥
রামায়ণং মহারত্নং ব্রহ্মহৃৎক্ষীরধাবভূৎ।
নারদান্তঃ সমাসাদ্য ক্রমান্মম হৃদি স্থিতম্ ॥ ২০ ॥
তৎসর্ব্বং ব্রহ্মণো লোকে নিঃশেষমবতিষ্ঠতে।
কিঞ্চিদুর্ব্ব্যাং চ পাতালে ত্রিদিবে শক্রসন্নিধৌ ॥ ২১ ॥
বিরিঞ্চির্নারদোহঞ্চ ত্রয় এবাস্য পারগাঃ।
চতুর্থো নোপপদ্যেত বুদ্ধ্বেদং সুস্থিরো ভব ॥ ২২ ॥
যদুক্তমদ্ভুতে কাণ্ডে পুনস্তে কথয়াম্যহম্।
শ্রীরামজন্মবৃত্তান্তঃ শ্রীমতীচরিতং মহৎ ॥ ২৩ ॥
দণ্ডকারণ্যকস্থানাং শোণিতেন মহাত্মনাম্।
নারদস্য চ শাপেন লক্ষ্ম্যাশ্চেবাপরাধতঃ ॥ ২৪ ॥
মন্দোদরীগর্ভনিষ্ঠা বৈদেহীজন্ম চোক্তবান্।
রামস্য বিশ্বরূপঞ্চ ভার্গবেণ চ বীক্ষিতম্ ॥ ২৫ ॥

স্বর্গঙ্গা তীরে জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি ইন্দ্রকে ইহা কহিয়াছিলাম; সেই অদ্ভুত উত্তরকাণ্ডই তোমাকে কহিলাম (১৯) রামায়ণরূপ মহারত্ন ব্রহ্মার হৃদয়রূপ ক্ষীরোদ সাগর হইতে উত্থিত হয়, পরে নারদের অন্তঃকরণে আগমন করে; ব্রহ্মন! ক্রমে আমার হৃদয়ে অবস্থিত হইয়াছে (২০) সেই সমুদায় রামায়ণ ব্রহ্মলোকে নিঃশেষ রূপে অবস্থিতি করিতেছে; পৃথিবীতে, পাতালে ও স্বর্গে কিঞ্চিৎ মাত্র প্রচলিত আছে। ব্রহ্মা, নারদ, আর আমি, এই তিন ব্যক্তি ইহার পারগামী, চতুর্থ ব্যক্তি পাওয়া যায় না, এই বুঝিয়া তুমি সুস্থির হও (২১। ২২) অদ্ভুতকাণ্ডে আমি যাহা কহিয়াছি, পুনর্ব্বার তোমাকে (সংক্ষেপে) বলিতেছি। শ্রীরামের জন্মবৃত্তান্ত এবং শ্রীমতীর আশ্চর্য্য ইতিহাস (২৩) লক্ষ্মীর চেটীগণের অপরাধ হেতু নারদের শাপে দণ্ডকারণ্য নিবাসী মহাত্মাদিগের শোণিতে মন্দোদরীর গর্ভোৎপত্তি ও বৈদেহীর জন্মবৃত্তান্ত কহিয়াছি। ভৃগুনন্দন (পরশুরাম)

ঋষ্যমূকে হনুমতা চতুর্ব্বাহুরঘূত্তমঃ।
দৃষ্টো ভিক্ষুস্বরূপেণ সুগ্রীবসখ্যমুক্তবান্ ॥ ২৬ ॥
লক্ষ্মণাঙ্গজতাপেন শোষণং বারিধেঃ পুনঃ।
প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য মুনীনাং সন্নিধৌ তথা ॥ ২৭ ॥
সীতায়াঃ কথনং শ্রুত্বা সহস্রাস্যস্য রক্ষসঃ।
মানসোত্তরশৈলেন্দ্রে স্থিতং জ্ঞাত্বা রঘূদ্বহঃ ॥ ২৮ ॥
জগাম পুষ্করদ্বীপং ভ্রাতৃভিঃ সহ বানরৈঃ।
সীতায়া ঐশ্বরং রূপং রাবণস্য বধস্তথা ॥ ২৯ ॥
অযোধ্যাগমনং রামস্যৈষ বৃত্তান্তসংগ্রহঃ।
বৃত্তান্তসংগ্রহং চাপি পঠিত্বা রামভক্তিমান্।
জায়তে মুনিশার্দ্দূল নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩০ ॥

পঠেচ্চ যো রামচরিত্রমেতৎ
পুনাতি পাপাৎ সুকৃতং লভেত।
তীর্থাভিষেকং সমরে জয়ঞ্চ
স সর্ব্বযজ্ঞস্য মহৎ ফলঞ্চ ॥ ৩১ ॥

রামের বিশ্বরূপ দর্শন করেন (২৪।২৫) আর ভিক্ষুরূপী হনুমান্ ঋষ্যমূক রঘুশ্রেষ্ঠকে চতুর্ব্বাহু নিরীক্ষণ করেন, এবং তাঁহার সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা হয়, ইহাও কহিয়াছি (২৬)। লক্ষ্মণের গাত্রতাপে সমুদ্র শুষ্ক হয়, ইহাও বলিয়াছি। আরও বলিয়াছি যে, রাম রাজ্য প্রাপ্ত হইলে পর, তাঁহার ও মুনিগণের সম্মুখে তৎকালে সীতাকে সহস্রস্কন্ধ রাবণের উল্লেখ করিতে শুনিয়া এবং রাবণ মানসের উত্তর পর্ব্বতে বসতি করে, জানিয়া রঘুশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ ও বানরগণের সহিত পুষ্কর দ্বীপে গমন করেন। এই স্থানে সীতার ঐশ্বররূপ ও রাবণবধ পরে অযোধ্যাগমন কহিয়াছি। সমুদায় বৃত্তান্ত এই। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যিনি এই বৃত্তান্তসমষ্টি পাঠ করিবেন, তিনি শ্রীরামে ভক্তিমান্ হইবেন, এ বিষয়ে আর সন্দেহ করিবে না (২৭—৩০) যিনি এই রাম-

ভজেত যো রামমচিন্ত্যরূপ-
মেকেন ভাবেন চ ভূমিপুত্রীম্।
এতৎ সুপুণ্যং শৃণুয়াৎ পঠেদ্বা
ভূয়ো ভবেন্নো জঠরে জনন্যাঃ ॥ ৩২ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অদ্ভু-
তোত্তরকাণ্ডে শ্রীসীতারাময়োরযোধ্যাগমনং নাম
সপ্তবিংশতিতমঃ সর্গঃ ॥

চরিত পাঠ করিবেন, তিনি পাপ হইতে মুক্তি পাইবেন আর তিনি পুণ্যতীর্থস্নানফল, যুদ্ধে জয় এবং সর্ব্ব যজ্ঞের মহৎ ফল লাভ করিবেন। (৩১) যিনি এক ভাবে অচিন্ত্যস্বরূপ রামকে ও পৃথিবীতনয়াকে ভজনা করিবেন, এবং এই চির পবিত্র চরিত্র শ্রবণ ও পাঠ করিবেন, তাঁহাকে আর জননী জঠরে উৎপন্ন হইতে হইবে না (৩২)।

সমাপ্ত।